ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

ফৌরো
শতী-সাহি

ক্ষীরোদগ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "বসুমতী-বৈদ্যুতিক রোটারী-মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ক্ষৌ

শ্রীযু

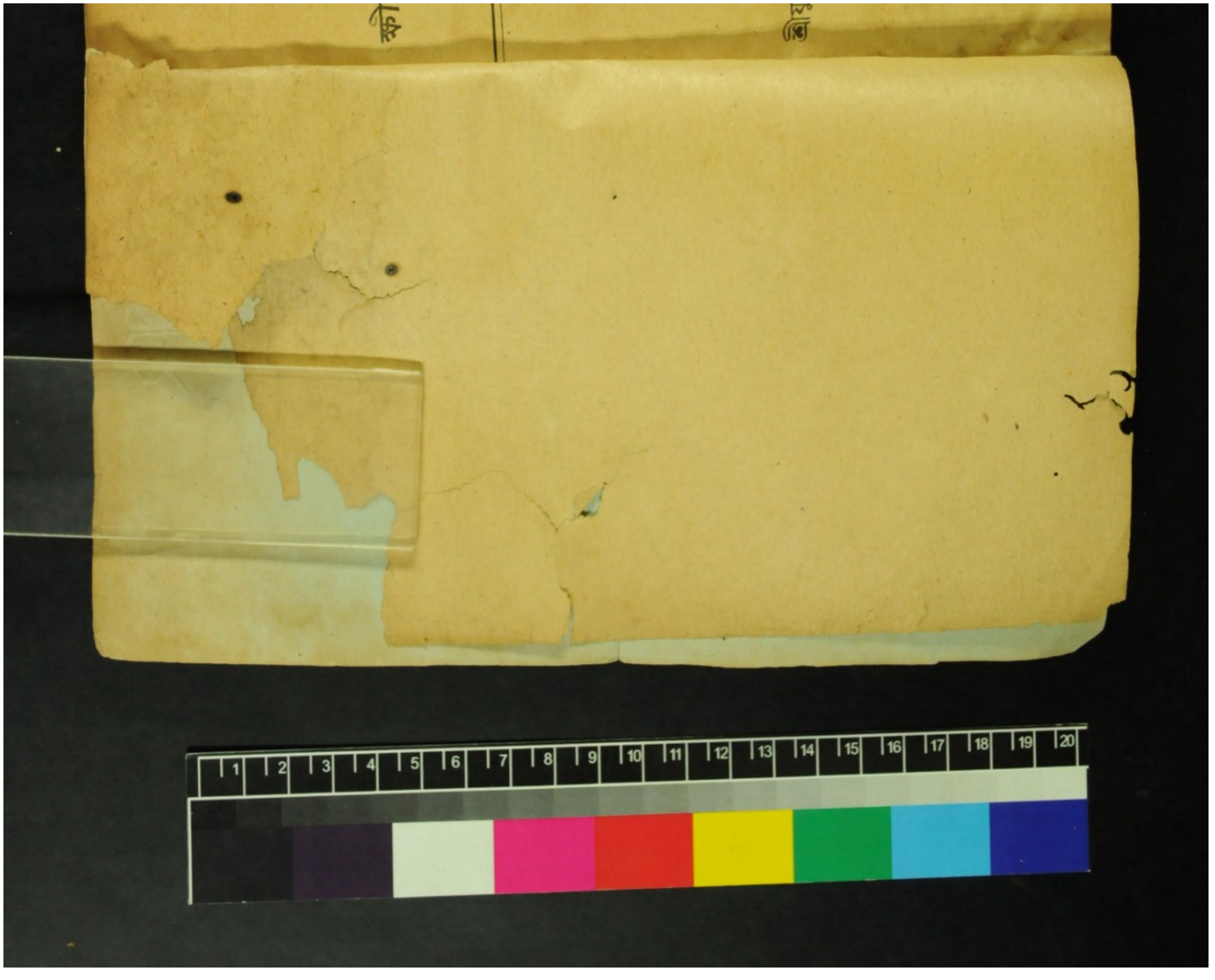

প্রতাপ-আদিত্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপহার

পরম সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল,

মহাশয়ের

করকমলে

ভূমিকা

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম, এ, লিখিত)

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায়, নাহি মানে পাতসায়,
ভয়ে যত ভূপতি ধারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

কবিদের মধুময়ী লেখনীমুখে সুধা ক্ষরে, সে সুধা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই অমরত্ব প্রদান করে। বাস্তবিক চিরমধুর ভারতচন্দ্রের উপর্য্যুক্ত পংক্তি কয়টি বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতে যে পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, এমন বোধ হয়, আর কিছুতেই করে নাই। কিন্তু কেবল স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াই কবি ক্ষান্ত—প্রতাপ-আদিত্যের বিশেষ পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। অধুনা কতিপয় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাত্মার চেষ্টায় ও অনুসন্ধানে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ প্রতাপ-আদিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক বাকি। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভিত্তিমাত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহাও আবার সম্পূর্ণ নহে—তাহা হইতেই সমগ্র অট্টালিকার আকৃতি ও গঠন-প্রণালী অনুমান করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকের ক্লেশ, কিন্তু কবির বিলক্ষণ আমোদ! মূল সত্যের ফলকে কল্পনাপ্রভাবে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির ব্যবসায়। কাব্য ইতিহাস নহে, আদর্শ-গঠনই কবির উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য চিত্রের ও চরিত্রের উৎকর্ষের দিকে; আশা করি, পাঠক "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকখানি পড়িবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কিরূপ ছিলেন, তাহা জানি না—ইতিহাস তাহা বলিয়া দেয় নাই—কিন্তু য়। কি আসিয়া যায়? তিনি স্বচ্ছন্দমনে ই আলো। ময়ী কল্যাণীকে আনিয়া দর্শকবর্গের দিত্যে" করিলেন। সাধ্বী ব্রাহ্মণীর বাঙ্গালী প্রভায় তাঁহার চিত্রখানি কত উজ্জ্বল কি দে কিংবদন্তী বলে, মা যশোরেশ্বরীর হইয়া যায়, আদিত্যের সৌভাগ্যের কারণ; ভাল দিয়া "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।" আহাশক্তি; কে? তিনি মহিমান্বিতা মাতৃময়, কার্য্যত বিজয়ামূর্ত্তি গড়িয়া নিজে ধন্য হাশক্তিমান বৃন্দকেও ধন্য করিলেন। চরিত্র শ বাঙ্গালী ঘটনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ সুন্দর দেশে কা সকল সময়ে ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর এই উ থাকিতে চাহে না। কোথাও বা নূ করিয়া, কোথাও বা কিংবদন্তী আবার কোথাও বা ঐতিহাসিক নোয়াইয়া বাঁকাইয়া কবি তাঁহার খানিকে নির্দ্দোষ বা পূর্ণাবয়ব পান। সুতরাং "প্রতাপ-আদিত্য" ঘটনানিচয়ের সহিত যদি ইতি সামঞ্জস্য লক্ষিত না হয় ত তা কি? এরূপ অসামঞ্জস্য সত্ত্বে আদিত্যকে" স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক যাইতে পারে, কারণ, ইহার মূল নাটককার কোথাও কোনও মুখ্য ঘট বিকৃতি করিয়াছেন বলিয়া বোধ কৌশলময়ী লেখনীর গুণে সেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিব বানর বানরই আছে; তবে হয় ত চিত্র রঞ্জিত করিবার সময় কবি (করিয়াই) রংটা একটু গাঢ় করিয়া

আর একটি কথা! "প্রতাপ-আ খানি এক হিসাবে আমাদের ইতিহাস। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে

ন্যও চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না করিতে র্য্যই নাই, অথচ বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত র্য্যেরই শেষ রক্ষা হয় না। কোথা ত দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড এ দেশের উপর যেমন জগজ্জননীর বুঝি আর কোথাও নাই; কিন্তু াদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ য়। বাঙ্গালী-জীবনের হর্ষ-বিষাদ-ভরা ই আলো ও ছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, দিত্যে" অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি করিতে ার কি দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। "একা হাশক্তি; জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, , কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে হাশক্তিমান সম্রাটেরও পূজনীয়; কিন্তু বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হ'তেও হীন; র দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।" র এই উক্তিতে সার সত্য নিহিত আছে।

বাঙ্গালীর সকলেই কর্ত্তা হইতে চান; সুতরাং দশ জন বাঙ্গালী একত্রিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ করিতে চান না, রামচন্দ্র রুডার অধীনে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক—তা তাতে দেশ উৎসন্ন যায় যাক্। ইহার উপর ক্ষুদ্রপ্রাণসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থান্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্ব্বোপরি জ্ঞাতি-বিরোধ আছে। আর কি চাই? কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকারময় নহে। "বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বুঝে।" বুঝে বলিয়াই এই দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে আজ ব্যাকুলতা দেখিতে পাইতেছি। তাই "প্রতাপ আদিতে"র আজ এত আদর। এই ব্যাকুলতা আশা—এই ব্যাকুলতাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে উন্নতির সোপান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ব্যাকুলতা ছিল বলিয়াই যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ এক দিন সপ্তসিন্ধুতটে বসিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

বিক্রমাদিত্য	...	যশোহরাধিপতি।	শঙ্কর	...	প্রতাপে
বসন্ত রায়	...	বিক্রমের ভ্রাতা।	সূর্য্যকান্ত, সুখময়	...	শঙ্করের
প্রতাপাদিত্য	...	ঐ পুত্র।	আকবর	...	দিল্লীশ্বর
উদয়াদিত্য	...	ঐ ঐ পুত্র।	সেলিম	...	শাহজাদা
গোবিন্দ রায়, রাঘব রায়	...	বসন্ত রায়ের পুত্র।	মানসিংহ	...	আকবরে
গোবিন্দ দাস	...	বৈষ্ণব।	ইশা খাঁ (মনসর আলী)	...	হিজ
ভবানন্দ	...	দেওয়ান।	রডা	...	পর্টুগীজ

স্ত্রীগণ।

কাত্যায়নী	...	প্রতাপের স্ত্রী।	কল্যাণী	...	শঙ্করের স্ত্রী
ছোটরাণী	...	বসন্ত রায়ের স্ত্রী।	বিজয়া	...	যশোহরেশ
বিন্দুমতী	...	প্রতাপের কন্যা।			

মদন, মামুদ, সুন্দর, কমল, চণ্ডীবর, সের খাঁ ও অনুচরগণ, আজিম খাঁ, দূতগণ, প্রহরিগণ, মাঝিগণ, প্রজাগণ, ভৃত্য, পথিক, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রতাপ-আদিত্য

প্রথম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

প্রসাদপুর।

শঙ্করের বাটীর সম্মুখ।

শঙ্কর, মামুদ, মদনলাল।

। হাঁ দাদাঠাকুর! দেশে ট্যাকা যে হয়ে পড়ল!

কেন, আবার তোমাদের হ'ল কি?

হবে আবার কি? রোজ রোজ যা ছ, তাই।

। হবে আবার কি? রাজায় রাজায় লু-খাগড়ার প্রাণ যায়। দায়ুদ খাঁর সঙ্গে লের লড়াই। দায়ুদ খাঁ হেরে গেল না ত, মেরে গেল।

। দিন নেই, ক্ষণ নেই, সকাল নেই, ই, কেবল পেয়াদার তাড়া। তাতে ঘরে কি ক'রে?

। কোন দিন হয় ত বাড়ীতে রইলুম না খেতে হবে ত—যদি সে সময় এসে মেয়ে-র বে-ইজ্জত করে!

র। তোমাদের উপরই বা এত অত্যাচার অন্য স্থানেও জুলুম-জবরদস্তি আছে বটে, তোমাদের উপর যেমন, এমন ত আর ও নেই, তোমাদের অপরাধ কি?

মুদ। অপরাধ, আমরা পাঠান। এখন মোগলের মুলুক; আগেকার নবাব াঁ ছিলেন পাঠান—আমাদের স্বজাত। এই-আমাদের অপরাধ।

র। তা হ'লে এ ত বড়ই দুঃখের কথা ড়ল মামুদ!

মামুদ। তা হ'লে বল দিকি দাদাঠাকুর, কেমন ক'রে দেশে বাস করি?

মদন। এই সে দিন হাল গরু বেচে নূতন নবাবকে সেলামী দিয়েছি, দেনা ক'রে খাজনা—হাল বকেয়া—কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। আব-ওয়াবের পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত বাকি রাখিনি।

মামুদ। তবু শালার নায়েবের বকেয়া বাকি শোধ হ'ল না!

মদন। আরে শালা! কাল তোর মনিব নবাব হ'ল, তখন বকেয়া পেলি কোথায়? কোনও রকমে আমাদের উদ্বাস্ত করা।

মামুদ। আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই চ'লে গেছে। আমরা কেবল দেশের মায়া ত্যাগ করতে পারিনি।

মদন। বিশেষতঃ তোমার আশ্রয়ে এত কাল রয়েছি দাদাঠাকুর, তোমার মায়া ছাড়ি কেমন ক'রে?

শঙ্কর। তাই ত মদন! তোমরা ত আমাকে বড়ই ভাবিত ক'রে তুল্লে।

মামুদ। দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি যা হোক একটা বিহিত না করলে ত আমরা আর বাঁচিনি।

শঙ্কর। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমি কি বিহিত করবো?—নবাব বাদশার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ ক'রে তোমাদের কি উপকার করবো?

মামুদ। তা ত বুঝতেই পারছি। তোমাকেই বা রোজ রোজ এমন ক'রে কাঁহাতক জ্বালাতন করি।

মদন। অর্থে বল, সামর্থ্যে বল, তুমি এত কাল আমাদের রেখে আসছ ব'লেই আমরা বেঁচে আছি। এখন তুমি হা'ল ছেড়ে দিলে আমরা যে ডুবে মরি দাদাঠাকুর! নিত্য নিত্য জবরদস্তি করলে, আমরা আর কেমন ক'রে দেশে বাস করি?

শঙ্কর। আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাদের দেশে বাস করতে বলি।

মদন। তা হ'লে কি এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পরামর্শ ?

শঙ্কর। স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন না, দায়ুদ খাঁর সঙ্গে এ রাজ্যের স্বাধীনতা এক রকম লোপ পেয়েছে। সে রাম-রাজত্ব আর নেই। এখন বাঙ্গালা এক রকম অরাজক। রাজা থাকেন আগ্রায়, বাঙ্গালার সুবেদার তাঁর এক জন চাকর বই ত নয়। রাজমহলের নবাব সের খাঁ আবার চাকরের চাকর—একটা বড় গোছের তসিলদার। বৎসর বৎসর আগ্রার খাজাঞ্চীখানায় টাকা আমানত করাই তার কাজ। সুতরাং টাকা নিয়েই তার প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধ। খাজনার তাগাদায় টাকা যোগান দিতে পার, থাক। না পার, পথ দেখ।

মামুদ। যখন তখন তাগাদায় টাকা যোগান, কোন প্রজায় কখন কি পেরে থাকে দাদাঠাকুর ?

শঙ্কর। পারে না, তা ত জান্‌ছি। কিন্তু রাজা ত সেটা বুঝছে না।

মামুদ। তা হ'লে অনুমতি কর, জন্মস্থানকে সেলাম ঠুকে বিদায় হই।

শঙ্কর। তা ভিন্ন আর উপায় কি ?

মদন। কোথায় যাব ? যেখানে যাব, সেইখানেই ত এই রকম অত্যাচার।

শঙ্কর। রাজা বসন্ত রায় যশোহর নগর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেইখানে গেলে বোধ হয় ভাল থাকতে পার। কেন না, শুনেছি, রাজা নাকি বড় দয়ালু; নদে জেলার অনেক লোক সেখানে গিয়ে বাস করেছে।

(গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

১ম। (সরোদনে) ও খুড়োঠাকুর !

শঙ্কর। কি, ব্যাপার কি ?

১ম। বাবাকে কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল। বক্‌রিদের জন্যে একটা খাসী মানত ছিল, সেইটে গোমস্তা চেয়েছিল। বাবা সেটা দিতে চায়নি। তার বদলে আর দুটো খাসী দিতে চেয়েছিল। গোমস্তা নেয়নি। এখন পঞ্চাশ ষাট জন পাক সঙ্গে ক'রে এনে বাবাকে বেঁধে নিয়ে গেল।

সকলে। দোহাই বাবাঠাকুর, রক্ষে কর।

মামুদ। তাই ত দাদাঠাকুর ! এমন অত্যাচার ক'দিন সহ্য করা যায় ?

মদন। তাই ত, রক্ত-মাংসের শরীর—

১ম। কি হবে খুড়োঠাকুর !

মদন। দাদাঠাকুর, প্রতীকার কর।

সকলে। প্রতীকার কর, প্রতীকার কর।

শঙ্কর। প্রতীকারের একমাত্র উপায় আছে।

সকলে। কি উপায় দাদাঠাকুর ?

শঙ্কর। প্রতীকারের একমাত্র উপায়—যা সে উপায় তোমাদেরই কাছে আছে।

মদন। কি উপায়, বল ?

শঙ্কর। তোমরা পাঠান। আমাদের মত ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী ত নও। বাঙ্গালী অত্যাচার সহ্য করতে জন্মগ্রহণ করেছে। তোমরাও কি তাই ?

সকলে। কখন নয়। আমরা পাঠান—অত্যাচার সইতে জানি না।

শঙ্কর। অত্যাচার সইতে জান না, অত্যাচার দমনের উপায়ও ত জান না।

মদন। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

সকলে। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

শঙ্কর। শক্তিমান্ পাঠান। দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে বাঙ্গালা মুলুকে এসে শুধু বাহুবলে এদেশে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেছ। বলি ভাই সব, পিতৃপিতামহদের সেই রক্ত—সেই চির-উষ্ণ তপ্ত শোণিত পিতৃপিতামহের দেশেই কি রেখে এসেছো ? ধমনীতে প্রবাহিত হবার জন্যে এক কণামাত্রও কি সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পারনি ?

সকলে। আলবৎ এনেছি। হুকুম কর, লাঠি ধরি। অত্যাচারের শোধ নিই।

শঙ্কর। না না—এ আমি কি বল্‌ছি ! ধার হারা হয়ে এ আমি কি বল্‌ছি ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেওয়া যে অসম্ভব। অগণ্য অগণ্য অত্যাচার যদি হয়, তা হ'লে কত অত্যাচার প্রতিশোধ নেবে ? বাদশার প্রবল শক্তি—তার নূতন লোকের উৎপীড়ন। এ দিকে কোটি মুষ্টিমেয় দরিদ্র প্রজা। স্ত্রী, পুত্র, মা, বাপ সংসারী। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা।

মদন। সেই বুঝেই ত গায়ের ঝাল গায়ে চুপ ক'রে থাকি। তাইতে প্রাণের দুঃখ কাছে জানাতে আসি।

শঙ্কর। আমি কি করতে পারি ? দীন, অতি দীন, তুচ্ছ, পরমুখাপেক্ষী ভিখারী আমি কি করতে পারি ?

মামুদ। তুমি আমাদের কি করতে পার, না পার, খোদা জানে। কিন্তু তোমাকে দুঃখ না জানালে যেন আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়োয় না।

শঙ্কর। দেখ, আপাততঃ তোমাদের যা বল্লুম, তাই কর। যে যার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে রাজা বসন্ত রায়ের আশ্রয়ে চ'লে যাও। আর দেখ, তুমি সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে ক'রে নায়েবের কাছে নিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, জরিমানা-স্বরূপ কিছু টাকা দিলেই তোমার বাপকে ছেড়ে দেবে।

১ম। যো হুকুম।

[শঙ্কর, মামুদ ও মদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মামুদ। আমরা রাজার কাছে পৌঁছিতে পারবো কেন দাদাঠাকুর! কে আমাদের দুঃখের কথা রাজার কানে তুল্‌বে?

শঙ্কর। বেশ, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

মদন। সাধে কি আর তোমার কাছে আসি দেবতা! আমাদের এ দুঃখের মর্ম্ম তুমি না হ'লে বুঝ্‌বে কে?

শঙ্কর। যাও, উদ্‌যোগ আয়োজন কর গে। কে কে যেতে চায়, খবর নাও। (উভয়ের অভিবাদন)

মদন। একান্তই যদি দেশ ছাড়তে হয় মিয়া, তা হ'লে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না?

মামুদ। চুপ চুপ—দাদাঠাকুর শুন্‌তে পাবে। সে কথা আর বল্‌ছিস্ কেন? অমনি যাব? আগে মেয়েছেলেগুলোকে সরিয়ে, শালার নায়েবকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে আর কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। তা ওরা আমার কাছে আসে কেন? আমি ওদের কি করতে পারি? পারি না? ভগবান্ প্রতীকারের জন্যে ওদের আমার কাছেই বা পাঠান কেন? আমি কি কিছু করতে পারি না? ভীরু, পরপদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই করতে পারে না? শুন্যপায়ী শিশুর মতন মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হয়ে শুধু কি উদরপূরণের জন্যেই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করেছে? কি করি—কি করি! এক দিকে মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রতিনিধি সমস্ত বাঙ্গালার অধীশ্বর! অন্যদিকে পর্ণকুটীরবাসী এক ভিখারী ব্রাহ্মণ। অসাধ্যসাধন! আমা হ'তে রাজার অনিষ্ট-চিন্তার কথা মনে আন্‌তে নিজেকেই নিজের উন্মাদ বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মা অসাধ্যসাধিকে শঙ্করি! হতভাগ্য ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা—প্রতিবেশী দরিদ্রের উপর অযথা উৎপীড়নে এ হৃদয়ে কি যন্ত্রণা, তুমি ত সব বুঝতে পারছ মা! দোহাই মা, তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার উপায় ব'লে দাও। উদ্ধার কর মা—উদ্ধার কর—এ উন্মাদ চিন্তার দায় থেকে আমাকে রক্ষা কর।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

সূর্য্য। কে ও, দাদা!

শঙ্কর। হাঁ! হানিফ্, যাঁর ছেলেকে যে তোমার কাছে পাঠালুম।

সূর্য্য। আমি আগে থাক্‌তেই তাকে খালাস ক'রে এনেছি।

শঙ্কর। কি ক'রে আন্‌লে?

সূর্য্য। কিছু ঘুষ দিয়ে আন্‌লুম, আর কি কর্‌ব!

শঙ্কর। বেশ করেছ। তার পর তোমাকে কি বল্‌তে চাই শোন। আমি কোন প্রয়োজন-বশে বিদেশে যাব।

সূর্য্য। সে কি! কোথায় যাবে?

শঙ্কর। যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন প্রশ্ন ক'রো না।

সূর্য্য। তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল! তোমার এরূপ মূর্ত্তি ত কখনও দেখিনি। সত্য কথা বল্‌তে কি দাদা! আমি ভয় পাচ্ছি।

শঙ্কর। বীর তুমি। হৃদয়ও বীরযোগ্য কর।

সূর্য্য। তুমি যাবে, মাকে আমার কোথা রেখে যাবে?

শঙ্কর। তুমি আছ। কল্যাণীকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলুম।

সূর্য্য। আস্‌বে কবে?

শঙ্কর। তা বল্‌তে পারি না।

সূর্য্য। ফির্‌বে ত?

শঙ্কর। তাই বা কেমন ক'রে বলি?

সূর্য্য। তবে এত দিন শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে কি নারী আগলাতে রেখে গেলে?

শঙ্কর। অসহ্য বোধ কর, ভার পরিত্যাগ কর্‌বে।

সূর্য্য। আমাকে কি এমনই নরাধম পেলে দাদা যে, মায়ের ভার ফেলে পালিয়ে যাব?

শঙ্কর। বেশ, তবে সময়ের অপেক্ষা কর। যথাসময়ে তোমাকে সংবাদ দেব।

সূর্য্য। দিও, যেন ভুলে থেক না। দেখো-দাদা! ভাই বল—শিষ্য বল—সব আমি। আমার শিক্ষা যেন নিষ্ফল ক'রো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শঙ্করের অন্তঃপুর।

কল্যাণী।

কল্যাণী। এমন জ্বালা ত কখন দেখিনি! মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে চারটি রাঁধা ভাত খাবে, এ পোড়া দেশের লোক কি না তাও সুশৃঙ্খলে খেতে দেবে না! ঠাঁইটি ক'রে আসনটি পেতে, মানুষকে বসিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়্‌তে গেছি, থালা হাতে ক'রে ফিরে এসে দেখি—ও মা, এ মানুষ আর নেই। অবাক্ করেছে! এ দেশের পায়ে দণ্ডবৎ! আর নয়। তল্পীতল্পা আর মিনুকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করাই দেখ্‌ছি এখন যুক্তি। থালার ভাত আবার হাঁড়াতে পুরে, এই আসে এই আসে ক'রে, হাপিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি—তিন প্রহর বেলা হ'ল, তবু কিনা মানুষের দেখা নেই!—গেল কোথায়? খাবার সময় ব্রাহ্মণকে ধ'রে নিয়ে এরা গেল কোথা? কেনই বা আসে, তাও ত বুঝতে পারি না! দেশে এত মাতব্বরের বাড়ী থাকতে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন?

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। বল ত কল্যাণি! আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি দুর্ব্বল, নিঃসহায়, নিজেই নিজের সাহায্যে অক্ষম, বেছে বেছে আমার কাছেই বা আসে কেন?

কল্যাণী। তাদের হয়েছে কি?

শঙ্কর। তারা সব সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

কল্যাণী। ও মা, সে কি!

শঙ্কর। ডাকাতে তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।

কল্যাণী। ডাকাতে লুট করেছে!—হাঁগা, কখন্ কর্‌লে?

শঙ্কর। দিনে, দ্বিপ্রহরে, সমস্ত লোকের সাক্ষাতে।

কল্যাণী। দিনে ডাকাতি!—ও মা, সে কি কথা! এত লোক থাকতে কেউ তাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না?

শঙ্কর। কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে আমার কাছে আস্‌বে কেন?

কল্যাণী। তা হ'লে ত দেখছি, এ দেশে বাস করা সুকঠিন হয়ে উঠ্‌ল।

শঙ্কর। নরাধমেরা গরীব চাষাদের স্ত্রীপুত্রকে পথে বসিয়ে গেছে। কাউকে বা বেঁধে নিয়ে গেছে। অত্যাচার—চারিদিকে অত্যাচার। প্রতীকার করে, এমন লোক কেউ নেই। কোনও স্থানে আশ্রয় না পেয়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমি কি কর্‌তে পারি কল্যাণি?

কল্যাণী। ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল, কেউ বাধা দিতে পার্‌লে না?

শঙ্কর। বাধা কে দেবে? কোন্ সাহসে দেবে? যে রক্ষা-কর্ত্তা, সেই ডাকাত। সর্ব্বস্ব লুটে সকল লোকের সামনে গ্রামের বুকের ওপর তারা আসন পেতে বসেছে। বাধা কে দেবে কল্যাণি?

কল্যাণী। ও মা, রাজা ডাকাত! তাইত নিরুপায়। রাজার কাজে বাধা দেয়, এমন সাধ্য কার?

শঙ্কর। বল ত কল্যাণি! কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে, এমন কাজে হাত দেয়—রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে? কিন্তু এ সমস্ত জেনে শুনেও হতভাগা মূর্খ প্রজা আমার কাছে আসে কেন?

কল্যাণী। তারা মনে করে, তুমি বুঝি অত্যাচারের প্রতীকার কর্‌তে পার।

শঙ্কর। কিন্তু আমি কি পারি কল্যাণি!

কল্যাণী। সে তুমি নিজে বল্‌তে পার। আমি স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি, আমি কেমন ক'রে বলব!

শঙ্কর। শৈশবকাল থেকে তোমাতে আমাতে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আবদ্ধ। বিবাহের দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে

দণ্ডও ছাড়া হইনি। তুমিও পিতৃমাতৃহীন, আমিও পিতৃমাতৃহীন। এত কাল আমার সংসারে তুমি স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, গুরু, শিষ্য—গর্ব্ব ক'রে বল্‌বার যত প্রকার সম্পর্ক আছে, সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছ। আদরে, পালনে, তিরস্কারে, অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও তুমি কি বল্‌তে পার না, আমি প্রতীকার করতে পারি কি না?

কল্যাণী। আমি যে চিরকাল তোমার মধুর সৌম্য মূর্ত্তিই দেখে আস্‌ছি প্রভু! যে রুদ্রমূর্ত্তিতে এ অত্যাচারের প্রতীকার হয়, তা ত কখন দেখিনি।

শঙ্কর। মূর্ত্তিতে আমি যা-ই হই, কিন্তু এটা ঠিক বল্‌তে পারি, যে মন্দিরে তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের যোগ্য নয়। এ কথা আমি জানি, তুমি জান। কিন্তু প্রসাদপুরের হতভাগ্য প্রজারা তো তা জানলে না। তারা প্রতীকার ভিক্ষা করতে উন্মাদের মতন আমার কাছে ছুটে এল।

কল্যাণী। কে বুঝি তাদের বুঝিয়েছে যে, তোমার কাছেই প্রতীকার আছে।

শঙ্কর। কে সে কল্যাণি?

কল্যাণী। আমার স্বামীর নামে যাঁর নাম, বুঝি তিনি। সেই সৌম্য প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিরাজ যদি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী শক্তির ঈশ্বর হন, তবে আমার ঘরের যোগিরাজ হ'তেই বা শত্রু ধ্বংস হবে না কেন? তারা ঠিক বুঝেছে—মূর্খ প্রজা ঈশ্বর-পরিচালিত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। তুমি তার প্রতীকার কর।

শঙ্কর। কিন্তু ক'নে বউ।

কল্যাণী। কল্যাণী বল। অত আদর দেখিও না, ভয় করে।

শঙ্কর। কল্যাণি! আমার হস্ত পদ যে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কল্যাণী। তাতে কি? শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল।

শঙ্কর। তার পর?

কল্যাণী। তার পর আবার কি? যদি কোথাও যাবার মানস ক'রে থাক, যাও। এতগুলো নিরীহ দরিদ্র প্রজা এক দিকে, আর একটা তুচ্ছ নারী এক দিকে। তুমি কি আমায় এতই পাগল পেয়েছ যে, শৃঙ্খল হয়ে তোমার গতিরোধ করব? এখনি কি যেতে চাও?

শঙ্কর। বিলম্ব কর্‌লে কি যেতে পার্‌ব? অস্ফুট কণ্ঠস্বরে যে তোমার সঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ করেছি কল্যাণি!

কল্যাণী। সত্যি কথা! আমারও ত তাই। রমণীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়। আবার কি করতে কি ক'রে বস্‌বো! এস তবে, কুলদেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল তোমার হাতে বেঁধে দিই গে।

শঙ্কর। আমি কি পার্‌ব ক'নে বউ?

কল্যাণী। আবার ক'নে বউ। তা হ'লে পারবে না। প্রথম থেকে এত আত্মহারা হ'লে না পারবারই সম্ভাবনা। পারবে না কেন? পার্‌তেই হবে। শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে, পরশুরামের বিজয়ে বহুলায়াসে যে জানকীরত্ন লাভ করেছিলেন, প্রজার জন্য যদি অম্লান বদনে গর্ভাবস্থায় তাঁকে বনবাসে দিতে পারেন, বিনা-ক্লেশে নিজের অজ্ঞাতসারে আমাকে লাভ ক'রে তোমার নিজের ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারবে না? মনে করেছ, যত শীঘ্র পার, যাত্রা কর। তুমি আমার পানে চেও না—কিন্তু দোহাই, তোমার মুখের অন্ন ফেলে উঠে গেছ।

শঙ্কর। বেশ—চল।

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর।

গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত।

বিক্রম। হাঁ হে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত?

বসন্ত। তা না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা কইতে পাচ্ছি। সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ করেছ ভাই। ওইটেই হচ্ছে আসল কাজ। সদর মালগুজারী খাজাঞ্জীখানায় আগে আন্‌জাম ক'রে তার পরে যা খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চ্চনাই বল,—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধশান্তি, ক্রিয়া-কলাপ এ সব পরের কথা।

বসন্ত। তা আর বল্‌তে। তার ওপর চারিধারে শত্রু।

বিক্রম। চারিধারে শত্রু। এই সোনার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছ, বন কেটে নগর বসিয়েছ। এ পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাকতে কারে ভয়?

বিক্রম। বস্, বস্! খাড়া থাকৃতে কাকে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর বুঝাব কি? দায়ূদ খাঁর সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমাদের বাপ-পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হয়ে উল্‌টে লাভ হয়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটি যাতে বজায় রাখতে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটী ত নয়, যেন সোনা। ভাল রকম আবাদ কর্‌তে পার্‌লে সোনা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই! তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোনও ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন! ছেলেপিলেগুলো কি তেমন মিলে মিশে চলতে পার্‌বে? আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি, তাকে ত একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধত-প্রকৃতি দেখলেন কখন?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখিনি বটে! তবে কি জান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শান্ত?

বিক্রম। হাঁ। হাঁ।—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে।

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্বাস নেই বরং তাদের। প্রতাপ চঞ্চল! প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখতে পাওয়া যায়!

বিক্রম। হাঁ। হাঁ।—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে—তবে কি না, তবে কি না—যতটা বল্‌ছ, ততটা যে ঠিক—বুঝেছ বসন্ত! একেবারে বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হাঁ-হাঁ! একেবারে যে সন্দেহ—হাঁ। হাঁ।—হবে কি না,—

বসন্ত। কেন প্রতাপের ওপর আপনি অন্যায় সন্দেহ করলেন? এ রাজ্যের যদি কেউ মর্য্যাদা রাখতে পারে ত সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান দাও। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুর্গমহরে। যাক্—যাক্—বিক্রমপুর বাক্‌লা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সব আনবে বলেছিলে, তার করলে কি?

বসন্ত। আনতে লোক ত পাঠিয়েছি।

বিক্রম। বেশ বেশ। গোবিন্দদেববিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস—তা হ'লেই ঠিক হবে। দেবতা-ব্রাহ্মণ—কুটুম্ব নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করাও, তা হ'লেই মঙ্গল হবে। দুর্গা দুর্গমহরে—তা হ'লে যাও ভাই—প্রাতঃকৃত্য সার গে।

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থা

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদশাহি পেয়েও তার হাতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠীর যে রকম ফল তাতে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষ ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী তখন কি সে কথা আর মিথ্যে হবার যো আছে যাক, আর ভেবেই বা কি কর্‌ব? ছ'দিনে বিধাতা সূতিকা-ঘরে ব'সে কপালে যা কেটে গেছে, সে ত ঝামা দিয়ে ঘষলেও উঠবে না। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুর্গ তবে কিনা—তবে কিনা—পিতৃদ্রোহী —জেনে শুনে ঘরে রাখা—দুধ-কলা দিয়ে কাল পোষা। দুর্গা—বসন্তকে যে, ছাই এ বল্‌তেই পার্‌ছি না! আর বল্লেই বা কি বসন্ত ত বুঝ্‌বে না। যাক্—তারা শিবসুন্দরী ভেবে আর কি কর্‌ব? কালী কালভয়হারিণী মা! তবে একটা সুবিধে হয়েছে। বসন্ত বৈষ্ণব। স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দদাস

সহায়! ছেলেটাকেও কৌশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। তারা আমার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে,—গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেকটা এগিয়েছি। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব কর্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত। ভবানন্দ!

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। মহারাজ!

বিক্রম। দেখে এস ত প্রতাপ কোথায়।

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চে ব'সে মালাজপ কর্‌ছেন।

বিক্রম। বেশ বেশ! আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিটে কেমন দেখ্‌ছ বল দেখি?

ভবা। ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি বল্‌ব মহারাজ! হাতের মালা ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল। যেন ইচ্ছামতী নদীতে বান ডেকে গেল।

বিক্রম। বেশ, বেশ।

ভবা। হয় ত বল্লে বিশ্বাস কর্‌বেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম। বেশ, বেশ—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি। (ভবানন্দের প্রস্থান) বেশ হয়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায় যখন বসিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি! তুলসীর গন্ধ দু'দিন নাকে ঢুক্‌লে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে নিরিমিষ হয়ে যাবে। বস্—বস্—আর ভয় কি! দুর্গা—দুর্গমহরে—দুর্গা—দুষ্‌খহরে। তবু রঙ্গের ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস বাবাজীর দু'টো গান শুনিয়ে দিই।—ওরে!—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

যা ত, রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল্‌ ত।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(গোবিন্দদাসের প্রবেশ)

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! অধীনকে স্মরণ করেছেন কেন মহারাজ?

বিক্রম। এস বাবাজী এস—এই অনেক দিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনিনি—তাই—বুঝেছো বাবাজী! সংসার-চক্র—ঘুরে ঘুরেই মর্‌ছি। কাছে সুধার সাগর থাক্‌তেও একটু যে চাক্‌বো, তাও পার্‌ছিনি। বাবাজী, ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও।

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! মহারাজ, নরাধম আমি। আজও পর্য্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে মর্‌ছি। আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুন্‌তে চেয়েছেন, এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম। বাবাজী! যে ব্যক্তি সাধু, তার কি অহঙ্কার থাকে? যাক্—বাবাজী, একটি গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। কি গাইব, অনুমতি করুন।

বিক্রম। যা হোক একটা—ভাল কথা, সেই যে সে দিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কানে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

(গীত)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণী সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ দীন-দয়াময়
অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা॥

বিক্রম। বা! বা! কি মধুর! কি ভাব! —তাতল সৈকত—তাতে আবার বারিবিন্দু সম —যেন তপ্তখোলার বালি—পড়লুম মটর—হলুম ভুটকড়াই—বা বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারিবিন্দুটি পড়েছে কি—অমনি চড়াত—খোলা একেবারে চৌচাকলা। মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সুত—মিত—রমণী-সমাজে! বা! বা! কি চমৎকার!—তবে রমণীসমাজে যত জ্বালা হোক্ আর না হোক্ বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সুতোর জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি। বাবাজী! সুতো এখন

কাছি হ'য়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস না লাগায়—ওরে! প্রতাপকে ডেকে আনতে বল্লুম, তার কর্লি কি?—

গোবিন্দ। তবে কি না তিনি দয়াময়!

বিক্রম। ওই!—যা বলেছো বাবাজী! তবে কি না তিনি দয়াময়!—সেই সাহসেই বেঁচে আছি!—ওরে! দেরী কর্ছিস্ কেন? প্রতাপকে আন্তে দেরী কর্ছিস্ কেন? (সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ। হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!—কি কর্লে!

বিক্রম। ওরে! এ কি রে! ওরে, এ কাজ কে করলে রে? ওরে, এ জীবহত্যা কে করলে রে? দোহাই বাবাজী—যেয়ো না!

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ! অধীন আর এখানে থাকতে পার্বে না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ! কি কর্লে!

[প্রস্থান।

বিক্রম। ওরে, এ জীবহত্যা কে কর্লে রে! —(প্রতাপের প্রবেশ) প্রতাপ। এ কি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে কর্লে? নিশ্চিন্ত হয়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্‌ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি করেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ কর্বে? এই শুনলুম, তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ কর্‌ছিলে! এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি কর্বে কেন?

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হয়ে বুঝলুম—আমি হরিনামজপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে কর্‌তে হবে, পররাজ্য-লোলুপ দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয় ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌তে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধর্‌তে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম তার নয়। শক্তি-অভিমানী যশোর-রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রু-শোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা! তাই আমি এই শোণিত-পিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার করেছি।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি করেছি।

বিক্রম। তাই ত বলি—তাও কি কখন হয়! ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখতে প্রতাপ আমার পি[illegible] সম্মুখে মিথ্যা কথা কয়েছে। এই শুনলুম তু[illegible] পরম বৈষ্ণব হয়েছো। তুমি এমন কাজ কর[illegible] কেন?

প্রতাপ। না পিতা! মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণ[illegible] এর পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমা[illegible] শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হয়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ! মিথ্যা কথা। [illegible] উড্ডীয়মান বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নি[illegible] হয়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ। রাজার স[illegible] মিথ্যা কথা কয়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার! বৈষ্ণবধর্ম [illegible] ত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে মি[illegible] আশ্রয় গ্রহণ করো না। এ কার্য্য আমি করে[illegible]

প্রতাপ। মিথ্যা কথা, আমি করেছি।

শঙ্কর। ভাল, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন [illegible] সম্মুখেই পাখী প'ড়ে আছে। পরীক্ষা কর। [illegible] শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হয়েছে, এখনি [illegible] পারা যাবে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে আর আপত্তি কি!

শঙ্কর। ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে[illegible] সম্মুখে পরীক্ষা, সুবিচারের প্রত্যাশা করি। রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা[illegible] যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, ত[illegible] ব্রাহ্মণ হয়েও আমি কায়স্থ কুলতিলক বিক্রম[illegible] নন্দনের দাসত্ব স্বীকার করব। আর আম[illegible] যদি এ কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা[illegible] রাজকুমার, তুমি অবনত মস্তকে এই [illegible] ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার কর্বে?

প্রতাপ। বেশ, প্রতিজ্ঞা কর্লুম[illegible] ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায় মীমাংসা হবে কি ক'রে!

শঙ্কর। তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে [illegible] করেছ?

প্রতাপ। আমি পাখীর পক্ষভেদ করেছি।

শঙ্কর। আর আমি মস্তক চূর্ণ করেছি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ করেছি।

বিক্রম। এ কি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এ কি হেঁয়ালি! কে তুমি? এ সমস্ত কি প্রতাপ!

প্রতাপ। তাই ত! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছু ত জানি না মহারাজ! এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখন ত দেখিনি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। যথার্থই কি এলি মা! দুর্ব্বল পীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা ভিন্ন-অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা!

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষিহৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত! কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এই শ্যেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলে?

শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা করেছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দেখলুম মা! হিন্দুস্থানের এ সীমান্তপ্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছিতে পারে কি না।

বিজয়া। আর আমি দেখলুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ কর্‌ছে। তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার কর্‌বার জন্য, একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটি সুখের সংসার যবনের অত্যাচারে ছারখার হয়েছিল। তার ফলে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী—কুমারী—কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠলো। প্রতিশোধ-বাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা আপনি শর ছুটে গেল। পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল। এই নাও প্রতাপ, পক্ষী নাও। এই ত্রিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়পতাকার চিহ্ন হ'ক।

[প্রস্থান।

শঙ্কর। এ কি মা! দেখা দিয়ে যাও কোথায়? সর্ব্বনাশী! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন করিস্ কেন?

প্রতাপ। এ কি মা বিজয়লক্ষ্মি! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা?

শঙ্কর। রাজকুমার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার দাসানুদাস।

[পরস্পরের আলিঙ্গন ও প্রস্থান।

বিক্রম। ওরে ওরে—কে কোথা রে! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে। কি হ'ল রে!

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—পথ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ। এ আমাকে কি দেখালে দয়াময়! শান্তির ভিখারী আমি কাতরকণ্ঠে তোমার কাছে আত্মনিবেদন কর্‌লুম, তার ফলে কি ঠাকুর, আমাকে এই দেখতে হ'ল! না, না—প্রভু যে আমার শুধু প্রেমময় নন, তিনি যে আবার দর্পহারী। এ মধুর কৃষ্ণনাম আমি দীন-দরিদ্রে বিলাই না কেন; কেন আমি ঐশ্বর্য্যময়, তমোময় রাজার কাছে?—সে ত দীন নয়, সে ত কৃষ্ণনামের ভিখারী নয়। সে যে মান-যশের কাঙ্গাল —কামিনী-কাঞ্চনে চির আসক্ত। আমি কি তবে নামের জন্য নাম করি, না রাজসংসারে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য? নইলে দয়াময়ের নাম স্মরণে এমন শোণিতময় ফল দেখলুম কেন? রক্তাক্ত-কলেবরে গতাসু পক্ষী আমার চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'ল!—প্রভু! এ মর্ম্মবেদনা যে আর আমি সহ্য কর্‌তে পারি না। দয়াময়! এ দাসের প্রতি করুণা কর—চরণে আশ্রয় দাও—চরণে আশ্রয় দাও।

(পশ্চাদ্দিক্ হইতে বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। (গোবিন্দের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) গোবিন্দ!

গোবিন্দ। অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি দেখি! এ কি দেখি! কথা কি কানে বেজেছে জননি? সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিতে কি আজ তার কাছে এসেছিস্ মা?

বিজয়া। দুঃখ কেন গোবিন্দ!—তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর,—অসির নয়? একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তন্যপানে পূতনা নিধন করেছেন—দুই বৎসরের শিশু মৃণালবাহু-বেষ্টনে তৃণাবর্ত্ত সংহার করেছেন—ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছল ক'রে প্রতি পদক্ষেপে কালিয়ের এক এক ফণা চূর্ণ করেছেন। গোবিন্দ! দেখ দেখ—চেয়ে দেখ—কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে অর্জ্জুন-সারথির মূর্ত্তি দেখ। যেখানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সেখানে মা আমার অত্যাচারীর দলনে সংহার-মূর্ত্তিময়ী! বৃন্দারণ্যে ব্রজেশ্বরীর সহবাসেই তিনি রাসবিহারী। গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখানে তুমি নিজে কেঁদে মাকে আমার কাঁদিও না—বৈষ্ণবী আনন্দময়ীকে দু'টি দিনের জন্য সংহারিণী মূর্ত্তি ধর্‌তে দাও। বড় অত্যাচার—উঃ! বড় অত্যাচার।—গোবিন্দ! বাপ! বৃন্দাবনে যাও। এই দেখ বক্ষ বিদ্ধ—শতধা ছিন্ন—বড় যাতনা। আমার অনুরোধ—বৃন্দাবনে যাও।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা জননি! অজ্ঞান আমি প্রভুর লীলা না বুঝতে পেরে সন্দেহ করি। অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা—কৃপা কর।

বিজয়া। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হ'ক।

[প্রস্থান।

(প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ। কি হ'ল ভাই শঙ্কর! মা যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল!

শঙ্কর। ভয় কি ভাই!—মায়ের পূজার ফলে যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তাতে এই বুঝেছি যে, মা যখন একবার কৃপা করেছেন, তখন সে কৃপা থেকে আর আমরা বঞ্চিত হচ্ছি না।

প্রতাপ। তাই যদি, তবে মা কোথায় গেল—একবার যে দেখা দিলে—ভাই—শুধু একটিবার মাত্র যে অলক্তকরাগ-রঞ্জিত, শক্রহৃদয়-শোণিত-নিষিক্ত সে চরণকমল—শুধু যে একবার দেখলুম। আর দেখতে পেলুম না কেন? শঙ্কর, শঙ্কর—তোমায় পেলুম, তোমার মা'কে আর পেলুম না কেন? মা, মা! কই মা—কোথা মা!

শঙ্কর। ভাই, ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর—এই যে, এই যে—বাবাজী! বাবাজী! ধনুর্দ্ধরা, বরাভয়করা একটি বালিকাকে এ পথে যেতে দেখেছো?

গোবিন্দ। মাকে খুঁজছ—তোমরা কি আমার মাকে খুঁজছ?

(গীত)

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়॥
মালতী-ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দুলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
মরাল-গমনে চলে।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দ বলে॥

পঞ্চম দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ।

বিক্রম ও বসন্ত।

বসন্ত। কি দেখলেন, কি শুন্‌লেন? প্র কি আপনার অমর্য্যাদা করেছে?

বিক্রম। আরে মন্দভাগ্য, বুঝেও বুঝতে না? যা বল্‌ছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কানে তুল্‌ছ না?

বসন্ত। আপনি কি বল্‌ছেন, আমি যে এক বর্ণও বুঝতে পারছি না!

বিক্রম। আর বুঝবে কি? বোঝবার কি কিছু রেখেছে? শাস্ত্রবাক্য—বিশেষতঃ জ্যো বাক্য—ও কি আর মিথ্যে হবার যো কোষ্ঠীর ফল—বিধাতার লিখন—খণ্ডায় কে!

বসন্ত। শাস্ত্রবাক্য—জ্যোতিষবাক্য কি? এ সব আপনি কি বল্‌ছেন?

বিক্রম। আর বল্‌ব কি—তোমার শেষ বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে একেবারে বাক্‌রোধ। যাক্—যা হবার তা হবেই—নইলে বসন্তের বুদ্ধি লোপ পাবে কেন? ওরে ভাই! তোকে যে আমি শুধু ভাইটি দেখি না। বল-বুদ্ধি, আশা-ভরসা—সমস্ত যে তুই। তোর জন্যেই যে আমার যত ভাবনা। বন কেটে নগর বসালি, রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ক'রে বড় বড় দিঘী সরোবর, সুন্দর সুন্দর বাগান—সব রচনা কর্‌লি, কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভোগ কর্‌তে পেলিনি। কানুনগোগিরি কাজ করেছিলুম—দাউদ খাঁর পয়সায় ঐশ্বর্য্য লাভ কর্‌লুম—এখন দেখছি ত দাউদের সঙ্গে সব যায়! যাক্—তারা শিবসুন্দরী! কলম পিষ্‌তে এসেছিলি—কলম পিষেই চ'লে গেলি!

বসন্ত। প্রতাপ কি আমাকে হত্যা কর্‌বার সংকল্প করেছে?

বিক্রম। তুমি প্রতাপকে মনে কর কি?

বসন্ত। আমি ত তাকে শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মভীরু, বংশোজ্জ্বল সন্তান বলেই জানি।

বিক্রম। বস্, তবে আর কি—তবে আমারই বা এত হাঁক পাঁক কর্‌বার দায়টা কি প'ড়ে গেছে! কালী করুণাময়ি—ওরে আমার জপের মালাটা দিয়ে যা।

বসন্ত। আমি ত জানি, গুরুজনে—বিশেষতঃ আমাকে তার যতটা ভক্তি, এমন ভক্তির সিকিও যদি আমার সন্তানগণের থাকত, তা হ'লে আমার মতন সুখী আর জগতে থাকত না।

বিক্রম। বা রে জ্যোতিষ—বা রে তোর লেখা—যে ঘটনাটি ঘটাবে, আগে থাক্‌তে পাকচক্র ক'রে ধীরে ধীরে তার আব্‌ছায়াটুকু জাগিয়ে তুল্‌ছ। হায় হায়! হ'ল কি! তারা শিবসুন্দরি!—ওরে! আরে ম'ল—ওরে!—তবে আর আমি কেন সংসার-চিন্তায় জরজর হয়ে ভেবে মরি। (ভৃত্যের মালা লইয়া প্রবেশ ও বিক্রমের হস্তে দিয়া প্রস্থান) আমার শেষাবস্থা। টানাটানি ক'রে বড় জোর না হয় দু'চার দিন বাঁচব। আমার জন্যে ভাবনা কি? মর্‌তেই যখন হবে, তখন রোগে খাবি খেয়েই মরি, কি অপঘাতে টপ ক'রেই মরি—আমার দুই-ই সমান। তারা শিবসুন্দরি! কি আশ্চর্য্য! হ'ল কি! কালে কালে এ সব হ'ল কি! গাছের ফল গাছেই রইল—মাঝখান থেকে বোঁটাটি গেল খ'সে। বসন্ত রইল, তার ছেলে রইল, মাঝখান থেকে পুত্রস্নেহ ভাইপোর ঘাড়ে প'ড়ে গেল! বিধাতার মার না হ'লে এ সব অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌বে কেন? যাক্—এখন আমি নিশ্চিন্ত। দুর্গা দুর্গমহরে, দুর্গা দুষ্‌খহরে! আহা, যশোর ত নয়—ইন্দ্রভুবন, মাটী ত নয়—যেন মণি-কাঞ্চন, গাছ ত নয়—যেন হরিচন্দন। যাক্—তারা শিবসুন্দরি!

বসন্ত। বৃদ্ধবয়সে দাদার দেখছি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। নইলে একমাত্র সন্তান—বংশের প্রদীপ, তার ওপর বিষদৃষ্টি হবে কেন?

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। মহারাজ! গোবিন্দদাস বাবাজী যশোর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

বসন্ত। সে কি?

বিক্রম। ওই!—সব যাবে বসন্ত! সব যাবে!—কেউ থাক্‌বে না। যাদের নিয়ে যশোর, তাদের মধ্যে একটি প্রাণীও থাক্‌বে না। দুর্গা!

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!—কি অভিমানে তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন ভবানন্দ?

বিক্রম। অমর্য্যাদা, অমর্য্যাদা। সাধুপুরুষ—আমার সুমুখে—চোখের ওপরে, গাময় রক্তের ছিটে! হরিনাম ভেঙ্গে গেল—ভক্তি গেল, ভাব গেল! সাধুপুরুষের তা হ'লে আর রইল কি? কাজেই তাঁর যশোর-বাস আর সইল না। দুর্গা দুর্গমহরে!—

ভবা। না মহারাজ! কেউ তাঁর অমর্য্যাদা করেনি। তিনি দেবাদিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন।

বিক্রম। তা যাবেনই ত। দেবতারাও ক্রমে ক্রমে তল্‌পী-তল্‌পা নিয়ে যশোর থেকে স'রে পড়েন আর কি!

ভবা। কে এক যশোরেশ্বরী তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করেছে।

বসন্ত। যশোরেশ্বরী!—সে কি! তিনি আবার কে?

বিক্রম। তিনি কে—(হাস্য) তিনি কে? দু'দিন পরেই জান্‌তে পার্‌বে তারা, তিনি কে!

তিনি সাধুপুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর আমাদের দু'ভাইকে পাঠাবেন সোঁদরবনে। বাঘের তাড়ায় কেওড়াগাছের ওপর ব'সে থাক, আর সুঁদরী গরাণের ফল খাও।—ভবানন্দ, তুমি এখন যেতে পারো। (ভবানন্দের প্রস্থান) বসন্ত! প্রাণের ভাইটি আমার! এখনও বলছি, সময় থাকতে থাকতে প্রতীকার কর। নইলে কিছু থাকবে না। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যে হ'তেই পারে না। আগে থাকতেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বসন্ত! পশ্চিমে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ফুস ক'রে মাথা তুলেছে—দেখতে পাবে, দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর ঝড়—আকাশ কড়-কড়—রক্তবৃষ্টি—শিলাপাত—বজ্রাঘাত!—কালী কালভয়বারিণী মা!

বসন্ত। কোষ্ঠীতে বলেছে কি?

বিক্রম। প্রতাপ পিতৃঘাতী হবে—তোমাকে মারবে, আমাকে মারবে। আমাকে মারে, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বড় দুঃখ বসন্ত! তোমাকে সে রাখবে না। আজ প্রথম নিদর্শন। প্রতাপের বৈষ্ণবধর্ম্মত্যাগ—আমার সুমুখে জীবনাশ, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্ত পরেই রণরঙ্গিণী চণ্ডী! বসন্ত—বসন্ত! যা দেখছি, তোমার সুমুখে বলতেও ভয় পাচ্ছি।

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!

বিক্রম। যাবেন না ত কি বাণের খোঁচা খেয়ে প্রাণ দেবেন! এ কি কানুনগোর কলম রে ভাইজী! যে এক খোঁচায় একেবারে চৌষট্টি পরগণা গেঁথে উঠলো! হিসেব-নিকেশ চোস্ত—একটু বেলেমাটী পর্য্যন্ত ঝ'রে পড়বার যো নেই। এ বাবা হাতের তীর—ছুড়লুম ত অমনি হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তাগ করলুম হরেকে, লাগলো গিয়ে শঙ্করাকে! যেখানে এ তীর ছোড়াছুড়ি, সেখানে গোবিন্দদাস বাবাজী থাকবেন কেমন ক'রে—তারা শিবসুন্দরি!

বসন্ত। আপনার অভিপ্রায় কি?

বিক্রম। প্রতীকার—সময় থাকতে থাকতে প্রতীকার! যদি রাজ্যের সুখ চাও—যদি নিজের বংশধরের মুখ চাও—যদি আমার মুখ চাও, তা হ'লে আগে থাকতেই প্রতীকার কর।

বসন্ত। প্রতীকার কেমন ক'রে করবো?

বিক্রম। আর কাজ নেই—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—দুর্গা!

বসন্ত। প্রতাপকে কি বন্দী ক'রে রাখতে বলেন?

বিক্রম। আর কেন ভাই—ছাড় না। ও কথার আর দরকার কি? শিবে শঙ্করি! আমি কেন বন্দী করতেই বলছি—বন্দী ক'রে ফল কি?—বন্দী করলে উল্টো বিপত্তি।—তারা শিবসুন্দরী—আর বন্দী ক'রেই বা ক'দিন রাখবে?

বসন্ত। তবে কি আপনার অভিপ্রা[য়] বাবাজীকে হত্যা করা?

বিক্রম। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুখহরে—

বসন্ত। বলেন কি মহারাজ?

বিক্রম। যাক্—যাক্—তুমি বাক্‌লা থে[কে] আত্মীয়-বন্ধুগুলোকে আনাবার ব্যবস্থা ক[র]। বাগুটের ঘোষেদের আনাও, গোবরগঞ্জের বোসেদে[র] আনাও—আটাকাটির গুহদের আনাও—[...] ভাল ভাল বংশের যে কেউ আসতে চায়, সম্মানে[র] সহিত এনে যশোরে প্রতিষ্ঠা কর।

বসন্ত। যাগ-যজ্ঞ ক'রে—কত দেবতার ম[...] ক'রে যে সন্তান লাভ করলেন, তাকে আ[...] হত্যা করতে চান?

বিক্রম। আরে ভাই যেতে দাও—[...] দাও। শিবে শঙ্করি—ভাল, আর এক [...] করলে ক্ষতি কি? আমরা বুড়ো হা[...] দু'দিন বাদে প্রতাপেরই ঘাড়ে রাজ্যভার প[...] তা হ'লে কিছুদিনের জন্য তাকে আগ্রায় পা[...] না কেন? গিয়ে বাদশার পরিচিত হ'লে [...] ভিন্ন ত ক্ষতি নেই! পাঁচ-জন বড়লোকের [...] দেখা শোনা করলে কিছু জ্ঞান লাভও [...] পারবে, সেই সঙ্গে দিন কয়েক আমাদে[র] দেখলে আমাদের প্রতি বাবাজীর একটু [...] পড়বে—মনটাও সেই সঙ্গে একটু নরম [...] কেমন, এ প্রস্তাবে তোমার মন আছে ত?

বসন্ত। না থাকলেও কাঁহাতক আ[...] কথার প্রতিবাদ করি! এ প্রস্তাব [...] ভাল।

বিক্রম। বস্, তাই কর—বসন্ত! [...] জন্যে নয়—শুধু তোমার জন্যে—তুমি যে [...] লক্ষ্মণ ভাই! তারা শিবসুন্দরি! ব[...] কর—প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাও—তা[...] নজর দিয়ে দাও—যাতে বাদশার নজরে পড়[ে]

বসন্ত। যথা আজ্ঞা—

বিক্রম। বস্ বস্—কালী কালভয়বারিণী মা! করুণাময়ী ভবসুন্দরি—

——

ষষ্ঠ দৃশ্য

অলিন্দ।

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ। দেখলে ভাই বাবার আক্কেল!

ভবা। আমি ত বলেছি রাজকুমার, ছোট-রাজার ঘাড়ে ভূত চেপে আছে; কিংবা বড় রাজকুমার তাঁকে গুণ করেছে। বড় রাজা নিজে বুঝেছেন, ছোটরাজাকে বোঝাবার এত চেষ্টা কর্‌ছেন, তবু উনি বুঝবেন না। প্রতাপের মত ছেলে তিনি পৃথিবীতে আর দেখতে পান না।

গোবিন্দ। না! বাবা হ'তেই দেখছি সব যায়।

ভবা। তার ওপর প্রসাদপুর থেকে একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক এসে বড় রাজকুমারের সঙ্গী হয়েছে। সে লোকটা অতি বদ মতলবী। দেশের লোক সব একজোট হয়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; সে হ'ল ইয়ার। তাইতেই বুঝুন, প্রতাপের মতলবটা কি!

গোবিন্দ। মতলব আর কি? কোন্ দিন দেখ না আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে বসে।

ভবা। ছোট রাজাই ত এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, বড় রাজাকে চিন্‌ত কে?

গোবিন্দ। এখনই বা চেনে কে? বাবাই ত এ রাজ্যের ধর্ম্মতঃ রাজা। বড় রাজা অস্ত্র কোন্ ধারে ধরতে হয়, এখনও জানেন না। চিরকাল কানুনগোগিরি কাজ ক'রে এসেছেন। এখনও লোকে তাঁকে কানুনগো বলেই জানে। রাজা বলি তুমি আর আমি।

ভবা। ছোট রাজা এক দিন যদি না থাকেন, তা হ'লে কি এ রাজ্য চলে?

গোবিন্দ। এক দিন?—এক দণ্ড না থাক্‌লে চলে? প্রকৃত রাজাই তিনি—প্রকৃত রাজ্যই তাঁর।

ভবা। বড় রাজা যা টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশে বড়জোর একটা পরগণা কেনা যায়।

গোবিন্দ। টাকাই বা পাঠিয়েছেন কার? দাউদ খাঁ গৌড় থেকে পালাবার সময় বাবার হাতেই ত হীরে-জহরৎগুলো দিয়ে যায়। ব'লে যায়—দেখো ভাই! যদি বাঁচি, তা হ'লে আমার সম্পত্তি আমায় ফিরিয়ে দিও; যদি মরি, তা হ'লে এ সম্পত্তি তোমার।

ভবা। উঃ! কি বিশ্বাস।

গোবিন্দ। দেখ দেখি ভাই ভবানন্দ! প্রাপ্তধন এমন ক'রে কি কেউ পরহস্তগত করে! বাবা যে কি বুঝেছেন, তা ঈশ্বরই জানেন। নিজে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আর সব রাজা-রাজড়ারা বাবাকেই চেনে, বাবাকেই ভয় করে। নিজে মহাবীর—"গঙ্গাজল" অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে যম পর্য্যন্ত বাবার কাছে আসতে সাহস করে না। সেই বাবা কি না বুড়ো রাজার কাছে কেঁচো! বাবার এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল ভাই?

ভবা। অত ধার্ম্মিকের সংসার করা উচিত নয়।

গোবিন্দ। ধর্ম্মই বা এতে তুমি দেখলে কোথায়? নিজের ছেলেপুলের স্বার্থে যিনি আঘাত করেন, তাঁকে তুমি ধার্ম্মিক কেমন ক'রে বল বুঝতে পারি না।

ভবা। কি জানেন রাজকুমার, বাল্যকাল থেকে দুই ভাইয়ে একত্র কি না—

গোবিন্দ। ভাই? কিসের ভাই! এ কি আপনার ভাই?

ভবা। অ্যাঁ! বলেন কি! দুই ভাইয়ে সহোদর নন!

গোবিন্দ। তবে আর বল্‌ছ কি! জাঠতুতো ভাই।

ভবা। বলেন কি! এ ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! কলিকালে এমন ত কখন দেখিনি! এত কাল চাকরী করছি, কই, ঘুণাক্ষরেও ত তা জান্‌তে পারিনি!

গোবিন্দ। আমরাও কি জানতুম! একবার বাবার অসুখ হয়, সেই সময় পিতামহের শ্রাদ্ধ—আমায় করতে হয়, তাই জান্‌তে পেরেছিলুম।

ভবা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

গোবিন্দ। বল দেখি ভাই ভবানন্দ! একে জাঠতুতো ভাই, তার আবার ছেলে। রাঢ়দেশে পিণ্ডিতে বাধে না। বাবার কি না তারা হ'ল আপনার, আর নিজের ছেলে হ'ল পর।

ভবা। ছোটরাণীমাকে সব বলেছি, দেখুন না কতদূর কি হয়।

গোবিন্দ। অধর্ম্ম—অধর্ম্ম—বাপ চাচ্ছে ছেলেকে মারতে, আমার বাবার মাঝখান থেকে স্নেহরস উথ্‌লে উঠল। বাপের অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল না, অধর্ম্ম-জ্ঞান হ'ল খুড়তুতো খুড়োর।

ভবা। চুপ চুপ—বড়রাজকুমার আসছেন।

গোবিন্দ। তাই ত, তাই ত। এখানে এমন সময়ে।

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। গোবিন্দ! খুড়োমহাশয় কোথা?

গোবিন্দ। কোথায়, তা ত বলতে পারি না। কেন, তাঁকে কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

প্রতাপ। তিনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ?

ভবা। এই এসে দাঁড়িয়েছি, আর আপনিও এসে পড়েছেন।

প্রতাপ। এই এসেছো?

ভবা। এই—আপনার সঙ্গে বল্লেই হয়।

প্রতাপ। তা হ'লে ছোট রাজা কোথা তোমরা জান্‌বে কেমন ক'রে?

ভবা। এই দাঁড়িয়ে আপনার কথাই বল্‌ছিলুম। আপনার কি হাতের তাগ। শুড়া পাখী বিঁধে কি না মাটীতে এনে লটপট।

প্রতাপ। তাতে আমার গৌরব নেই—

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। কেও, প্রতাপ এসেছ?

প্রতাপ। আজ্ঞে হাঁ। (অভিবাদন) এ দাসকে স্মরণ করেছেন কেন?

বসন্ত। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এস আমার সঙ্গে।

[বসন্ত ও প্রতাপের প্রস্থান।

গোবিন্দ। একবার ভক্তির ঘটাটা দেখলে!

ভবা। সে আমি অনেক দিন ধ'রে দেখে আসছি, আপনি দেখুন।

গোবিন্দ। তা আমরা কি এতই পাপী যে, দেবীদর্শনটা আমাদের বরাতে ঘটল না?

ভবা। ভানুমতীর বাচ্ছা! প্রসাদপুর থেকে যখন একটা দেবা এসেছে, তখন অমন কত দেবী আসবে, তার একটা কি! তবে আমিও আত্মারাম সরকার, ছোটরাণীমাকে এক রকম বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক করেছি। আমিও মামীমার খেল দেখিয়ে দেব।

(রাঘবের প্রবেশ)

রাঘব। দাদা! দাদা! আর শুনেছেন?

গোবিন্দ। কি হে রাঘব? কি হে রাঘব?

রাঘব। বড় দাদা যে চল্‌লো?

গোবিন্দ। চল্‌লো! কোথায়?

রাঘব। বাবা তাঁকে আগ্রা পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

গোবিন্দ। কে বল্‌লে—কে বললে?

ভবা। হে মা কালী—শিবদুর্গা—শিবদুর্গা!

গোবিন্দ। বল কি! সত্যি?

রাঘব। এই আমি আড়াল থেকে শুনে এলুম।

গোবিন্দ। ভবানন্দ!

ভবা। চলুন, চলুন। হে গোবিন্দ গণেশ, কার্ত্তিক, দোহাই বাবা—দোহাই বাবা—খুড়ী—হে কালুরায়, দক্ষিণরায়, ভেড়া ঘোষ বাবা!

সপ্তম দৃশ্য

বসন্ত রায়ের গৃহ।

বসন্ত ও ছোটরাণী।

ছোটরাণী। প্রতাপকে ভালবাসতে কার? তবে ভালবাসার ত একটা সীমা এই যে আপনি প্রতাপকে নিজের চেয়েও স্নেহ করেন, তাতে আমি বরং কেন না, কথায় কথায় দেশে এই রাজার চারিদিকে শত্রু। তার ওপর মগ ও ফিরি উৎপাত। এরূপ সময়ে প্রতাপের ন্যায় বীর ওপর রাজ্যভার না দিয়ে কি আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবে?

বসন্ত। বোঝ ছোটরাণি—বোঝ। সাধে কি আমি প্রতাপকে প্রাণের অধিক ভালবাসতে হয়?

ছোটরাণী। ভালবাসতে ত আর আমি নিষেধ ক'রছি না, কিন্তু ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে অধিক আদর করে তাকে বলে ডা'ন। বড় রাজার চেয়ে এই যে আপনি ভাইপোর ওপর এই ভালবাসাটা দেখাচ্ছেন, মনে করেছেন, কি প্রতাপ এ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝতে পারে? প্রতাপ যতই বুদ্ধিমান্ হ'ক, যতই জ্ঞানী হ'ক, সে যে বাপের চেয়ে আপনাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এ ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বসন্ত। সে বিশ্বাস তোমাকে করতেই বা বলে কে? বাপের চেয়ে সে আমাকে অধিক শ্রদ্ধা করবে, সেটা আমারও ত অভিরুচি নয়। আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান সে যদি আমাকে দেয়, তা হ'লেই যথেষ্ট। আমি তার অধিক চাই না। যদি না দেয়, যদি সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে, তাতেই কি? আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি। ফলাফলের কর্ত্তা ত আমি নই।

ছোটরাণী। কর্ত্তব্য করলে আমি কোন কথাই কইতাম না। এ যে আপনি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কর'ছেন। বড় রাজা তাকে আগ্রা পাঠাবার ইচ্ছা করেছেন, প্রতাপও যেতে স্বীকৃত, মাঝখান থেকে আপনি অন্নজল ত্যাগ ক'রে ব'সে রইলেন। এটা দেখ্‌তে কেমন কেমন দেখায় না মহারাজ? লোকে দেখ্‌লে মনে করবে কি? প্রতাপই বা দেখ্‌লে ঠাওরাবে কি? অবশ্য বড় রাজার আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। এ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই আপনার মহৎ চরিত্রে সন্দেহ না কর্‌তে পারেন। অপরে যদি সন্দেহ করে, প্রতাপ নিজে যদি সন্দেহ করে, তা হ'লেই বা তার অপরাধ কি? আমি ত মহারাজ, আপনার হৃদয়গত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী—আপনার মহৎ হৃদয়ের কোথায় কি রত্ন লুকান আছে, আমার ত কিছুই অবিদিত নেই—তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয়, মহারাজ বুঝি প্রতাপ সম্বন্ধে এতটুকু একটু অভিপ্রায় আমার কাছেও গোপন ক'রে রেখেছেন!

বসন্ত। দেখ ছোটরাণি! তবে বলি, শোন। এ ভালবাসায় আমার একটু স্বার্থ আছে। যথার্থই ছোটরাণি! এত কাল তোমারও কাছে একটি কথা গোপন ক'রে আস্‌ছি। সেটি কি, বলি শোন। আমরা বংশানুক্রমিক রাজা নই। আমাদের দুই ভাই হ'তেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তায় আবার শত্রুজয় ক'রে আমরা এ রাজ্য লাভ করিনি। পেয়েছি—নবাব দপ্তরে চাকরী করবার পুরস্কার-স্বরূপ। অর্থে রাজ্যক্রয়, সামর্থ্যে নয়। আমার সোনার রাজ্য—স্বর্গতুল্য যশোর। কিন্তু ছোটরাণি! এমন রাজ্য প্রাপ্ত হয়েও আমার মনে সুখ নেই। কি ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কি ক'রে বংশানুক্রমিক এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি আমি অস্থির। রাজ্য উপার্জ্জন করেছি, কিন্তু রক্ষা করবার উপায় জানি না। চিরকাল লেখাপড়া ক'রে কাল কাটিয়েছি, দপ্তরখানায় ব'সে কেবল হিসেব-নিকেশ ক'রে এসেছি। শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ কর্‌লে, কি ক'রে তার গতি রোধ কর্‌তে হয়, তা ত জানি না। যে আমার যশোর রক্ষা কর্‌তে পারে, সে যদি এতটুকু বালকও হয়, ছোটরাণি, সেও আমার দেবতা। এ মহৎ কার্য্য কর্‌তে পারে শুধু প্রতাপ। এখন বল দেখি ছোটরাণি, প্রতাপ আমার কে?

ছোটরাণী। যদি কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা না হয়?

বসন্ত। যদি মিথ্যা না হয়—যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়! যদিই প্রতাপ হ'তে মহারাজার অনিষ্ট হয়, আমার জীবননাশ হয়—এমন কি, আমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাকলে একটি সামগ্রী—আমার গর্ব্বের সামগ্রী অটুট থাক্‌বে। সেটি এই বসন্তরায়-প্রতিষ্ঠিত যশোর। সমস্ত ভোলবার জন্যে আমি বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোবিন্দদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম। সেই গোবিন্দ আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। কেন গেছেন? মহাপুরুষ বুঝলেন—বসন্ত রায় চেষ্টা কর্‌লে সব ভুল্‌তে পারে, তোমার মতন স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য—সব ভুল্‌তে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুল্‌তে পারে না। রাণি! ব্যাঘ্রভল্লুক পূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অট্টালিকা-সকল মাথায় ক'রে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে। স্বর্গ-প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না।

ছোটরাণী। তা আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখতে একমাত্র যোগ্য প্রতাপ।

বসন্ত। একমাত্র প্রতাপ-আদিত্য! রাণি! সেই প্রতাপের মঙ্গল কামনা কর!

ছোটরাণী। তা কি না করি মহারাজ! মা হয়ে সন্তানেরই মুখ চাই, দুর্ব্বলহৃদয় রমণী—মাঝে মাঝে স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, প্রতাপের অমঙ্গল কামনা একটি দিনের জন্যেও আমার মনে উদয় হয় নি।

বসন্ত। তা কি আমি বুঝতে পারি না ছোট-রাণি! বসন্ত রায়ের একটা অযোগ্য আধারেই এ হৃদয় ন্যস্ত করেছে?

ছোটরাণী। তবে কি জানেন মহারাজ! সন্তানগুলোর জন্যে একটু ভাবনা হয়। প্রতাপ কি তা'দের স্নেহচক্ষে দেখবে?

বসন্ত। নীচ ঈর্ষা-দ্বেষ প্রতাপ-হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। মুখে ভালবাসা জানিয়ে প্রতাপ অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে না। নইলে তাকে এত ভালবাসতেম না।

ছোটরাণী। তা হ'লেই হল। কি জানেন মহারাজ! সন্তান ত! দশমাস দশ দিন গর্ভে ত ধারণ করেছি!

বসন্ত। কিছু ভয় নেই। যাক্, প্রতাপের যাত্রার আয়োজন এই বেলা থেকে ক'রে রাখ।

ছোটরাণী। আগ্রা যাত্রার দিনস্থির করলেন কবে?

বসন্ত। কবে আর কি! কালই শুভদিন। আজ রাত্রি প্রভাতেই কুমার আগ্রা যাত্রা করবে। আমার একান্তই ইচ্ছা নয়, তাকে এই অল্পবয়সে আগ্রায় পাঠাই। বাদশার সহর—নানা প্রলোভন। কি করব—দাদার জেদ। আমিও এ দিকে প্রতাপের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তমনে হরি-শরণে নিযুক্ত ছিলুম। দাদা তাতেও বাদ সাধলেন। আবার "গঙ্গাজল" কোষমুক্ত ক'রে দিন কতক রাজ্য পরিদর্শন ক'রে ঘুরতে হবে দেখছি। যাক্—আর কি করব? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ, বড় রাজা আপনাকে স্মরণ করেছেন।

বসন্ত। চল যাচ্ছি। তা হ'লে রাণি! মাঙ্গলি[ক] কর্ম্মের ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান

ছোটরাণী। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যোগ

(ভবানন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ)

ভবা। (গোবিন্দকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। হাঁ মা। দাদার আগ্রা যাওয়া ঠিক হ'ল?

ছোটরাণী। হ'ল বই কি!

গোবিন্দ। কোন্ পথে যাবে?

ছোটরাণী। তা আমি কেমন ক'রে জানবো

গোবিন্দ। পথের মাঝখানে সে কাজটা— সেটাও ঠিক হয়ে গেল?

ছোটরাণী। কোন্ কাজ?

গোবিন্দ। আঃ! আশেপাশে শত্রুর লো[ক] কান খাড়া ক'রে রয়েছে। সে কথা কি অ[মন] পাড়া জানিয়ে বলব? যাক্—তা সে কাজে যা[বে] কে? ভাল রকম খেলোয়াড় না হ'লে পারবে না। আর এক আধ জনের ত ক[র্ম] নয়।

ছোটরাণী। এ সব কি বলছ গোবিন্দ? মনে দুরভিসন্ধি আঁটছ? মনে করেছ, তোম[ার] বাপ মা তোমার মতন নীচাশয়?

গোবিন্দ। তা হ'লে দাদা বুঝি আগ্রা বেড়া[তে] যাচ্ছে?

ছোটরাণী। তা নয় ত কি?

গোবিন্দ। ও হরি! দাদা চল্‌লো আ[মোদ] করতে!

ছোটরাণী। আমোদ করতে নয় রে! বাদশার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

গোবিন্দ। তা হ্'লেই হ'ল। দাদা আ[মোদ] করতে আগ্রা চ'ল্‌লো, আর আমরা মালা [ঠক্‌তে] ঘরে প'ড়ে রইলুম! আমি মনে করলুম, বুঝি হাসিলের পরামর্শ।

ছোটরাণী। ষাট ষাট! ছি ছি—অমন চিন্তা মনের কোণেও স্থান দিও না। দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছে?

ভবা। দোহাই রাণীমা! আমি নই।

ছোটরাণী। ছি ব্রাহ্মণ! প্রতাপ না তো[মায়] ভালবাসে?

ভবা। বেঁচে আছি মা—তাঁর ভালবাসার জোরেই বেঁচে আছি।

ছোটরাণী। মনে কখনও পাপচিন্তা স্থান দিও না।

ভবা। দোহাই রাণীমা! আপনাদের আশ্রয়ে এসে অবধি আমি চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, তা পাপই বা কি, আর পুণ্যই বা কি? নাও, রাজকুমার চ'লে আসুন। ছি! একি—কথা!—এ কি—কথা!—

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

রাজবাটী

বিক্রম ও শঙ্কর।

বিক্রম। হাঁ ঠাকুর। তোমার নাম কি?

শঙ্কর। শ্রীশঙ্কর দেবশর্ম্মা—উপাধি চক্রবর্ত্তী।

বিক্রম। বাড়ী কোথা?

শঙ্কর। প্রসাদপুর।

বিক্রম। কোন্ জেলা?

শঙ্কর। নদে।

বিক্রম। অ্যাঁ! নদের লোক হয়ে তুমি কি না খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছ! যে দেশে রঘুনন্দনের জন্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম, সে দেশের লোক হয়ে কি না তুমি লেখা-পড়া শিখলে না! ছ্যা ছ্যা! যে রকম চালাক-চতুর দেখছি, পড়া-শুনো করলে এত দিনে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে পড়তে।

শঙ্কর। ভাল পড়াশোনা করবার অবকাশ পাইনি।

বিক্রম। তা পাবে কখন্! ও খোঁচা হাতে দেখলে মা সরস্বতী আসবেন কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, শুধু সন্ধ্যে আহ্নিক পুজো অর্চ্চা শাস্ত্রচর্চ্চা করবে! লোকে দেখলে ভক্তি করবে। তোমাদের কি দানধী বিদ্যা শোভা পায়? ভাল, পারসী অক্ষরের লেখাপড়া জান?

শঙ্কর। সামান্য।

বিক্রম। বস্! তবে আর কি! ওই সামান্যতেই সেদিনী কেঁপে যাবে। ওই কলম আর মাথা—এই দুই নিয়েই বাঙ্গালীর গৌরব। কাগজে সামান্য গোটা দুই আঁচড় টান্‌তে শিখেছিলুম; তার ফলে একটা রাজ্যকে রাজ্যই লাভ হয়ে গেল। তোমার খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখলে কি আর এ সব হ'ত? মোগলের কাছে মামদোবাজী কি ঢাল-তলোয়ারে চলে? বাপ! এক একটার চেহারা কি! তাদের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কি টিংটিঙে ভেতো বাঙ্গালীর কাজ!—ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। দিয়ে কলম ধর। আজ কলম ধ'রে বাঙ্গালী এত বড়। দায়ুদ খাঁ লড়ায়ে হেরে গেল—মোগল এসে গৌড় দখল ক'রে বসল। যিনি যিনি তোমার মতন খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছিলেন, সব একেবারে মোগল মিয়াদের হাতে খচাখচ। আর আমার কি হ'ল? আমি আপনার তেজে একটা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে—সেখানে ব'সে, গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখছিলুম।

শঙ্কর। কাকে দেখছিলেন?

বিক্রম। মোগল মিয়াদের—আবার কাকে? সমস্ত মুলুকটাই দেখছিলুম। মিয়ারা বাঙ্গালা দখল ক'রে কি করে, তাই দেখছিলুম। হীরে, জহরৎ, বাগান, বাড়ীতে ত আর মুলুক হয় না। আর কতকগুলো সেপাই পল্‌টন হুমকি মেরে ঘুরে ম'লেও মুলুক হয় না। মুলুক হয় এই কাগজে। দেশ লুঠপাট করা হচ্ছে এক—আর রাজ্য জয় ক'রে ভোগ দখল, সে আর এক। তাতে কাগজ চাই—হিসেব-নিকেশের মাথা চাই। বাঙ্গালা মুলুক রেখে আসছে বাঙ্গালী। এক দিন একজোট হয়ে বাঙ্গালী কলম ছাড়ুক দেখি, অমনি মোগল মিয়াদের বাঙ্গালা ভুস ক'রে দরিয়ায় বুড়ে যাবে। রাজা টোডরমল এক জন হিসেবনিকেশি বুদ্ধিমান্ লোক। সে বাঙ্গালা দখল ক'রে দেখলে, সব আছে, কেবল মুলুক নেই। কাগজপত্র সব আমার হাতে। তখন নিজে খুজে খুঁজে সেই জঙ্গলে এসে আমাকে খোসামোদ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—বুঝেছ? নিয়ে দেওয়ানীখানায় বসিয়ে খাতির দেখে কে? তার পর দেখ—কলমের খোঁচা মারতে শিখে কি না পেয়েছি। ও সব পাগলামী ছাড়। বাঙ্গালীর ছেলে, শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছ। খোঁচাখুঁচি ছেড়ে মাথা খেলাও।

শঙ্কর। যে আজ্ঞে, এবার থেকে মাথাই খেলাব।

বিক্রম। হাঁ, মাথা খেলাও, তুমিও আমার মতন রাজ্য করতে পারবে। আগ্রা যাও, দিল্লী যাও, জয়পুর, কাশ্মীর, নাগপুর যাও, গিয়ে দেখ—এক একটা রাজার সিংহাসনের পাশে এক একটা পিড়িতে বাঙ্গালী ব'সে আছে। খাতির কত! রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে বসায়। শুধু মাথা আর কলম। বাঙ্গালীর কলমের একটি খোঁচায় রাজ্যশুদ্ধ লোপাট। বাঙ্গালীশক্তি জগতে দুর্লভ। কলম চালাও, মাথা খেলাও, এমন কত যশোর তোমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে।

শঙ্কর। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।

বিক্রম। তোমার বাপ-মা আছে?

শঙ্কর। আজ্ঞে না।

বিক্রম। স্ত্রী, পুত্র?

শঙ্কর। সংসারে একমাত্র স্ত্রী আছে।

বিক্রম। তাঁকে কার কাছে রেখে এসেছো?

শঙ্কর। ভগবানের কাছে।

বিক্রম। আঃ! দুর্ব্বুদ্ধি। বৌমা ঠাক্‌রুণকে বাড়ীতে একলা ফেলে পালিয়ে এসেছ! (বসন্তের প্রবেশ) ও বসন্ত! এ পাগলা ঠাকুরের ব্যাপার শুনেছ?

বসন্ত। কি করেছেন ঠাকুর?

বিক্রম। কর্‌বেন আর কি! ব্রাহ্মণ-কন্যাকে একলা বাড়ীতে ফেলে উনি যশোরে পালিয়ে এসেছেন। বা! বা! ছেলে-বুদ্ধি আর কাকে বলে! শীগ্‌গির লোক নাও, লস্কর নাও, মাকে আন্‌তে পাঠাও।

বসন্ত। তাই ত! এমন কাজ কর্‌লেন কেন?

শঙ্কর। কি বলব মহারাজ—অদৃষ্ট!

বিক্রম। বসন্ত! বুঝতে পার্‌ছি, এ ছোক্‌রা হ'তে হ'বে না। তুমি লোক পাঠাও। ঘর দাও, জমী দাও। আর দেখ, ঠাকুরকে দপ্তরখানায় একটা কাজ দাও। এখন না পারে, তুমি নিজে হাতে কলমে শিখিয়ে দাও। কেমন বাবাজী! বৌমাকে আন্‌তে লোক পাঠাই?

শঙ্কর। সে আস্‌বে না।

বসন্ত। বেশ—আপনি যান।

শঙ্কর। আমি যাব না।

বিক্রম। বস্! দুর্গা—দুর্গমহরে!

বসন্ত। কেন—যাবেন না কেন?

বিক্রম। তাই ত বলি, বাবাজীর আম… পাগল পাগল ভাব কেন? বাবাজী আম… বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। আঃ!… ঝগড়া ঘর করতে গেলে হয়েই থাকে। … সে কতক্ষণ? মাতে কি আর মা আছেন।… দিন তোমার অদর্শনে তাঁর রাগ কোথায় গে… তার কি আর ঠিক আছে! গিয়ে দেখ গে বাড়ী… তাঁর এত দিনে নদী হয়ে গেল। ভাল বস… তুমি নিজেই না হয় মা লক্ষ্মীকে আন্‌বার ব্য… কর।

শঙ্কর। মহারাজ! আপনারা যাকেই পাঠা… আমি না গেলে সে আস্‌বে না।

বিক্রম। তা হ'লে তুমিই যাও। কি… অভিমান? কার ওপর অভিমান? স্ত্রী … ধর্ম্মিণী—ধর্ম্মকর্ম্মে, যাগ-যজ্ঞে একমাত্র সঙ্গিনী… তার ওপর অভিমান করলে সংসার চলবে কে… কাজে হাত আস্‌বে কেন? খেতে রুচি … কেন? কাছে ব'সে এটা নয় সেটা, সেটা … এটা, জেদ ক'রে খাওয়াবে কে? যাও … মাকে আমার নিয়ে এস। যশোর … হোক।

শঙ্কর। মহারাজের অনুমতি, আমি আ… বল্‌তে পারি না। তা হ'লে আগ্রা যাবার … হয়ে যাব। আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে … অমনি রাজকুমারের সঙ্গে আগ্রা … যাব।

বিক্রম। উঁ! তুমিও আগ্রা যাবে?

বসন্ত। নইলে কা'র সঙ্গে প্রতাপকে … পাঠাব? ভগবান্ তাকে সঙ্গী দিয়েছেন।

বিক্রম। বটে! তাই তুমি বৌমাকে … নারাজ?

শঙ্কর। মহারাজ! দশ বৎসর বয়সে … আমার বিবাহ। এ বয়স পর্য্যন্ত আমি … গ্রামের বাইরে পা দিইনি। বড় যাতনায় … এসেছি। মহারাজ! অত্যাচার দেখ্‌তে না পেরে, স্ত্রীকে একলা ফেলে আপনাদের … ভিক্ষা করতে এসেছি। আশ্রয় পেয়েছি, … পেয়েছি। দোহাই মহারাজ! আর … আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না।

বিক্রম। বস্ বস্!—বসন্ত! মাকে … ব্যবস্থা কর—

(প্রতাপের প্রবেশ)

শঙ্কর! প্রতাপকে তোমার হাতে সমর্পণ কর্‌লুম। সঙ্গে রেখে সুবুদ্ধি প্রদান কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর। তারা—শিবসুন্দরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোহর—অলিন্দ।

কাত্যায়নী ও প্রতাপ।

কাত্যা। শুন্‌লুম, আপনি নাকি দাসীকে ফেলে আগ্রা যাচ্ছেন?

প্রতাপ। এইতেই বোঝ, কিরূপ প্রাণ নিয়ে আমি যশোর পরিত্যাগ কর্‌ছি।

কাত্যা। এমন অসময়ে দূরদেশে যাবার প্রয়োজন?

প্রতাপ। ছোট রাজার ইচ্ছা হয়েছে, আমায় যেতেই হ'বে, তাতে প্রয়োজন অপ্রয়োজন নেই।

কাত্যা। পিতার কি মত?

প্রতাপ। পিতা ত ছোট রাজার হাতের খেলার পুতুল। তাঁর আবার মতামত কি?

কাত্যা। কবে যাওয়া হবে?

প্রতাপ। কবে কি? আজ—এখনি, বিদায় নিতে এসেছি।

কাত্যা। সত্যি কথা! না রহস্য?

প্রতাপ। এরূপ গুরুতর কথায় তোমার সঙ্গে রহস্যের প্রয়োজন?

কাত্যা। তবে শেষ মুহূর্ত্তে জানিয়ে, দেখা দিয়ে; এ অভাগিনীকে মর্ম্মবেদনা দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। বল্‌বার অবকাশ পেলেম কই! —কথা হয়েছে কাল, চলেছি আজ!—অন্য রমণীর মত স্বামিবিচ্ছেদে কাঁদ্‌তে তোমায় ঘরে আনিনি। এনেছি আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার ক'রে কার্য্য করতে। এখন তোমাকে কি বল্‌তে এসেছি, শোন। তুমি সহ-ধর্ম্মিণী; পরামর্শে মন্ত্রী, বিষাদে সান্ত্বনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করার আমার অধিকার নেই। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে। শুন্‌লুম, আমাকে জ্ঞানলাভের জন্যে কিছু-কাল সেখানে থাক্‌তেও হবে, তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করি আর নাই করি, যাবার পূর্ব্বে এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা লাভ কর্‌লুম। বুঝলুম, কপট-ভালবাসায় গা ঢেলে এত কাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি—রাজ-ঐশ্বর্য্যমধ্যে বাস ক'রেও আমি দীন হ'তে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতলী কন্যা—এমন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী—খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করবো, তোমাদের ত্যাগ কর্‌বো—কোন্ অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন্ অপরিচিত পরগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা কর্‌বো। শুধু চিন্তা—বিরহ-সহচরী চিন্তা। আমাকে আশ্বস্ত কর্‌তে আমি, পীড়ন কর্‌তে আমি—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা—কেবল চিন্তা।

কাত্যা। আমি কেন ছোটরাজার পায়ে ধ'রে তোমাকে যশোরে রাখার অনুমতি ভিক্ষা করি না?

প্রতাপ। ভিক্ষা!—ছি!—প্রতাপের প্রাণময়ী তুমি—তার গর্ব্বিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। তোমার ভিক্ষা! সে যে আমার। ভিক্ষা কি আমিই কর্‌তে পার্‌তুম না?

কাত্যা। তা হ'লে কি হবে? কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব? যখন বুঝতে পার্‌ছি, প্রভু আমার ছলে নির্ব্বাসিত, তখন এ কণ্টকময় স্থানে পুত্র-কন্যা লয়েই বা কেমন ক'রে বাস কর্‌ব?

প্রতাপ। যেমন ক'রে হ'ক থাক্‌তেই হবে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আগ্রা থেকে ফির্‌ব। কিন্তু এমন মূর্ত্তিতে ফিরব না। এই রাজ-পরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাসমূর্ত্তি ল'য়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ কর্‌ব না। তুমি পুত্র-কন্যা লয়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো। যত দিন না ফিরি, তত দিন পর্য্যন্ত বিন্দুমতীকে শ্বশুরা-লয়ে পাঠিও না। উদয়াদিত্যকে একদণ্ডের জন্যেও

কাছ-ছাড়া ক'রো না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখবে। আমি বসন্ত রায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।

(উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

উদয়। বাবা! আপনি নাকি আগ্রা যাবেন?

প্রতাপ। কে তোমাকে বল্লে?

উদয়। রাঘব কাকার কাছে শুনলুম।

বিন্দু। আগ্রা যাবে। আগ্রা কি বাবা?

প্রতাপ। আগ্রা একটা সহর।

বিন্দু। সহর! তা এও ত আমাদের সহর। সহর ছেড়ে সহরে কেন যাবে বাবা?

প্রতাপ। দরকারে যাব মা। যত দিন না ফিরি, তত দিন তোমরা সর্ব্বদা তোমাদের মায়ের কাছে থাকবে। দেখ উদয়! তোমার কাকাদের সঙ্গে বড় বেশী মিশো না। তোমার ছোটদাদার কাছেও ঘন ঘন যাবার প্রয়োজন নেই।

কাত্যা। ছোট রাজা কি বুঝেছেন যে, আপনি তাঁর ওপর সন্দেহ করেছেন?

প্রতাপ। না, তা বুঝতে দিইনি। সহজে বুঝতে দেবও না। আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করব কেন?

উদয়। আমরা না গেলে যদি আপনার ওপর সন্দেহ করেন?

প্রতাপ। কি বল্লে উদয়াদিত্য? নিরুত্তর কেন? আবার বল। বুঝতে পেরেছ? বেশ— বড় সন্তুষ্ট হলুম, তা হ'লে তোমাকেই বলি। সন্দেহ করেন—নিরুপায়। তথাপি তোমাদের ত জীবনরক্ষা হবে।

উদয়। আমার তুচ্ছ জীবনের জন্যে আপনার মহচ্চরিত্রে অন্যের সন্দেহ আসবে!

প্রতাপ। তোমার কথায় আজ পরম পরিতুষ্ট হলুম। এমন হৃদয়বান্ পুত্র তুমি, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেব। ভগবানের উপর আত্ম-নির্ভর ক'রে কার্য্য ক'রো!—ঈশ্বর! আমার প্রাণের পুতলী—আমার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের জ্যোতি—অঙ্গের প্রাণোন্মাদকর স্পর্শসুখ—হৃদয়ের আবেশময়ী তৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত তোমার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম। বিদলিত করাই যদি তোমার অভি-প্রায় হয়, নিজে ক'রো। তোমার রচিত এ উদ্যান-কুসুম তোমার চরণরেণু-স্পর্শে চিরসৌরভময় হয়ে থাকুক। দেখো দয়াময়! যেন এ সোনার [illegible] পিশাচহস্ত রঞ্জিত না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহরের উপকণ্ঠ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ। যাক্—আর কেন? প্রভুর ইচ্[illegible] পূর্ণ হোক। যশোর ত্যাগ করতে যখন আ[illegible] আদিষ্ট, তখন আর যশোরের মায়া কেন? যশো[illegible] সুন্দর যশোর! যশোরে অবস্থান করেই [illegible] শান্তি পেয়েছি। মা আমাকে গোবিন্দের [illegible] লাভের আশীর্ব্বাদ করেছেন! আহা! কি দেখ[illegible] মায়ের সে মধুর মূর্ত্তির ছায়া এখনও যে আ[illegible] সমস্ত হৃদয়টাকে আবৃত ক'রে রেখেছে! তার[illegible] কেমন ক'রে ত্যাগ করি? মায়া, মায়া—[illegible] মায়া! জন্মভূমির প্রেমে আমি এমন আচ্ছ[illegible] প্রান্তদেশে এসেও যেতে যেতে যেতে পাচ্ছি[illegible] তবু চ'লে এসেছি, এক পা এক পা ক'রে এ[illegible] অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু শেষে এসে আমার [illegible] দুর্ব্বলতা কেন? আর আমার পা চলছে না [illegible] যশোরকে ফিরে দেখতে এত সাধ কেন! বৃন্দাবনে—ব্রজের রজে গড়াগড়ি খাব, প্রভুর [illegible] ধুলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে জীবন সার্থক করব—হা[illegible] ভাগ্য মন! এমন প্রলোভনেও তুমি আকৃষ্ট [illegible] না! কেন? এখানে কি আছে? যশোরের [illegible] লব্ধ অন্ন কি এতই মধুর! জন্মভূমির [illegible] জলেও কি এত মাদকতা! জন্মভূমির [illegible] তরুচ্ছায়া কি এতই শীতল!

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। যথার্থ বলেছ গোবিন্দ! জ[illegible] কি এতই মায়া! জন্মভূমির কোলে কি[illegible] কোমলতা! কোন্ বৈকুণ্ঠের কোন্ শিরীষ[illegible] এ শয্যা বিরচিত গোবিন্দ! যে—কম[illegible] হৃদয়-আসন ত্যাগ ক'রে, ঠাকুর আমার [illegible] মাঝে এই মাটীতে গড়াগড়ি খেতে [illegible] বলতে পার গোবিন্দ? মায়ের বুকে [illegible] কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, সে কুশাঙ্কুর শত বজ্রে[illegible]

কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! মায়ের নামে বুঝি ব্রজের বাঁশীর সকল সুরই মাখান আছে! নইলে, সংসার-ত্যাগী হরিপদাশ্রয়ী তোমার পর্য্যন্ত এমন চাঞ্চল্য কেন?

গোবিন্দ। আবার এলি মা! দেখা দিলি! —এত করুণা!—কিন্তু করুণাময়ি! আর কেন আমাকে লজ্জা দাও? এই ত যশোর ছেড়ে চলেছি মা! এক পা এক পা ক'রে এই ত যশোরের শেষ সীমায় পা দিয়েছি। এখনও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

বিজয়া। তোমাকে না বাপ্! অবিশ্বাস করি আমাকে! সাধুসঙ্গ—অমরাবতীর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, এমন মহামূল্য ধনের প্রলোভন,—চোখের সামনে, হাতের সন্নিধানে, বহুক্ষণ কাছে থাক্‌লে কি ছাড়তে পারবো?

গোবিন্দ। এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কি এতই তৃপ্তি পেলি মা?

বিজয়া। কি করি বাপ! উপায়ান্তর নাই। পদে পদে যেখানে নারীর অমর্য্যাদা, যে দেশের কাপুরুষ সে অমর্য্যাদা দেখে শুধু চীৎকার কর্‌তে জানে, অন্য প্রতীকার জানে না, সেখানে অবলা মর্য্যাদা রক্ষার ভার নিজে না গ্রহণ কর্‌লে কর্‌বে কে?

গোবিন্দ। বেশ—তবে দাঁড়া। দেখতে বুঝি সব সাধ হয়েছিল, তাই দেখা দিলি। কিন্তু তুই আজ রণরঙ্গিণী!—হাতের বাঁশী অসি ক'রে বনমালার মুণ্ডমালা প'রে, মা আমার কপালিনী!

(গীত)

যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী শ্যামা॥
গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত,
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে
নাচ দেখি মা॥
বাজে তাথেইয়া তাথেইয়া—
থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নূপুর-ধ্বনি,
সে বেশ লুকালি কোথা করাল-বদনী।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচিতিস্ মা রঙ্গে,
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
অসি ছেড়ে বাঁশী নিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে একবার নাচ দেখি মা;
মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা গলায় দিয়ে
একবার নাচ দেখি মা;
করাল-বদনী শ্যামা॥

[প্রস্থান।

বিজয়া। যাক্—এইবার আমি নিশ্চিন্ত। গোবিন্দের হরিসঙ্কীর্ত্তনে একবার গা ঢাল্‌লে আর কি প্রতাপ হ'তে অত্যাচারের প্রতীকার হ'ত? শান্তিময় বৈষ্ণব-সঙ্গে পড়লে আর কি রাজদণ্ড হাতে কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ত! প্রতাপ যদি না জাগ্রত হয়, তা হ'লে সতীর সতীত্ব কে রাখবে? অত্যাচারীর হাত থেকে অপহৃত বালিকাদের কে উদ্ধার কর্‌বে? দস্যুর আক্রমণ থেকে নিরীহ বালক প্রজাকে রক্ষা ক'রে, কে তা'দের মুখের গ্রাস নিশ্চিন্তমনে মুখে তুল্‌তে দেবে? সে এক প্রতাপ। সে প্রতাপের হাতের অসির ঝঙ্কার—মহাকালীর মূলমন্ত্র—দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক। সে প্রতাপের মুখের অভয়বাণী প্রজার দুর্ব্বল হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করুক। অসহ্য—অসহ্য!—আর দেখতে পারি না, জন্মভূমির্ শ্যামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আর সহ্য কর্‌তে পারি না। মা করাল-বদনে! দুর্ব্বল-রক্ষণে দানব-দলনে—চিরপ্রসারিত দশ হস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ মা! এইবার দেখা। যে করে মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মস্তক শৈলসম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলি, সে বাহু একবার দেখা! প্রচণ্ড মাতৃপীড়ক যে বাহুর শেলাঘাতে নির্ভিন্ন-হৃদয় হয়ে রক্ত বমন করেছে, সে বাহু একবার দেখা! আয় মা! জটাজুটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা—আয় মা! প্রসন্নবদনা দৈত্যদানবদর্পহা, শত্রুক্ষয়কারিণী, সর্ব্ব কামদায়িনী—আয় মা! উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ড-বলহারিণী নারায়ণী—একবার আয় মা!

গীত

এস ফিরে এস ফিরে এস গো।
একবার পূর্ব্বাকাশে মধুর হাসি হাস গো॥
এসেছিলে শুনি কানে,
কবে হায় কেবা জানে,
কদাচ কখন গানে ভাস গো।

বহু দিন গেছে প্রাণ,
বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমনে হবে মা তোর আবাহন গান ;
তথাপি শঙ্করী এস,
ভগ্ন হৃদয়ে বস,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো ॥

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। মা !—আরতির সময় উপস্থিত।

বিজয়। সুন্দর !

সুন্দর। কেন মা !

বিজয়া। ওই দূরে একখানা ধবধবে পাল দেখা যাচ্ছে না ?

সুন্দর। হাঁ মা ! একখানা বজ্‌রা !

বিজয়া। বজ্‌রা ! কার বজ্‌রা ?

সুন্দর। রাজা বসন্ত রায়ের। একখানা বজ্‌রা নয় মা। আরও অনেক বজ্‌রা ওই সঙ্গে ছিল। রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য আগ্রা যাচ্ছেন। রাজা তাঁরে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। তেহাটার মোহানা পর্য্যন্ত এসে রাজা ফিরে যাচ্ছেন। রাজকুমারের বজ্‌রা ভৈরব ছেড়ে খোড়েয় পড়েছে।

বিজয়া। আগ্রা যাবে, তা চুর্ণী দে না গিয়ে খোড়েয় পড়ল কেন ? একেবারে দু'দিনের ফের ! এমনটা করলে কেন ?

সুন্দর। কেন, তা ত বল্‌তে পার্‌লুম না মা।

বিজয়া। হুঁ !—তুমি প্রতাপকে দেখেছ ?

সুন্দর। আজ্ঞে মা !—দেখেছি।

বিজয়া। সঙ্গে কেউ আছে দেখেছ ?

সুন্দর। সঙ্গে অনেক লোক।

বিজয়া। তা নয়—সঙ্গী ?

সুন্দর। এক ব্রাহ্মণ।

বিজয়া। ভাল, সুন্দর ! চাকরী কর্‌বে ?

সুন্দর। এই ত মায়ের চাকরী কর্‌ছি। আবার কার চাকরী কর্‌ব মা ?

বিজয়া। সেও মায়ের চাকরী। সুন্দর ! আমার ইচ্ছা—তুমি রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্যের কার্য্য কর। তা হ'লে আমারই কার্য্য করা হবে। যাও—যত শীঘ্র পার রাজকুমারের কাছে উপস্থিত হও।

সুন্দর। এখনি ?

বিজয়া। শুভকার্য্যে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি ?

সুন্দর। আমি গরীব, রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব কেন মা ?

বিজয়া। মায়ের নাম ক'রে শুভযাত্রা কর, মা-ই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সুন্দর। আমি ত শুধু ছিপের হাল ধর্‌তে জানি। আর ত কোন কাজ জানি না মা !

বিজয়া। ছিপেরই হাল ধর্‌বে। যশোর রাজকুমার—তার ঘরে কি একখানাও ছিপ নে

সুন্দর। বেশ—তা হ'লে চল্লুম। পা ধূলা দাও।

বিজয়া। তোমার মঙ্গল হোক্। তবে —খোড়েয় থাকতে প্রতাপকে ধ'রো না। ছেড়ে ভাগীরথীতে পড়লে তার সঙ্গে ক'রো। প্রতাপ স্থানের নাম কর্‌লে যশোর। অধিকারীর নাম কর্‌লে যশোরেশ্বরী। কিন্তু সাবধান ! আর কিছু না। যশোরেশ্বরীর স্থান নির্দ্দেশ ক'রো না।

সুন্দর। যো হুকুম।

তৃতীয় দৃশ্য

খোড়ে নদীতীর।

প্রতাপ ও শঙ্কর।

প্রতাপ। তুমি কি মনে কর—ছোট মুখেও যা, মনেও তাই ?

শঙ্কর। আমার ত তাই বিশ্বাস।

প্রতাপ। তুমি সরলপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ। বুদ্ধিতে প্রবেশ করা তোমার সাধ্য কি ? আগ্রা পাঠবার কি অভিপ্রায়, আমি চেষ্টাতেও বুঝতে পার্‌লুম না। আগ্রা আমি কি এত জ্ঞান লাভ কর্‌ব ?

শঙ্কর। অবশ্য, আগ্রার ঐশ্বর্য্য দেখবে, দেশের ভাল মন্দ পাঁচজনের সঙ্গে মিশবে, জ্ঞানলাভ হবে বই কি ?

প্রতাপ। পথে আস্‌তে আস্‌তে যা তাতেও যদি জ্ঞানলাভ না হয়, ত সে আগ্রা গেলে হবে ? কি দেখলুম !

নগর জঙ্গল হয়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান। নদীতীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান বড় বড় বন্দর জনশূন্য! দেবমন্দির বিধর্ম্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হয়েছে। এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানের আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাকত, সেখানে এখন শৃগালের বিকট চীৎকার। যার গৃহে অন্ন ছিল, সে প্রজা অর্থে সামর্থ্যে সচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায় তার গৃহেই এখন হাহাকার। দুর্ব্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্য্যাদা রাখতে, নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা কর্‌তে—এ সব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন করতে না পারলুম, তখন রাজার পুত্র হয়েও আমি কর্‌লুম কি?

শঙ্কর। আমার বিশ্বাস, সদুদ্দেশ্যে ছোটরাজা আপনাকে আগ্রা পাঠাচ্ছেন।

প্রতাপ। হ'তে পারে! তুমি জান, আর তোমার ছোটরাজাই জানেন। কিন্তু আমি ত সদুদ্দেশ্যের বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পার্‌লুম না। তুমি যাই বল শঙ্কর, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। বড়রাজা ছোটরাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোটরাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। আমাকে যশোর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে নিজে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টায় আছেন। আমাকে বঞ্চিত ক'রে যশোরে নিজের ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

শঙ্কর। যথেষ্ট কারণ না পেয়ে, আগে থাকতেই ছোটরাজার ওপর সন্দেহ করা আপনার ন্যায় শক্তিমানের কর্ত্তব্য নয়।

প্রতাপ। তবে আমি যশোর ছাড়লুম কেন? দেশে যে সহস্র কার্য্য রয়েছে। বিনিদ্র হয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য কর্‌লে সমস্ত জীবনেও সে কার্য্য নিঃশেষিত হ'ত না! সে সব কিছু না ক'রে আমি আগ্রা চল্লুম কেন? বুঝতে পার্‌লে না শঙ্কর! ছোটরাজার যদি সদভিপ্রায়ই থাকত, তা হ'লে কি তিনি আমার হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়ে তাতে হরিনামের মালা জড়িয়ে দেন!

শঙ্কর। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ধার্ম্মিক স্বার্থশূন্য দেবদ্বেষী বসন্ত রায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, তা হ'লে উপায়? তা হ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝছি না। কি করি? প্রতাপের এ ধারণা দূর কর্‌তে হ'লে পিতার চরিত্র পুত্রের কাছে প্রকাশ করতে হয়। তাই বা কেমন ক'রে করি? কঠিন সমস্যা! বসন্ত রায়ের কাছে সে দিনের কথা গোপন রাখ্‌তে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার!

প্রতাপ। কি বল!

শঙ্কর। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

প্রতাপ। যোগ্য হ'লে অবশ্য রাখব।

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লেও রাখতে হবে। নিজ মুখে স্বীকার করেছ—তুমি দাসানুদাস। আর আমার বিশ্বাস—যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য কথা ব'লে আর প্রত্যাহার করে না।

প্রতাপ। বুঝতে পেরেছি, তুমি মনে করেছ, আমি খুল্লতাতের উপর ঈর্ষা পোষণ করছি!

শঙ্কর। প্রতাপ-আদিত্যকে আমি এত হীন জ্ঞান করি না। তবে আমার অনুরোধ—যত দিন খুল্লতাত হ'তে তোমার জীবনের আশঙ্কা না কর, তত দিন পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কার্য্য তোমার মঙ্গলের জন্যই বোধ কর্‌তে হবে। ছোটরাজা যেন কোনও ক্রমে তোমার ভিতরে ভক্তিহীনতার চিহ্ন দেখ্‌তে না পান।

প্রতাপ। না শঙ্কর! তা কর্‌ব না। তা কিছুতেই কর্‌ব না। তা কর্‌লে অবনত মস্তকে পিতৃব্য মহাশয়ের আদেশ পালন কর্‌তুম না। তাঁর এক কথায় আমি যশোর ছাড়তুম না।

শঙ্কর। যুবরাজ! অমর্য্যাদা করেছি, ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। অমর্য্যাদা? শঙ্কর, তোমার ঘৃণাও আমার মর্য্যাদা। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ দেখি না শঙ্কর! সহোদর জ্ঞান করি।

শঙ্কর। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আপনিই বাঙ্গালা স্বাধীন কর্‌বার যোগ্যপাত্র। আশীর্ব্বাদ করি, স্বাধীন সার্ব্বভৌম মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হোক্।

প্রতাপ। তবে মাতৃভূমির কার্য্য কর্‌তে যদি ভক্তিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়?

শঙ্কর। সে ত আর আপনার হাত নয়। তা যদি হয়, তখন বুঝব সেটা মহামায়ার ইচ্ছায়।

(সুন্দরের প্রবেশ)

প্রতাপ। এ আমরা কোথায় এসেছি, বল্‌তে পার বাপু?

সুন্দর। যশোর এসেছেন।

প্রতাপ। সে কি! যশোর যে আমরা দু'দিন ছেড়ে এসেছি।

সুন্দর। এই ত যশোর।

শঙ্কর। আমি পথ ঘাট বড় চিনি না। কাজেই কোথায় এসেছি বুঝতে পারছি না।

প্রতাপ। এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দর। যশোর আবার ক'টা আছে! এই ত এক যশোর।

প্রতাপ। ভাল, এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দর। মা যশোরেশ্বরীর।

প্রতাপ। যশোরেশ্বরী!

সুন্দর। আপনারা কোন্ দেশের লোক? যশোরেশ্বরীর নাম জানেন না!

শঙ্কর। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না?

সুন্দর। হ'তে পারে। কিন্তু আজ আর হয় না। মায়ের মন্দির এখান থেকে বিশ ক্রোশ পথ তফাৎ।

শঙ্কর। মায়ের মন্দির!—বাড়ী বল।

সুন্দর। মন্দিরই বলুন, আর বাড়ীই বলুন। আমরা মূর্খ মানুষ, মন্দিরই ব'লে থাকি। দেখ্‌তে চান, আজ এখানে নঙ্গর ক'রে থাকুন।

প্রতাপ। না, তা হ'লে আজ আর নয়—ফিরে এসে। আমি আর এক মায়ের মন্দির দেখবার সঙ্কল্প ক'রে চলেছি।

শঙ্কর। প্রসাদপুর জান।

সুন্দর। জানি।

শঙ্কর। এখান থেকে কত দূর?

সুন্দর। বিশ ক্রোশ।

শঙ্কর। তা হ'লে ত আজ আর কোনও মতে হয় না মহারাজ!—আজ ত আর কোনও মতে প্রসাদপুর পৌঁছান যায় না।

প্রতাপ। বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়েই আমরা সঙ্কল্প রাখতে পারলুম না। তা হ'লে কি আমাদের হ'তে কোনও কার্য্য হবার আশা রাখ?

শঙ্কর। কি করব বলুন, পথে ঝড়ে প'ড়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। নইলে ত আজই প্রসাদপুরে পৌঁছিবার কথা।

প্রতাপ। আজ কি কোনও রকমে পৌঁছান যায় না?

শঙ্কর। পৌঁছিবার কোনও উপায় দেখি না।

সুন্দর। গোলামকে যদি হুকুম করেন, তা হ'লে দুপুরের পূর্ব্বেই পৌঁছাইতে পারি।

প্রতাপ। পার?

সুন্দর। মা যদি মনে করেন, পথে ঝড় ঝাপট না হয়, তা হ'লে তার পূর্ব্বেও পারি।

প্রতাপ। তা যদি পার ভাই, তা হ'লে তুমি যা নিয়ে সন্তুষ্ট হও, তাই দিতে প্রস্তুত আছি।

সুন্দর। তা হ'লে কিন্তু হুজুরকে বজ্‌রা ছেড়ে গোলামের ছিপে উঠতে হ'বে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে কি। তুমি ছিপ প্রস্তুত কর। শঙ্কর! তা হ'লে আর কেন, প্রস্তুত হও!

[সুন্দরের প্রস্থান

শঙ্কর। ব্যস্ত হবেন না মহারাজ! ভাবতে দিন।

প্রতাপ। আবার ভাবাভাবি কি? ভাবতে হয় তুমি ভাব, আমি দুর্গা ব'লে রওনা হই। মায়ের প্রসাদ আমার অদৃষ্টে আছে, তুমি আটকাবে হবে কি?

শঙ্কর। ছিপে ত বেশী লোক ধরবে না। বড় জোর আপনি আর আমি।

প্রতাপ। তালই ত। বেশী লোক নিয়ে গিয়ে মাকে রাত্রিকালে বিপদে ফেল্‌ব কেন?

শঙ্কর। সে জন্য নয় মহারাজ! এ পথ সুগম নয়। বড়ই ডাকাতের ভয়।

(সুন্দরের পুনঃপ্রবেশ)

সুন্দর। হুজুর! ছিপ প্রস্তুত।

প্রতাপ। এরই মধ্যে প্রস্তুত?

সুন্দর। আজ্ঞে; হুজুর শুধু উঠলেই হয়।

শঙ্কর। আরও ছিপ দিতে পার?

সুন্দর। আজ্ঞে পারি। ক'খানা চাই হুকুম করুন।

শঙ্কর। যদি পঞ্চাশ খানা চাই?

সুন্দর। পঞ্চাশ খানা! বেশ—তাও এখনি কি দরকার হুজুর?

শঙ্কর। বেশ, এখন।

সুন্দর। যে আজ্ঞে। তা হ'লে একবার দিতে হবে।

প্রতাপ। থাক, নাগরা দিতে হবে না। পথে কি ডাকাতের ভয় আছে?

সুন্দর। আজ্ঞে, অল্প সল্প আছে।

প্রতাপ। তা হ'লে একখানা ছিপ নিয়ে কেমন ক'রে সাহস কর্‌ছিলে?

সুন্দর। আজ্ঞে, সাহস হুজুরের শ্রীচরণ গোলামের বোটে।

শঙ্কর। তা হ'লে তোমরাই ?

সুন্দর। আজ্ঞে, ঠিক আমরাই নয়, তবে—হ্যাঁ —হুজুর যখন বলেছেন, তখন—হ্যাঁ।

প্রতাপ। হ্যাঁ কি ? তোমরা কি ?

সুন্দর। আজ্ঞে—বোম্বেটে।

প্রতাপ। তোমরাই ডাকাত ?

সুন্দর। আজ্ঞে— গোলাম ডাকাতের সর্দ্দার।

প্রতাপ। এ পৈশাচিক ব্যবসা ত্যাগ করতে পার না ?

সুন্দর। আজ্ঞে—ত্যাগ করব বলেই মহারাজের আশ্রয় নিতে এসেছি।

প্রতাপ। আশ্রয় কেন—তোমরা আমার হৃদয় নাও। ডাকাতি পরিত্যাগ কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (প্রণাম করণ)

শঙ্কর। তা হ'লে ক'খানা ছিপ হুকুম করব ?

প্রতাপ। তা হ'লে আর বেশী কেন ? যে ভয়ে বেশী দরকার, তা ত চুকে গেল।

সুন্দর। বেশ—গোলামকে হুকুম করুন—দশখানা শতী ছিপ সঙ্গে নি। তা হ'লে দশ শতকে হাজার লোক আপনার সঙ্গে থাকবে। কাজ কি ? মনে যখন খটকা উঠছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

প্রতাপ। তোমার নাম কি ?

সুন্দর। আজ্ঞে—গোলামের নাম সুন্দর।

প্রতাপ। বেশ, তুমি দশখানা ছিপ প্রস্তুত কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (বংশীধ্বনি ও দস্যু-গণের প্রবেশ) দশ শতী।

দস্যু। যো হুকুম। (দস্যুগণের প্রস্থান)

সুন্দর। তা হ'লে আস্‌তে আজ্ঞা হয় হুজুর।

প্রতাপ। চল। (সুন্দরের প্রস্থান) শঙ্কর! আগ্রা যাবার মুখে সুন্দর আমার প্রথম লাভ। তার পর মায়ের প্রসাদ। তার পর—মা যশোরেশ্বরী! জানি না তুমি কে ? কোথায় ? সুন্দর তোমার অনুচর। জানি না তুমি কেমন শক্তিময়ী! এ কি তোমারই লীলাভিনয় ? তা হ'লে কোথায় আমার গতির পরিণাম ? মা! তোমার সেই অজ্ঞাত অধিষ্ঠানভূমির উদ্দেশে তোমার অধম সন্তান প্রণাম করে।

—

চতুর্থ দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের বহির্ব্বাটী।

সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। নবাবের লোক দুই দুইবার দাদার ঘর লুঠতে এসে হেরে পালিয়েছে। তার পর আজ মাসখানেক হ'ল সব চুপ। কোন সাড়াশব্দ নেই। এতটা চুপ ত ভাল নয়। নবাব যে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে হেরে অপমানিত হয়ে চুপ ক'রে থাকে, এটা ত কোনও মতে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হয়ে, নায়েবের কাছারী লুঠ করেছে। নায়েব, তশীলদার, কারকুন, গোমস্তা—সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। সবাই জানে—তাদের দাদার বলে বল। হতভাগ্য প্রজা দেশত্যাগের সময় দাদার অজ্ঞাতসারে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। দাদা নিজে কিছু জানেন না। কিন্তু নবাবের লোক সকলেই ত জানে, এ বিদ্রোহিতার মূলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। প্রতিশোধ নিতে দুই দুইবার দাদার ঘর আক্রমণ করেছে। গুরুর কৃপায় দুই দুই বার তাদের হটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এমন ক'রে কয় দিনই বা গুরুর ঘর রক্ষা করি! যারা আমার বিপদে সহায়, দুই দুইবার বুক দিয়ে যারা আমাকে বিপদে রক্ষা করেছে, তারা সকলেই গরীব, দিন আনে দিন খায়। ক'দিনই বা তারা না খেয়ে আমার ঘর আগলাতে ব'সে থাকে। কাজেই তাদের রেহাই দিয়েছি। কিন্তু রেহাই দিয়ে অবধি আমার প্রাণ কাঁপছে। যদি নবাব আবার আক্রমণ করতে লোক পাঠায়! যদি কি ? নিশ্চয় পাঠাবে। নবাব কি অপমান ভুলে গেল ? চারিদিকে নিস্তব্ধ! প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণের মত চারিদিক নিস্তব্ধ! যদিই প্রবল বেগে ঝড় আসে ? আমি যে মাতৃরক্ষার ভার গ্রহণ করেছি! যদি রক্ষা করতে অপারগ হই ? মা ভবানী—মনে করতেই প্রাণ কেঁদে উঠে। মাকে যদি হারাই, সমস্ত বাঙ্গালা পেলেও যে তার বিনিময় হবে না। হাজার সের খাঁর শিরশ্ছেদ করলেও প্রতি-শোধ হবে না। মা, রক্ষা কর—সতীরাণি! পরোপ-কারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা কর। কি খবর ?

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখ। খবর ঠিক, যা ভয় করেছ তাই। সের খাঁ হুকুম দিয়েছে,—যে তোমাকে বেঁধে আন্‌বে

সে হাজার টাকা বক্‌সিস্ পাবে। যে মাকে রাজ-মহলে হাজির করতে পারবে, সে প্রসাদপুর জায়গীর পাবে।

সূর্য্য। তা হ'লে ত বড়ই বিপদ।

সুখ। বিপদ বই কি!—এবারে এমন ভাবে আস্‌ছে, যাতে শুধু হাতে আর ফিরতে না হয়। এবারে বিশেষ আয়োজন।

সূর্য্য। কবে আস্‌বে বলতে পার?

সুখ। আজকালের মধ্যে। আয়োজন সব ঠিক। তারা কেবল এতদিন অন্ধকারের সুযোগ খুঁজছিল। আজকে অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ। হয় আজ না হয় কাল!

সূর্য্য। তা হ'লে ত আরও বিপদ। লোকজন ত কেউ নেই?

সুখ। কেউ নেই। প্রায় সবাই অগ্রদ্বীপের মেলায় বেচাকেনা কর্‌তে গেছে।

সূর্য্য। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর। মাকে এই বেলায় সরিয়ে নিয়ে যাও।

সুখ। যাব কোথায়?

সূর্য্য। আপাততঃ যেখানে নিরাপদ বোধ কর। তার পর যশোরে—দাদার কাছে।

সুখ। আর তুমি?

সূর্য্য। মাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পা'র্‌লে পাপিষ্ঠগুলোকে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘর লুঠ্‌তে আসার মজাটা টের পাইয়ে দিই। তেঁতুল গাছের ঝোপ থেকে তীর ছুড়বো। শালারা সাত রাত খুঁজলেও বার কর্‌তে পারবে না। একটাকেও ফির্‌তে দেব না।

সুখ। তা হ'লে আমি মাকে নিয়ে যাই?

সূর্য্য। এখনি। বিলম্ব কর্‌লে বিপদ ঘট্‌তে পারে (সুখময়ের প্রস্থান) মা! রক্ষা কর। জগজ্জননী সতীরাণি! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(সুখময়ের মাতার প্রবেশ)

সু, মা। এই যে সূর্যি। হাঁরে সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। কেন মাসী?

সু, মা। বলি গাঁয়ে আছিস, না শঙ্কর বামুনের মতন পালিয়েছিস্?

সূর্য্য। কেন, হয়েছে কি?

সু, মা। আমি মনে করলুম, শঙ্কর বামুন বউ ফেলে পালাল, তোরাও দেখাদেখি দেশত্যাগী হ'লি।

সূর্য্য। কেন—পালাব কেন? কার ভয়ে পালাব?

সু, মা। যদি না পালাবি, তা হ'লে এমনটা হ'ল কেন?

সূর্য্য। কি হয়েছে?

সু, মা। গাঁয়ে থাকতে আমার মাই-দুধের অপমান কর্‌লি?

সূর্য্য। আরে মর, হয়েছে কি?

সু, মা। লোকে বলে—গয়লা বউ! শঙ্কর, সূর্যি তোর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ ছেলে, তো[র] আবার ভাবনা কি? তোরা থাকতে আমা[র] অপমান!

সূর্য্য। কে অপমান কর্‌লে?

সু, মা। সুখোকে বঞ্চিত ক'রে তোদের দু[ধ] খাওয়ালুম—সুখো একলা খেলে এতদিনে কুস্তি[গির] হয়ে যেত!

সূর্য্য। আরে মর্, হল কি?

সু, মা। গয়লা বুড়ো বেঁচে থাকলে কি কে[উ] আমাকে একটা কথা বল্‌তে পার্‌ত?

সূর্য্য। কে কি বলেছে?

সু, মা। সেবারে পঞ্চাননতলায় পাঁঠার মু[ড়ী] নিয়ে লড়াই। একদিকে হাজার লেঠেল আ[র] একদিকে তোর মেসো। পাঁঠার মুড়ী নিয়ে টানা-টানি আর লড়ালড়ি। তোর মেসোর লাঠি খে[লা] দেখে হাজার লেঠেল তাক্ লেগে গেল। পাঁ[ঠার] মুড়ী ধড় ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে খা[বি] করতে লাগল।

সূর্য্য। বলি—কি হ'ল বল্?

সু, মা। হরিহরপুরে বোসেদের [বাড়ী] ডাকাতি।—সে কি যেমন তেমন ডাকা[তি]! বোসেদের দেউড়ীতে ঢুক মেরে লাঠি ঘু[রিয়ে] আর মদন ঘোষের নূতন ঘরের দেওয়াল ব[রাবর] ক'রে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা ছুটে এসে [তোর] মেসোর কাছে পড়ল। বুড়োর তখন জর। [ধুঁকতে] ধুকতে ধুঁকতে বুড়ো ছুটলো। আর এ[কটা] ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠানে না[মিয়ে] আবার জরে ধুঁক্‌তে লাগল।

সূর্য্য। না—এ বেটী বড়ই ভোগালে।

সু, মা। তবু সে তালপুকুর চুরির কথা কইনি। তোর বাপ তখন কেষ্টগঞ্জের নায়েব। একদিন এমনি সন্ধ্যেবেলায় হম্‌কোধম্‌কো হয়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়ল। বল্‌লে —ফগন্নাথ দাদা, ফতেপুরের ফাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি কত্তে পার? তোর মেসো বল্‌লে, খুব পারি। তোরে আর কি বল্‌বো রে বাবা, সেই রাত্রের ভেতরে সেই তালপুকুর বুজিয়ে মাঠ ক'রে, তাতে মটর বুনে, ভোর না হ'তে হ'তে বাড়ী এসে খড় কাট্‌তে ব'সে গেল। সেই তার তোরা থাক্‌তে আমার কিনা অপমান! আমার বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে!

সূর্য্য। কখন?

সু, মা। কেন—এই অপরাহ্নে। কল্যাণী বলেছিল মাসী, অনেক-দিন চুল বাঁধিনি। চুলে জট হয়েছে, ছাড়িয়ে দে। আমি শুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে দিয়ে কালান্দীর মতন জাবর কাট্‌তে কাট্‌তে বৌমার চুলের গোছায় হাতটি দিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা পেয়াদা এসে উপস্থিত। এসেই আমার সুমুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে চায়।

সূর্য্য। তার পর?

সু, মা। তার পর আবার কি! ভাগ্যি কাস্তে বঁটি কাছে ছিল, তা হ'তেই ত মান রক্ষে হয়েছে।

সূর্য্য। যাক্—গায়ে হাত দিতে পারেনি ত?

সু, মা। ইস্! গায়ে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর মাসী—আমার সুমুখে তার বৌয়ের গায়ে হাত দেবে! যে বেটা হুমকি মেরে এসেছিল, তার নাকটা বঁটী দিয়ে চেঁচে নিয়েছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মত খুলো ক'রে দিয়েছি। আর এক বেটা তামাসা করেছিল, বেটার কানে এক মোচড়। বেটা বাপরে মারে ক'রে পালাল, কিন্তু কান আমার হাতে আটকে রইল।

সূর্য্য। বড় মান রক্ষা করেছিস্ মাসী!

সু, মা। বলিস্ কি! মান রাখ্‌ব না—আমি কেমন লোকের মাসী, কেমন লোকের ইস্ত্রী। তবে কি জানিস্ বাপ সূর্য্যকান্ত! আমি গেরস্তোর বৌ—পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া—বড় লজ্জা করে।

সূর্য্য। যাক্—আর তোকে ঝগড়া কর্‌তে হবে না। আমি আর ঘর ছেড়ে কোথায় যাব না।

সু, মা। তা হ'লে আমি একবার বাহিরে যেতে পারি?

সূর্য্য। যা।

সু, মা। দেখিস্, যেন দেউটী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। অরাজক—অরাজক! নইলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পেয়াদা ঢোকে!

[প্রস্থান

সূর্য্য। এ ত দেখছি ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। কেন, মা?

কল্যাণী। তুমি নাকি আমাকে স্থানান্তরে যেতে আদেশ করেছ?

সূর্য্য। কেন, তুমি ত সব জান মা! একটু আগেই ত সব ব্যাপার বুঝতে পেরেছ। বিশেষতঃ আজ অমাবস্যা, তার ওপর আকাশে দুর্য্যোগের লক্ষণ, লোকবলও আজ বেশী নাই—আমি আর সুখময়।

কল্যাণী। কোথায় যাব?

সূর্য্য। সুখময় যেখানে তোমায় নিয়ে যাবে।

কল্যাণী। সে স্থানে কি বিপদের ভয় নেই?

সূর্য্য। (স্বগত) এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন!

কল্যাণী। চুপ করে রইলে কেন—বল?

সূর্য্য। অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ।

কল্যাণী। আমি যাব না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। আজকের দিনটা নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পার্‌লে, কাল আমি তোমাকে যশোরে পাঠিয়ে দিই।

কল্যাণী। যশোরে পাঠানই যদি আমার স্বামীর অভিপ্রায় থাক্‌ত, তা হ'লে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন না? প্রসাদপুরের টিকটিকিটেকে পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন; আমাকে ঘরে ফেলে রেখে গেলেন কেন? স্বামী কি আমার এতই নির্ব্বোধ যে, ফেলে যাবার সময় এটা বুঝতে পারেন নি যে, তাঁর স্ত্রী বিপদে পড়তে পারে। আর যদি বিপদে পড়ে ত তাকে রক্ষা কর্‌তে কেউ নাই।

সূর্য্য। দোহাই মা! দাদার ওপর অভিমান করো না।

কল্যাণী। অভিমানই করি, আর যাই করি, সূর্য্যকান্ত! আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সূর্য্য। মা! সন্তানের উপর দয়া কর।

কল্যাণী। না সূর্য্যকান্ত! এ দয়ামায়ার কথা নয়, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা। অন্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি যে নিরাপদ হব, যখন তুমি এ কথা বল্‌তে পারছ না, তখন তুমি বীর হয়ে কেমন ক'রে আমার জন্তে অপর এক পরিবারকে বিপদে ফেল্‌তে চাও? এই কি তোমার গুরুর অভিপ্রায়?

সূর্য্য। মা! আমি সন্তান। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

কল্যাণী। এ অন্যায় অনুরোধ সূর্য্যকান্ত! তার চেয়ে তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার পরিত্যাগ কর। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার জীবন মরণে দেশের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি বেঁচে থাকলে দেশের অনেক কাজ কর্‌তে পার্‌বে! তুমি আমা হ'তেও আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী!

সূর্য্য। দোহাই মা! যাও আর না যাও, সন্তানকে আর মর্ম্মপীড়া দিও না।

কল্যাণী। অভিমানে নয় সূর্য্যকান্ত! যে কার্য্যের ভার নিয়ে স্বামী আমাকে ফেলে গেছেন, তাতে কোন্ সাহসে তাঁর ওপর অভিমান করি? তবে কোথায় যাব? মৃত্যু? বল দেখি সূর্য্যকান্ত, মৃত্যুর যোগ্য এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে? তা হ'লে স্বামীর ঘর—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ—এমন স্থান ত্যাগ ক'রে কোন অপবিত্র স্থানে মর্‌তে যাব কেন? সূর্য্যকান্ত! বাপ! আশীর্ব্বাদ করি—দীর্ঘজীবী হও; তোমার দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন হোক—স্পর্শে পিশাচের অস্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হোক, তুমি আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ করো না।

সূর্য্য। তবে পায়ের ধূলা দাও। ঘরে যাও—দোর বন্ধ কর।

কল্যাণী। মা শঙ্করী তোমাকে রক্ষা করুন।

সূর্য্য। সুখময়!

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়। চুপ দাদা! শীগগির অস্ত্র নাও। মা, স'রে যাও, বড়ই বিপদ।

কল্যাণী। মা শঙ্করি! তোমার মনে এই ছিল!

সূর্য্য। ভয় নেই মা! এ দু'জন সন্তানের জীবন থাক্‌তে কেউ তোমার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

কল্যাণী। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক বাপ। কল্যাণী বামনীর দেহে প্রাণ থাক্‌তে কোন শয়তা[ন] তার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না। তোমরা কেব[ল] যথাশক্তি আমার স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রসাদপুর—পথ।

প্রতাপ ও শঙ্কর

প্রতাপ। এই ত তোমার প্রসাদপুর?

শঙ্কর। প্রসাদপুর বটে, কিন্তু রাতও দুপুর।

প্রতাপ। তা হোক, প্রসাদ আমাকে ... পেতেই হবে।

শঙ্কর। এ যে অত্যাচার! এত রা... কোথায় কি পাব?

প্রতাপ। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে ... না। মায়ের কাছে সন্তান যাচ্ছে, ভাবতে ... মা ভাববেন। কমল! (কমলের প্রবে...) তোমার কাছে যে পেঁটরাটা রেখেছিলুম?

কমল। সেটা এই হুজুরের কাছে রে... মহারাজ!

শঙ্কর। এ সব আবার কি মহারাজ?

প্রতাপ। দেখ শঙ্কর! বাল্যকাল ... আমি মাতৃহীন! বড় আক্ষেপ—কখন ... সেবা করতে পাইনি। যদিই ভাগ্যবশে ... তাঁকে লাভ কর্‌তে চলেছি, তখন শুধু ... কেমন ক'রে তাঁর চরণ স্পর্শ করি?

শঙ্কর। মহারাজ! এ ত ভালবাসা ন... এ যে উৎপীড়ন!

প্রতাপ। স্বেচ্ছাচার বাঙ্গালার ভূঁঞা... কে না উৎপীড়ন সহ্য করে শঙ্কর? যাও ভাই! ... মাতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি এনেছি। প্রাণ... স্ত্রীকেও দিতে পারিনি, সমস্ত আজ মায়ের ... অঞ্জলি দেব। যাও আর বেশী রাত ক'রো ... আমি ক্ষুধার্ত্ত। (শঙ্করের প্রস্থান)

সবাইকে ব'লে দাও, তারা যেন কোলাহলে গ্রাম-বাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।

কমল। ব্যাঘাত আবার করবে না কি! গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ পড়ল ব'লে!

প্রতাপ। কারণ?

কমল। সব শালা বোম্বেটে চুলবুল করছে, গোলমাল বাধলো বাধলো হয়েছে।

প্রতাপ। কেন?

কমল। আর কেন—স্বভাব। সুমুখে তারা একখানা বজ্‌রা দেখেছে। আমীর ওমরাওয়ের বজরার মতন বজ্‌রা। শিকারী বেড়াল—তারা কি তাই দেখে চুপ ক'রে থাকতে পারে? সব শালার গোঁফ নড়ছে। আপনিও সরবেন, আর বজরাও লুঠ হবে। ওই যে সর্দ্দার আসছে।

(সুন্দরের প্রবেশ)

প্রতাপ। সুন্দর! নদীতে একখানা বজ্‌রা দেখলে?

সুন্দর।—আজ্ঞে হুজুর—দেখলুম।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা—জেনেছ!

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—জেনেছি! আর জেনে হুজুরকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—আমার বাবার।

প্রতাপ। তোমার বাপ বর্ত্তমান আছে?

সুন্দর। আজ্ঞে—নেই ত জান্‌তুম, এখন দেখি আছে। বজ্‌রার মাঝীকে জিজ্ঞাসা করলুম—কার বজ্‌রা? ভেতর থেকে কে বল্‌লে—"তোর বাবার"। হুজুর হুকুম করুন, বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

পথিক। আপনি কে মহাশয়?

প্রতাপ। আমি এক জন বিদেশী।

পথিক। কোন উপায়ে এক সতীর ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পারেন?

প্রতাপ। সে কি রকম?

পথিক। কথা বল্‌বার সময় নেই। এতক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল। এই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ—নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী—তাঁর স্ত্রী সতীমূর্ত্তি। দুরাত্মা তশীলদার তাঁকে অপহরণ কর্‌তে এসেছে। রাজমহলে নবাবের কাছে পাঠাবে। সে ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই, ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা করুন।

প্রতাপ। শঙ্করের ঘরে দস্যু! লোক কত?

পথিক। অন্ধকার—ঠিক ক'রে ত বল্‌তে পারছি না, তবে চার পাঁচশোর কম নয়।

কমল। মহারাজ!—

পথিক। মহারাজ! (পদতলে পড়িয়া) দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন। সে ব্রাহ্মণ এ গ্রামের প্রাণ, তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে, দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

সুন্দর। তা হ'লে এও সেই তশীলদারের বজরা।

প্রতাপ। এখনি বজ্‌রা আটক কর।

সুন্দর। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। কমল! আমার হাতিয়ার?

(কমলের প্রস্থান)

পথিক। মহারাজ! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

প্রতাপ। বেশ—চল।

পথিক। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন; ঈশ্বর আপনাকে রাজরাজেশ্বর করবেন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শঙ্করের অন্তঃপুর।

সূর্য্যকান্ত ও কল্যাণী।

সূর্য্য। আর ত তোমাকে বাঁচাতে পারি না মা! অগণ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। আমরা সবে দুই জন। যথাশক্তি প্রবেশপথ রোধ করেছি। সুখময় আহত, আমারও শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাষণ্ডেরা দেউড়ীর কবাট ভেঙ্গে ফেলেছে। বাড়ীতে ঢুকেছে। আর যে রক্ষা করতে পারি না মা!

কল্যাণী। কি করবে বাপ! আমার অদৃষ্ট! মানুষে যা না পারে, তুমি তাই করেছ। আমার পানে আর চেও না। সূর্য্যকান্ত! তুমি আত্ম-রক্ষা কর।

সূর্য্য। এ কি মা? মৃত্যুকালে আর বাক্যযন্ত্রণা দাও কেন? যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ কোন দুরাত্মাকে এ ঘরে প্রবেশ করতে দেব না।

কল্যাণী। গুরুভক্ত বীর! পুত্রাধিক প্রিয় যে তুমি। আমার চোখের সম্মুখে তোমার এ দেব-দেহ পিশাচের অস্ত্রে খণ্ডিত হবে! অকৃত্রিম গুরুভক্তির কি এই পরিণাম?

সূর্য্য। আমার জন্য ত ভাববার সময় নাই মা! (নেপথ্যে কোলাহল) ওই গেল!—সুখময় আহত অবস্থাতেই মাঝের দোর রক্ষা করছিল, তাও গেল! কি হবে মা, কি হবে? বুঝতে পারছি, আমারও মৃত্যু। কিন্তু মা, তার পর আমার সকল পূজা—সমস্ত সাধনা—পিতৃতুল্য গুরু—তাঁর পত্নী তুমি—তোমাকে যবনে অপহরণ করবে?

কল্যাণী। অপহরণ করবে? কাকে?—আমাকে? ভয় নেই সূর্য্যকান্ত! প্রাণ থাকতে কি শঙ্কর-গৃহিণী—বাঘিণী—অপহৃতা হয়? তবে তোমার মর্য্যাদা! মা সতীকুলরাণি! ভক্তবৎসলে! গুরুভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও কোলাহল)

সূর্য্য। এ কি হ'ল? বন্দুক ছোড়ে কে?—(ঘন ঘন বন্দুক-শব্দ ও আর্ত্তনাদ-শব্দ) এ কি হ'ল এ কে এল?

কল্যাণী। মুখ রেখো মা! দোহাই মা! আর বলতে পারছি না—মুখে বাক্য আসছে না। অন্তর্য্যামিনি! মন বুঝে আশ্রয় দাও।

সূর্য্য। আমি চল্লুম! তুমি দরজা দাও। যদি না ফিরি, নিজের ভার নিজে গ্রহণ ক'রো।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। দোহাই দীনতারিণী! আমার স্বামী চিরদিন তোমার সেবাতেই কাল কাটিয়েছে। তোমার মানবী মূর্ত্তি সহস্র সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। দোহাই মা! তোমার চিরভক্তকে পদাশ্রয় হ'তে ফেলে দিও না!

সূর্য্য। (নেপথ্যে) মা! মা! আত্মরক্ষা কর—আমি বন্দী।

(দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

কল্যাণী। ইচ্ছাময়ি! এই কি তোমার ইচ্ছা আমার মৃতদেহ যবনে স্পর্শ করবে? ভাল—তো ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। (অস্ত্রগ্রহণ—দ্বারভঙ্গ-শ কিন্তু আত্মহত্যা করব কেন? শঙ্কর আমার স্বা আমাতে কি সে দানবনাশিনী শক্তির একটিম কণারও অস্তিত্ব নেই?

(দ্বারভঙ্গ ও নবাব-অনুচরের প্রবেশ)

অনু। বস্! ইয়া আল্লা! কেয়া তো বিবিসাহেব ঠিক আছে। বিবিসাহেব! সেলা নবাব তোমার জন্যে তঞ্জাম পাঠিয়েছেন—উঁ এস।

কল্যাণী। আগে তোদের নবাবকে শ্মশ্রু দিয়ে সে তঞ্জামের পাপোস্ প্রস্তুত করতে তবে উঠব।

অনু। তবে বেয়াদবী মাফ্ হয়—আ জোর ক'রে তোমাকে তুলে নিয়ে হ'ল।

কল্যাণী। সাবধান সয়তান! যদি প্র মমতা থাকে, তা হ'লে আর এক পদও হ'সনি!

অনু। তবে রে সয়তানী! (আক্রমণো —প্রতাপের প্রবেশ, বন্দুক-শব্দ ও অনুচরের প

কল্যাণী। এখনও ফের বলছি—ফের— সয়তান (আক্রমণোদ্যোগ)

প্রতাপ। মা—মা! আমি সন্তান। হত্যা করো না।

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। কল্যাণি! কল্যাণি!—

কল্যাণী। অঁ্যা—অঁ্যা—তুমি! তুমি কোথা থেকে?

শঙ্কর। পরে শুনবে। রাজ-অতিথি চল, তাঁর আতিথ্য-সৎকার করবে।

—

তৃতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

যশোর—পথ

প্রতাপ

প্রতাপ। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর আবার আমি যশোরে ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ চিরশান্তিময় মাতৃ-ভূমির ক্রোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম। যশোরের এ সলিল-সিক্ত মৃত্তিকাস্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী মৃদুকলনাদিনী সহস্রতটিনী-সেবিত যশোরের শ্যামপ্রান্তর! কিছুতেই তোমাকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না। আগ্রার ঐশ্বর্য্যময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্ছন অপ্সরাগার উদ্যান, কিছুতে—কোন প্রলোভনে—আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য্য ভোলাতে পারেনি। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার—আবার নমস্কার। কিন্তু কি করি? কেমন ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি? করতেই হবে—যেমন ক'রে হোক করতেই হবে। মান যাক্, যশ যাক্, প্রতিষ্ঠা যাক্, তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রুপদদলন থেকে রক্ষা কর্‌তেই হবে। (সূর্য্যকান্তের প্রবেশ) কতদূর কি ক'রে উঠ্‌লে সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। পাঁচ হাজার সৈন্য মাতলার জঙ্গলের ভেতর রেখে এসেছি।

প্রতাপ। অত দূরে রেখে এলে প্রয়োজন মত পাবে কেন?

সূর্য্য। মহারাজের আদেশমাত্র এখানে এনে উপস্থিত করব। পঞ্চাশখানা শতী ছিপ নিয়ে সুন্দর বিদ্যাধরীর এ পারে অবস্থান কর্‌ছে। হুকুমমাত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ হাজার ফৌজ যশোরে এসে উপস্থিত হবে। এত সৈন্য যশোরের কাছে রাখ্‌লে পাছে কেউ সন্দেহ করে, এই ভয়ে কাছে আন্‌তে সাহস করিনি।

প্রতাপ। রাজমহলের সংবাদ কিছু রেখেছ?

সূর্য্য। রেখেছি। সের খাঁ প্রতিশোধ নেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যশোরে রওনা করেছে।

প্রতাপ। সে সম্বন্ধে কর্‌ছ কি?

সূর্য্য। হাজার গুপ্ত সেনা নিয়ে মামুদকে তাদের গতি লক্ষ্য রাখতে বলেছি। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সুখময় বারাসতে অবস্থান করছে। শালকের পশ্চিমে আছে ঢালিপতি মদন।

প্রতাপ। ছোট রাজা সের খাঁর খবর রেখেছেন?

সূর্য্য। শুনেছি, সের খাঁর প্রেরিত দূত যশোরে এসেছে। রাজা নাকি অর্থ উপঢৌকন দিয়ে সের খাঁকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। টাকা দেওয়া হয়েছে কি?

সূর্য্য। এখনও হয়নি। তবে কাল টাকা দেবার শেষ দিন। আজ থেকে সাত দিনের ভিতরে টাকা রাজমহলে পৌছান চাই।

প্রতাপ। তুমি এখনি যাও। যত শীঘ্র পার, যশোরের ধনাগার অবরোধ কর। সাবধান! যশোরের এক কপর্দ্দকও যেন সের খাঁর নিকটে না উপস্থিত হয়। সেরখাঁর গতিরোধের ভার আমি নিজহস্তে গ্রহণ করলুম।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

[সূর্য্যকান্তের প্রস্থান।

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। মহারাজ!

প্রতাপ। কি খবর?

সুন্দর। সেনাপতি কোথায় গেলেন?

প্রতাপ। তিনি যশোরে গেলেন। কি বল্‌তে চাও, আমাকে বল্‌তে পার। আমিই এখন সেনাপতি। সের খাঁর ফৌজের কি সন্ধান পেয়েছ?

সুন্দর। নবাব শাল্‌কে এসে পৌছেছে।

প্রতাপ। তার ভাগীরথী পার হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুন্দর। যো হুকুম।

(শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ। শঙ্কর!—

শঙ্কর। মহারাজ!

প্রতাপ। তুমি আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে মহারাজ বল, না তোমার বিশ্বাস—আমি মহারাজ?

শঙ্কর। যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য এ বঙ্গদেশের মহারাজ নাম ধারণের একমাত্র যোগ্য পাত্র।

প্রতাপ। যোগ্য পাত্র ত আমি এখনও মহারাজ নই কেন?

শঙ্কর। পিতা খুল্লতাত বর্ত্তমানে সেটা কেমন ক'রে হয় মহারাজ?

প্রতাপ। তা আমি জানি না। তুমি আমাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর। কেন কর, তা তুমিই বলতে পার। কিন্তু আমার চোখের ওপর, যদি যশোরের অর্থ লুণ্ঠিত হয়—যদি পিতা খুল্লতাত অবনত মস্তকে সের খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমার কার্য্যের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তুমি আমাকে মহারাজ বলতে মনে মনেও কুণ্ঠিত হবে না?

শঙ্কর। আমি যে এ কথার কি জবাব দেব, তা ত বুঝতে পারছি না মহারাজ?

প্রতাপ। আবার মহারাজ! বেশ—আমিও তোমাকে শূন্য রাজত্বের মন্ত্রিত্ব প্রদান করলুম।

শঙ্কর। আকাশও শূন্য। কিন্তু তার গর্ভে অনন্ত কোটি উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড।

প্রতাপ। যদিই আমি মহারাজ, তখন আমার কার্য্যের জন্যে আমি আবার কার কাছে কৈফিয়ত দেব?

শঙ্কর। আপনার অভিপ্রায় কি?

প্রতাপ। সের খাঁ কি করছে জান?

শঙ্কর। জানি।

প্রতাপ। সে কি? তুমিও এ সংবাদ রেখেছ!

শঙ্কর। মহারাজ, আপনি আমার মর্য্যাদা রাখতে নিজের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ পাননি। দেশমধ্যে প্রচারিত হয়েছে, নবাবের হাত থেকে আপনি প্রসাদপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীকে রক্ষা করেছেন। মহারাজ! আমি আপনার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? শুনলুম, সের খাঁ আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যশোর আক্রমণ করতে আসছে।

প্রতাপ। কিন্তু ছোটরাজা যশোর রক্ষার কি উপায় উদ্ভাবন করেছেন জান কি?

শঙ্কর। জানি। তিনি এক ক্রোর টাকা ও পাঁচটি সুন্দরী রমণী নবাবকে দান ক'রে তাকে তুষ্ট করবার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। রমণী!—কই, এ কথা ত শুনিনি শঙ্কর!

শঙ্কর। কল্যাণীকে বন্দিনী করতে এসেছিল। আপনার জন্যে পারেনি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ করতে আসছে। এ সকল রমণী সেই কল্যাণীর বিনিময়। অবশ্য ছোটরাজা সদুদ্দেশ্যে আমি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করতে পারি না। শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক, রাজমহলের মামলুৎদার, সের খাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হস্তমেয় যশোরেশ্বরের বাতুলতা মাত্র। সে খাঁ আপনাকে বন্দী ক'রে রাজমহলে পাঠাবার জন্য রাজা বসন্ত রায়ের ওপর পরোয়ানা পাঠান। আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই ছোটরাজা এ কার্য্য করেছেন।

প্রতাপ। রমণী!—নবাবের উপভোগ্য করবার জন্যে যশোর থেকে রমণী পাঠাতে হ'বে? বলতে পার, তার ভেতর স্বেচ্ছায় যাচ্ছে ক'জন?

শঙ্কর। তা জানি না। কিন্তু একটি ধর্ম্মনাশভয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে শুনলুম, রাণী কাত্যায়নী তাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রতাপ। এ রমণী কোথায়?

শঙ্কর। অনুমতি করেন, আনতে পাঠাই।

প্রতাপ। তাকে আশ্রয় দেবার কি ব্যবস্থা করেছ?

শঙ্কর। আশ্রয়দাতা মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

প্রতাপ। শঙ্কর! এই সকল ধর্ম্মনাশ-ভীতা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত যশোরে আমাকে আধিপত্য গৌরব ক'রে বেঁচে থাকতে হবে?

শঙ্কর। কি আর ক'রবেন?

প্রতাপ। কি করব? করব কি—কার্য্যে যে দণ্ডে প্রসাদপুরে আমি নবাবের শত্রুতা ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে সেই দণ্ড হ'তেই প্রতীকারেরও চেষ্টা ক'রে এসেছি। এই শঙ্কর! সেই চেষ্টার ফল। (ফারমান প্রদর্শন

শঙ্কর। কি এ মহারাজ?

প্রতাপ। বাদশা আকবর-দত্ত ফা সম্রাটকে কথায়, কার্য্যে তুষ্ট ক'রে তাঁর কা আমি যশোর-শাসনের অনুমতি পেয়েছি। থেকে আমিই যশোরেশ্বর মহারাজ আদিত্য।

শঙ্কর। আমিও কায়মনোবাক্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় কামনা করি।

প্রতাপ। যে বন্দিনী রাজা বসন্ত রায়ের অত্যাচার থেকে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। মহারাজ—মহারাজ!

প্রতাপ। কি, কি—ব্যাপার কি?

কমল। এই হুজুর যে বিবিকে আমার কাছে জিম্মা রেখে এসেছিলেন, সেই—

শঙ্কর। সেই কি?

কমল। আমার কাছটিতে তাকে বসিয়ে রেখে চ'লে এলেন—তার পর

শঙ্কর। তার পর কি?

প্রতাপ। এ কি কমল। তুমি উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করছ কেন?

কমল। আজ্ঞে, কি যে, কিছুই বল্‌তে পারছি না যে মহারাজ! কি দেখলুম—কি দেখলুম!

প্রতাপ। কাঁপছ কেন? স্থির হও। স্থির হয়ে বল—ব্যাপার কি? তুমি কি কোন দৈবী বিভীষিকা দেখেছ?

কমল। আজ্ঞে মহারাজ! হুজুর যেই আমার কাছে মেয়েটিকে রেখে চ'লে এলেন, অমনি সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগল। আমি তাকে কত অভয় দিলুম। মহারাজের গুণের কথা, হুজুরের গুণের কথা—সব ব'লে তাকে কত আশ্বাস দিলুম। তবু ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিবিসাহেব কাঁদ্‌তে লাগল। তখন কি করি, আমি হুজুরকে খুঁজতে এলুম, দেখা পেলুম না। গিয়ে দেখি, বিবিসাহেব নেই। এদিক্ ওদিক্ চারিদিক খুঁজলুম, কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। প্রাণে বড় ভয় হ'ল! রাত্রি অন্ধকার—চারিদিকে ঘন বন—কাছে বসিয়ে চুপ্‌টি গেছি, কি—না গেছি, ফিরে এসে দেখি, বিবিসাহেব নেই!—প্রাণে বড় ভয় হ'ল! তবে কি বিবিসাহেবকে বাঘে নিয়ে গেল! কেমন করে আপনাদের কাছে মুখ দেখাব, এই ভাবনায় আকুল হ'য়ে প'ড়লুম। তখন আবার খুঁজলুম—বন আঁতিপাতি ক'রে খুঁজলুম। কোথাও তার সন্ধান পেলুম না। কত ডাকলুম—বিবিসাহেব বিবিসাহেব ব'লে কত চীৎকার করলুম, সাড়া শব্দ কিছুই পেলুম না। হতাশ হয়ে ফির্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় বনের ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠল—'কমল!'—ফিরে চেয়ে দেখি—জনাব! সে কি দেখলুম! আমি বল্‌তে পার্‌ব না—আমি আর তা দেখতে পার্‌ব না। দেখে মূর্চ্ছা গিছলুম। আমি আর তা দেখতে পার্‌ব না। আপনারা দেখতে চান, সঙ্গে আসুন।

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোরেশ্বরীর মন্দির।

চণ্ডীবর ও বিজয়া।

বিজয়া। চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্ত-ব্যাপিনী অমানিশায় এই শার্দ্দূলরব-মুখরিত অরণ্য-মধ্যে মায়ের আমার কোন্ রূপ ধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডী। কেন মা! চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা—কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শ্যামল সৌন্দর্য্যের যে উচ্ছ্বাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখতে আদেশ কর জননি?

বিজয়া। না বাপ! মায়ের অন্য কোন রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।

বিজয়া। উঁহুঁ। অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা, যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা, সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

বিজয়া। বঙ্গে সরস্বতীর কৃপার অভাব নেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকবে। চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্‌বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

বিজয়া। আর কেন চণ্ডীবর! এখনও দেহি! মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজল-সম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চির-তুষার-ধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শস্যসম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নীলাম্বু-রাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গ-মাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর? যাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষকুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশিসূর্য্যকরোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধুগন্ধ-কুসুমশীকরবাহী, সে বঙ্গের অন্ন আর ধন-রত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। বর্হাপীড়াভিরামাং মৃগমদতিলকাং
কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডাং
কঞ্জাক্ষীং কম্বুকণ্ঠাং স্মিতসুভগমুখাং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামাং শান্তাং ত্রিভঙ্গাং রবিকরবসনাং
ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থাং যুবতিশতবৃতাং
ব্রহ্মগোপালবেশাম্॥

বিজয়া। উঁহুঁ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ কর্‌লুম কেন? চণ্ডীবর! মায়ের আর কোন রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। এ কি মা কপালিনী? বিজয়লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন্ মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা!

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥

বিজয়া। বল চণ্ডীবর! আবার বল—আবার বল।

চণ্ডী। দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥

বিজয়া। আহা, কি সুন্দর!—চণ্ডীবর, মাকে দেখাও—মাকে দেখাও। বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডী। নিশুম্ভ-শুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা

বিজয়া। চণ্ডীবর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনী আবাহন কর। ডাক—যুক্তকরে মাকে ডাক! মা মা ব'লে চাৎকার ক'রে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর মা আমার আর একবার আসুন। বল্ প্রচণ্ডবলহারিণি! একবার বল্! বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা কর্‌তে, ইন্দ্রাদি দেবগণসম্মুখে সে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

(প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ)

কমল। এগিয়ে যান মহারাজ! আমি মুসলমান। হিঁদুর দেবতার কাছে আমি ত যেতে পার্‌ব না।

প্রতাপ। তোমারই জীবন সার্থক। তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ। আমরা অন্ধ। তাই কমল! আমরা কিছু দেখতে পেলুম না।

শঙ্কর। আর দেখ্‌বার প্রত্যাশা কই!

কমল। হতাশ হবেন না। এইখানে দেখেছি। ঠিক এইখানে। সে এক অপূর্ব্ব আলোক! এমনটি আর কখনও দেখিনি। তার গায়ের চারিদিক থেকে যেন আভা গ'লে গ'লে পড়ছে। আহা!—মহারাজ! সে কি দেখলুম! আর একটু এগিয়ে যান। তা হ'লে বুঝি দেখতে পাবেন। আমি একটু দূরে থাকি। কি জানি, আমি থাক্‌লে তিনি যদি আর না দেখা দেন।

প্রতাপ। না কমল! তুমি থাক। তুমি ভাগ্যবান্, তুমি থাক্‌লে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখতে পেলেও পেতে পারি। নইলে পাব না।

শঙ্কর। তাই ত মহারাজ! এখানে যে এক অপূর্ব্ব কুঞ্জ দেখছি। এই অপূর্ব্ব কুঞ্জমধ্যে—মহারাজ! এ কি দেখি!—কি অপূর্ব্ব পাষাণময়ী দেবীপ্রতিমা!

কমল। ওই! জনাব, ওই!

প্রতাপ। তাই ত শঙ্কর! একি বিচিত্র ব্যাপার! মায়ের অঙ্গজ্যোতিতে যথার্থই যে সমস্ত বন আলোকিত হ'য়ে উঠল।

কমল। হুজুর! এগিয়ে যান। এগিয়ে দেখুন, যা ব'লেছি তা ঠিক কি না! আমি আর যাব না। একটু দূরে থাকি। [প্রস্থান।

চণ্ডী। কে তুমি।

প্রতাপ। আপনি কে?

চণ্ডী। আমি এই স্থানাধিকারী।

শঙ্কর। এটি কোন্ দেবতার স্থান?

চণ্ডী। যদি হিন্দু হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। যদি হিন্দু না হও, তা হ'লে এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

প্রতাপ। মাতৃমূর্ত্তি ত দেখ্‌ছি, কিন্তু মায়ের কি একটাও নির্দ্দিষ্ট নাম নেই?

চণ্ডী। যশোরেশ্বরী।

প্রতাপ। ইনিই যশোরেশ্বরী?

চণ্ডী। ইনিই যশোরেশ্বরী।

শঙ্কর। তা হ'লে উভয় বন্ধুতে শুভলগ্নে ভাগ্যবশে যাঁকে দেখেছিলুম, তিনি কে?

চণ্ডী। এই পাষাণময়ীর প্রতিবিম্ব।

বিজয়া। না মহারাজ—সেবিকা।

প্রতাপ। এই যে—এই যে স্বররূপিণী পাষাণী!

বিজয়া। মহারাজ! নিদ্রিতা পাষাণীকে জাগ্রতা কর। মহাকালীর মূলমন্ত্রে তুমি এই পাষাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। কল্যাণি!

শঙ্কর। কল্যাণী!—কল্যাণী এখানে!

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। মহারাজ! আপনার বিপদের কথা শুনে আমরা মায়ের পূজা দিতে এসেছি।

প্রতাপ। আমরা?

বিজয়া। কল্যাণী আছে, আরও আছে। ভগিনি! আলোক প্রজ্বালিত কর।

(কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতির প্রবেশ)

প্রতাপ। এ কি—মহিষী?

কাত্যা। হাঁ মহারাজ!—দাসী। মহারাজ, বড় বিপন্না হ'য়ে পুত্রকন্যা নিয়ে আজ মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

প্রতাপ। সে কি—তুমি বিপন্না?

কাত্যা। বড়ই বিপন্না। স্বামিনিন্দা শ্রবণের মত বিপদ্ স্ত্রীলোকের আর কি আছে? সতী শ্রবণমাত্রে দেহত্যাগ করেছিলেন।

প্রতাপ। তোমার বিপদ্—

কাত্যা। বড় বিপদ্!—আপনি কি নবাবের অত্যাচার থেকে কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা ক'রেছিলেন?

শঙ্কর। মা! সে ব্রাহ্মণকন্যা আপনারই সম্মুখে।

প্রতাপ। আমি রক্ষা করিনি—মা যশোরেশ্বরী রক্ষা করেছেন।

কাত্যা। যিনিই করুন, কিন্তু যশোরে দুর্নাম রটেছে আপনার।

শঙ্কর। দুর্নাম রটেছে?

কাত্যা। কাজেই। নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে যশোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছেন। কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে? কোথায় বিশাল বঙ্গভূমির শক্তিমান অধীশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক বনভূমির অতি তুচ্ছ জমীদার! কাজেই এক সতীর মর্য্যাদা রাখতে যে সহস্র সতীর মর্য্যাদা যায়! রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে এ বিপদের কারণ নির্দ্ধারণ করেছে। যশোরনগরী দেবদ্বয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের দুর্নামে পরিপূর্ণ। প্রাণের যাতনায় দাসী, মা যশোরেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

প্রতাপ। মাকে প্রাণ ভ'রে ডাক। তিনিই রাণী কাত্যায়নীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বেন।

(গীত)

সখীগণ।

এস শুভদে বরদে শ্যামা।
শক্তি পাবক, রসনা লক লক,
তারক দেব-অভিরামা॥
হেমগিরিবর-শৃঙ্গে, কঠোর তুষার তটভঙ্গে,
ভাববিভঙ্গিনী, এস রণরঙ্গিণী
জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে—
এস অচিন্ত্যরূপধরা, বর-অভয়করা (তারা গো)
কৃপা-হাস বিকাশ ত্রিযামা।
এস আকুল গলিত হিমধামা।

প্রতাপ। মা! তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, মায়ের কার্য্য কর্‌তে শুভযাত্রা করি।

বিজয়া। এই নাও, মাতৃদত্ত 'বিজয়া' অসি গ্রহণ কর।

প্রতাপ। প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন।

চণ্ডী। জয়োঽস্তু। গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ, শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাটী—প্রাঙ্গণ।

বিক্রম ও ভবানন্দ।

বিক্রম। অ্যাঁ, বল কি! মালখানা লুঠ কর্‌লে!

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, ঠিক লুঠ নয়।

বিক্রম। আবার লুঠ নয় কেন? মালখানার চাবি কেড়ে নিয়েছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। টাকা আট্‌কেছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। তবে আর লুঠের বাকি কি? সব লুঠ।

ভবা। আজ্ঞে হাঁ—এক রকম লুঠ বই কি।

বিক্রম। লুঠ—সব লুঠ। ভবানন্দ! সব গেল। ছেলে হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। মান গেল—সম্ভ্রম গেল। মোগলের হাতে জবাই হ'তে হ'ল।

ভবা। উতলা হবেন না মহারাজ! বড় রাজকুমার অতি বুদ্ধিমান্। তিনি যখন এমন কার্য্য করেছেন, তখন নিশ্চয়ই এর ভেতর একটা না একটা মানে আছে।

বিক্রম। আর মানে আছে! মতিচ্ছন্ন—ভবানন্দ—মতিচ্ছন্ন। ও সব মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। নইলে সে নবাবের সঙ্গে টক্কর দিতে যায়! গেল! গেল—সব গেল! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিছু রইল না। দুর্জ্জন সন্তান—দুষ্কর্ম্ম করেছে—আমরা কোথা হতভাগাকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছি—টাকা-কড়ি, বাঁদী দিয়ে নবাবকে তুষ্ট কর্‌ছি, হতভাগ্য সন্তান কি না আমাদেরই ওপর বিদ্রোহী হ'ল! সব পণ্ড কর্‌লে! আজকে নবাবকে টাকা দেবার শেষ দিন। সেই টাকা আবদ্ধ হয়েছে। সর্ব্বনাশ হ'ল যে ভবানন্দ! আমার যশোর গেল! ক্রোধান্ধ নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। ভবানন্দ আমার এমন সাধের যশোর আর রইল না। যাক্—তারা শিবসুন্দরি! ভবানন্দ, আর কেন, কৌপীন ধর। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অন্যত্র যাও। যশোরের ভীষণ অবস্থা আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এই বেলায় মানে মানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের ধর্ম্মরক্ষা কর। দুর্গা দুর্গমহরে—দুর্গা দুষ্‌খহরে!

ভবা। তাই ত মহারাজ, ও কথাটা ত মনে ছিল না মহারাজ! নবাব ত সত্যি সত্যিই আস্‌ছে বটে। তাই ত মহারাজ! তা হ'লে কি করি মহারাজ?

বিক্রম। আমার পানে আর চেও না ব্রাহ্মণ ওপর দিকে চাও। তিনি না রক্ষা ক'র্‌লে আমার বাবারও আর সাধ্য নেই। তারা-শিবসুন্দরি!

ভবা। যত নষ্টের মূল সেই বদ্‌মায়েস চক্রবর্ত্তী বামুন।

বিক্রম। না ভবানন্দ! তার অপরাধ কি?

ভবা। তাই ত—তাই ত! তারই বা অপরাধ কি? অপরাধ অদৃষ্টের।

বিক্রম। তাই বা কেন?

ভবা। তাই ত—তাই বা কেন? অদৃষ্টের অপরাধ কি?

বিক্রম। চোখের ওপর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—তখন অদৃষ্ট কেন?

ভবা। জল-জল কর্‌ছে—অদৃষ্ট—দেখা যায় না। শোনা কথা—শোনা কথা! অদৃষ্ট বেচারির অপরাধ কি?

বিক্রম। সমস্ত নষ্টের মূল আমার কুলাঙ্গার সন্তান!

ভবা। ঠিক বলেছেন মহারাজ!—সমস্ত নষ্টের মূল—

(কমল, প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ)

ভবা। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিক্রম। কে ও? প্রতাপ-আদিত্য

(প্রতাপের অভিবাদন)

শঙ্কর। জয়োঽস্তু মহারাজ!

বিক্রম। এ কি প্রতাপ! এ কি প্রতাপ! বহুদিনের অদর্শন—কোথায় আমরা

ভাই তোমাকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তা না হয়ে তোমাকে দেখে কি না লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট করতে হ'ল্‌?

শঙ্কর। মাথা হেঁট করতে হবে কেন মহারাজ? প্রতাপের অস্তিত্বে আপনার বংশের গৌরব, আপনার পিতৃনাম সার্থক।

ভবা। দু'শোবার, দু'হাজারবার।

শঙ্কর। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

ভবা। বস্‌, তাই করুন, সমস্ত লেঠা চুকে যাক্‌। চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তা হ'লে আমার হাতে মালখানার চাবিটে দিয়ে ফেলুন। আমি সাল-তামামী নিকেশগুলো ক'রে আসি। কাগজপত্রগুলো সব হাওল-মাওল হয়ে আছে। হারালে একেবারে সব মাটী। খেই ধরবার উপায় নেই। দিন—চাবিকাঠিটে টপ করে দিয়ে ফেলুন। আপনি সাদাসিধে লোক, চিরকাল কুস্তিগিরি ক'রে কাটিয়েছেন, হিসেব নিকেশের হাঙ্গামা কি আপনার পোষায়?

বিক্রম। এরূপ আচরণের অর্থ এক বর্ণও যে বুঝতে পারলুম না প্রতাপ।

ভবা। আর বোঝবার দরকার কি?

বিক্রম। এ তুমি পাগলের মতন কি বলছ ভবানন্দ? তুমি কি বলতে চাও—এ পুত্রযোগ্য কার্য্য?

ভবা। আজ্ঞে—আমি আজ্ঞে, উনি আজ্ঞে—যোগ্যও আজ্ঞে, অযোগ্যও আজ্ঞে।

বিক্রম। যাক্‌, যা করেছ—করেছ। দাও—এখন মালখানার চাবি দাও।

প্রতাপ। সেনাপতি! (সূর্য্যকান্তের প্রবেশ) মালখানার চাবি? (সূর্য্যকান্তের প্রতাপকে চাবি প্রদান)

ভবা। আরে মলো! সূর্য্যে—সে হ'ল সেনাপতি! এ যে এক-পা এক-পা ক'রে নদে জেলাটাই যশোরে এল দেখছি! সূয্যি গুহ—সুয্যে—যাকে আমরা ক্যাবলা বলতুম। যা বাবা—সব মাটী।

প্রতাপ। এই নিন্‌—গ্রহণ করুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, এ ধনাগার থেকে এক কড়া কড়িও আপনি পাপিষ্ঠ সের খাঁর নিকট প্রেরণ করবেন না।

বিক্রম। তবে কি তুমি বলতে চাও, আমি এই বৃদ্ধবয়সে মোগলের খোঁচা খেয়ে অপঘাতে মরব?

প্রতাপ। যে পাষণ্ড শক্তির অপব্যবহার করে, অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়, তার কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিক্রম। বল কি? আমার সোনার যশোর ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দেব?

প্রতাপ। আর সোনা থাকবে না মহারাজ! যশোরের অর্থে, যশোর-নারীর সতীত্বে যদি কৃমি-কীটের তর্পণ হয়, তখন এ যশোর নরক হতেও অপবিত্র হবে। সেরূপ পিশাচভোগ্য স্থানের নদীগর্ভে গমনই শ্রেয়স্কর।

বিক্রম। তা—যদিই আমরা নবাবকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করি, সে ত তোমারই জন্য। তুমি অন্যায় না ক'রলে আমাদেরই বা সের খাঁর এত খোসামোদ করবার কি দরকার?

ভবা। রাম রাম! টাকাগুলো নয়-ছয়। তাকি একটা আধটা—একেবারে একশো লাখ! একে টানাটানির সময়—রাম রাম! ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়—ন বিপ্রায়!

প্রতাপ। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আপনি আমাকে শত সহস্রবার তিরস্কার করুন। তা ব'লে অন্যের সমক্ষে মর্য্যাদারক্ষা, পুত্র কি পিতার কাছে প্রত্যাশা করতে পারে না?

বিক্রম। পথে যেতে যেতে—কোথাকার কে—তার স্ত্রী—

প্রতাপ। কোথাকার কে নয় মহারাজ। এই ব্রাহ্মণসন্তান।

বিক্রম। অ্যাঁ!

প্রতাপ। এই শঙ্করের গৃহিণী—তাঁর ওপর অত্যাচার!

ভবা। অ্যাঁ!

বিক্রম। শঙ্করের গৃহিণী!

শঙ্কর। মহারাজ অন্য কারও নয়, আপনার আশ্রিত এই ব্রাহ্মণসন্তানেরই ওপর অত্যাচার!

বিক্রম। তোমার ওপর অত্যাচার (কল্যাণীর প্রবেশ) ইনি কে? ইনি কে?

শঙ্কর। উনিই আপনার নন্দিনী।

কল্যাণী। পিতা! গৃহস্থের বউ—প্রাণের দায়ে লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে রাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম। এই আমার মা জননী শঙ্করঘরণী! তোমার ওপর অত্যাচার!

কল্যাণী। পিতা! নন্দিনী কি আশ্রয়দানের যোগ্য নয়?

বিক্রম। যোগ্য নও, এমন কথা কোন্ মুখে বলব মা? হিন্দু ব'লে ত আপনাকে পরিচয় দিই। ভক্তি থাক্ আর না থাক্, অন্ততঃ দু একবার মায়ের নাম মুখেও ত উচ্চারণ করি! তুমি সেই মায়ের অংশ, তাতে ব্রাহ্মণকন্যা—তুমি আশ্রয়-দানের অযোগ্য—এ কথা বল্‌লে আমার জিব যে খসে যাবে মা।—তারা শিবসুন্দরি!—ভবানন্দ! তুমি ছোটরাজাকে ডেকে নিয়ে এস! (ভবানন্দের প্রস্থান) ইচ্ছাময়ী তারা! তোমারই ইচ্ছা। তোমারই ইচ্ছায় যশোর হয়েছে। আবার তোমারই ইচ্ছায় যদি সে যশোর যায় ত যাক্!—প্রতাপ! তুমি ছোট রাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বা ভাল বিবেচনা হয় কর। অপরাধ নেই—অপরাধ নেই। তোমার ক্রোধ হবার বিশেষ কারণ আছে, আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম! মা লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও।—দুর্গা দুর্গমহরে—

[প্রস্থান।

প্রতাপ। ও দিকের সংবাদ কিছু জান সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। শুনলুম,—মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করেছেন।

প্রতাপ। যেমন সের খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাল্‌কে পার হয়েছে, অমনি বন্দোবস্তমত চারিদিক থেকে চার দল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। যশোর বিজয় করতে এসে, তারা উল্‌টে যে এরূপভাবে আক্রান্ত হবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজেই সে আক্রমণের বেগরোধ করবার তারা বিশেষ রমক বন্দোবস্তও কর্‌তে পারেনি। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে—চারিদিক থেকে তীব্রবেগে আক্রান্ত হয়ে তারা তিন চারি ঘণ্টার ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

সূর্য্য। ভৃত্যকে শুধু স্বজাতিদ্রোহী কর্‌তে যশোরে রেখে গেলেন। এ মোগল-জয়ের আনন্দ আমি অনুভব কর্‌তে পার্‌লুম না।

শঙ্কর। দুঃখ কেন সূর্য্যকান্ত! দু'দিন পরে সমস্ত বাঙ্গালাই যে তোমার বীরত্বের লীলা-ভূমি হবে।

প্রতাপ। তোমারই শিক্ষিত সৈন্যের গুণে আমি এ বিপুল বাহিনীকে পরাজয় কর্‌তে সমর্থ হয়েছি।

সূর্য্য। সের খাঁর সৈন্যের অবস্থা কি?

প্রতাপ। কতক দল ভাগীরথীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অর্দ্ধেকের উপর হত হয়েছে। কতক দল বেড়াজালে ঘেরা হয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সের খাঁ ধরা পড়েনি, শরীররক্ষী সৈন্য নিয়ে সে বরাবর উত্তরমুখে পালিয়েছে।

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় অসম্পূর্ণ থাকে না। সের খাঁ ধরা পড়েছে।

উভয়ে। ধরা পড়েছে?

সূর্য্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

প্রতাপ। যে ধরেছে সূর্য্যকান্ত, সে যদি আমার যশোর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, ত তাকে আমি যশোর দিতে প্রস্তুত আছি।

সূর্য্য। কে যে ধরেছে, তার আমি ঠিক কর্‌তে পারিনি। মামুদ, মদন, সুখময়—তিন জনেই নবাবের অনুসরণ করেছিল, কিন্তু, আমি ধরেছি—এ কথা কেউ স্বীকার কর্‌তে চায় না। সুখময় বলে মদন ধরেছে, মদন বলে—মামুদ ধরেছে, মামুদ বলে সুখময় মদন নবাবকে গ্রেপ্তার করেছে।

শঙ্কর। মহারাজ! তারা যশোরপতির প্রেরিত ভিখারী—রাজ্যের ভিখারী নয়।

সূর্য্য। সুন্দর নবাবকে সঙ্গে ক'রে যশোরে আন্‌ছে। সুখময় মদন রাজমহল লুঠতে চ'লে গেছে।

প্রতাপ। তুমি এগিয়ে যাও। মর্য্যাদা সহিত নবাবকে এখানে নিয়ে এস।

[সূর্য্যকান্তের প্রস্থান।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত। (ফারমান শঙ্করের হস্তে প্রদান) যশোরেশ্বর হয়েছ, এ হ'তে আনন্দের কথা কি আছে প্রতাপ! আমরা বৃদ্ধ হয়েছি। এ অবসর গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।

প্রতাপ। মহারাজ বসন্ত রায়ের আমি এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র। শুধু কার্য্যানুরোধেই যশোরেশ্বরের নাম গ্রহণ করেছি।

বসন্ত। না, তা কেন? আমরা সানন্দচিত্তে তোমার হাতে রাজ্যভার প্রদান কর্‌ছি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমাকে যখন যে কার্য্য করতে আদেশ করবে, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে চেষ্টা করব। আমাকে আজ থেকে তুমি যশোরের রাজকর্ম্মচারী বলেই জ্ঞান কর। তার পর শোন, নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কোনও অংশে সমকক্ষ নয় মনে ক'রে অর্থে ও ক্রীতদাসী উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছি। এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি সেইমত কার্য্য করতে প্রস্তুত।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ব মহারাজ! নবাব উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার প্রতীক্ষা কর্‌ছেন। উত্তর শুনে যোগ্য কার্য্য কর্‌বেন।

বসন্ত। উত্তর আর আমি দেবার অধিকারী নই। যার জন্যে নবাবের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত, তিনি এই আপনার সম্মুখে। ইনিই এখন যশোর-রাজ্যেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য। উত্তর আপনি এঁর কাছেই শুন্‌তে পাবেন।

দূত। ও! মহারাজ বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে জুয়াচুরি বিদ্যাটাও আয়ত্ত করেছেন দেখছি!

শঙ্কর। সাবধান দূত! দূতের যোগ্য কথা কও।—অন্য হ'লে এখনি আমি তার শাস্তিবিধান করতুম।

দূত। তুমি আবার কে?

বসন্ত। উনি যশোরপতির প্রধান মন্ত্রী।

দূত। তা হলে দেখছি—এক সঙ্গে অনেক কম্‌বখতের মর্‌বার পালক উঠেছে।

প্রতাপ। শঙ্কর! এ দূতকে উত্তর দেবার ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ কর্‌লুম।

কমল। গোলাম কাছে থাক্‌তে আপনারা জবাব দেবেন কেন? আওরতের উপরেই যার জুলুম-জবরদস্তী—এমন নবাব—তার দূত। তাকে ঠিক জবাব আপনারা দিতে পারবেন কেন? জবাব আছে এই কমল মিয়ার কাছে। কি মিয়া সাহেব! জবাব নেবে? তা হ'লে এস, এই—নাও! (পাদুকা উন্মোচন) আগ্রার নাগরা মিয়া! একেবারে খাস বাদ্‌শার সহর—বড় মোলায়েম!—রাস্তা হেঁটে তলা ক্ষয়ান আমার বড় একটা অভ্যাস নেই। এই নাও, তোমার মনিবকে বক্‌সিস কর্‌লুম। (নাগরা নিক্ষেপ)

বসন্ত। হাঁ—হাঁ!

দূত। বেশ, আমিও গ্রহণ করলুম!

[প্রস্থান

বসন্ত। এ তোমরা কি করলে?

প্রতাপ। যে নরাধম অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর বলপ্রয়োগে অগ্রসর হয়, এই হচ্ছে তার উপযুক্ত উত্তর।

বসন্ত। তুমি যাই বল—আর যাই কর—আর যাই হও—তোমার বালকত্ব আমি অনুমোদন করতে পারলুম না। নবাবকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে যদি এ বীরত্ব দেখাতে পারতে, তখন তোমার এ অহঙ্কার সাজত। বাঙ্গালায় বাক্যবীরের অভাব নেই। যাক্—এখন রাজকার্য্যের ভার বুঝে নিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।

প্রতাপ। বলেছি ত মহারাজ। যশোরপতি বসন্ত রায়ের আমি এক জন তুচ্ছ প্রজা। আপনি বর্ত্তমানে আমি রাজ্যভার গ্রহণ কর্‌তে পারি—নিজেকে আমি এমন কার্য্যক্ষম কখন মনে করি না। দাসের প্রতি রুষ্ট হবেন না। তার মনের অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন।

বসন্ত। তা হলে যে কার্য্য সামান্য অর্থব্যয়ে মীমাংসিত হ'ত, তার জন্যে তুমি কি না রক্ত-স্রোতে ধরণী ভাসাতে চল্‌লে! নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে বিপন্ন কর্‌লে! কাজটা কি বুদ্ধিমান-যোগ্য হল প্রতাপ?

[নেপথ্যে—

জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়!]

(সঙ্গী সহ সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি না যে!

শঙ্কর। এই যে ভাই সুন্দর!

সুন্দর। এই যে দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর! কাম ফতে। মায়ের ওপর জুলুমের শোধ—শয়তান গ্রেপ্তার।

শঙ্কর। সম্মুখে মহারাজ—আগে তাঁকে সেলাম কর।

সুন্দর। মহারাজ!—মহারাজ! চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। জনাব! মাফ করুন।

প্রতাপ। মাফ্ কি সুন্দর! তোমরা আমার হৃদয়ের সার সম্পত্তি—আদরের ভাই।

সুন্দর। মহারাজের পায়ে গাগড়ী রাখ্‌তে সে সয়তান এখন আপনার কাছে আস্‌ছে। দীন-দুঃখীর মা বাপ! আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ হবার নয়। তবু গোলামদের যৎকিঞ্চিৎ নজরানা—নবাবের তাঁবু লুঠ ক'রে পাওয়া গেছে।

প্রতাপ। ভাই সব! এ তোমাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তোমারাই গ্রহণ কর।

সুন্দর। এ কি হুকুম করেন জনাব! এ ত যৎকিঞ্চিৎ। সুখো মদ্‌নাকে রাজমহল লুঠ কর্‌তে পাঠিয়েছি। দেখি, তারা কি এনে উপস্থিত করে। ইচ্ছে হয় রাজ মহলটা তুলে এনে আপনার পায়ের কাছে বসিয়ে দিই।

প্রতাপ। সম্মুখে মহারাজ—এ সব উপঢৌকন তাঁকে প্রদান কর। তুমি আমি—সকলেই মহারাজের প্রজা।

শঙ্কর। যত শীঘ্র পার, মা যশোরেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা কর।

[শঙ্করের প্রস্থান।

বসন্ত। এ সব কি প্রতাপ?

প্রতাপ। আপনার আশীর্ব্বাদ।

বসন্ত। ভেতরে ভেতরে এমন অদ্ভুত আয়োজন করেছ প্রতাপ যে, বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করলে! তাকে পরাস্ত করে বন্দী করলে। আমি যে একটু আগে তোমাকে উন্মত্ত স্থির করেছিলুম। কুলনাশন পিতৃদ্রোহী সন্তান জ্ঞানে মনে মনে আমি যে কত আক্ষেপ করেছিলুম!—প্রতাপ! বুঝতে পারছি না—তুমি কি! বল্‌তে পার্‌ছি না—তুমি কে! কোন্ সাগরবক্ষে এ নবোদ্ভূত জীবনস্রোত প্রবাহিত হবে—আমি কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না প্রতাপ!

প্রতাপ। দাস আমি—আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহরের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে পারি। রাজা বসন্ত রায়ের কাছে বাঙ্গালার নবাবকে আর যেন কর আদায় করতে না আস্‌তে হয়।

[নেপথ্যে—

জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়।]

(বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম। ও বসন্ত! ও বসন্ত!—এল যে!—ও বসন্ত!

বসন্ত। ভয় নেই মহারাজ!

বিক্রম। তা ত নেই। কিন্তু—এল যে আল্লা-ল্লা ক'রে এল যে!

বসন্ত। আমাকে বিশ্বাস করুন—নিশ্চিন্ত হন। আমাদের পাঠান সৈন্য জয়োল্লাস দেখাচ্ছে সের খাঁ আপনাকে সেলাম দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। সত্যি?

বসন্ত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘরে যান নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বর আরাধনা করুন। আর কায়মনোবাক্যে প্রতাপের মঙ্গল কামনা করুন।

বিক্রম। বটে, বটে!—(দুর্গা ইত্যাদি)।

[প্রস্থান

(ভবানন্দ, সূর্য্যকান্ত ও সৈন্যবেষ্টিত সের খাঁর প্রবেশ; সের খাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায়ের সম্মুখে উষ্ণীষ রক্ষা।)

ভবা। (স্বাগত) ওরে বাবা! কর্‌লে কি?

বসন্ত। প্রতাপ!

প্রতাপ। বন্দী সম্বন্ধে মহারাজের যা অভিরুচি

বসন্ত। আসুন নবাব—আমার সঙ্গে আসুন

[প্রস্থান

প্রতাপ। ভাই সব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্ন প্রতিপালিত, এক স্নেহ-রস-সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা-কার্য্যে প্রতিযোগিতায় বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব—আমরা একপ্রাণে, একমনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোহরের প্রতিষ্ঠা কর। মাতৃসেবা-কার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই,—বঙ্গসন্তান।

সকলে। বঙ্গসন্তান।

প্রতাপ। সেই মা—সেই বঙ্গের জয় ঘোষণা কর।

সকলে। জয় বাঙ্গালার জয়—জয় যশোরেশ্বরীর জয়।

—

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—কাছারীবাটী।

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ।

গোবিন্দ। কি হ'ল ভাই ভবানন্দ? দেখতে দেখতে এ সব কাণ্ড-কারখানা হ'ল কি?

ভবা। হবে আবার কি! চিরকাল যা হয়ে আস্‌ছে, তাই হয়েছে। দিন দুই তুমতাড়াকি, তার পর সব ফাঁক। থাকতে থাকবেন আপনারা —ও ত গেল! দ্রোণ গেল, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী! আকবরের সঙ্গে লড়াই! হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজারা কোথায় তল হয়ে গেল—কাবুল গেল, কাশ্মীর গেল, দ্রিবিড় গেল, দ্রাবিড় গেল, অমন মহাবীর মহারাণা প্রতাপ—সেই বড় সব করলে! দায়ুদ খাঁ—বাঙ্গালার নবাব—তিন লাখ সেপাই, দশ লাখ হাতী, বিশ লাখ ঘোড়া—সেই কোথা ভেসে গেল, তা প্রতাপ! চক্রবর্ত্তী হ'ল মন্ত্রী, গুহর-বেটা হ'ল সেনাপতি; আর সুখো মদ্‌না হ'ল কি না সুবেদার আর মাম্‌দো বেটা হ'ল রেসেলদার! হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। কাল তারা—কালকের ছোঁড়া—ন্যাংটো হয়ে আমার সুমুখে চোলডিগডিগ খেলেছে—আজ তারা হ'ল লড়ায়ে! ও গিয়ে রয়েছে—আপনি ঠিক জেনে রাখুন!—উর্‌কুণির বিটি ফুর্‌কুনি—তার বিটি হীরে—এত ছলিন থাক্‌তেরে আল্লা অম্বলে ছালে জীরে! মোগল গেল, পাঠান গেল, রাজপুত গেল, শিখ গেল,—দুর্জ্জনসিং ভেতো বাঙ্গালী হ'ল কি না লড়ায়ে!—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

গোবিন্দ। কিন্তু এই বাঙ্গালীই ত সের খাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারিয়ে দিয়েছে।

ভবা। তারা কি লড়াই করেছে! সুখো মদ্‌নার সঙ্গে লড়াই—আমাদেরই যে লজ্জা করে! তা তারা ত প্রকৃত যোদ্ধা! তারা ঘেন্নায় অস্ত্র ধরেনি! বড় বড় মাল, এই এমন পালোয়ান, কুস্তিগীর কোঁকড়া চুলো যমদূত হাবসী—ব্রেদম খাঁ, হনুমান সিং—হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরোয়!—তারা না মেনী বাঙ্গালীকে দেখেই, অস্ত্রশস্ত্র না ফেলে, গোঁফে চাড়া দিতে দিতে, চোখ রাঙিয়ে, হুমকি মেরে কাজ সেরেছে।

গোবিন্দ। কাজ সারলে ত হেরে গলো কেন?

ভবা। আমোদ—আমোদ। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে লড়াই করতে আমরা আমোদ ক'রে হারি না! আমোদ—আমোদ।

গোবিন্দ। তাতে ত আর মানুষ ম'রে যায় না! এ যে অর্দ্ধেকের ওপর নবাবের ফৌজ কাবার হয়ে গেছে!

ভবা। লজ্জায়—লজ্জায়! ভেতো বাঙ্গালীর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে হ'ল ব'লে লজ্জায় তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে।

গোবিন্দ। আর নবাব যে ধরা পড়ল, তার কি?

ভবা। কিন্তু তার গায়ে যাদু হাত দিতে পারলেন না! যাদু সে দিকে খুব টন্‌কো। ছোটরাজার হাতে তার দিয়ে বলা হ'ল—খুড়ো মহাশয়! আপনি যা করেন। শেষ রক্ষা কর্‌তে ম্যাও ধরতে ছোট রাজা। ছোটরাজা নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে, নবাবকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিলেন, তবে না দেশ রক্ষা হ'ল। নইলে সেই দিনেই ত সব গিছল। নবাবের একটি হুকুমের অপেক্ষা ছিল। ছোট-রাজা না থাকলে হুকুম দিয়েছিল আর কি! আপনার দাদাকে কিছু বলুক আর নাই বলুক, ও বেটাদের ত কড় কড় ক'রে বেঁধে নিয়ে যেত।

গোবিন্দ। বাঁধ ত কে?

ভবা। নবাবের হুকুম—কে কোথা থেকে এসে তামিল কর্‌ত, তার ঠিক কি? মাটী থেকে সেপাই গজিয়ে উঠত, হা রে রে রে ক'রে একে-বারে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে পড়ত। হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী। কই, মন্ত্রী মহাশয় নিজে নবাবের ভার নিতে পারলেন না! নবাব ত আবার ড্যাংডেঙিয়ে সেই রাজমহল চ'লে গেল।

গোবিন্দ। চ'লে ত গেল, কিন্তু ওদিক থেকে যে সুখময় রাজমহল লুঠে দশ ক্রোর টাকা নিয়ে এল।

ভবা। মেকি—মেকি। টাকা বাজিয়ে দেখুন —একেবারে ঢ্যাপঢ্যাপ, আওয়াজ নেই।

গোবিন্দ। কিন্তু সেই টাকাতে ধূমঘাট ব'লে একটা প্রকাণ্ড সহর তৈরী হয়ে গেল।

ভবা। ক'দিন বাঁচবে? ভোগ হবে না। —রাজকুমার—ভোগ হবে না (বুকে হাত বুলাইয়া)

উঃ! গোবিন্দ—গোবিন্দ! দর্পহারী! তুমিই সত্য! সে সব কিছুই নয়—কিছুই নয়।

গোবিন্দ। কিছুই নয় বললে চলছে না ভবানন্দ! ঠেলায় তোমাকে কুঁড়োজালি ধরিয়েছে, গোবিন্দ বলিয়ে ছেড়েছে।

ভবা। তারা—তারা!

গোবিন্দ। কিছু নয় বল্‌লে ত চল্‌ছে না ভবানন্দ! বনকাটা নগর অমরাবতীকে হার মানিয়েছে। সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গালা দখল ক'রে এসেছে। সব ভুঁইয়ারা দাদাকে বড় মেনে মাথা হেঁট করেছে। আর কিছু নয় বল্‌লে ত চল্‌ছে না ভবানন্দ! উড়িষ্যার দুর্দ্দান্ত পাঠান কতলু খাঁ—সেও এসে দাদাকে প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে কর-দিয়ে গেছে। এই তিন মাসের ভেতর বাঙ্গালা জয়। হিন্দুস্থান জয় কর্‌তে তায় ক'দিন লাগবে! চারিদিক থেকে হুড়হুড় ক'রে টাকা, সাগর-স্রোতের মতন ধনরাশি, পিপীলিকা-শ্রেণীর মতন মানুষ ধূমঘাটে প্রবেশ করেছে। একবার গিয়ে দেখে এস—ব্যাপার কি! কাল ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, দু'দিন পরেই দাদার রাজ্যাভিষেক। কিছু না—কেমন ক'রে বল্‌বে তুমি ভবানন্দ!

ভবা। জ্বলে গেল রাজকুমার—প্রাণ জ্বলে গেল। বড় যাতনা—আপনার সে উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না।

গোবিন্দ। দেখবার উপায় কই? আমার সেরূপ সহায় কই?

ভবা। আমি আছি। দেখুন আপনি—দুদিন দেখুন, আমি কি ক'রে উঠতে পারি। সে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর আমিও ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। পিতা পর্য্যন্ত দাদার পক্ষপাতী।

ভবা। ঘুরিয়ে দেব—দুদিন অপেক্ষা করুন—সব ঘুরিয়ে দেব। ওই ধূমঘাট আপনাদের ক'রে দেব, তবে আমার নাম ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। কেমন ক'রে দেবে?

ভবা। কেমন ক'রে দেব?—যখন দেব, তখন জান্‌বেন। যদি আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় বেঁচে থাকেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন—দাদা আপনার মারামারি কাটাকাটি ক'রে যা ক'রে যাচ্ছেন, সে সমস্ত রাজা গোবিন্দ রায়ের জন্যে। বিনা রক্তপাতে আপনাকে ধূমঘাটের সিংহাসনে বসাব।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! এমন দিন কি আস্‌বে

ভবা। এসেছে—আস্‌বে কি? প্রতাপ আদিত্য রায় আপনার জন্যে রাজলক্ষ্মী ঘাড়ে ক'রে ধূমঘাটে নিয়ে আস্‌ছে।

গোবিন্দ। ভগবান্ যদি সে দিন দেন,—হ'লে ভবানন্দ, তুমিই আমার মন্ত্রী, তুমিই আমা সেনাপতি, আমি শুধু নামে রাজা, তুমিই আমা সব।

ভবা। আমি—আমি—কিছু নয়, কিছু নয়—শুধু দর্পহারী—গোবিন্দ মধুসূদন।

(রাঘব রায়ের প্রবেশ)

রাঘব। দাদা—দাদা! বাজী মাত।

ভবা। মাত?

রাঘব। মাত।

গোবিন্দ। কিসের বাজী মাত?

ভবা। ঠিক বল্‌ছ ত?

রাঘব। ঠিক বল্‌ছি।

ভবা। জয় গোবিন্দ—কালী দুর্গা—দর্পহা ত্রিপুরারি—কাম ফতে। বাজী মাত।

গোবিন্দ। এ সব কি! বাজী মাত কি, কি ত বুঝতে পারছি না ভবানন্দ!

ভবা। সে কি! আপনি জানেন না?

গোবিন্দ। না।

রাঘব। রাজ্যভাগ।

গোবিন্দ। রাজ্যভাগ!—কবে?—কখন্?

রাঘব। আজকে—এইমাত্র।

গোবিন্দ। হাঁ দাওয়ানজী মহাশয়! আমা ত এ কথা কিছু বলনি?

ভবা। কাজ না শেষ হ'লে কেমন ক'রে ভাই?

রাঘব। জ্যেঠা মহাশয় নিজে ভাগ দিলেন।

গোবিন্দ। কি রকম ভাগ হ'ল?

রাঘব। দাদা দশ আনা, আর আমরা আনা।

গোবিন্দ। এইতেই আহ্লাদে আটখানা বাজী মাত ব'লে ছুটে এলে?

ভবা। আগে ভায়াকে বল্‌তে দিন—

গোবিন্দ। আর বল্‌বে কি? দশ আনা আনা—কেন? আমরা কি সাগরে ভেসে এসে

ভবা। অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। ছ আনা নয়—আমার কারসাজীতে ছয় আনাই ষোল আনা। হাঁ রাঘব! চাকসিরি কোন্ তরফ?

রাঘব। ছোট তরফ।

গোবিন্দ। চাকসিরি!

রাঘব। (সোল্লাসে) চাকসিরি! দাওয়ানজী মশায় ক'রে দিয়েছেন।

ভবা। কেমন রাজকুমার! একা চাকসিরি দশ আনা নয়?

গোবিন্দ। এ কি তুমি করলে?

ভবা। আমি কে? কালী করেছেন, গোবিন্দ করেছেন। দেখি—সব বিষয়েই আপনি ফাঁকি পড়েন, কাজেই একটা বড়ের কিস্তী দেওয়া গেছে।

গোবিন্দ। তা হ'লে ত ভারি মজা হয়েছে!

রাঘব। ভারি মজা দাদা—ভারি মজা।

ভবা। আপনারা দুদিন অপেক্ষা করুন, আমি আরও কত মজা দেখিয়ে দিচ্চি। দেখে আসুন—দেখে আসুন।

গোবিন্দ। এরা এখনও আছে—না চ'লে গেছে?

রাঘব। চ'লে গেছে।

গোবিন্দ। তবে চল, দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভবা। (স্বগত) এই এক চাকসিরিতেই আগুন ধরাব, এ সংসার ছারখার না দিতে পারলে আমার নিস্তার নেই। বোম্বেটে সাহেব রডা—তার সঙ্গে গোপনে গোপনে ভাব করেছি। ঘর-সন্ধানী আমার সাহায্যে সে একেবারে এ দেশের লোককে ত্যক্ত-বিরক্ত ক'রে তুল্‌বে। আগে ত ঘর সামলান, তার পর দেশজয়। আর ধনমণিকে ঘরও সামলাতে হচ্ছে না, আর দেশ জয় করতেও হচ্ছে না। আগুন ধরেছে—আগুন ধরেছে। ওই চক্রবর্ত্তীর পোর সঙ্গে বড় রাজকুমার ফিরে আসছে। কি বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছে, আড়াল থেকে শুন্‌তে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ)

শঙ্কর। এ আপনি কি করলেন? আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ভাগ করলেন। চাকসিরি ছেড়ে দিলেন!

প্রতাপ। এখন উপায় কি?—নিজে হাতে ক'রে যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। চাকসিরি পরগণার আয়—সকল পরগণার চেয়ে বেশী। নিজে নিলে পাছে খুল্লতাত রুষ্ট হন, এই জন্য চাকসিরি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। ভবানন্দ আমাকে আগে থাকতে বলেছিল যে, চাকসিরি পরগণাটা ছোটরাজার নেবার একান্ত ইচ্ছা। বলে—আপনি উড়িষ্যাবিজয়ে যে গোবিন্দ বিগ্রহ এনেছেন, ছোট রাজার ইচ্ছা—এই চাকসিরি সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।

শঙ্কর। সে যাই হোক্, চাক্‌সিরি আপনাকে হস্তগত করতেই হবে। চাকসিরি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান—বন্দর করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ফিরিঙ্গি রডার আক্রমণ থেকে গৃহরক্ষা করতে হ'লে যেমন ক'রে হোক চাকসিরি আপনাকে নিতেই হবে। নিজের ঘর সুরক্ষিত না রেখে, আপনি কেমন ক'রে পররাজ্য জয় করতে বহির্গত হবেন? পদে পদে যখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের অপহৃত হবার আশঙ্কা, তখন কেমন ক'রে আমরা বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব? এই সে দিন শুনলুম—ধুমঘাট থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান থেকে তারা লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে। পাঁচ ক্রোশের ভেতরে যখন আস্‌তে পেরেছে, তখন ধুমঘাটে আসতেই বা তাদের কতক্ষণ? বাইরে বেরিয়ে আমরা পাটনা বেহার দখল করলুম, বাড়ীতে এসে শুনলুম—রাণী, কল্যাণী, ছেলে-মেয়ে—সব চুরি হয়ে গেছে!

প্রতাপ। যেমন ক'রে হোক্ চাকসিরি চাই!

শঙ্কর। যেমন ক'রে হোক্ চাই-ই চাই। রডা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। রডার গতিরোধ না কর্‌তে পারলে বাঙ্গালা উদ্ধারের যত আয়োজন—সব বৃথা। আপনি বঙ্গেশ্বর, ক্ষুদ্র যশোর আপনার লক্ষ্যস্থল নয়। পৈতৃক যা কিছু পেয়েছেন—সমস্ত দিয়েও যদি চাকসিরি পান, তাতেও আপনি গ্রহণ করুন।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

প্রতাপ। ভবানন্দ, ছোট রাজা কোথা?

ভবা। তিনি ত মহারাজ, এই একটু আগে ধুমঘাট যাত্রা করেছেন।

প্রতাপ। চ'লে গেছেন, ঠিক জান?

ভবা। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, এইমাত্র যাচ্ছেন। কাল্‌কে পূর্ণিমায় ধুমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, তিনি আগে থাক্‌তেই তার আয়োজন করতে গেছেন।

প্রতাপ। তা হ'লে চল, সেই স্থানেই যাই।

ভবা। কেন, বিশেষ্ কি প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। হ্যাঁ ভবানন্দ! চাক্‌সিরি যে সমুদ্রতীরে—সেটা ত আমায় আগে বলনি।

ভবা। আজ্ঞে—তা হ'লে ত বড়ই ভুল হয়ে গেছে। সমস্ত বলেছি আর ওইটেই বলিনি! তবে ত বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি!

প্রতাপ। না, অন্যায় কেন? তুমি ত আর ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করনি!

ভবা। অন্যায় বই কি! রাজসংসারে যখন চাকরী কর্‌তে হবে, তখন অমন মারাত্মক ভুল হ'লেই বা চল্‌বে কেন? কি বলেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়?

শঙ্কর। তা ত বটেই।

ভবা। হিসেব নিকেশের কাজ, তাতে একেবারে সমুদ্দুর ভুল! ভাল, চাক্‌সিরি যদি আপনি নিয়ে থাকেন, আমি এখনি ছোটরাজাকে নিতে অনুরোধ কর্‌ছি।

প্রতাপ। ছোট রাজাকেই চাকসিরি দেওয়া হয়েছে।

ভবা। বস্, তবে ত সকল আপদ চুকে গেছে। হাঙ্গামা পোহাতে হয়, ছোটরাজাই পোহাবেন।

প্রতাপ। সেটিকে আবার আমি ফিরিয়ে নিতে চাই, কি ক'রে পাই ভবানন্দ?

ভবা। তার আর কি? আবার চেয়ে নিলেই হ'ল। আপনাকে অদেয় তাঁর কি আছে?

প্রতাপ। তা হ'লে এস শঙ্কর—ধুমঘাটেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভবা। এই চাকসিরি দিয়েই আগুন লাগাব। ওটি আর সহজে পেতে দিচ্ছি না। অন্ততঃ কালকের মধ্যে ত নয়ই। এ দিকে যেমন ধুমঘাটে মহালক্ষ্মী-পূজায় ধুম লাগবে, অমনি রডা সাহেব ঝপাং ক'রে প'ড়ে ঘরের লক্ষ্মী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক করা আছে। চাকসিরি হাতে না রাখলে কি তোমাদের সঙ্গে যোঝা যায়! এ বাবা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লড়াই নয়। জাহাজ—জাহাজ! তার ভেতরে পোরা—মানোয়ারি গোরা। ভাসা রাজত্ব বাবা—ভাসা রাজত্ব। যেখানে গিয়ে নোঙ্গর করলুম, সেখানেই রাজা।

চতুর্থ অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

ধুমঘাট—নদীতীর।

চণ্ডীবর, কমল, কল্যাণী, কাত্যায়নী, পুরস্ত্রীগণ এবং মাঝিগণ।

মাঝিদের সারিগান।

এমন সোনার কমল ভাসালে জলে কে রে,
মা বুঝি কৈলাসে চলেছে।
কার ঘরে গিয়েছিলে মা, কে করেছে পূজা,
কারে তুমি কর্‌লে রাজা হয়ে দশভুজা (গো)।
কে দিয়েছে গঙ্গাজল, কে দিলে বেলের পাতা,
কার মাথাতে তুমি ও মা ধর্‌লে স্বর্ণ-ছাতা (গো)।

চণ্ডী। অল্পক্ষণই পূর্ণিমা আছে। এর ভেতরে মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে। আস্‌তে এত বিলম্ব কর্‌লে কেন?

কল্যাণী। ঘর ছেড়ে চ'লে আসা স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কঠিন কথা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আপনি কেমন ক'রে বুঝ্‌বেন? ডাকাতের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আস্‌তে আস্‌তে শতবার সেই কুড়ে ঘরখানির পানে চেয়ে দেখেছি আর চোখের জল ফেলেছি। অমন সোনার অট্টালিকা, শ্বশুরের ঘর, স্বামিপুত্র নিয়ে কতকাল বাস—ছেড়ে আস্‌ব বল্‌লেই কি টপ ক'রে আসা যায়?

কাত্যা। যদিও আর একটু সকাল সকাল আসতুম, তা আবার কমলের জন্য হ'ল না। কমল সোজা পথ ছেড়ে, কোন্ খাল-বিল দে ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে আন্‌লে যে, এক ঘণ্টার পথ আস্‌তে আমাদের তিন ঘণ্টা লাগ্‌ল।

কমল। কি কর্‌ব মা? শুনেছি, তোমাদের লক্ষ্মীঠাকরুণ নাকি বড়ই চঞ্চল। তাই তাঁকে ঘোরাপথে ঘুরিয়ে আন্‌লুম। পথ চিনে আর না বেটী ধূমঘাট ছেড়ে পালাতে পারে।

চণ্ডী। আ পাগল! বেটী কি স্থলপথ জলপথ দে যাতায়াত করে যে, ঘুরিয়ে এনে তাকে পথ ভুলিয়ে দিবি। বেটীর কর্ম্মপথে যাতায়াত।

কমল। বেশ, তা হলে কর্ম্মপথের ফটক বন্ধ কর। তা হ'লে ত ঠাকরুণ পালাতে পারবে না।

চণ্ডী। সে পথই যদি জান্‌তুম কমল, তা হ'লে কি আর চঞ্চলাকে বিধর্ম্মীর দ্বারস্থ হ'তে দিতুম? হতভাগ্য আমরা, সে পথের সন্ধান বহুদিন হারিয়ে বসিছি। নাও, চল মা, ঘরে এসে আর সময় উত্তীর্ণ ক'রো না।

[কমল ও মাঝিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কমল। ধ'রে রাখ্‌তেই যদি জান না ঠাকুর, তা হ'লে আর মা লক্ষ্মীকে অত কষ্ট ক'রে মাথায় ক'রে আনা কেন? আমার হাতে দিয়ে যাও, আমি ওকে ইচ্ছামতীর জলে বুড়িয়ে ওর্‌ যাওয়া আসার দফা রফা ক'রে দি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। কমল!

কমল। কেন মা?—আহাহা! এই যে মা! একবারমাত্র সন্তানকে দেখা দিয়ে, কোথায় পালিয়েছিলি মা?—মা! জাত হারিয়েছি ব'লে কি মাকেও হারিয়েছি?

বিজয়া। এই যে বাপ! আবার আমি এসেছি। বাহা! ফিরিঙ্গী ধর্‌বে?

কমল। সুন্দর যে অনেকক্ষণ ধর্‌তে গেছে মা! পঞ্চাশখানা ছিপ নিয়ে সে চোরমল্লের খাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

বিজয়া। বেশ, তুমিও চল না।

কমল। আমি কি কর্‌ব মা? খোদা আমাকে মেয়ে আগ্‌লাতেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছে।

বিজয়া। বেশ, মেয়েই আগ্‌লাবে—আমাকে রক্ষা কর্‌বে।

কমল। তাতে কি হবে?

বিজয়া। ফিরিঙ্গী ধরা পড়বে।

কমল। নইলে কি পড়বে না? সুন্দর কি ধর্‌তে পার্‌বে না?

বিজয়া। পার্‌ছে না।

কমল। কেন?

বিজয়া। ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গী ইছামতীতে কিছুতেই প্রবেশ কর্‌ছে না।

কমল। কেন? সে কি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে?

বিজয়া। সন্ধান পায় নি, কিন্তু কি লোভে আস্‌বে? প্রলোভন কই কমল? তুমি ত রাণী কাত্যায়নীকে ঘোরাপথে ধূমঘাটে এনে উপস্থিত কর্‌লে।

কমল। ও! লড়কানি!

বিজয়া। এই—বুঝেছ।

কমল। ও! শালার শো'ল মাছ ধর্‌তে হ'লে যে পুটি মাছের লড়কানি চাই!

বিজয়া। এই! নইলে সে আস্‌বে কেন? তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না, চল।

কমল। ওঠ মা! ছিপে ওঠ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধূমঘাট—পথ।

প্রতাপ ও ইসা খাঁ।

ইসাখাঁ। হাঁ প্রতাপ! এমন সোনার সহর তৈরী কর্‌লে, তা আমাকে খবর দিলে না! আমাকে এ আনন্দের কিছু ভাগ দিলে তোমার কি বড়ই লোকসান হ'ত? কি সাজান বাগানই সাজিয়েছ! মরি মরি! ধূমঘাটের কি অপূর্ব্ব বাহার! কেতাবে বোগদাদের নাম শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয় নি, তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হ'ল। আগ্রা দেখা হয়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর কত দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধূমঘাটের মতন সহর বুঝি আর দেখব না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পরীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল—সীমাশূন্য সুন্দর বন। তার ওপর আশ্বিনী

পূর্ণিমা! প্রতাপ! সত্য সত্য এ আমি কি দেখ্‌লুম? দূরে যে সুন্দর মস্‌জিদ্ দেখছি, ওটা কি তোমারই কৃত?

প্রতাপ। এক মায়ের পেটের দুই ভাই। যদিই আমি ক'রে দিই, তাতে দোষ কি জনাব!

ইসা খাঁ। এ তোমারই যোগ্য কথা। তা এমন পবিত্র ধূমঘাট সহর করেছ, আমায় আগে খবর দিতে তোমার কি হয়েছিল?

প্রতাপ। সপ্তাহ মাত্র নগর-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সবে মাত্র নগরের প্রতিষ্ঠা! তাই আপনাকে অগ্রে সংবাদ দেবার অবকাশ পাই নি। বিশেষতঃ, ছোটরাজাই এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি এ তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরেছি।

ইসা খাঁ। শুন্‌লুম, এই তিন মাসের মধ্যেই তুমি সমস্ত বাঙ্গালা জয় করেছ।

প্রতাপ। জয় করিনি নবাব। সমস্ত বাঙ্গালার ভুঁইয়াদের দ্বারে গিয়ে আমি নানা রত্ন ভিক্ষা ক'রে এনেছি।

ইসা খাঁ। কি রত্ন প্রতাপ?

প্রতাপ। তাদের হৃদয়।

ইসা খাঁ। ভাল, তা আমাকে জয় করতে গেলে না কেন?

প্রতাপ। আপনাকে ত বহুকাল জয় ক'রে রেখেছি। খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বিনিময়ে এ রত্ন ত আমরা বহুদিন লাভ করেছি।

ইসা খাঁ। তা ঠিক বলেছ। তোমাদের কাছে আমি বহুদিন হ'তে বিক্রীত। যেদিন থেকে রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে পাগড়ী বদল করেছি, সে দিন থেকে রায়-পরিবারকে আমার নিজের সংসার মনে করি। আমার সন্তান নেই, মনে মনে সঙ্কল্প—মৃত্যুকালে আমার হিজলী তোমাদের ক'টি ভাইকে দান ক'রে যাই। তোমাদের পর ভাবতে গেলেই আমার প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগে।

প্রতাপ। বঙ্গদেশে আপনার মত দু'চার জন হিন্দু মুসলমান থাক্‌লে কি আর এ দেশের দুর্দ্দশা হয়? কবে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি করবে জনাব?

ইসা খাঁ। আশ্বস্ত হও, শীঘ্রই কর্‌বে। দু'দিন বাদে সবাই বুঝবে—বাঙ্‌লা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।

প্রতাপ। কবে বুঝবে নবাব! বাঙ্গালার রাজ হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—বাঙ্গালী?

ইসা খাঁ। সত্বরই বুঝ্‌বে! বুঝবে কি—বুঝেছে! খোদার মর্জ্জিতে বুঝি সে দিন এসেছে, যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে মহাত্মা বসন্ত রায় আমাকে তার আপনার ক'রে নিয়েছে, আমার বিশ্বাস—প্রতাপ-আদিত্য সেই পূর্ব্ব আবহী শক্তির অধিকারী। প্রতাপ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—সমস্ত বাঙ্গালীর জ্যেষ্ঠ সহোদরস্বরূপ হয়ে তুমি চির-স্বাধীনতা সম্ভোগ কর।

প্রতাপ। আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

ইসা খাঁ। বেশ, আমি এখন চললুম।

[প্রস্থান

প্রতাপ। ইসা খাঁ মন্‌সর আলিকে দেখলু কিন্তু ছোটরাজাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না তাঁর মনোগত ভাব ত আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝ পাচ্ছি না। কা'ল থেকে সন্ধান করছি, কোন সন্ধান মিল্‌ছে না। যশোরে যাই, শুনি, রাজা ধূমঘাটে। আবার ধূমঘাটে এসে শু যশোরে। বোধ হয়, রাজা অনুমানে জান পেরেছেন, আমি চাকসিরির ভিখারী। নির্ব্বোধের মতন কার্য্য করেছি। কেন শঙ্ক সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি বিষয়ভাগে সম্ম দিলুম? সম্মতি দিলুম ত ভাগের ভার নিজ হা নিলুম কেন? নিজের ঘর অরক্ষিত রেখে কো সাহসে পররাজ্য-জয়ে অগ্রসর হই? এখন ছোটরাজা চাকসিরি প্রত্যর্পণ করতে না চান? করি—কি করি? এই সামান্য ভ্রমের আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, প্রাণপণ সাধন সমস্ত পণ্ড হবে? করতলগত বঙ্গ-রাজ্য আ কি হস্তচ্যুত কর্‌তে হবে? ধূমকেতুর মত আ সৌন্দর্য্যে দু'দিনের জন্য ক্ষীণ আলোক বি ক'রে শুধু অশান্তির পূর্ব্ব সূচনা-স্বরূপ আ যশোর কি অনন্ত কালের জন্য অনন্ত আঁধা মিলিয়ে যাবে? না, তা হ'তেই পারে না। আ ধন চাই না, যশ চাই না, পুণ্য চাই না, প্রী চাই না—যশোর চাই। আমি নিজের স্বা জন্য, আত্মীয়তা মায়া-মমতার জন্য, সাত কো বাঙ্গালীকে আর বিপন্ন করতে পারি না। আ যশোর চাই—নরকের প্রচণ্ড অনল-পথ ভেদ ক

যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তবু আমি যশোর চাই।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। এই যে মহারাজ! আপনি এখানে! সমস্ত সহর খুঁজে খুঁজে আমি অবসন্ন! আপনার গৃহে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, আর আপনি পথে পথে!

প্রতাপ। ছোটরাজাকে দেখতে পেলে?

শঙ্কর। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজকের দিনটা ভালয় ভালয় কেটে যাক।

প্রতাপ। বিজ্ঞ হয়ে এ তুমি কি বলছ শঙ্কর? এক ভুল করেছি ব'লে আবার কি তুমি আমাকে ভুল করতে বল? আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে চাকসিরি দূরে—অতি দূরে—চ'লে যাবে। সহস্র চেষ্টায়ও আর তাকে স্পর্শ করতে পারব না।

শঙ্কর। তবে কি আপনি অভিষেক কার্য্যটা পণ্ড করতে চান?

প্রতাপ। অভিষেক? কার অভিষেক? আমি ত ভিখারী। আমার আবার অভিষেক কি? আমি ত যশোরেশ্বরীর দ্বারে এক মুষ্টি অন্ন পাবার প্রত্যাশী! আমার আবার অভিষেক-বিড়ম্বনা কেন?

শঙ্কর। যদি ছোটরাজা চাকসিরি না দেন, তা হ'লে কি আপনি এই উপলক্ষে একটা গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত করবেন?

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! দেবসেবাই তোমাদের কার্য্য। রাজসেবা কার্য্য নয়!—কে ও?

(কৃষকগণের প্রবেশ)

১ম, কৃ। কে হুজুর? আপনারা কে হুজুর?

শঙ্কর। তোমরা কাকে খোঁজ?

১ম, কৃ। আমাদের রাজা কোথায় বলতে পারেন? শুনলুম, তিনি সহর দেখতে বেরিয়েছেন।

শঙ্কর। এত রাত্রে রাজাকে কি প্রয়োজন?

১ম, কৃ। আর হুজুর! বোম্বেটে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে ত সব গেল।

সকলে। হুজুর! সব গেল।

১ম, কৃ। গ্রাম উচ্ছন্ন দিলে। পয়সা কড়ি, গরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র—কিছুই রাখলে না।

সকলে। কিছুই রাখলে না হুজুর!—কিছুই রাখলে না।

১ম, কৃ। কোন রাজা আজও পর্য্যন্ত তাদের কিছু করতে পারেনি। শুনলুম, নতুন রাজা হয়েছেন, তিনি নাকি মোগলকে হারিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে লোক তাঁর গুণ গান করছে। বল্‌ছে—

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে। প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে।

১ম, কৃ। সেই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে ছুটে চলেছি হুজুর!

প্রতাপ। বেশ, আজ রাত্রের মতন অপেক্ষা কর। কা'ল প্রাতঃকালে এস।

১ম, কৃ। এলে উপায় হবে হুজুর?

প্রতাপ। তোমাদের উপায় না ক'রে প্রতাপ-আদিত্য রাজ্য গ্রহণ করবেন না।

১ম, কৃ। বস্, তবে আর কি—হরি হরি বল।

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি—

[প্রস্থান।

প্রতাপ। শঙ্কর! চাকসির দাও—যেমন ক'রে পার চাকসিরি দাও।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত। কে ও—প্রতাপ?

প্রতাপ। এই যে—এই যে—খুড়ো মহাশয়।

শঙ্কর। দোহাই মহারাজ! সর্ব্বনাশ করবেন না। দোহাই মহারাজ! অন্তঃসারশূন্য নদীতটে সোনার অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা কর্‌বেন না, জ্ঞাতি-বিরোধেই এ ভারতের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রতাপ। কিছু ভয় নেই শঙ্কর! গুরুজনের মর্য্যাদাহানি আমি সহজে কর্‌ব না।

বসন্ত। শুন্‌লুম, তুমি আমাকে অনেকবার অনুসন্ধান করেছ।—কেন প্রতাপ?

প্রতাপ। খুড়ো মহাশয়! ক'ল আমি একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি।

বসন্ত। কি ভুল প্রতাপ?

প্রতাপ। সে ভুলের সংশোধন—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করি।

বসন্ত। কি ভুল করেছ বল?

প্রতাপ। চাকসিরি পরগণা—

বসন্ত। আমাকে দেওয়া কি তোমার ভুল হয়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞে, চাকসিরি ধুমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার—এটা আমার আগে জানা ছিল না।

বসন্ত। কি কর্‌তে চাও বল? তুমি বল্‌তে এমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি ত রাজ্যবিভাগে কোনও কথা কইনি। তুমি আর তোমার পিতা —তোমরা দু'জনেই ত সব করেছ। আমি ত একটিও কথা কইনি।

প্রতাপ। যা নিয়েছি, সব দিচ্ছি। আমার দশ আনা নিয়ে আপনি চাকসিরি প্রত্যর্পণ করুন।

বসন্ত। কি প্রতাপ! তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও? মোগলজয়ে এত উদ্রিক্ত, এত জ্ঞানশূন্য যে, আমাকেও তুমি এত তুচ্ছ জ্ঞান কর? তুমি আমাকে উৎকোচদানে বশীভূত কর্‌তে চাও?

প্রতাপ। ক্রোধ কর্‌বেন না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া করুন।

বসন্ত। আমি চাকসিরি দিতে পার্‌ব না। আমি সে স্থান গোবিন্দদেবের নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা করেছি।

প্রতাপ। আপনি তার সমস্ত উপস্বত্ব গ্রহণ করুন।

বসন্ত। প্রতাপ! বৃদ্ধ বসন্ত রায়কে প্রলোভন দেখিও না।

প্রতাপ। দেখুন, ফিরিঙ্গী বোম্বেটের অত্যাচার থেকে গৃহ-রক্ষা কর্‌বার জন্য আমি এই প্রস্তাব করেছি।

বসন্ত। বসন্ত রায়ই কি এত হীনবীর্য্য? সে কি নিজে জলদস্যুর অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা কর্‌তে পারে না?

প্রতাপ। ভাল, দান করুন।

বসন্ত। যখন দানের যোগ্য বিবেচনা কর্‌ব, তখন দান কর্‌ব। গুরুজনের অবমাননাকারী পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেবভোগ্য স্থান দানের বিবেচনা করি না।

প্রতাপ। কিছুতেই চাকসিরি দেবেন না?

বসন্ত। কিছুতেই না—জীবন থাকতে না।

শঙ্কর। মহারাজ! ক্ষান্ত হন। বাতুলের ন্যায় এ আপনি কি কর্‌ছেন? গুরুজনের অমর্য্যাদা—কর্‌ছেন কি?

প্রতাপ। দেবেন না?

বসন্ত। জীবন থাকতে না। চাকসিরি চা —তা হ'লে এই 'গঙ্গাজল' নাও। আগে বস রায়ের হৃদয় বিদ্ধ কর।

শঙ্কর। সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল!—ছো রাজা মহাশয়, দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন।

প্রতাপ। বক্ষোবিদারণই হচ্ছে—এ স্বার্থপর তার উপযুক্ত শাস্তি।

[প্রস্থান

বসন্ত। স্বার্থপরতার যদি একবিন্দুও বসন্ত রা হৃদয়ে পোষণ কর্‌ত, তা হ'লে প্রতাপকে আ এই উদ্ধতভাবে তার খুল্লতাতের সম্মুখে কথা কইতে হ'ত না। এত দিনে তার দেহের পরমাণু ইন্দ্রায়ণী জলতরঙ্গে কল্লোলিত হ'ত। তোমাদের অনুগ্রহ ভিখারী হয়ে আজ আমাকে সামান্য ছয় আনা অংশীদার হ'তে হ'ত না।

শঙ্কর। ছোটরাজা মহাশয়! আমার প্রতি কৃপা ক'রে আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

বসন্ত। বসন্ত রায়কে যদি আজও চিন্‌তে না পার প্রতাপ, তা হলে বঙ্গে স্বাধীনতা স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা—সব পণ্ডশ্রম।

শঙ্কর। নিশ্চয়। এ কথা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—বঙ্গের ওপর বিধাতা বিরূপ। নইলে দুই জনই—মহা পুরুষ—কেউ কাউকে চিন্‌তে পার্‌লে না কেন পরস্পর মিল্‌তে এসে, মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে এমন দুর্ঘটনা ঘটল কেন? মহারাজ ব্রাহ্মণের অনুরোধ—ভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা করুন দোহাই মহারাজ! প্রতাপের ওপর আপনি ক্রো রাখবেন না।

বসন্ত। কার ওপর ক্রোধ কর্‌ব শঙ্কর এখনও যে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর—রাজা বি মাদিত্য বর্ত্তমান। এখন নিজের আমার ক কর্‌ছে। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ক এ আমি কি ছেলেমানুষী কর্‌লুম। দাদা শু মনে কর্‌বেন কি?

শঙ্কর। নিশ্চিন্ত থাকুন—আর কেউ এ শুন্‌বে না মহারাজ!—অনুগ্রহ ক'রে ঘরে চলুন।

বসন্ত। কি কর্‌লুম—বৃদ্ধ বয়সে এ কি কর্‌লুম!

শঙ্কর। কোন ভয় নেই মহারাজ!—নিশ্চিন্ত থাকুন—এ কথা শুধু শঙ্কর শুনেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। আর শুনেছে ভবানন্দ। তখন আর শুনেছে—দূর ছাই! কার নাম করি?—তা হলে যশোরের টিকটিকিটি পর্য্যন্ত এ কথা শুন্‌তে পেয়েছে। বড়রাজা ত শুনে ব'সে আছে। বস্, আর কি? আর আমাকে পায় কে? ভবানন্দ। গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল! একবার প্রাণ ভ'রে সেই দর্পহারীর নাম কর। আগুন লেগেছে—আগুন লেগেছে। কুল-কুণ্ডলিনী ফোঁস করেছে। গোবিন্দ বল ভবানন্দ—গোবিন্দ বল।

(প্রতাপ ও সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

প্রতাপ। এ সংবাদ আন্‌লে কে?

সূর্য্য। আজ্ঞে মহারাজ! সুখময় বেহার থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে। কি কর্ত্তব্য, স্থির না কর্‌তে পেরে মহারাজের আদেশের অপেক্ষায় পাটনা সহরে পলটন নিয়ে ছাউনি ক'রে আছে।

প্রতাপ। তাকে শত্রুর গতি লক্ষ্য রাখতে রাখতে বাঙ্গালায় ফিরে আসতে আদেশ কর।

সূর্য্য। বিনা বাধায় শত্রুকে বাঙ্গালায় প্রবেশ কর্‌তে দেবে?

প্রতাপ। বাধা কি? শত্রুকে অস্তিত্ব জানাতে নিষেধ কর।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। কর্‌ছেন কি মহারাজ? আবার এখানে ফিরে এলেন? আপনি কি সমস্ত কার্য্য পণ্ড কর্‌তে চান?—কে ও সূর্য্যকান্ত? কখন্ এলে? কিছু নূতন খবর আছে না কি?

সূর্য্য। আছে, বাঙ্গালা বে-দখল—এ খবর আগ্রায় পৌঁছেছে।

শঙ্কর। পৌঁছিবে—সে ত জানা কথা। তা আর নূতন খবর কি?

সূর্য্য। বাদশা আজিম খাঁ নামে একজন সৈনিককে যশোর-জয়ে প্রেরণ করেছেন। সম্রাটের জেদ—যেমন ক'রে হোক, যশোর ধ্বংস ক'রে মহারাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় প্রেরণ।

প্রতাপ। শঙ্কর! হয় আমাকে চাকসিরি দাও, নয় আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় পাঠাও—সকল আপদ্ চুকে যাক্। তোমার সেই দরিদ্র প্রজা সকলকে আবার প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দাও। মা কল্যাণীকে আবার সেই পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে যেতে বল। সেখানে নবাব, এখানে ফিরিঙ্গী।

শঙ্কর। সৈন্য কত—খবর নিতে পেরেছ?

সূর্য্য। প্রায় লক্ষ। তা ছাড়া বাঙ্গালা থেকেও কিছু সংগ্রহ হ'তে পারে। এবারে বিপুল আয়োজন। বাইশ জন আমীর আজিমের সঙ্গে আসছে।

শঙ্কর। এসেছে কত দূর?

সূর্য্য। বারাণসী ছাড়িয়েছে।

শঙ্কর। আমাদের সৈন্য কি বারাণসীতে ছিল না?

সূর্য্য। ছিল, কিন্তু তারা বেহারী সৈন্য। ভয়ে সকলে আজিমের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

শঙ্কর। বেশ, তুমি চ'লে এলে কেন? তুমি কি লক্ষ সৈন্যের নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এলে?

সূর্য্য। আমার গুরু—দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়েও বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষিত। ভয় কথা—আমার অভিধানে নেই।

শঙ্কর। বেশ, তবে মা যশোরেশ্বরীর নাম ক'রে তাঁর রাজ্যরক্ষারূপ শুভকার্য্যে অগ্রসর হও। মহারাজ নিজে নগর রক্ষা করুন।

প্রতাপ। আজিম কে—তা জান?—কত বড় বীর, তা কি তোমাদের জানা আছে?

সূর্য্য। জানি মহারাজ! আজিম দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর। এক মানসিংহ ব্যতীত তার সমকক্ষ সেনাপতি,—আক্‌বরের আছে কি না সন্দেহ। আজিম বহু যোদ্ধার সম্মুখীন হয়েছে, বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত করেছে! পরাজয় কাকে বলে—জানে না। কিন্তু এটাও জানি—বাঙ্গালায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যে এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত করেছে। কিন্তু একটি জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানের অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয়নি।—প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটি

জাতি অতি ক্ষুদ্র হ'লেও তার বিনাশ নেই। মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগরবন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকাকণায় সাগরহৃদয় ভেদ ক'রে যে বাঙ্গালার সৃষ্টি, সে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালীশক্তিকণায় কি সম্রাটের বিশাল শক্তির বিলোপ হ'তে পারে না?

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি জাতীয় জীবনের সমষ্টি। তোমার কথায় আমি বড়ই আনন্দ লাভ কর্‌লুম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও ত ঘরে থাকতে পার্‌ব না! তা হ'লে আমার গৃহরক্ষা করে কে? দস্যুর আক্রমণ থেকে যশোরের কুলকামিনীদের বাঁচায় কে?

(কমলের প্রবেশ)

কমল। মহারাজ! রডা বোম্বেটে ধরা পড়েছে।

প্রতাপ। সত্য কমল—সত্য?

কমল। গোলাম কি তামাসা করবার আর লোক পেলে না জনাব?

শঙ্কর। মহারাজ! মা যার সহায়, তার আবার নিজের স্কন্ধে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণের অভিমান কেন? জয় মা যশোরেশ্বরী!

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! শীঘ্র যাও। সমস্ত সৈন্য মা যশোরেশ্বরীর পদপ্রান্তে সমবেত কর। সাবধান, বঙ্গসন্তানের এক বিন্দু রক্তও যেন পথে নিপতিত না হয়। যদি পড়ে, তবে মায়ের চরণ রঞ্জিত করুক। হয় যশোর, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। শঙ্কর!—ভাই, আমি কি কোন স্বপ্নরাজ্যে বাস কর্‌ছি? রডা ধরা পড়্‌ল?

শঙ্কর। কে ধর্‌লে কমল?

কমল। আজ্ঞে হুজুর—লড়কানি বিবি ধরেছে।

শঙ্কর। লড়কানি বিবি ধরেছে কি?

কমল। আজ্ঞে—লড়কানি বিবি, কমলের ছিপ, আর সুন্দরের জাল, এই তিন রকমে ধরা পড়েছে।

প্রতাপ। আর বোঝ্‌বারই বা দরকার কি? মা যশোরেশ্বরী ধরেছেন।

কমল। এই—তবে আর বুঝ্‌তে বাকী রইল কি জনাব?

(সুন্দর ও সৈন্য-বেষ্টিত রডার প্রবেশ)

রডা। কাকে ভয় দেখাস ভাই? আমার কি মরণের ভয় আছে? তা থাকলে কি আর আমি চার হাজার ক্রোশ সাগর ডিঙিয়ে তোদের মুলুকে আসি?

সুন্দর। সুমুন্দি! তুমি সাগর ডিঙ্গিয়েছ?

রডা। আল্‌বৎ ডিঙ্গিয়েছি।

সকলে। হনুমান, রামের কুশল কও শুনি;
(ওরে) সীতে বড় জনম-দুখিনী।

প্রতাপ। সুন্দর!

সুন্দর। ওরে চুপ চুপ—মহারাজ! মহারাজ এই আপনার রডা ফিরিঙ্গী।

প্রতাপ। তুমিই রডা?

রডা। ক্যাপ্‌টেন রডারিগ।

প্রতাপ। তা বেশ, কাপ্তেন সাহেব! তোমাদের খ্রীষ্টান জাতি সভ্য। কিন্তু এ অসভ্যের দেশে এসে নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায় হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত হার মানিয়েছ। বীর জাতি তোমরা—কোথায় দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য এ জীবন উৎসর্গ করবে, তা না ক'রে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! এই কি তোমাদের বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, ধর্ম্ম?

রডা। আমি যা ভাল বুঝেছি—করেছি তুমি রাজা, তোমার মতলবে যা হয় কর।

প্রতাপ। আমার বিবেচনায়—ভীষণ শাস্তি।

রডা। ভীষণ শাস্তি?

প্রতাপ। ভীষণ শাস্তি—প্রতি অঙ্গ তোমার মরণের যন্ত্রণা অনুভব করবে।

রডা। (স্বগত) ও মেরী!—মেরী!

প্রতাপ। প্রস্তুত হও।

রডা। রাজা, আমাকে একদম কোতল কর।

প্রতাপ। হত্যা করব না—তার অধিক যন্ত্রণা তোমাকে প্রদান ক'রব। শোন সাহেব! তুমি যতই অপরাধী হও, তথাপি তুমি বীর। তোমায় আমি বীরযোগ্য কঠিন শাস্তি প্রদান করব। আজ হ'তে তোমাকে আমি বঙ্গদেশ-কারাগারে চির জীবনের মতন নিক্ষেপ কর্‌লুম।

রডা। এই আমার শাস্তি?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি। আর তোমায় আবদ্ধ করতে তোমার প্রতিশ্রুতিই তোমার প্রহরী।

রডা। এই আমার শাস্তি?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি।

রডা। (প্রতাপের পদতলে টুপি রাখিয়া) রাজা! আজ থেকে তুমি আমার বাপ, (সুন্দরকে ধরিয়া) বাঙ্গালী আমার ভাই, বাঙ্গালা আমার জান্। রাজা! আজ থেকে আমি তোমার গোলাম।

প্রতাপ। শঙ্কর! সাহেবের আত্মীয় স্বজনের স্থান নির্দ্দেশ কর। আর ধুমঘাটে গির্জার প্রতিষ্ঠা কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর রাজবাটী—প্রাঙ্গণ।

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়।

ভবা। বড়রাজা চল্‌লেন।

গোবিন্দ। চল্‌লেন!—সে কি? কোথায়?

ভবা। আপাততঃ কাশী, তার পর মা কালীর ইচ্ছায় 'ক' একটু হাঁ করলেই ফাঁসী।

গোবিন্দ। আমি তোমার কথা বুঝতে পার্‌ছি না। কাশী ফাঁসী কি?

ভবা। বড়রাজা বিবাগী হলেন।

গোবিন্দ। কেন? কি দুঃখে?

ভবা। দুঃখে নয়—কুলকুণ্ডলিনীর চক্রে। এখন কোন রকমে ধুমঘাটটাকে কাশী পাঠাতে পারলেই নিশ্চিন্ত।—রাজকুমার! স'রে যান, ছোটরাজা আস্‌ছেন। এর পর সব শুন্‌বেন।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। হাঁ ভবানন্দ! দাদা চ'লে গেলেন?

ভবা। চ'লে গেলেন না মহারাজ, পালালেন। প্রাণের ভয়—বড় ভয়।

বসন্ত। যাবার সময়ে আমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করলেন না!

ভবা। দুঃখ কেন মহারাজ? তিনি প্রাণ নিয়ে যেতে পেরেছেন, এইতেই ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিন। বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন দেখা হবেই হবে।

বসন্ত। প্রাণটা বিক্রমাদিত্যের কি এতই বড় হ'ল যে, তার জন্যে তিনি আমার সঙ্গে দেখাটা কর্‌বারও সাবকাশ পেলেন না?

ভবা। তাই ত! তা হ'লে এটা কি রকম হ'ল?

বসন্ত। আমি যে তাঁর প্রাণ হ'তেও অধিক ভবানন্দ!

ভবা। সে কথা আর বল্‌তে হবে কেন মহারাজ? রাম-লক্ষ্মণ।

বসন্ত। দাদা আমার পালিয়ে গেছেন, কিন্তু কার ভয়ে পালিয়েছেন জান ভবানন্দ?

ভবা। তা হ'লে বোধ হয় মানের ভয়ে।

বসন্ত। মানের ভয়ে? রাজা বিক্রমাদিত্যের মানে আঘাত করে, এমন শক্তিমান্ বঙ্গে কে আছে?

ভবা। কে আছে? কার ক্ষমতা? বঙ্গে? —পৃথিবীতে আছে? তা হ'লে বোধ হয় বৈরাগ্য। আপনারা দুটি ভাই ত নয়, যেন জোড়া প্রহ্লাদ। বোধ হয়, এই লড়ালড়ির ব্যাপার তাঁর ভাল লাগল না। তাই চুপি চুপি গৃহত্যাগ করেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে পাছে যেতে না পান —পাছে আপনি তাঁর পথ-রোধ করেন, তাই আপনাকেও না ব'লে তিনি চ'লে গেছেন।—আপনার টান ত আর সহজ টান নয়!

বসন্ত। কালকে রাত্রে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভবা। দুর্ঘটনা?

বসন্ত। বিষম দুর্ঘটনা! বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে উন্মত্তের মতন আচরণ করেছে। পরচ্ছিদ্রান্বেষী কোন নরাধম অন্তরাল থেকে আমার কথা শুনে, নিশ্চয় বড়রাজার কাছে প্রকাশ করেছে।

ভবা। এ সব কি কথা, কিছু ত বুঝতে পারছি না মহারাজ!

বসন্ত। সে সব কথা শুনে, আমাকে মুখ দেখাতে হবে ব'লে দারুণ লজ্জায় ভাই আমার বৃদ্ধবয়সে দেশত্যাগী হয়েছেন। ভবানন্দ! যৌবনে বিষয়সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে মর্‌বার সময়ে আমি সরিকানি করেছি, দাদা ছেলেকে দশ আনা বিষয় দিয়েছেন, আর আমায় দিয়েছেন ছয় আনা; কুক্ষণে আমি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করেছি। তার ফলে, যিনি আজীবন পুত্রের অধিক স্নেহচক্ষে আমায় দেখে আস্‌ছেন, যিনি আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেবতা— যাঁর সঙ্গ-প্রলোভনে আমি গোবিন্দদাসের

পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি—সেই আমার ভাই—সহোদরাধিক—পিতা—হতভাগ্য আমি—আজ তাঁকে হারিয়েছি!

ভবা। ওহো।

বসন্ত। ভবানন্দ! আমার কি গেছে, তা জান?

ভবা। তা কি আর জানছি না মহারাজ!

বসন্ত। কিছুই জান না!

ভবা। তা কেমন ক'রে জানব?

বসন্ত। আমার গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি ভেঙে গেছে।

ভবা। হা গোবিন্দ!

বসন্ত। এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কে করলে ভবানন্দ?

ভবা। সেখানে কি কেউ ছিল?

বসন্ত। প্রতাপ আর শঙ্কর।

ভবা। তাই ত—তাই ত! তবে কি—চক্র—চক্র—বর্ত্তী—

বসন্ত। উঁহু—সে ব্রাহ্মণ ত নীচ নয়।

ভবা। উঁচু—উঁচু! মেজাজ কি—মেজাজ কি! তাই ত ভাবছি—তা কেমন ক'রে হয়? তা হ'লে এমন কাজ কে করলে?

বসন্ত। কে করলে ভবানন্দ! এমন নীচ কাজ কে করলে?

ভবা। তাই ত—এমন নীচ কাজ করলে কে মহারাজ?

বসন্ত। যেই হোক, জান্‌তে পারবই। কিন্তু যদি জান্‌তে পারি—কে করেছে, তা সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমার কাছে তার মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

ভবা। নিশ্চয়।—(স্বগত) আর থাকা মঙ্গল নয়। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ছোটরাণী আস্‌ছেন। —দোহাই কালী, শিবদুর্গা! সঙ্কটা—সঙ্কটা।

[প্রস্থান।

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোট। এ কি মহারাজ! আপনি এখানে? কাউকেও না ব'লে আপনি ধুমঘাট থেকে চ'লে এসেছেন? বৌমা মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে সারা রাত আপনার অপেক্ষায় রইল। কেউ কিছু মুখে দিতে পারেনি। ব্যাপারখানা কি?—এ কি?—আপনার এ কি ভাব মহারাজ?

বসন্ত। আমার শরীর বড় অসুস্থ।

ছোট। না—তা ত নয়—শরীর ত অসু নয়। দোহাই প্রভু! দাসীকে গোপন কর্‌বে না। শারীরিক অসুস্থতায় ত মহারাজ বসন্ত রা এমন কাতর নন। এমন মূর্ত্তি ত আপনার কখ দেখিনি।

(কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ। কাত্যায়নী কর্ত্তৃক বসন্তের পদধারণ)

বসন্ত। ছাড় মা—ছাড়।

কাত্যা। কন্যার মুখ চেয়ে দয়া করুন।

উদয়। হাঁ দাদা! আমাকে পরিত্যা করলে?

বিন্দু। হাঁ দাদা! আমাকেও পরিত্যা কর্‌লে?

বসন্ত। জীবন পরিত্যাগ কর্‌তে পারি, কি ভাই তোমাদের পরিত্যাগ কর্‌তে পারি?

বিন্দু। আমাকে তুমি পাতের প্রসাদ দে ব'লে আশ্বাস দিয়ে এলে।

উদয়। আমরা সব হা-পিত্যেশ হয়ে ব'সে আছি—

বসন্ত। পা ছাড় মা—পা ছাড়।

কাত্যা। বলুন—ক্ষমা কর্‌লুম।

বসন্ত। কার ওপর রাগ, তা ক্ষমা করব প্রতাপ যে আমার সব।

ছোট। এ সব কথা কি মহারাজ!

উদয়। কথা আর কি? আমরা প্রাণ ছিলুম। এখন বরাত মন্দ—চক্ষুঃশূল হয়েছি হা দাদা! ঠাকুর মানুষেও মিথ্যা কথা কয়?

বিন্দু। তখন দাদার দু'এক গাছা কাঁচা ছিল—আমাদের সঙ্গে ভাবও ছিল। এখন ক'গাছি চুলও পেকে গেছে, আমাদেরও ভাব উঠে গেছে।

বসন্ত। নে, শালী—জ্যেঠামো করে না, রামচন্দ্র আসুক, তোর বিয়ে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। মহারাজ! দরিদ্র ব্রাহ্মণী, আপ প্রতাপের কল্যাণে পাষণ্ডের হাত থেকে প পেয়ে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। এই ব্রা কন্যার মুখ চেয়ে আপনি প্রতাপের শত অপ ক্ষমা করুন।

বসন্ত। আর কেন লজ্জা দাও মা। এই যে আমি উঠছি; নে শালী! হাত ধর—তোল্।—দুর্গা!—দেখিস্—হাত ছাড়িস্‌নি।

ছোট। তাই ত বলি, প্রভুর আমার এমন মূর্ত্তি কেন? বৃদ্ধবয়সে কি আপনার বুদ্ধি লোপ পেলে মহারাজ? প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে আপনি মহালক্ষ্মীর প্রসাদ ফেলে চ'লে এলেন? ছেলে-মেয়েগুলোকে সব উপবাসী ক'রে রাখলেন।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। ইসা খাঁ মসনদ আলি আসছেন।

[নারীগণের প্রস্থান।

ইসা খাঁ। (নেপথ্যে) ছোটরাজা ঘরে আছ?

শঙ্কর। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

(ইসা খাঁর প্রবেশ)

ইসা খাঁ। বেশ ভায়া, বেশ!—নাতী-নাত্‌নীর সঙ্গে নির্জ্জনে রহস্যালাপ হচ্ছে নাকি?

বিন্দু। সেলাম ভাইসাহেব! (সকলের অভিবাদন)

ইসা খাঁ। কি বুড়ী! দাদার সঙ্গে এত ভালবাসা—সে দাদা তোকে ফেলে পালিয়ে এল!

বসন্ত। এস নবাব! কখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল?

ইসা খাঁ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তুমি আর হ'তে দিচ্ছ কই? আমি এসে সারা ধুমঘাট সহর তোমাকে খুঁজে হাল্লাক হলুম, আর তুমি কি না ছেলের ওপর রাগ ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছ! আরে ছি! তুমি না ঠাকুর বসন্ত রায়! ঠাকুর মানুষটা হয়েও যদি তোমার এত অভিমান, তখন খাঁ সাহেবদের আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা নিয়ে তোমরা এত তামাসা কর কেন? নাও, উঠে এস। প্রতাপ কে? তুমিই ত সব। বাঘ-ভালুকের আবাসভূমিকে তুমি মানবারণ্যে পরিণত করেছ। সোনার ধুমঘাট শুন্‌লুম তোমারই কল্পনা-সৃষ্ট পরীস্থান। সব ক'রে শেষকালটা জোর ক'রে তুমি আপনাকে ফলভোগে বঞ্চিত করছ!—নাও, উঠে এস! আমরা আর বিলম্ব করতে পারব না। শীঘ্র এস। লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছে। এখনি আমাদের সবাইকে লড়ায়ে যেতে হবে।

বসন্ত। তা হ'লে ভাই, আমার জন্যে আর অপেক্ষা করো না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও। আমি যাচ্ছি।

ইসা খাঁ। বহুত আচ্ছা। এস বাবাজী, চলে এস।

চতুর্থ দৃশ্য

কালীঘাট—উপকণ্ঠ।

সুখময়, মদন, সুন্দর ও সূর্য্যকান্ত।

সুখ। আমি ছদ্মবেশে বরাবর মোগলদের সঙ্গে আছি। বরাবর খবর রেখেছি। আজ রাত্রের মধ্যে সমস্ত সৈন্য নদী পার হবে। কতক পল্টন, আর জনকতক আমীর নিয়ে আজিম আগে থাকতেই নদী পার হয়েছে।

মদন। রাজা আমাদের করছেন কি? এখনও এগুতে দিচ্ছেন?

সূর্য্য। রাজার কার্য্যের সমালোচনায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই। শুদ্ধ মাত্র প্রাণপণে তাঁর আদেশ পালন কর।

সুন্দর। তাই ত, তর্কে দরকার কি? হুজুর যা হুকুম করেন, তাই শোন।

সুখ। এখনও কি আমাদের পেছুতে হবে?

মদন। আর পেছুলে যে যশোরে গিয়ে পিঠ ঠেকবে।

সুন্দর। যশোরেই পিঠ ঠেকুক, কি ইছামতীর কুমীরের পেটেই মাথা ঢুকুক, আমরা সব না ম'লে ত মোগল যশোরে ঢুকতে পারবে না।

মদন। জান্ থাকতে মোগল যশোরে পা ঠেকাবে!

সুন্দর। বস্, তবে আর কি! তবে আমাদের আর পেছাপিছির কথায় দরকার কি?

মদন। আমাদের এখন কি করতে হবে, হুকুম করুন।

সূর্য্য। প্রস্তুত হয়ে থাক। আমি হুকুম আনছি। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাজা—আমি নই।

[প্রস্থান।

সুন্দর। ব্যাপার বুঝতে পার্‌ছিস্ না। রাজা এসেছেন, উজীর এসেছেন, ইসা খাঁ মসন্দরী এসেছেন —তাঁর ওপর ঘোড়সওয়ারের ভার। ভাওয়ালের নবাব ফজলগাজি—তিনি এসে হাতীসওয়ারের ভার নিয়েছেন। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের সঙ্গে থাকবেন। জামাই রাজা—বাকলার রামচন্দ্র পর্য্যন্ত এসেছেন। বড়া সাহেবের সঙ্গে থাক্‌তে তাঁর ওপর হুকুম হয়েছে। সবাই একস্থানে জমা হয়েছে। বুঝতে পার্‌ছিস্ না, এ এক রকম জেহাদ —ধর্ম্মযুদ্ধ। হয় এস্‌পার—নয় ওস্‌পার।

(সূর্য্যকান্তের পুনঃ প্রবেশ)

সূর্য্য। মদন!

মদন। জনাব!

সূর্য্য। মোগল নদী পার হচ্ছে। তোমরা শীগ্‌গির পেছিয়ে যাও।

মদন। কোথায় যাব?

সূর্য্য। তুমি চেৎলার পথ আটকে থাক। সাবধান, এক জন মোগলও যেন সে পথে প্রবেশ না করে। সুন্দর! তুমি দোসরা হুকুম পর্য্যন্ত বজবজে থাক। আজ রাত্রেই আমাদের অদৃষ্টপরীক্ষা।

উভয়ে। যো হুকুম।

[সুন্দর ও মদনের প্রস্থান।

সুখ। আমার ওপর কি হুকুম?

সূর্য্য। তুমি যেমন মোগল সৈন্যের ভেতর গুপ্তভাবে আছ, তেমনি থাক। কেবল তুমি কৌশলে মোগলকে এক স্থানে জড় কর।

সুখ। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। সেনাপতি!

সূর্য্য। মহারাজ!

প্রতাপ। মদন সুন্দরকে পেছিয়ে যেতে হুকুম করেছ?

সূর্য্য। করেছি। কিন্তু মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি মোগলকে আর এগুতে দিতে ইচ্ছা করি না।

প্রতাপ। না ইচ্ছা ক'রে কি করবে সূর্য্যকান্ত? অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য। আমাদের অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালী সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে কতক্ষণ তাদের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারবে? এরূপ কার্য্যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তখন তুমি কি করবে? নিষ্ফল কতকগুলি বীরশোণিতপাত —আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করি না। সম্মুখসমরে দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, সে কার্য্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে—সূর্য্যকান্ত! যদি বুঝতে পারি —মা আমার বেঁচেছে, তা হ'লে আমি হাস্যমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হ'তে পারি। মোগলকে কৌশলে পরাভব না করতে পারলে, শুধু বীরত্বপ্রদর্শনে পরাস্ত করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। একবার লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে আর কি তুমি যশোর রক্ষা করতে পারবে?

সূর্য্য। তা হ'লে আমি কি করব—আদেশ করুন?

প্রতাপ। গাজী সাহেবকে কোথায় পাঠালে?

সূর্য্য। গাজী সাহেবকে রায়গড়ের পথে থাক্‌তে বলেছি। মন্‌সর আলি সাহেবকে ফলুহার কেল্লা আগলাতে পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। তা হ'লে তুমি ঘর রক্ষা কর। যদি বিপদ্ ঘটে, তা হ'লে ত পুরবাসিনীদের মর্য্যাদা রক্ষা হবে!

সূর্য্য। আর আপনি?

প্রতাপ। আমি আর শঙ্কর এখানে থাকি।

সূর্য্য। তা কি হয়? আপনি ধুমঘাটের পথ রক্ষা করুন।

প্রতাপ। দুঃখিত হয়ো না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের মহিমা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা করতে জানেন। তাঁর জন্য সূর্য্যকান্তের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি আমার প্রাণ হতে প্রিয়তর!

সূর্য্য। সুতরাং মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের অস্তিত্ব আগে প্রয়োজন। নতুবা এ দাসের অস্তিত্বের মূল্য নেই। ক্ষমা করুন মহারাজ! যোদ্ধা আজ আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করছে।

প্রতাপ। (স্বগত) দেখছি, আজ যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা আত্মরক্ষা নয়—আক্রমণ—শত্রুবধ। ভাল, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। যাও—শীঘ্র যাও

সমস্ত সেনাপতিদের ফিরিয়ে আন। তোমার মনোমত স্থানে সমবেত কর। হয় ধ্বংস, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মহারাজ! রাজা গোবিন্দ রায় ও জামাতা রাজা রামচন্দ্র—উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রস্থান করেছেন।

প্রতাপ। কেন?

শঙ্কর। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ কর্‌তে চান না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ কর্‌তে অনিচ্ছুক।

প্রতাপ। তাদের সম্বন্ধে স্থির করলে কি?

শঙ্কর। স্থির কিছু কর্‌তে পারিনি। তবে আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে তাদের গ্রেপ্‌তার কর্‌তে লোক পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। বেশ করেছ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত।

[শঙ্করের প্রস্থান।

কি করলুম! ভাল কি মন্দ—চিন্তা করবারও অবকাশ নেই—জয় যশোরেশ্বরী! তোমার যশোর আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। এ দারুণ বিপদে তোমার চরণ-স্মরণ ভিন্ন আমার আর কি চিন্তা আছে? বিষম সময়—শত্রু দ্বারদেশে, কর্ত্তব্য স্থির করবার পর্য্যন্ত অবসর নেই। রক্ষা কর দয়াময়ি! সমস্ত বীর সন্তান আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। আমি কি কর্‌ছি না কর্‌ছি—বুঝতে পার্‌ছি না। রক্ষা কর। সে সমস্ত নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কে ও—মা!

বিজয়া। কি ভাব্‌ছ?

প্রতাপ। কপালিনি! কি ভাবছি—তুমি কি বুঝতে পারছ না? অগণ্য মোগল যশোরেশ্বরীর দ্বারদেশে—

বিজয়া। অতিথি!—সুখের কথা। তাদের সৎকারের কিরূপ আয়োজন করেছ?

প্রতাপ। আমি এখনও তাদের আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জান্‌তে দিইনি।

বিজয়া। কেন?

প্রতাপ। মনে মনে সঙ্কল্প, বিনা বাধায় তাদের ভাগীরথীও পার হ'তে দেব। ভাগীরথীর এ পারে প্রতাপ-আদিত্যের অদৃষ্টপরীক্ষা। মায়ের যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে এখানেই প্রতাপ-আদিত্যের ধ্বংস হোক্। নতুবা এক জন মোগলও যেন সম্রাটের সৈন্যধ্বংসের সংবাদ দিতে আগ্রায় উপস্থিত না হ'তে পারে। স্থির করেছি—মোগল যেমন এ পারে এসে উপস্থিত হবে, অমনি চারিদিক থেকে প্রাণপণ শক্তিতে তাদের আক্রমণ কর্‌ব। তার পর মা যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা।

বিজয়া। উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রতাপ! ভাগীরথী পার হয়ে মোগল যদি এখানে উপস্থিত না হয়!

প্রতাপ। সে কি!—এ পারে লক্ষ লোকের অধিষ্ঠান-যোগ্য স্থান আর কোথায়?

বিজয়া। আছে। তুমি দেখনি। যুদ্ধবিশারদ আজিম, প্রতাপের সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হ'তে এখানে এসে রাত্রি যাপন ক'র্‌বে না। সে রাত্রিবাসযোগ্য সুন্দর সুদৃঢ় স্থান আবিষ্কার করেছে। তুমি বুঝ্‌তে পারনি।

প্রতাপ। তা হ'লে ত দেখছি, সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হ'ল—আজিমের গতিরোধ হ'ল না।

বিজয়া। যেমন ক'রে হোক্ গতিরোধ কর্‌তেই হবে। কিন্তু প্রতাপ! লক্ষ সৈন্য দিয়ে লক্ষের গতিরোধে গৌরব কি? অল্প সৈন্য দিয়ে যদি সে কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে কি সে কাজটা ভাল হয় না?

প্রতাপ। এ তুই কি বল্‌ছিস্ মা? আমার মস্তিষ্ক বিচলিত।

বিজয়া। আমার সন্তানের রক্তে ভাগীরথীর শুভ্র অঙ্গ রঞ্জিত হবে?—তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব? প্রতাপ! মুষ্টিমেয় সৈন্যে সাগরপ্রমাণ মোগল সৈন্যের গতিরোধ কর। আমার প্রিয়পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হোক্।

প্রতাপ। কি ক'রে হবে মা?

বিজয়া। উপায় স্থির কর। যেমন ক'রে হোক, হওয়া চাই। আজকের তিথি কি জান?

প্রতাপ। চতুর্দ্দশী।

বিজয়া। রাত্রে অমাবস্যা। ওই যে অদূরে জঙ্গলবেষ্টিত স্থান দেখ্‌ছ, ওই স্থানের নাম জান কি?

প্রতাপ। জানি—কালীঘাট।

বিজয়া। ওই স্থানে এসে মোগল রাত্রের মত বিশ্রাম করবে।

(বেগে সুখময়ের প্রবেশ)

সুখ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ! মোগল পার হ'ল—কিন্তু—এখানে এল না।

প্রতাপ। ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কেবল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ।

[সুখময়ের প্রস্থান।

বিজয়া। ওই কালীঘাট। তোমার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর হালদার ব্রহ্মচারী ওই স্থানে বাস করেন। ওই দেখ, দূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দির। রাজা বসন্ত রায় নিজে ওই মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। ওই স্থানটিকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে চারটি নদী প্রবাহিত। নিশ্চিন্ত হয়ে মোগল ওই স্থানে রাত্রির জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর্‌বে। সহস্র চেষ্টায় তোমার স্থলচারী সৈন্য ওর সমীপস্থ হ'তে পার্‌বে না। আর মুহূর্ত্ত পরেই দেখতে পাবে—ভীম ভৈরব গর্জ্জনে বিষম ফেনোদ্গিরণ কর্‌তে কর্‌তে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছ্বাস ওই স্থানের তটভূমিতে আঘাত কর্‌ছে। মুহূর্ত্তমধ্যেই ওই স্থান একটি সুন্দর দ্বীপে পরিণত হবে। গঙ্গায় আজ যা ড়ায় ড়ির বান। সাবধান প্রতাপ, মোগলসৈন্য আক্রমণ কর্‌তে গিয়ে নিজের সৈন্য ভাসিয়ে দিও না।

প্রতাপ। মা—মা!—এত করুণা—বিপদবারিণি! কোথা থেকে এ অপূর্ব্ব আলোক এনে সন্তানের চক্ষু প্রজ্বলিত কর্‌লি? অমাবস্যায় পূর্ণিমার বিকাশ দেখালি?—জাহাজ—জাহাজ—

বিজয়া। করালীর লোল জিহ্বা যবনরক্ত পানের জন্য লক্‌লক্ কর্‌ছে। প্রতাপ! তুমি এই ঘোর অমাবস্যায় অসংখ্য শত্রুশিরে মায়ের বলির ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। জাহাজ! জাহাজ!—একখানা জাহাজ!

(রডা ও সুন্দরের প্রবেশ)

রডা। একখানা কি—দশখানা।

সুন্দর। আর একশো ছিপ্‌।

প্রতাপ। কাপ্তেন! আজ আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছি কেন জান?

রডা। কেন রাজা?

প্রতাপ। শুধু ব'সে ব'সে রডারিগের বীর্য্য দেখব। আমরা এ যুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌ব না।

রডা। দরকার কি? কেন যে এত সৈন্য এনেছ রাজা, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

প্রতাপ। আর বিলম্ব করো না—প্রস্তুত হও। আমি এ দিকে বেড়াজালের ব্যবস্থা করি। দেখো মা যশোরেশ্বরি! একটিও প্রাণী যেন আগ্রায় না ফিরে যায়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ।

আজিম ও আমীরগণ।

আজিম। ব্যাপারখানা ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। ক্রমে ক্রমে ত' প্রতাপ-আদিত্যের বাড়ীর দ্বারে এসে উপস্থিত হলুম, কিন্তু শত্রু কই?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জনাব এখানে আছেন?

আজিম। খবর কি?

সৈনিক। জনাব! তাজ্জব ব্যাপার!—এক আওরাৎ!

আজিম। আওরাৎ!

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এমন খুবসুরত আওরাৎ কেউ কখনও দেখেনি।

আজিম। কোথায়?

সৈনিক। দরিয়ায়।

আজিম। খবরটা কি ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি।

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব! আমরা সব নদী পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি, একখানা খুব লম্বা সাদা লায়ের ওপর চেপে এক বিবি আপনার মনে গান ধরেছে। সেই গান না শুনে, আর সেই বিবিকে

না দেখে, সব আমীর একেবারে দেওয়ানা! চারিদিকে কেবল ধর্ ধর্ শব্দ। তখন বিবির লাও ছুট্‌ল, আমীরের লাও ছুট্‌ল। এখন কেবল আমীরে আর বিবিতে ছুটোছুটি হচ্ছে।

আজিম। কি আপদ্! এ আবার কি ব্যাপার! আর সব নৌকা?

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব! তারা এগুতে পাচ্ছে না, পেছুতেও পাচ্ছে না। কেবল লায়ে লায়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

আজিম। চল্ দেখি দেখে আসি।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য়, সৈ। জনাব—জনাব! সব গেল! দরিয়া নয় জনাব—সয়তান! সব গেল।

আজিম। ব্যাপার কি?

২য়, সৈ। নৌকা সব দরিয়ার মাঝখানে আস্‌তে না আস্‌তে দরিয়া ক্ষেপে উঠ্‌ল। যাচ্ছিলো এ দিকে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও দিকে ছুটল। ভয়ঙ্কর শব্দ। ঐ তালগাছের মতন উঁচু—শাদা ফেনা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মড়্ মড়্—ওলট-পালট—ভেসে গেল—ডুবে গেল—মরণ চীৎকার—এক ধাক্কায় অর্দ্ধেক ফৌজ কাবার!

আজিম। হে ঈশ্বর! কি কর্‌লে! আমার ফৌজ গেল! বিনাযুদ্ধে আমার ফৌজ গেল। (নেপথ্যে কামানের শব্দ) ওরে এ কি রে! যুদ্ধ দেয় কে রে?

(তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

৩য়, সৈ। ভাসা কেল্লা জনাব!—ভাসা কেল্লা! তার ভেতরে সয়তান—মানুষ নয়! জনাব সব গেল! আমাদের কেল্লায় ঘেরেছে। সব খেলে—সব খেলে!

আজিম। কি হ'ল!—অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

[বেগে প্রস্থান।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

ক্রোড়াঙ্ক—গঙ্গাবক্ষ

(বিজয়ার প্রবেশ)

(গীত)

এখনও তরীতে আছে স্থান।
ছুটে এস, উঠে এস, এই বেলা পাশে ব'স,
ক'রো না জীবন অবসান॥
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙে ঢেউ তুলে,
কূলে কূলে তুলে কত গান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
সেই চির আকুল পিয়াসে—
ঢেউ সনে মাথামাখি প্রাণ॥

(সুন্দর ও রডার প্রবেশ)

সুন্দর। দোহাই সাহেব! আর মেরো না। শাদা নিশেন তুলেছে।

রডা। চোপ্‌রাও শালা।

সুন্দর। দোহাই সাহেব! কামান বন্ধ কর।

রডা। লাগাও—মৎ বন্ধ কর।

সুন্দর। সেনাপতির হুকুম—শাদা নিশেন তুল্‌লে লড়াই বন্ধ। (নেপথ্যে—তোপধ্বনি) বন্ধ কর—সাহেব, বন্ধ কর!

রডা। শাদা নিশেন তুল্‌লে শাদা মানুষ মারতে বাইবেলে নিষেধ আছে। কিন্তু কালা আদ্‌মি—অসভ্য কালা—ড্যাম নিগার—মারিয়া ফেল—উদ্ধার কর। পুণ্যি আছে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ) দেখো শালা! কিস-মাফিক কাম চল্‌তা হায় দেখো।

সুন্দর। তবে রে শালা!—(রডাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন)।

রডা। বস্—সুন্দর! তোম্‌বি মেলেটারি, হাম্‌বি মেলেটারি। বস্ কর। মৎ টানো!

সুন্দর। হুকুম দাও। (রডার বংশীধ্বনি) বস্—চল সাহেব! তোমাকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিই।

——

পঞ্চম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা—বাদ্‌শার কক্ষ।

আক্‌বর ও সেলিম।

সেলিম। জাঁহাপনা! এ গোলামকে তলব করেছেন কেন?

আক। বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় আজ আনিয়েছি। সঙ্গে কেউ আছে?

সেলিম। আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা!

আক। দরজা বন্ধ কর। তার পর শোন—যা বলি, তা মন দিয়ে শুন। আমার শারীরিক অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছ?

সেলিম। জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক—দুই অবস্থাই খারাপ।

আক। শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণে বেশী। বাঙ্গালায় কি ব্যাপার হচ্ছে, তা জান?

সেলিম। শুনেছি—বাঙ্গালায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হয়েছে।

আক। হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই ব'লে আগ্রায় প্রচার। আর এটা ভুঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন নামে হিন্দুস্থানে প্রচার কর্‌তে দেব না। আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটিমাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হবে না। তা পরাজিতই হই, কি জয়ীই হই।

সেলিম। একটা তুচ্ছ বাঙ্গালী ভুঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা এতদূর চিন্তিত, এটা আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

আক। হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত?—সেলিম! এ ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়।

সেলিম। তবে কি জাঁহাপনা?

আক। বাঙ্গালীকে দেখেছ?

সেলিম। দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান্। কিন্তু শরীর সম্বন্ধেই কি, আর মন সম্বন্ধেই বা কি—বড় দুর্ব্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ—কিন্তু বড় দুর্ব্বল—দুর্ব্বলতার জন্য বাঙ্গালী একতা নেই। বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভা বাঙ্গালী পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর একা বাঙ্গালী মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তা বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান্ সম্রাটেরও পূজনীয়। কি একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ—হীন হ'তেও হীন অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।

আক। কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বোঝে—এটা জান? আর বুঝে যদি কার্য্য করে তা হ'লে বাঙ্গালী কি হ'তে পারে জান?

সেলিম। গোস্তাকি মাফ্ হয় জাঁহাপনা ওইটেতেই আমার কিছু সন্দেহ আছে।

আক। আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই! বাঙ্গালাতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হয়েছে। বাঙ্গালার বিদ্রোহ—ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান। বল দেখি সেলিম, হিন্দুস্থানের বাদ্‌শার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না?

সেলিম। অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অবস্থা ব্যাপার কেমন ক'রে সংঘটিত হ'ল জাঁহাপনা?

আক। অত্যাচার। একমাত্র কারণ অত্যাচার। নিরীহ শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত প্রজা, অত্যাচারে উত্তেজিত হয়েছে। আমার নয়া কর্ম্মচারিগণ বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত কর্‌ত। অত্যাচার-উৎপীড়িত হয়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতীকারের জন্যে উপস্থিত হ'ত, তখন আর কতকগুলা কুলাঙ্গার বাঙ্গালীর সহায়তায়, আমার কর্ম্মচারী আমাকে বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেত। আমি কিছু বুঝতে না পেরে, কর্ম্মচারীদের কথায় বিশ্বাস ক'রে, প্রতীকারে অক্ষম হয়েছি। কখন কখন অত্যাচারের কথা আমার কানের কাছে আস্‌তে আস্‌তে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আজ বাঙ্গালী সেই সীমা অতিক্রম করেছে। প্রতীকারের জন্য একত্র হ'তে গিয়ে এক জন মহাশক্তিমান্ যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান্ জাতীয় ভাবে উদ্ভাসিত।

সেলিম। সে ব্যক্তি কে জাঁহাপনা?

আক। তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে বন্ধুতা করেছ, তার প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে তার উন্নতির কামনায় তুমিই আমাকে অনুরোধ করেছ।

সেলিম। কে—প্রতাপ-আদিত্য?

আক। প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান করেছি। সে এক কথায় আমাকে বশীভূত ক'রে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমায় দেখে, আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে, সে আমাকে বলেছিল, "জাঁহাপনা! আজও আপনি দুনিয়া জয় করতে পারেন নি?" বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম, সেই উজ্জ্বল পলকহীন বিশাল চক্ষু আমার দৃষ্টিপথ ভেদ ক'রে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ করছে। আমি রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, 'প্রতাপ, কিছু খুঁজে পেলে?' যুবক বল্লে "জাঁহাপনা! পেয়েছি। রাশি রাশি স্তূপীকৃত অতুলনীয় শক্তি। কিন্তু সম্রাট আকবরের শক্তির তুলনায়, তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র। নইলে পাঁচ জন মোগল নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আয়ত্ত করেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশ জন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় করতে পারে না? পারে, কিন্তু ঈশ্বর আকবরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেন নি। প্রিয়দর্শন দিল্লীশ্বরের মুখে আজ বার্দ্ধক্যের ম্লান রেখা। তাই সময়ের অভাবে তিনি আজ ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট।" আমি বল্লুম—'তুমি পার?' প্রতাপ ব'ল্লে—"বোধ হয়।" আমি কৌতূহলপরবশ হয়ে পরীক্ষার জন্য যশোর প্রদান করি। অল্পদিনের মধ্যে সেই যশোর—বেহার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আর যদি একপদ অগ্রসর হয়—কোনও ক্রমে বাঙ্গালা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে, তা হ'লে মোগলের হাত থেকে ভারত গিয়েছে জেনে রাখ। আমার শরীরের অবস্থায় বুঝতে পারছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচব না। এ কার্য্য তোমাকেই করতে হবে। কাবুল যাক্, গোলকুণ্ডা যাক্, আমেদনগর যাক্—দিল্লী বাদে ভারতের অধিকৃত সাম্রাজ্য সব যাক, একদিন না একদিন ফিরে পাব। কিন্তু বাঙ্গালা বারাণসীর পারে যদি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্থানও অগ্রসর হয়, তা হ'লে মোগল সাম্রাজ্য আর ফিরে পাবে না। পাঁচ জন মোগল নিয়ে ভারতশাসন। মানসিংহ, বীরবল, ভগবান্ দাস, টোডরমল প্রভৃতি মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে এই পাঁচজন মোগল পাঁচ কোটির আবছায়া ধারণ ক'রে আছে। এ দর্পণ না ভাঙতে ভাঙতে শীঘ্র যাও। যত শীঘ্র পার প্রতাপের গতিরোধ কর।

সেলিম। জাহাপনা কি গতিরোধের চেষ্টা করেন নি?

আক। করেছি। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কিছু করতে পারিনি। সের খাঁ গেছে, ইব্রাহিম পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে। শেষে আজিম খাঁকে বাইশ আমীর সঙ্গে দিয়ে লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক ক'রে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজও ত জয়ের সংবাদ কেউ আন্লে না। (নেপথ্যে—করাঘাত)—কে ও?

(সেলিম কর্ত্তৃক দ্বার উন্মোচন ও দূতের প্রবেশ)

আক। খবর?

দূত। জাঁহাপনা! বল্তে গোলামের মুখে কথা আস্ছে না।

আক। বুঝতে পেরেছি—আজিমও হেরেছে।

দূত। শুধু হার নয় জাঁহাপনা!—সব গেছে!

সেলিম। সব গেছে?

দূত। আজিম খাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমীরের এক জনও নেই। পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস। বিশ হাজার বন্দী। বাকী আছে কি গেছে, তার খবর নেই।

আক। সেলিম! এরূপ যুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ! সেলিম! শীঘ্র যাও—এই দণ্ডাজ্ঞা হুকুম নাও। মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আন। সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপর চেপে পড়। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করো না। সেলিম! এ পরাজয় নয়—আমার মৃত্যু। কিন্তু আমার পানে চেও না, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রো না। জল্দি যাও—জল্দি যাও। এ পরাজয়-সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হবার পূর্ব্বে মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গালায় সৈন্য প্রেরণ কর। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর!

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহর—কাছারীবাটী।

বসন্ত।

বসন্ত। কি যে অদৃষ্টে আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। দাদা পুণ্যবান্—অম্লানবদনে একদিনে সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন! গিয়ে কাশীপ্রাপ্ত হলেন। কিন্তু আমার পরিণাম কি? আমি গোবিন্দদাসকে ছাড়লুম। কি সুখে যে ঘরে রইলুম, তা ত বলতে পারি না। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি আমার ওপর দিয়েই ফলে যায়। গতিক ভাল বুঝছি না! প্রতাপ বারংবার মোগলজয়ে অহঙ্কারে এত আত্মহারা হয়েছে যে, সে বাঙ্গালী—এ কথা একেবারে ভুলে গেছে। পুত্রকলত্রপূর্ণ ছোট ছোট ঘরই যে বাঙ্গালীর রাজ্য, তা আর প্রতাপের মনে নেই। বাঙ্গালা বাঙ্গালা ক'রে প্রতাপ এমন সোনার রাজ্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত। কি করি? কেমন ক'রে প্রতাপের ক্রোধ থেকে ছেলেপুলেগুলোকে রক্ষা করি?

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী। হাঁ মহারাজ! এ সব কি শুনি?

বসন্ত। কি শুনেছ ছোটরাণি?

ছোটরাণী। প্রতাপ নাকি গোবিন্দকে কয়েদ করতে হুকুম দিয়েছে?

বসন্ত। কই না—এ কথা কে বল্‌লে?

ছোটরাণী। যশোরময় এ কথা রাষ্ট্র। আপনি না বল্‌লে শুন্‌ব কেন?

বসন্ত। কয়েদ কর্‌তে হুকুম দেয় নি। তবে তোমার ছেলের সম্বন্ধে সুবিচার করতে প্রতাপ আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে।

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলের অপরাধ?

বসন্ত। অপরাধ খুবই। যদি রাজার যোগ্য কার্য্য করতে হয়, তা হ'লে প্রাণদণ্ডই হচ্ছে তার অপরাধের শাস্তি। তোমার ছেলে সেনাপতির বিনানুমতিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধের আইনে সেটা গুরু অপরাধ।

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলে ত তার অধীন নয়?

বসন্ত। প্রতাপ বাঙ্গালার সার্ব্বভৌম। য যশোরের অধীশ্বর—তার এক জন সামন্তরাজ ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমিই তার অধীন, তা তোম ছেলে! তবে প্রতাপ আমাকে মান্য করে, শ্র উচ্চ আসন দেয়—এই আমার ভাগ্য।

ছোটরাণী। তা হ'লে গোবিন্দকে আপ শাস্তি দেবেন নাকি?

বসন্ত। এই ত বল্‌লুম—রাজার যোগ্য কা করতে হ'লে, নিরপেক্ষ বিচার কর্‌লে, শাস্তি দি হয়।

ছোটরাণী। বেশ, তবে শাস্তিই দিন! কি জামাই রামচন্দ্রও ত চ'লে এসেছে, কই, বেলায় ত নিরপেক্ষ বিচার হ'ল না? সে প্রতাপের নিজ বাড়ীতে মহা-আদরে বাস কর্‌ যত বিচার বুঝি দেইজীর বেলা?

(উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

উদয়। দাদা! রক্ষা করুন।

বিন্দু। দাদা! আমাকে রক্ষা করুন। (উদয় পদধারণ)—ঠাকুরমা, রক্ষা কর।

ছোটরাণী। ব্যাপার কি?

বসন্ত। ব্যাপার কি?

উদয়। পিতা রামচন্দ্রকে বন্দী করতে আদে দিয়েছেন।

বিন্দু। বন্দী নয় দাদামশায়!—হত্যা। আ বেশ বুঝেছি—হত্যা! বন্দী ক'রে নিয়ে গি আমার অসাক্ষাতে তাঁকে হত্যা করবে। দাদামশায়। অভাগিনীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা দে যুক্তি দিন!

বসন্ত। দেখলে ছোটরাণি!

ছোটরাণী। না—প্রতাপ যথার্থই রাজা য মেয়েকে—তাই কি যে সে মেয়ে—উদয়াদি হ'তেও প্রিয় যে বিন্দুমতী—তাকে বিধবা কর সে অগ্রসর হয়েছে। মহারাজ! যে কোন উপা মেয়েটাকে যে রক্ষা করতে হচ্ছে!

বসন্ত। রামচন্দ্র কোথা?

উদয়। তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

বসন্ত। কেমন ক'রে তাকে বাড়ী থেকে ব করব?

উদয়। আমি এক উপায় ঠাওরেছি! আ সন্ধ্যায় আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ। সেই সুযো

তারে বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে আমার পাল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে আসব।

বসন্ত। উত্তম পরামর্শ। ভয় নেই দিদি! আমি তোকে রক্ষা করব।

ছোটরাণী। যেমন ক'রে হোক, রক্ষা করতেই হবে। রাজ্যশাসনের অছিলায় এরূপ নিষ্ঠুরতা—বিংশ রাজারই শোভা পায় হিন্দুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর কখন শোভা পায় না। রক্ষা কর মহারাজ—রক্ষা কর বিন্দুকে রক্ষা কর। মোহান্ধ প্রতাপকে রক্ষা কর।

বসন্ত। যাও ভাই! তুমি নাতজামাইকে যে কোনও উপায়ে পার সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ভয় নেই দিদি, কিছু ভয় নেই—যাও, আর বিলম্ব করো না।

[উদয় ও বিন্দুর প্রস্থান।

ছোটরাণী। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার হৃদয়বল!

বসন্ত। ছোটরাণি! এখন তুমি প্রতাপকে কি বল্‌তে চাও?

ছোটরাণী। আমি দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী—রাজ-চরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই।

বসন্ত। তোমার ছেলের সম্বন্ধে এখন কি বল?

ছোটরাণী। দোহাই মহারাজ! আমি মা, আমাকে পুত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবেন না। ধার্ম্মিক চূড়ামণি মহারাজ বসন্ত রায়ের যা অভিরুচি।

[প্রস্থান।

(রাঘবের প্রবেশ)

বসন্ত। রাঘব! তোমার দাদা কোথা?

রাঘব। চাকসিরিতে বাঘ মারতে গেছে।

বসন্ত। হুঁ! বাঘ মারতে গেছে—না পালিয়েছে! এখানে থাকলে যদিও হতভাগা বাঁচত, তা এখন আর কিছুতেই তার নিস্তার নেই।—কে আছ? দেউড়ীতে কে আছ?

[প্রস্থান।

রাঘব। দাদা—দাদা! (পলাইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। কেন—ব্যাপার কি?

রাঘব। চুপ—চুপ। বাবা তোমাকে—(ইঙ্গিত)—একেবারে—পালাও—পালাও। লম্বা দৌড়—চাকসিরি-চাকসিরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির।

শঙ্কর ও কল্যাণী।

শঙ্কর। এ স্থানে কি মনে ক'রে কল্যাণী?

কল্যাণী। স্বামীর কাছে স্ত্রী ত অন্তমনস্কেই আসে। মনে ক'রে আসে—এমন ত কখনও শুনিনি!

শঙ্কর। গৃহস্থের বউ, অন্তঃপুর ছেড়ে অন্তমনস্কে চ'লে আসা আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কল্যাণী। যখন গৃহস্থের বউ ছিলুম, তখন ত কই আসিনি? এখন স্বামী আমার সন্ন্যাসী। শাস্ত্র-মতে আমি সন্ন্যাসিনী। সংসার আমার ঘর। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি—দোষ কি?

শঙ্কর। আমাকে যেন কোনও অনুরোধ করো না।

কল্যাণী। কেন—রাখতে পারবে না?

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লে পারব না।

কল্যাণী। তুমি এ কথা যে বল্‌তে পেরেছ—এই আশ্চর্য্য। আমি জানি—তুমি অনুরোধ এড়াতে পারবে না।

শঙ্কর। রহস্য নয় কল্যাণি! আমাকে কোনও অনুরোধ করো না। আমি রাখতে পারব না।

কল্যাণী। ভিখিরী বামুন মন্ত্রী হয়ে দেখছি একেবারে চাণক্যের ভায়রাভাই হয়ে পড়েছ!

শঙ্কর। রাজার আদেশ কি, তা জান? তাঁর জামাতার সম্বন্ধে যে কেউ আমার কাছে অন্যায় উপরোধ নিয়ে আসবে, সে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হবে। তা সে পুরুষ হোক—কি স্ত্রী-লোকই হোক। তা তিনি রাজমহিষীই হ'ন—কি মন্ত্রিপত্নীই হ'ন।

কল্যাণী। সে ভয় আমাকে দেখিয়ে নিরস্ত করতে পারছ না। আমি ত নির্ব্বাসিত হয়েই আছি। প্রসাদপুরের সেই ক্ষুদ্র কুটীর—আমার শ্বশুরের ঘর—আর সেই ঘরের ঐশ্বর্য্য—পঁচিশ বৎসরের স্বামিসঙ্গ যে দিন ছেড়ে এসেছি, সেই দিন থেকে ত আমি ফকিরণী। আমাকে তুমি নির্ব্বাসনের ভয় দেখাও কি?

শঙ্কর। তুমি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করলে কল্যাণি!

কল্যাণী। এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত! আজকাল তুমি এক জন বড়লোক—বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব। কত রাজারই ওপর আধিপত্য কর। এক জন শক্তিমান্ রাজাকে আয়ত্তে পেয়ে তাকে হত্যাই করতে চলেছ। আমার সঙ্গ এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত!

শঙ্কর। আঃ! এ ত ভাল জ্বালাতেই পড়লুম।

কল্যাণী। কিন্তু এই কল্যাণী বামনীর অত্যাচার সইতে শিখেছিলে, তাই তুমি এতটা বড় হয়েছ।

শঙ্কর। কল্যাণি! এখনও বল্‌ছি—স্থানত্যাগ কর। নইলে মর্য্যাদা থাকবে না।

কল্যাণী। কখন কিছু চাইনি—আজ তোমার কাছে রামচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা চাই।

শঙ্কর। তা হ'তেই পারে না।

কল্যাণী। তা হ'লে কি এই ঘোর অধর্ম্ম কর্‌তেই হবে?

শঙ্কর। অধর্ম্ম নয়, তবে নিষ্ঠুর ধর্ম্ম।

কল্যাণী। জামাতৃহত্যা—ধর্ম্ম?

শঙ্কর। রাজদ্রোহী জামাতৃ হত্যা—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্জ্জুনকে বারো বৎসর বনে পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণী। তার ফলে কুরুক্ষেত্র। আর যাঁর পরামর্শে এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর গুণে প্রভাস—একদিনে যদুবংশ ধ্বংস! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ পোড়া বাঙ্গালীর রাজত্বের আর বেশী দিন অস্তিত্ব নেই।

(প্রতাপের প্রবেশ।)

প্রতাপ। আশীর্ব্বাদ কর মা—আশীর্ব্বাদ্ কর! শীঘ্র এ রাজ্যের ধ্বংস হোক্।

কল্যাণী। মহারাজ!—মহারাজ! বুঝতে পারিনি—আমি জ্ঞানহীনা নারী।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা—তুমি জ্ঞানময়ী। তুমিই তোমার স্বামীকে উপদেশ দিয়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছ। তুমি তোমার স্বামীকে জোর ক'রে প্রসাদপুর থেকে না নির্ব্বাসিত করলে কেউ যশোরের নাম শুনতে পেত না। আমি কিন্তু রাজদণ্ড-ধারণে অনুপযুক্ত। কঠোর কর্ত্তব্যপালনে এখনও ইতস্ত করছি—অপরাধীকে শাস্তি দিতে পাচ্ছি না।

কল্যাণী। হতভাগ্য রামচন্দ্র।

প্রতাপ। হতভাগ্য আমি। আমার নিজে শক্তি না বুঝতে পেরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গেছি আজ বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে কাঞ্চনাভা একাকিনী রমণী নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গের অপ প্রান্তে চ'লে যাচ্ছে। নরঘাতী দস্যু-ঠগ এখন তা পানে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করে না কিন্তু আর থাকে না—এ দিন আর থাকে না আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গালীর চিংহ দুর্দ্দশা আবার তাকে গ্রাস কর্‌বার জন্যে ধী ধীরে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি কর্ত্ত কর্ম্মে ত্রুটি করছি। (নেপথ্যে কামানের শ কি এ?

(কমলের প্রবেশ)

কমল। মহারাজ! জামাই রাজা পালালে

প্রতাপ। এ কি সেই নরাধমই কামা ছুড়লে?

কমল। আজ্ঞে হাঁ। কামান ছুড়ে জানি গেলেন।

প্রতাপ। কমল! যার সাহায্যে এ নরাধ পালিয়ে গেছে, তার মাথা যদি এখনি আমা কাছে এনে উপস্থিত কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাকে মহামূল্য পুরস্কার দিই। সে হতভাগা যদি আমার পুত্রও হয়, তথাপি তাকে হ করতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

কমল। যো হুকুম। তা হ'লে সেলাম জাঁহাপনা! গোলামের শত অপরাধ ক্ষ করুন।

প্রতাপ। তোমার অপরাধ কি?

কমল। আজ্ঞে জনাব, এই বেইমা অপরাধী। আমাকে অন্দর রক্ষার ভার দি ছিলেন। সুতরাং আমিই অপরাধী। জা রাজা গোলাম সেজে মশালচীর বেশ ধ পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিনতে পেরেছি —তাঁকে ধ'রেও ছিলুম। কিন্তু ধ'রে রা পারলুম না।

প্রতাপ। কেন?

কমল। শুধু এক জনের জন্ম পারলুম না। তাঁর কাতরোক্তিতে কমলের কঠোর প্রাণ খুলে গেল—হাতের বাঁধন খসে গেল।

প্রতাপ। কে সে?

কমল। বলুন, তাঁকে হত্যা করবেন না?

প্রতাপ। তুমি না বললেও জানতে পারব।

কমল। কিছুতেই না—বিশ বৎসর চেষ্টা করলেও না। আপনি কমলকে শাস্তি দিন।

প্রতাপ। তোমাকে ক্ষমা করলুম।

কমল। কমল মাফ্ চায় না—অপরাধের শাস্তি চায়। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম উজীর সাহেব, সেলাম মা জননী—(কমলের আত্মহত্যা)

কল্যাণী। হায় হায় কি হ'ল! কমল আত্মহত্যা করলে!

শঙ্কর। যাও কল্যাণী! ঘরে যাও।

[কল্যাণীর প্রস্থান।

প্রতাপ। বুঝ্‌তে পেরেছ শঙ্কর—কার সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়নে সক্ষম হয়েছে?

শঙ্কর। বুঝেছি, কিন্তু—মহারাজ! তিনি অবধ্য।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

শঙ্কর। এমন অসময়ে কেন সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। মহারাজ! বিষম সংবাদ!—রাজা মানসিংহ একেবারে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে যশোরের দ্বারে উপস্থিত!

প্রতাপ। বেশ হয়েছে। যশোরের ধ্বংস-চিন্তাও মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনে উদিত হয়েছে। যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্রও মূল্য নেই। স্বাধীন করবার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম,—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার বিড়ম্বনা। শঙ্কর! মরণের জন্য প্রস্তুত হও!

শঙ্কর। সর্ব্বদাই ত প্রস্তুত আছি মহারাজ! কিন্তু আমি ত বিশ্বাস করতে পারছি না। এই জলবেষ্টিত দেশ—চারিদিকে সজাগ প্রহরী—এ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে কেমন ক'রে শত্রু যশোরে প্রবেশ করলে?

সূর্য্য। প্রহেলিকা! আমি কিছু বলতে পারছি না মহারাজ! ধুমঘাট থেকে এক দিনের পথ মাত্র তফাৎ। দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ। যমুনা পার হ'তে তার একটিমাত্র সৈন্যও অবশিষ্ট নেই। ঈশ্বরীপুরে এসে রাজা দূত পাঠিয়েছে।

প্রতাপ। দূত কই? (সূর্য্যকান্তের প্রস্থান) ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলে কি শঙ্কর?

শঙ্কর। কে এমন বিশ্বাসঘাতক মহারাজ?

প্রতাপ। এখনি বুঝ্‌তে পারবে—মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত জানতে পারা যাবে। যে জাতি সামান্য দু'এক পয়সার লোভে, চাকরীর খাতিরে, ঈর্ষা অভিমানের বশে সহোদরের ওপর অত্যাচার করে, সে জাতির কাকে তুমি বিশ্বাস কর?

(দূতসহ সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মহারাজ মানসিংহ এই দুই উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ দু'য়ের মধ্যে যেটা মহারাজের অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন। (শৃঙ্খল ও অস্ত্র প্রদান)

প্রতাপ। (অস্ত্র লইয়া) তোমার প্রভুকে বল—প্রতাপ-আদিত্য যতই কেন বিপন্ন হোক না, তথাপি সে মোগলশৃগালকের কাছে মস্তক অবনত করে না।

দূত। যথা আজ্ঞা।

[শৃঙ্খল লইয়া প্রস্থান।

প্রতাপ। এখন কর্ত্তব্য? (পরিক্রমণ)

সূর্য্য। (জনান্তিকে) এই রাত্রের মধ্যে তার সম্মুখে উপস্থিত না হ'লে প্রভাতেই ধুমঘাট দুই লক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হবে।

শঙ্কর। সমস্ত সৈন্য ত দেশের চারধারে ছড়িয়ে আছে।

সূর্য্য। রাত্রের মধ্যে বিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ করতে পারি। তার পর এক দিন বাধা দিয়ে রাখতে পারলে, আর বিশ হাজারের যোগাড় হয়।

(রডার প্রবেশ)

শঙ্কর। বড়ই বিপদ সূর্য্যকান্ত!

প্রতাপ। কি সাহেব! খবর কি?

রডা। আমি কি করব? তোমার বাঙ্গালী আপনার পায়ে কুড়ুল মারবে, তা আমি কি

কর্‌ব ?—আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই জলে জলে ঘুর্‌ছি।—তোমার ভবানন্দ চাকসিরি দিয়ে শত্রু আন্‌বে, তা আমি কি করব ?

প্রতাপ। শঙ্কর! শুনলে ?

রডা। সোজা পথ দিয়ে আন্‌লে কি পারত ?—বন কেটে নতুন রাস্তা তৈরী ক'রে মানসিংহকে যশোরে এনেছে।

প্রতাপ। এখন কি করবে ?

রডা। হুকুম কর।

প্রতাপ। তুমি সহর রক্ষা কর।

রডা। বেশ।

প্রতাপ। আর, পুরবাসিনীদের জাহাজে তুলে রাখ।—ফিরি, আবার তাদের কূলে নিয়ে এস। আর যদি মোগলসৈন্যকে সহরে ঢুকতে দেখ তো তখনি তাদের ইছামতীর জলে বিসর্জ্জন দিও।

রডা। বেশ। (চক্ষে রুমাল প্রদান)

প্রতাপ। দেখো, যেন তারা মোগলের বাঁদী হয়ে আগ্রায় না যায়।

রডা। আচ্ছা।

প্রতাপ। যাও, আর বিলম্ব করো না।

[রডার প্রস্থান।

হাঁ শঙ্কর! ধূর্ত্ত মানসিংহ এত দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরটা ঠকিয়ে নেবে ?—ঠকিয়ে নেবে!—শত অপরাধী হ'লেও বাঙ্গালী আমার প্রাণ। সেই বাঙ্গালীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি আমার সোনার যশোর, মানসিংহ এসে ঠকিয়ে নেবে ? সূর্য্যকান্ত! কত সৈন্য তোমার কাছে আছে ?

সূর্য্য। বিশ হাজার। আর বিশ হাজার কা'ল সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু ক'াল সমস্ত দিন যদি কোনও রকমে মানসিংহের গতিরোধ করতে পারি, স্থির বলছি মহারাজ, পরশ্ব প্রভাতে আমি তার সৈন্যস্রোত ফিরিয়ে দেব।

প্রতাপ। বিশ হাজার! যথেষ্ট—যথেষ্ট।—সূর্য্যকান্ত, তুমি আর তোমার গুরু—দু'জনে দশ হাজার নাও। আমায় দশ হাজার দাও। যাও শঙ্কর! তুমি এই রাত্রে দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন দাও। গ্রামবাসীদের ধূমঘাটে পাঠাও। আমি পেছন থেকে মোগলের রসদ মারতে চললুম। দেখো, সাবধান! সমস্ত দেশের মধ্যে মানসিংহ যেন তণ্ডুলকণা না পায়। ক্ষুধা যাতনায় মোগলসৈন্য কেমন লড়াই করে, একবার দেখবে এস!

শঙ্কর। ঈশ্বর প্রতাপ-আদিত্যকে চিরজীবী করুন। সমস্ত ভারত যেন তাঁর পদানত হয়।

সূর্য্য। দু'লক্ষ বীরের ক্ষুধানলে আজ দাবানল প্রজ্বলিত করব।

সকলে। জয়—যশোরেশ্বরীর জয়।

চতুর্থ দৃশ্য

বসন্ত রায়ের গৃহ।

বসন্ত রায়, ছোটরাণী ও সূর্য্যকান্ত।

ছোটরাণী। অ্যাঁ, এমন বিশ্বাসঘাতক কে করলে ? আমারই চাকসিরি দিয়ে আমার ঘরে শত্রু প্রবেশ করালে, এমন কুলাঙ্গার কে ?

বসন্ত। কে ?—আর জেনে কাজ নেই ছোটরাণি! মা যশোরেশ্বরীকে ধন্যবাদ দাও যে এবারেও তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি।

সূর্য্য। পা'র ধুলো দিন রাণী মা, আপনার আশীর্ব্বাদে বড় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। আমাদের কয়েদ রাখবার আর স্থান ছিল না। চোখে ধুলো দিয়ে জুয়াচোর, মানসিংহ আর একটু হ'লে আমাদের প্রাণের যশোর কেড়ে নিয়েছিল। মানসিংহ এখন টের পেয়েছে। যখন সমস্ত সৈন্য পেটের জ্বালায় খাই খাই ক'রে তাকে ঘেরে ধরেছে, তখন বুঝেছে—যশোরজয় চোরের কর্ম্ম নয়। অধর্ম্ম না চুক্‌লে স্বয়ং বিধাতাও অনিষ্ট কর্‌তে যশোরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না।—সমস্ত সৈন্যই তার ধ্বংস হ'ত, কি বল্‌ব, আমাদের সৈন্য ছিল না।—এ দাস আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌বে না। অনুমতি করুন—বিদায় হই। যে সমস্ত গ্রামবাসীদের গৃহ দগ্ধ করেছি, তাদের বাসস্থান প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার আমার ওপর।

ছোটরাণী। তা হ'লে এখনি যাও। স্থানাভাবে গরীবদের বড়ই কষ্ট হচ্ছে!—

[সূর্য্যকান্তের প্রস্থান।

তা এ পোড়া চাকসিরি নিয়েই যখন এত গোল, তখন মহারাজ! এ চাকসিরি প্রতাপকে সমর্পণ করুন না।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান আজ ঠাকুর বসন্ত রায়ের কাছে চাকসিরি ভিক্ষা করে।

বসন্ত। বেশ। প্রতাপকে এখনি পাঠিয়ে দাও।

শঙ্কর। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বসন্ত। চাকসিরিও রাখব না, বিষয়ও রাখব না। ছোটরাণি! তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এস। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ প্রতাপকে দান করব। গঙ্গাজল নিয়ে এস—ফুল-চন্দন নিয়ে এস।

ছোটরাণী। সেই ভাল, কিছু রাখবার প্রয়োজন নেই। যখন প্রতাপ আছে, তখন সব আছে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ)

গোবিন্দ। হায় হায়! এত চেষ্টা—সব পণ্ড হ'ল! সাগরপ্রমাণ মোগলসৈন্য যশোরের দ্বারে এসে ফিরে পালিয়ে গেল। চাকসিরি দিয়ে শত্রু এনে শুধু কলঙ্ক কিনলুম! কি করলুম! হয় ত প্রতাপ মনে করেছে—পিতাও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন! আমার দেবতা পিতার স্কন্ধে কলঙ্ক অর্পণ করলুম। ওই প্রতাপ আসছে! বিজয়ী হয়ে পিতাকে আমার লজ্জা দিতে আসছে। অসহ্য—অসহ্য! মর্ম্মভেদী টিট্‌কারি—অসহ্য—অসহ্য!

(প্রতাপের প্রবেশ)

(নেপথ্যে) গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল! প্রতাপ এসেছে—শীঘ্র গঙ্গাজল!

প্রতাপ। অ্যাঁ—গঙ্গাজল!—হত্যার ষড়যন্ত্র! ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিয়ে শঙ্কর চ'লে গেল! শুধু 'গঙ্গাজল' অস্ত্র হাতে করলে ত আর কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারব না।

গোবিন্দ। অ্যাঁ! গঙ্গাজল! অস্ত্র খুঁজছেন! তা হ'লে হত্যা—পিতৃহত্যা! (প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক আওয়াজ)

প্রতাপ। তবে রে নরপিশাচ।—(গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাত)

বসন্ত। গঙ্গাজল দে! কে কোথায় আছিস্, আমায় গঙ্গাজল দে! গঙ্গাজল!—গঙ্গাজল!

প্রতাপ। আর গঙ্গাজল কেন? মা গঙ্গার স্মরণ কর। ভক্তবিটেল—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার—(বসন্ত রায়কে হত্যা)

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। হাঁ হাঁ হাঁ মহারাজ। নিবৃত্ত হও—ক্ষান্ত হও—যা! সর্ব্বনাশ হ'ল।

(পুষ্প ও গঙ্গাজল-পাত্রহস্তে ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী। একি? একি? কি করলে প্রতাপ?

শঙ্কর। কি করলে মহারাজ?

ছোটরাণী। তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করবেন ব'লে রাজা যে আমাকে গঙ্গাজল আনতে বলেছেন। আমি যে তোমার জন্য গঙ্গাজল এনেছি!

প্রতাপ।—অ্যাঁ—তবে কি করলুম?

ছোটরাণী। মহারাজ! গঙ্গাজল চেয়ে চুপ করলে কেন? প্রতাপ এসেছে—গাঙ্গল নাও—আচমন কর। সর্ব্বস্ব তাকে দান কর। ঋষিরাজ! —ঋষিরাজ! (মূর্চ্ছা)

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। ওগো কি হ'ল?—মা যশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন কেন?—অ্যাঁ—একি!—তাই —তাই বুঝি মা চ'লে গেলে?

শঙ্কর। কি করলে মহারাজ?—কারে হত্যা করলে? বসন্ত রায় যে প্রতাপ ভিন্ন আর কাউকেও জানত না।

প্রতাপ। তা হ'লে কি করলুম!

কল্যাণী। আত্মহত্যা করলে। যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণ ধ'রে রয়েছ—প্রতাপ!—তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রাজঋষিকে হত্যা করলে? তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল পরকাল—সব গেল।

প্রতাপ। যাক্—তবে সব যাক্। ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল,—বিজয়া! তুইও আর থাকিস্ কেন? তুইও যা। (অস্ত্রনিক্ষেপ) শঙ্কর! মানসিংহকে

ফিরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুক। এ গুরুশোণিত-সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড ধারণ আর আমার শোভা পায় না।

পঞ্চম দৃশ্য

(যশোর-উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির।)

মানসিংহ।

মান। না, আর নয়। এ প্রাণ রাখা আর কর্ত্তব্য নয়। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে, শেষ বাঙ্গালায় এসে পরাজিত হলুম। সমস্ত সৈন্য নষ্ট কর্‌লুম! অন্নাভাবে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য উন্মত্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে!—কি পরিতাপ! কি লজ্জা! না, আর না! কোন্ মুখে আগ্রায় ফিরব? কেমন ক'রে বাদ্‌শাকে মুখ দেখাব? না—জীবনধারণের আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই। এইখানেই জীবনের শেষ করি।

(বেগে রাঘব ও ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। মহারাজ!—মহারাজ।

মান। কে ও—ভবানন্দ?

ভবা। শীগ্‌গির আসুন—শীগগির আসুন।

মান। কোথায়?—কেন?

ভবা। যশোরেশ্বরী আপনার মুখ চেয়েছেন, নরাধম প্রতাপকে পরিত্যাগ করেছেন। নরাধম গুরুহত্যা করেছে। হাত থেকে তার বিজয়া অস্ত্র খ'সে পড়েছে। নরাধম শক্তিহীন। এই অবসর। শীঘ্র আসুন।

মান। এ তুমি কি বল্‌ছ?

ভবা। এই দেখুন—রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র! বল বল—মহারাজের কাছে বল। এই বেলা বল।

রাঘব। মহারাজ! আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—আমার ভাই গেছে—মা গেছে।—আমি কচু—কচু—কচুবনে বেঁচেছি।

মান। কি করব ভবানন্দ? আমার যে রসদ নেই?

ভবা। রাশ রাশ রসদ আছে। আমি দেব। গোবিন্দ দেবের সেবার জন্য সে পায়স আমারই হাতে গচ্ছিত রেখেছে! রাশ রাশ রসদ। এক বৎসরে ফুরুবে না। বেশী লোক নয়—সামান্য সামান্য! গুপ্ত পথ—একেবারে প্রতাপ-আদিত্যের অন্দর। চ'লে আসুন—চ'লে আসুন! এই রাত্রি অন্ধকার—বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ—মহা সুবিধা—আর পাবেন না—চ'লে আসুন। কিন্তু—গরীব ব্রাহ্মণ—বক্‌সিস্।

মান। ভবানন্দ! বাঙ্গালার অর্দ্ধেক তোমাকে দান কর্‌ব।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রতাপের ছাউনি।

শঙ্কর ও কল্যাণী।

(নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

কল্যাণী। আর কেন প্রভু? সব শেষ! রাণী, রাজকুমারী, সমস্ত পুরবাসিনী—ইছামতীতে ঝাঁপ খেয়েছে।

শঙ্কর। এ দিকেও সব গেছে। সূর্য্যকান্ত, সুখময়, মদন, মামুদ—সব গেছে। শুধু আমি অবশিষ্ট। কল্যাণি! আমারই কেবল মৃত্যু হ'ল না। রাজা আমার চক্ষের ওপর পিতৃহন্তা। ব্রাহ্মণ ব'লে মানসিংহ আমাকে হত্যা করে নি। 'অস্ত্র ধরব না'—প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কল্যাণী। আর কি জন্য অস্ত্র ধর্‌বে শঙ্কর?

শঙ্কর। ব্রাহ্মণসন্তান—অস্ত্র ধরেছিলুম। তার ভীষণ পরিণাম দেখলুম!

কল্যাণী। চল—কাশী যাই।

শঙ্কর। এখনি, আর বিলম্ব নয়।

কল্যাণী। মা যশোরেশ্বরি! চল্‌লুম! (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) যশোর! প্রাণের যশোর! আর তোমাকে দেখতে পাব না। পবিত্র যশোর! —আমার স্বামীর বীরত্বের লীলাভূমি সোনার যশোর!—চল্‌লুম—

শঙ্কর। অন্ধকার! অন্ধকার!—যাক—জন্মের সাধনার বিষয়! এ জন্মে হ'ল না, আবার জন্মান্তরে আবার ফিরে আসব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভবানন্দ ও রাঘবের প্রবেশ)

ভবা। বস্! কাম ফতে। ভবানন্দ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। যশোর ধ্বংস—যশোর ধ্বংস।

রাঘব। এ কি হ'ল দেওয়ান মহাশয়।

ভবা। কি হবে! তুমি রাজা হবে, আ'র কি হবে? রাঘব—আজ—তুমি যশোরজিৎ।

রাঘব। অ্যাঁ—তা কেন!—এ কি হ'ল!—দাদা গেল!—সে আলো কোথায় গেল? [প্রস্থান।

ভবা। আর আলো! টিম্‌-টিম্‌—টিম্‌ টিম্‌! বস্—বস্—বস্! এইবারে আমার বক্‌সিস্। বস্—বস্! গোবিন্দ বল!—

(রডার প্রবেশ)

রডা। আর একবার বল—(ভবানন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) সব গেছে—তোমাকে রেখে যাচ্ছি না।

ভবা। অ্যাঁ—অ্যাঁ! দোহাই, মেরো না—মেরো না।

রডা। মারব না—তোমায় মারব না—সয়তান! দয়া দিলুম—দয়া করলুম—গোবিন্দ বল। (গলদেশ পীড়ন)

ভবা। অ! অ!—(আল্‌-লা দোহাই—আল্‌-লা!

(মানসিংহের প্রবেশ)

(বন্দুকের আওয়াজ ও রডার পতন)

মান। উঠ—ভবানন্দ!

ভবা। অ্যাঁ—আমি বেঁচেছি। উঃ, বড় পিপাসা।

মান। বেঁচেছ।

ভবা। তা হ'লে আমার বক্‌সিস্?

মান। আগে জল খাও—প্রাণ বাঁচাও।

ভবা। অবশ্য প্রাণ বাঁচাতেই হবে। তা হ'লে মহারাজ! বক্‌সিস্?

মান। যাও ভবানন্দ! যা তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তাই নাও। (পাঞ্জাপ্রদান) বাঙ্গালার অৰ্দ্ধেক তোমাকে প্রদান করলুম। নিয়ে চ'লে যাও। আর এসো না! আমিও হিন্দুকুলাঙ্গার, কিন্তু তুমি আরও নীচ—নেমক-হারাম। যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিও না।

ভবা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক

—•—

রণস্থল

পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপ।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কে ও মা? কি করলি মা? এক-বার বিদ্যুদ্দীপ্তির মতন লীলা দেখিয়ে, সমস্ত জীবনের মত মাতৃভূমির কোলে এ কি অন্ধকার ঢেলে দিলি মা? গুরুহত্যা করলুম—তবু যশোর হারালুম। বল্ মা—আমার যশোর বেঁচে আছে। নরকে গিয়েও তা হ'লে আমি যশোরজীবনে উজ্জীবিত হই।

বিজয়া। অদৃষ্ট—প্রতাপ, অদৃষ্ট! বাঙ্গা মায়ের মর্য্যাদা রাখতে জান্‌লে না।

প্রতাপ। হা বঙ্গ! শত অপরাধেও আ তোমায় ভালবাসি।

বিজয়া। বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপে ফলভোগ কর্‌বে। দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে তার পর, ওই দেখ প্রতাপ! চেয়ে দেখ—(বৃটা নিয়ার আবির্ভাব)—ওই শক্তি বৃটানিয়া—সত্য ময়ী—দয়াবতী—অনন্ত-শক্তিময়ী বৃটানিয়া—পাপে অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিষ্ঠিত যশোরে পুনরুদ্ধার কর্‌বেন। প্রতাপ, তুমি নিশ্চিন্ত হও বারাণসীর পবিত্র ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন।

যবনিকা পতন

কিন্নরী

—:•:—

(নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ		স্ত্রীগণ	
দেবকুমার		বিতস্তা	কিন্নর-রাণী
ব্রহ্মদত্ত	কিন্নর-রাজ	ভদ্রা	ঐ কন্যা
উপগুপ্ত	ঐ মন্ত্রী	সুপ্রভা	ঐ পরিচারিকা
ধনপতি	বিন্ধ্যরাজ	কিন্নরীগণ	সখী
সুদর্শন	ঐ পুত্র	রামা দেবী	ধনপতির মহিষী
বত্তপায়ন	ঋষি	মকরী	ব্যাধ-পত্নী
মন্ত্রী	ধনপতির মন্ত্রী		
উৎপল	ব্যাধ	নাগরিকাগণ।	

—

কিন্নরী

—:•:—

প্রস্তাবনা

কিন্নর-লোক।

গীত।

কইব গো আজ নূতন কথা,
গাইব গো আজ নূতন গান।
খেলবো গো আজ নূতন খেলা,
খুলবো গো আজ নূতন প্রাণ॥
চাইবো গো আজ নূতন চোখে,
হাসবো নূতন হাসি মুখে
অংরে ধরেছি নূতন সুধা
নূতন অধরে করাবো পান।
নূতন প্রেমের এ নবতটিনী
কূলে উছলিবে নূতন বান॥

প্রথম অঙ্ক

—:•—

প্রথম দৃশ্য

কিন্নরলোক—রাজবাটীর অলিন্দ।

বিতস্তা ও ভদ্রা।

বিতস্তা। ঠিক ত?

ভদ্রা। তোমরা যখন আমার জন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছ না, তখন কাঁহাতক তোমাদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করব?

বিতস্তা। একমাত্র কন্যা তুমি। তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে। এ সময় তুমি মনের খেয়ালে বিবাহ করবে না বললে বাপ-মা কেমন ক'রে শান্তি পাবে? তা হ'লে বলি গে তোমার মত হয়েছে?

ভদ্রা। বল গে।

বিতস্তা। দেখো, শেষকালে যেন আমাকে তাঁর কাছে অপ্রস্তুত ক'র না।

ভদ্রা। কিন্তু—

বিতস্তা। আবার কিন্তু কি? সব খুলে বল। তোমার জন্ত স্বামীর কাছে আমাকে নিত্য লাঞ্ছনা খেতে হচ্ছে; তিনি মনে করেন, একমাত্র কন্যাকে কাছ-ছাড়া করতে পারব না ব'লে আমারও ইচ্ছে তুমি আইবুড়ো হয়ে থাক।

ভদ্রা। কিন্তু তোমরা যার তার হাতে যদি আমাকে ধ'রে দিতে চাও—

বিতস্তা। তাই বলু না পাগলী। যার তার হাতে তোকে ধ'রে দেব কি? আমরা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন? রাজা বলেছেন, তুই যদি স্বয়ংবরা হ'তে চাস্, তা হ'লে এখনি তিনি ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা করবেন। দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, চারণ—যেখানে যে সুন্দর কুমার আছে, তারা সকলেই এই কিন্নরপুরে আসবে। তাদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়, তাকেই তুমি পতিত্বে বরণ কর। রাজা বলেছেন, তাঁর চক্ষে সে ব্যক্তি যদি অযোগ্য বলেও বোধ হয়, তবু তিনি নিজে আপত্তিতে তার হাতে তোমাকে দান করবেন। কেমন, এরূপ করলে ত তোমার আপত্তি নেই?

ভদ্রা। না।

বিতস্তা। তা হ'লে আমি রাজাকে গিয়ে বলি?

ভদ্রা। কিন্তু—

বিতস্তা। কি জ্বালা! আবার কিন্তু কেন?

ভদ্রা। যদি তাদের ভিতরে কাউকেও আমার পছন্দ না হয়?

বিতস্তা। তা হ'লে বুঝবো, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে। দেবপুত্রও যদি তোমার মনোমত না হয়, তা হ'লে হীন মানুষের দাসী হওয়াই তোমার ললাটলিখন দেখতে পাচ্ছি।

ভদ্রা। মানুষ কি?

বিতস্তা। বাপের জন্মে কখনও মানুষ দেখিনি, নরলোকেও কখন পা দিইনি। মানুষ কি, তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব?

ভদ্রা। যদি কখন দেখনি, তবে তাকে হীন বল্‌লে কেমন ক'রে?

বিতস্তা। শুনেছি। এ কিন্নর লোকের কেউ কেউ নরলোক দেখে এসেছে—সকলেরই মুখে শুনেছি, নর এক জরামরণশীল অতি নিকৃষ্ট অপবিত্র জীব! তারা কিন্নরের অস্পৃশ্য।

ভদ্রা। দেবতারও অস্পৃশ্য?

বিতস্তা। তোর বুদ্ধি কবে হবে ভদ্রা! শুন্‌ছিস্, কিন্নর-কিন্নরীই যাকে ছুঁতে পারে না, তাকে দেবতা কেমন ক'রে ছোঁবে?

ভদ্রা। ছুঁলে কি হয়?

বিতস্তা। কি হয়, সে তোমার ওই সখা আসছে ওকে জিজ্ঞাসা কর! অতি অল্প দিন হ'ল সে নরলোক বেড়িয়ে এসেছে। তোমার কথা আমি রাজাকে বল্‌তে চললুম।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। তাই ত! এ এক নূতন জাতির কথা মা আমাকে শুনিয়ে গেল! শোনাবার সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাত—আমাকে মানুষের দাসী হ'তে হবে। রহস্যের ছলে মা আমাকে যে কথা শুনিয়ে গেল, সে কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল কেন? তবে সেই ঘৃণিত অপবিত্র জরামরণশীল মানুষের দাসী হওয়াই আমার ললাট-লিখন নাকি? দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ—যেই হোক না কেন, যে শুধু মাত্র আমার রূপ উপভোগের জন্য লালায়িত হয়ে আমার করগ্রহণ করতে আস্‌বে, সে রূপ ভিখারীর হাতে ত আমি আত্মসমর্পণ কর্‌ব না। এই আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা। আমার এই রূপকে তুচ্ছ কর্‌বার চক্ষু যে আমাকে দেখাবে, আমি হব তার। আমি উপযাচক হয়ে তাকে বরণ করতে গেলেও সে যদি আমাকে গ্রহণ কর্‌তে না চায়, তবু আমি তার। আমার এমনই কি দুর্ভাগ্য হবে, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদির ভিতরে সেরূপ পুরুষ পাব না? সে পুরুষ-প্রবর কি মানুষ?

(সুপ্রভার প্রবেশ)

সুপ্রভা। এ কি সই, রাণীমার মুখে শুন্‌লুম, তুমি নাকি স্বয়ংবরা হবার ইচ্ছা করেছ? তবে বিমর্ষমুখে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

ভদ্রা। হাঁ সই, তুই মানুষ দেখেছিস্?

সুপ্রভা। স্বয়ংবর-সভায় মানুষকেও নিমন্ত্রণ কর্‌বে নাকি?

ভদ্রা। তুই আগে আমার কথার উত্তর দে! মায়ের মুখে শুন্‌লুম, তুই নরলোক দেখে এসেছিস।

সুপ্রভা। যখন নরলোক দেখেছি, তখন আর মানুষ দেখিনি!

ভদ্রা। মানুষ কি রকম দেখলি?

সুপ্রভা। এই তুমি আমি যেমন। পুরুষ কিন্নরের মতন, স্ত্রী কিন্নরীর মত।

ভদ্রা। রূপ?

সুপ্রভা। এখানেও যেমন—সেখানেও তেমন। সুন্দরও আছে, কুৎসিতও আছে।

ভদ্রা। তবে আমাদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ কি?

সুপ্রভা। তবে তাদের রূপ আমাদের মত চিরস্থায়ী নয়। সেখানকার সুন্দর কালে কুৎসিত হয়; কুৎসিত ভীষণ হয়। আর তাদের দেহ মৃত্তিকাজাত ব'লে গায়ে একটা দুর্গন্ধ আছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসহ্য।

ভদ্রা। বুঝতে পেরেছি।

সুপ্রভা। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা। এখানে যেমন গুণের অনুযায়ী রূপ, যে ভাল, সে দেখতেও ভাল, যে মন্দ, সে দেখতেও মন্দ, সেখানে সে নিয়ম খাটে না।

ভদ্রা। কি রকম, কি রকম?

সুপ্রভা। মানুষের ভিতর-বার কদাচ এক রকমের হয়। অনেক সময়ই সুন্দর আবরণের ভিতরে পিশাচ লুকিয়ে থাকে।

ভদ্রা। এইটিই আশ্চর্য্যের কথা।

সুপ্রভা। এইবারে বল, মানুষের কথা এত আগ্রহের সঙ্গে জান্‌তে চাইলে কেন?

ভদ্রা। তবে বলি। তুই ত জানিস্, বিবাহ-বন্ধনে পড়তে আমি একেবারেই নারাজ। কিন্তু

বাবা ও মা আমার বিবাহ দেবার জন্য, বিবাহ-বন্ধনে বাঁধবার জন্য বড়ই উৎসুক হয়েছেন। কি করি, বাধ্য হয়ে আমাকে স্বয়ংবরা হ'তে হচ্ছে।

সুপ্রভা। রাজা কি এ স্বয়ংবর-সভায় মানুষকে নিমন্ত্রণ করবেন?

ভদ্রা। তা জানি না।

সুপ্রভা। তবে মানুষের কথা উঠলো কেন? মানুষ নিমন্ত্রণ কি রাণীর ইচ্ছা?

ভদ্রা। রাজার না, রাণীরও না, আর এখন তোর কথা শুনে আমারও তা। হয়েছে কি জানিস, স্বয়ংবরের কথা নিয়েও মায়ের সঙ্গে আমি কথা কাটাকাটি করেছিলুম। তাতেই মা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বল্লেন—"দেখছি মানুষের দাসী হওয়াই তোমার ললাট-লিখন।"

সুপ্রভা। বালাই! তা কেন হবে! দেবপুত্র তোমার চোখের ইঙ্গিতে চলা-ফেরা করবে। সেই তুমি মানুষের দাসী হবে! ছি ছি! সরলা বালিকা তুমি—তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ মায়ের বড়ই অন্যায় হয়েছে। মানুষের দাসী হবে তুমি! দাস ব'লে সে যদি আমার পদপ্রান্ত স্পর্শ করতে চায়, আমি তাকে সে অনুমতি দিতেও সাহস করি না। অতিদূর থেকেও মানুষের গায়ের গন্ধ আমি সহ্য কর্‌তে পারিনি। তুমি তার কাছে দাঁড়াবে! সে তোমাকে স্পর্শ করবে! স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে এ জমাটবাঁধা চাঁদের কিরণ গ'লে আবার সারা আকাশে ছড়িয়ে যাবে।

ভদ্রা। বুঝতে পেরেছি—

সুপ্রভা। কিন্নরলোকের আলো তুমি! এ আলোকের আকর্ষণে পথহারা দেবতা আজ কিন্নরীর দ্বারে অতিথি।

ভদ্রা। দেবতা অতিথি?

সুপ্রভা। অনেকক্ষণ থেকে অতিথি। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে গেছেন। ও কি! দেবপুত্রের কথা শুনে মাথা হেঁট কর্‌লে যে সই?

ভদ্রা। তুই তাকে দেখেছিস্?

সুপ্রভার গীত।

মনে হয় যেন তারে দেখেছি।
চোখ দিয়ে কি মন দিয়ে সই,
সেইটি কেবল ভুলে গেছি॥
মনে হয় যেন তার দুটি আঁখি ছিল সই,
আঁকা ছিল লেখা তাতে ভাষা কত মধুরই,
সঙ্গোপনে তার সনে কথা যেন কয়েছি—
মুখ দিয়ে কি চোখ দিয়ে সই
সেইটি কেবল ভুলে গেছি॥

ভদ্রা। বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

সুপ্রভা। তোমাকে তিনি দেখতে এসেছেন। তোমার আগে দেখা না হ'লে আমি কি দেখতে পারি। শুনেই তোমাকে আগে দেখতে এলুম সই।

ভদ্রা। আমার জন্যই অতিথি?

সুপ্রভা। নইলে এমন অসময়ে কিন্নরপুরে দেবপুত্রের শ্রীচরণ পড়লো কেন?

ভদ্রা। ও! অনুমান!

সুপ্রভা। অনুমান। কিন্তু গেলেই জান্‌তে পার্‌বে, সে অনুমান মিথ্যা নয়!

ভদ্রা। তা হ'লে নিকৃষ্ট অপবিত্র মানুষী আমার অদৃষ্টে আছে নাকি!

সুপ্রভা। ছি ছি! এ কথা তোমার মুখ দে কেন নির্গত হ'ল রাজকুমারী! দেবপুত্রকে কি তুমি বরণ কর্‌তে চাও না?

ভদ্রা। যদি তোমার অনুমান সত্য হয়, যদি আমারই লোভে সে আজ কিন্নরপুরীতে অতিথি হয়ে আসে, তা হ'লে না—কিছুতেই চাই না।

সুপ্রভা। এ তুমি কি পাগলের মত কথা বলছ!

ভদ্রা। যদি তার জন্য পিতামাতার চি[illegible] কোপানলে পতিত হই, তথাপি চাই না। যদি তোর সঙ্গে সখীত্ব বন্ধনও জন্মের মত ছিঁড়ে যায়, তথাপি না।

সুপ্রভা। তা হ'লে আমার অনুমান মিথ্যা হ'ক।

(চতুরিকার প্রবেশ)

চতু। রাজকুমারি! রাজা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। এক দেবপুত্র তোমাকে দেখতে এসেছেন।

ভদ্রা। ব'লগে যাচ্ছি।

চতু। "যাচ্ছি" না—এখনি. চল। দেবতা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য ছটফট করছেন।

ভদ্রা। ব'লগে যা—এখনি যাচ্ছি।

[চতুরিকার প্রস্থান।

সুপ্রভা। তাই ত সই, অনুমান ত মিথ্যা হ'ল না!

ভদ্রা। না হয়েছে, ভালই হয়েছে। ভাল সই, মানুষ সম্বন্ধে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

সুপ্রভা। ওরূপ অলক্ষণ কথা কয়ো না সই! এ দেবপুত্র যদি তোমার মনোমত না হয়, আরও ত দেবপুত্র আছে।

ভদ্রা। তবে থাক্। বলবার অনেক সময় আছে। আয়, তবে বুঝতে পার্‌ছি, দেবপুত্রের সঙ্গে দেখাও কর্‌তে হবে, তার সঙ্গে দু'চার্‌টে কথাও কইতে হবে। তার পর, তোকে মনের কথা জানাবার অনেক সময় আছে।

সুপ্রভা। তুমি কি দেখা কর্‌তেও নারাজ?

ভদ্রা। দেখা কি রোধ হবার কোনও উপায় আছে?

সুপ্রভা। উপায় একটা ভেবে চিন্তে দেখ্‌তে পারি।

ভদ্রা। তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অপ্রিয় কথাটা কইতে হবে। সেটা না কইতে হ'লে বেঁচে যাই।

সুপ্রভা। তাই বল। যাতে দেখা না হয়, তার ব্যবস্থা করি।

ভদ্রা। কি করে কর্‌বি?

সুপ্রভার গীত।

সে কথা কইবো কেন আগে।
গুপ্ত কথা ব্যক্ত হ'লে যদি না লাগে॥
সে ভূত তোমাকে পেতে,
লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছে রেতে॥
দেখ্‌ছে ভুবন তোমাময় আকুল অনুরাগে।
তার চোখে ধুলো পড়া ফেল্‌তে হবে তাগে।

ভদ্রা। তুই যদি তাকে কোনও ক্রমে লুটে নিতে পারিস, তা হ'লে আমি তোর কেনা হয়ে থাকি।

(কিন্নরীগণের প্রবেশ)

১ম, কি। শীগ্‌গির্ এসো সই, শীগ্‌গির এসো। দেবপুত্র ভ্রমর হয়ে প্রতি ফুলের ভিতরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুপ্রভা। সখি, সে ভ্রমরটা আগে থাকতেই আমাদের উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে। যে সেটাকে আট্‌কাতে পার্‌বে, সেটা হবে তার।

১ম, কি। সত্যি সখি?

সুপ্রভা। সখা আবার বল্‌বে কি—আমি কি তোদের মিছে কথা কইলুম?

ভদ্রা। দেবতা-বিবাহ আমার ভাগ্যে নেই। তোরা সকলে মিলে যদি তাকে সখার রূপের ফাঁদে ফেল্‌তে পারিস্, তবেই বুঝ্‌ব তোরা কিন্নরী।

কিন্নরীগণের গীত।

যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে,
তারে দেখে না জানি হবে কি।
যারে পেতে গেলে আগে যেতে হয় গলে,
তারে পাওয়াটা কি চালাকি।
যার চোখ আছে
চোখে চাউনি আছে
গলায় আছে মিঠে কাসি,
যার পরাণ পোড়ানি হিয়া দগদগি
ঠোঁটের আড়ালে হাসি।
সে যে গো হাঁ ক'রে দাঁড়ায়ে দুয়ারে
গান গায় সুরে নাকি।
চলে চল্ তারে দেখা দিয়ে আসি
আর চলে নাকো ফাঁকি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

কিন্নরীগণ।

১ম, কি। খুব সাবধানে, যেন কথা কইতে ধরা পড়িস্‌নি। সুপ্রভা যেমন যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছে, সেই রকম বল্‌বি।

২য়, কি। যদি আমাদের কুহক জানতেই পার্‌বে, তবে কিন্নরী নাম নিয়েছি কেন?

৩য়, কি। দেখে নেব সে কেমন দেবতা।

১ম, কি। চুপ চুপ, বর আসছে—বর আস্‌ছে। একটু আড়ালে চল।

[সকলের প্রস্থান।

(চতুরিকা ও দেবকুমারের প্রবেশ)

চতু। রাজকুমারীও এখানে আছে। বোধ হয়, সখী সেজে আছে।

দে, কু। তা সখীই সাজুন আর যাই সাজুন, তিনি দেবতার চোখ এড়াতে পারবেন না।

চতু। সেটা আপনি বুঝুন। দেখবেন যেন যাকে তাকে রাজকুমারী ব'লে অপ্রস্তুত হবেন না।

দে, কু। না—না—সে ভয় তোমায় করতে হবে না।

চতু। তবে যান, এগিয়ে যান।

দে, কু। তুমি যাবে কেন বিদূরী, তুমিও থাক না।

চতু। ও বাবা! আমি থাকলে?—আমার নাক কান কিছু থাকবে না। এগিয়ে যান—এগিয়ে যান।

[প্রস্থান।

দে, কু। ওই আসছে—বাঃ বাঃ বেশ সুন্দর! কিন্তু কতকগুলো।

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

কি কথা কব দেখা হলে।
(বল্ না লো সই)
যখন আসিয়ে সুমুখে দাঁড়ায়ে
চাবে দু'টি চোখে জল জলে।
(বোঝ না লো সই)
প্রথম মিলনে প্রখর দৃষ্টি
চাহনিতে হবে অনল বৃষ্টি
পুড়ে গিয়ে ছাই যাবে কি সৃষ্টি
ছাই হয়ে ঢুকে পাতালে।
ধ'রে ধ'রে চল যে যার আঁচল,
ভয়ে ভয়ে করে দেহ টলমল,
যদি না সহিতে পারি পরশ
ননীর অঙ্গ যাবে গলে।
(ভেবে দেখ না লো সই)

সকলে। আসুন আসুন। (বারংবার উচ্চারণ)

১ম, কি। ওরে; বরকে বসতে আসন দে।

২য় কি। আসন কি হবে—আঁচল পেতে দে।

৩য়, কি। বর অনেক দূর থেকে এসেছে। অচেনা পথ ঘাট—পথে আসতে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আসন কি হবে, আঁচল পেতে দে।

১ম, কি। আর বাহুলতার বালিস দে।

দে, কু। (স্বগত) হুঁ, এরা কটা সখী। ও এক নজরেই বুঝে নিয়েছি। (প্রকাশ্যে) না, না—অতকরতে হবে না।

১ম, কি। তা কি হয়—তা কি হয়। এ বিশ্রাম না করলে আমাদের মন মানবে না ভালবাসার টানে এসেছেন। পথে হয় ত হোঁচট খেয়েছেন।

দে, কু। হোঁচট খাবো কেন। আ দেবতা। মনোরথে চড়ে আমরা যাতায়াত ক

১ম, কি। তা হ'লে ত আপনার বেশ হয়েছে। মনোরথের চাকার ঘড়ঘড়ানিতে আপ কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

২য়, কি। মনোরথের ঘোড়ার রাশ টা টানতে আপনার হাত জ্বালা করেছে।

দে, কু। সে সব কিছুই হয়নি। তবে একান্তই আমার কথায় বিশ্বাস না কর, যদি তো মনে ক'রে থাক, যথার্থই আমার পরিশ্রম হয়ে তা হ'লে রাজকুমারী ভদ্রাকে নিয়ে এস। তা দেখলেই আমার সকল শ্রান্তি দূর হবে।

৩য়, কি। ঠিক হবে?

দে, কু। ঠিক হবে।

২য়, কি। দেখুন—এখনও বুকে দেখুন।

দে, কু। ও আমি বুঝেছি দেখেছি।

১ম, কি। তা হ'লে আয় সখি, চলে আ দেবতা! তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর। যে কর ভদ্রা আমাদের বিদ্রপুরে আছে, সবাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

দে, কু। ওই আসছে, ওই আসছে। সুন্দর! কিন্তু অনেকগুলো।

(সুপ্রভাকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

দেখিনি কখন যারে
সে বঁধু এসেছে দ্বারে।
শুনিনি কখন নামটি তার
থাকে সে বনে কি নগরে।
আজ তার তরে ব্যাকুল হব
চোখ বুজে প্রেম-কথা কব
সরল হিয়া খুলে দিব
মুক্ত অধর দ্বারে।
এস এস বঁধু এস
অলস পরশে পাশে ব'স
আছে বাহুলতা বেষ্টিত গলে
সজ্জিত বনহারে॥

দে, কু। বাঃ বাঃ, এতক্ষণ দেখিনি—এই যে!

বাঃ বাঃ, অতি সুন্দর!

সু। দেবতা, করজোড়ে আপনাকে একটা কথা নিবেদন করব।

দে, কু। কি বল। (স্বগত) কথাটাও যে বেজায় মিষ্টি লাগছে!

সু। শুনে যেন রাগ কর্‌বেন না।

দে, কু। রাগ? সুন্দরি! তোমাদের কথা আমার কানে অমৃতের মত ঠেক্‌ছে। কি বল্‌তে ইচ্ছা করেছ বল।

সু। রাজা আপনাকে জামাতা কর্‌তে পারলেই নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। কেন না, তিনি কিন্নর, আর আপনি দেবপুত্র।

দে, কু। রাজাও সেই কথা আমাকে বলেছেন।

সু। আপনিও কিন্নররাজ-কুমারীর রূপের কথা শুনেই, রাজাকে আগে থাক্‌তে কিছুই না জানিয়ে অকস্মাৎ কিন্নরপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মনে করেছেন, কিন্নরী অতি সহজ-প্রাপ্য। কেন না, আপনি দেবপুত্র।

দে, কু। (স্বগত) তাই ত! এ যে ক্রমে গোলমেলে কথা কয় দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌তে চাও, বল। নিঃসঙ্কোচে বল। সহজপ্রাপ্য মনে ক'রে আসিনি সুন্দরি!

সুপ্রভা। আপনি দেবতা। আপনার বাক্য সুতরাং মিথ্যা নয়। কিন্তু কিন্নরী মনে করেছে, সে আপনার সহজ প্রাপ্য। কিন্নরী আপনার দাসী হবার যোগ্য না হলেও রমণী। আর দেবীই হ'ক, দানবীই হ'ক, মানবীই হ'ক,—রমণী মাত্রেরই কিছু অভিমান আছে, তা জানেন?

দে, কু। (স্বগত) কথা ক্রমে ঘোরালো হয়ে আস্‌ছে, এ কিন্নরী ছোটখাটো কিন্নরী ত নয়।

সুপ্রভা। কি দেবতা, চুপ ক'রে রইলেন যে? দাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা কি অপমানের বিষয় মনে করেন?

দে, কু। এ যে মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে! এই কি ছলবেশিনী রাজকুমারী?

১ম, কি। তুমি কেন দাসী হবে সই? উনি যার রূপের কথা শুনে পাগলের মত ছুটে এসেছেন, সেই ওঁর দাসী হ'ক।

২য়, কি। সত্যই ত, আমাদের কি অভিমান নেই?

৩য় কি। কি কর্‌বে! বাপের শাসন—সেই জন্য রাজকুমারীই ওঁকে ধরা দেবে। তা ব'লে আমরা দেব কেন?

সুপ্রভা। ও কি অসভ্যের মত কথা বল্‌ছিস্। অতিথির সঙ্গে কি এই রকম ক'রে কথা কয়।

দে, কু। এই বল ত—তুমি বল ত সুন্দরী।

সুপ্রভা। কি বল্‌লেন! আমি সুন্দরী?

দে, কু। রূপে কথায় মিশিয়ে এ যে কেমন কেমন মধুর! কি জানি—কি—তা হয়ে গেল।

সুপ্রভা। বলুন,—বলুন, আজও পর্য্যন্ত কেউ আমাকে সুন্দরী বলেনি! কিন্তু আপনি তিনবার আমায় বল্‌লেন সুন্দরী।

দে, কু। কি কর্‌ব, দেবতার চোখ। সে ত মিছে কইতে পারে না। সে বল্‌ছে, তুমি সুন্দরী।

সুপ্রভা। দেবতার কথাও মিথ্যা নয়—দৃষ্টিতেও ভুল নাই। তা হ'লে জীবনে প্রথম বুঝলুম আমি সুন্দরী।

দে, কু। নিশ্চয়।

১ম, কি। এ দেবতার চোখ—

২য়, কি। এ চোখ তুমি এড়িয়ে যাবে মনে করেছিলে সই।

৩য়, কি। আপনাকে কুৎসিত বল্‌লেই কি কুৎসিত হ'তে পার?

১ম, কি। হাঁ, তা হ'লে সুন্দরি! তুমিই বল। আমরা অসভ্য—আমাদের আর কথা কবার দরকার নেই।

২য়, কি। তা হ'লে আমাদের থাকবারই বা দরকার কি?

৩য়, কি। ঠিক বলেছিস ভাই, ঠিক বলেছিস। তা হ'লে সুন্দরী থাক্‌, আর দেবতা থাক্‌। আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

সুপ্রভা। আহা, রাগ করিস্ কেন—দাঁড়া। তবু যায়—

১ম, কি। না না, আমরা থাকাতে দেবতার রাগ হচ্ছে। দেবতার রাগে আবার কি রাজারও কোপ নয়নে পড়ব!

সুপ্রভা। তবু যায়—দাঁড়া,—মাথা খাস,—দাঁড়া। রাজকুমারী না হই, কুমারী ত বটে। ওঁর সুমুখে একলা দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা—হাসি তামাসা করছি, এ কথা মা যদি জান্‌তে পারে, তা হ'লে আমাকে তিরস্কার খেতে হবে। যদি একান্তই

থাকতে না চাস্, তা হ'লে দাঁড়া ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে যাই।

২য়, কি। না ভাই, আমরা অধম কিন্নরী হলেও আমাদের অভিমান আছে।

[সখীগণের প্রস্থান।

সুপ্রভা। তাই ত, ওরা যে চ'লে গেল!

দে, কু। যাক্ না—যাক্ না। ওদের থাক্‌বার কোনও দরকার নেই। তুমি একটা গান গাও।

সুপ্রভা। আমি রাজকুমারীকে ডেকে দিই।

দে, কু। না না, আর তাকে ডাকতে হবে না। তাকে ডাকা হয়ে গেছে।

সুপ্রভা। আপনি কি আমাকেই রাজকুমারী মনে করেছেন?

দে, কু। সে আমি যা মনে করি না কেন। তুমি একটা গান গাও।

সুপ্রভা। না—না দেবতা! আমি রাজকুমারীকে ডেকে নিয়ে আসি। গান যদি গাইতেই হয়, তাকে আপনার বামে বসিয়ে গাইব।

দে, কু। আর রাজকুমারীকে ডাকতে হবে না। তুমিই বামে ব'সে গাও। আমি দেবতা! সখী সেজে কি আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পার প্রাণেশ্বরি!

সুপ্রভা। প্রাণেশ্বরী কি!

দে, কু। গান গাও,—গান গাও।

সুপ্রভা। না প্রভু, দাসীর মনে খটকা দেবেন না। আপনি আমাকে ভালবাসার রহস্য করবেন না।

দে, কু। দেবতা নীচ রহস্য করে না।

সুপ্রভা। আমি যদি রাজকুমারী না হই?

দে, কু। হও ভালো, না হও ভালো—তুমি আমার।

সুপ্রভা। একটা তুচ্ছ কিন্নরী যদি আপনার হয়, তাতে আর গৌরব বাড়লো না ত দেবতা!

দে, কু। আমি তোমার। এইবারে গৌরব বাড়লো ত?

সুপ্রভা। আর একবার বলুন। আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

দে, কু। এক বার কেন—তিন বার বলছি। আমি তোমার—আমি তোমার—আমি তোমার। এইবারে বল।

সুপ্রভার গীত।

বলিবার কথা আর কি আছে।
ধুলো খেলা কর্‌তে এসে রত্ন মিলে গেছে॥
স্বপ্ন যা দেখেনি স্বপন বশে
সে শশী দাঁড়িয়ে আমার পাশে
নীল সাগরের পারের সে যে—
আমার কুটীরে পশেছে।
ভুলে সে আমারে আজ ভালবেসেছে॥

দে, কু। বা! বা! মন মুগ্ধ হ'ল! মন মুগ্ধ হ'ল! সেই নীল সাগরের পারে—আমি পা হয়েছি—ধন্য হয়েছি।

সুপ্রভা। তার পর? বিষম প্রতারণা রাজা জানেন না, রাণী জানেন না। এ বি প্রতারণার কথা আমরা কয় জন ছাড়া আর কে জানে না! কিন্তু হে দেব! আমি তোমার হয়েছি আর উপায় নেই।

দে, কু। ওকি—এত উল্লাস দেখিয়ে, এ আনন্দ দিয়ে হঠাৎ বিষণ্ণার মত চ'লে যাচ্ছ কেন

সুপ্রভা। এইবারে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন

দে, কু। বেশ ত, এক সঙ্গে যাব—এক সা যাব। যাবার প্রয়োজন আছে। শোন এতক্ষ তোমায় বলিনি। রাজা আমাকে বলেছিলেন যদি তুমি আমার না হ'তে, তা হ'লে তি তোমাকে নরলোকে নিক্ষেপ করতেন।

সুপ্রভা। কই, এ কথা আগে বলেন নি কেন? তা হ'লে ত আপনার হতুম না। কি হয়েছি, আর উপায় নেই—আর উপায় নেই।

[প্রস্থা

দে, কু। সে বন্ধাট ত মিটে গেছে—যে না—যেয়ো না। কিন্নরি! কিন্নরি!

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণা-গৃহ।

ব্রহ্মদত্ত ও উপগুপ্ত।

ব্রহ্ম। উপগুপ্ত!

উপ। মহারাজ!

ব্রহ্ম। রাণী যা ব'লে গেলেন তা শুনলে?

উপ। শুন্‌লুম মহারাজ! তথাপি আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজকুমারী সবে মাত্র কৈশোর-যৌবন সন্ধি পার হয়েছেন। যৌবনের মুখে অনেক কল্পনার ছবি সত্যের মূর্ত্তি ধ'রে চোখের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। তবে সেগুলো বেশী দিন থাকে না। আপনি নবাগত দেবকুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করিয়ে দিন। তাঁকে দেখলে, আর নির্জ্জনে তাঁর সঙ্গে দু'চারটে আলাপ কর্‌লেই তাঁর মনের অবস্থা ফিরে যাবে।

ব্রহ্ম। যদি না ফেরে?

উপ। আগে থাক্‌তে হতাশ হবার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি না ফেরে, তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। তার মনের ভিতর কি আছে, যদিও আমরা জান্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু মনোবিকার প্রতিকারের অনেক প্রকার উপায় আমার জানা আছে। তবে আমার বিশ্বাস, সে সকল উপায়ের প্রয়োজন হবে, না। কল্পনার ছবি বাস্তব রাজ্যে ফিরে এলে তার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অপূর্ব্ব সুন্দর দেবকুমার তার মনোমত হবেই হবে।

(সুপ্রভার প্রবেশ)

ব্রহ্ম। তুমি এলে। ভদ্রা?

সুপ্রভা। আমি যখন এসেছি, তখন সখীও এসেছে মনে করুন না মহারাজ! যা বল্‌বার আমাকে বলুন, তা হ'লে সখীকেও বলা হবে।

ব্রহ্ম। না। অন্য সময়ে সে কথা চল্‌তে পারে—এখন না। তোমার সখীকে ডেকে নিয়ে এস। আমি তার সমক্ষে দু'চারটে কথা বল্‌ব।

সুপ্রভা। এ কন্যাকে বল্‌লে হবে না?

উপ। বারংবার রাজার বাক্যের কেন প্রতিবাদ কর্‌ছ সুপ্রভা? গুরু বিষয়ে এরূপ রহস্যের ভাব দেখানো তোমার উচিত হয় না।

সুপ্রভা। মহারাজ কি বল্‌বেন আমি তা জানি। সুতরাং সখীও জানে। বলা কথার পুনরুক্তি শোনবার আগে জান্‌তে ইচ্ছা করি, তা ছাড়া মহারাজের বল্‌বার অন্য কোন কথা আছে কি না।

ব্রহ্ম। আমি তাকে কি বল্‌ব, তুমি আগে থাক্‌তে জান্‌লে কেমন ক'রে?

সুপ্রভা। সে কথা আমি আগে শুনেছি।

ব্রহ্ম। না, কেমন ক'রে শুন্‌বে। আমি ত সে কথা এখানকার কাউকেও বলিনি। এমন কি উপগুপ্তকেও না। ভদ্রা এলে উপগুপ্তের সম্মুখেই তাকে বলব।

সুপ্রভা। এ দেবপুত্র আপনার মনোমত হয়েছে?

ব্রহ্ম। মনোমত কি সুপ্রভা—তার পদার্পণে কিন্নরপুর পবিত্র হয়েছে। অমন সুন্দর রূপ মনোমত হবে না?

সুপ্রভা। ঠিক বলেছেন! অমন সুন্দর রূপ যার চক্ষু আছে, তার মনোমত হওয়াই উচিত।

ব্রহ্ম। কেমন! উচিত নয় সুপ্রভা?

উপ। তুমি দেখেছ—তুমি দেখেছ?

ব্রহ্ম। আঃ। উপগুপ্ত! তোমার কি বুদ্ধি! না দেখলে ও কখন কি এমন কথা কয়?

সুপ্রভা। কিন্তু মহারাজ, এমন রূপও যদি সখীর মনোমত না হয়?

ব্রহ্ম। ও কথা ব'ল না সুপ্রভা—ও কথা মুখে কেন, আর মনেও এনো না।

সুপ্রভা। ইচ্ছা ক'রে আনছি না মহারাজ। ভাগ্যদোষে মনে আপনিই আসছে। মনে করুন, দেবপুত্র সখীর মনোমত হ'ল না, তা হ'লে কি সখাকে সত্যসত্যই নরলোকে নির্ব্বাসিত করবেন?

ব্রহ্ম। এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে?

সুপ্রভা। কেন, এই কথাই ত বল্‌বেন ব'লে তাকে এইখানে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন?

ব্রহ্ম। এ ত বড় আশ্চর্য্য! এ কথা ত আমি—

সুপ্রভা। উপগুপ্ত ঠাকুরকে বলেন নি—

উপ। না—আমি ত মহারাজের এ সঙ্কল্পের কথা শুনিনি।

সুপ্রভা। রাণীমাকে পর্য্যন্ত বলেন নি। তবু আমরা শুনেছি। বলুন দেখি, কেমন ক'রে শুন্‌লুম মহারাজ?

ব্রহ্ম। ভদ্রাও শুনেছে?

সুপ্রভা। আমি যখন শুনেছি, তখন আর সখী শোনেনি?

ব্রহ্ম। দেবকুমারের সঙ্গে তোমাদের এরই মধ্যে দেখা হয়েছে। আমি শুধু এ কথা তারই কাছে বলেছি। শুধু তাই নয়, এ কথা কারও কাছে প্রকাশ কর্‌তে আমি তাঁকে নিষেধ ক'রে

দিয়েছি। বলেছি, তাঁর মত সুন্দর যদি ভদ্রার মনোমত না হয়, তা হ'লে তার চোখের দোষ দূর করতে একবার তাকে মানুষ দেখতে পাঠিয়ে দেব! মানুষকে দেখলে তবে সে দেব-রূপের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। এইবারে আমাকে বল দেখি সুপ্রভা—জানতে আমি ব্যাকুল হয়েছি—শীঘ্র বল ত সংবাদ শুভ কি অশুভ?

সুপ্রভা। আপনার কি মনে হয়?

ব্রহ্ম। আমার মনে হয় শুভ।

সুপ্রভা। আপনার কি মনে হয়?

উপ। আমার মনে হয় শুভ।

ব্রহ্ম। ভয় দেখাতে দেবপুত্র নিশ্চয়ই আমার কন্যার কাছে এ কথা প্রকাশ করেনি।

উপ। নিশ্চয়। ভদ্রাকে পেয়ে অতি উল্লাসে রহস্যের ছলে তাকে এই কথা শুনিয়েছে।

ব্রহ্ম। বল সুপ্রভা, সংবাদ শুভ। শোনা মাত্র কিন্নরলোকে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।

উপ। বল সুপ্রভা —

সুপ্রভা। মহারাজ! আমাকে আপনি কি চক্ষে দেখেন?

ব্রহ্ম। পিতার চক্ষেই দেখি সুপ্রভা! তোমাকে আমি কন্যাই মনে করি।

সুপ্রভা। পিতঃ! বলবার অবকাশ পেলুম না—ওই আপনার ভাবী জামাতা নিজেই আমাদের দেখা সাক্ষাতের ফল আপনার কাছে বলতে আসছেন।

[প্রস্থান।

ব্রহ্ম। এ কি রকম হ'ল উপগুপ্ত?

উপ। তাই ত মহারাজ, এ কি রকমটা হ'ল, আমিও যে কিছু বুঝতে পারছি না।

নেপথ্যে। যেয়ো না—যেয়ো না প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার অদর্শন এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করতে পারছি না। যেয়ো না—যেয়ো না।

উপ। তাই ত, যুবক প্রাণেশ্বরী বলতে বলতে কার পিছনে ছুটলো! যুবক সুপ্রভাকেই আপনার কন্যা মনে করেছে নাকি!

ব্রহ্ম। তুমি এখনি ওর—অনুসরণ কর। যেখান থেকে পার ওরে ধরে নিয়ে এস। আমি বুঝতে পেরেছি।

উপ। কি বুঝলেন মহারাজ?

ব্রহ্ম। আগে ধ'রে নিয়ে এস, তার পর শুনো।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

(দেবকুমারের প্রবেশ)

দে, কু। কিন্নররাজ! আপনার কন্যাকে দেখে আমি পরম সুখী হয়েছি। তার সঙ্গে আলাপে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনার কন্যাও আমাকে দেখে, আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমাকে ভালবেসেছে।

ব্রহ্ম। ঠিক বুঝেছেন?

দে, কু। তার ভালবাসা অকৃত্রিম। আমার তার প্রতি ভালবাসা জান্‌বেন অকৃত্রিম।

ব্রহ্ম। কিন্তু আমি যে সন্দেহ করি দেবকুমার।

দে, কু। কি, আপনি কি আমার ভালবাসায় সন্দেহ কর্‌ছেন? কিন্নররাজ, দেববাক্য মিথ্যা হয় না জান্‌বেন।

ব্রহ্ম। আমার কন্যা আপনি জেনেছেন?

দে, কু। জেনেছি।

ব্রহ্ম। সে যদি প্রবঞ্চনা ক'রে থাকে?

দে, কু। না—না, কিসের প্রবঞ্চনা। দেবতাকে প্রবঞ্চনা করা কিন্নরীর সাধ্য নয়। আমি কথায় বেশ বুঝেছি, তার ভালবাসা অকৃত্রিম।

ব্রহ্ম। তার ভালবাসা অকৃত্রিম হ'তে পারে। দেবতা কিন্নরীর স্বামী হবে, এর অধিক বাঞ্ছনীয় তার আর কি হ'তে পারে! কিন্তু সে যদি আমার কন্যা না হয়?

দে, কু। কন্যা না হয়?

ব্রহ্ম। আমার কন্যা ব'লে সে যদি আপনাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে থাকে?

দে, কু। (স্বগত) তবে কি সত্যসত্যই প্রতারিত হলুম! কিন্তু তাকে ত অপরাধী বল্‌তে পারব না! অপরাধী বল্‌তে হ'লে এই দাম্ভিক মূর্খ আমাকেই বল্‌তে হয়। (প্রকাশ্যে) সে যদি আপনার কন্যা না হয়, যখন তাকে ভালবেসেছি, তখন সে ভালবাসার আর ব্যতিক্রম হবে না।

ব্রহ্ম। শুনে আশ্বস্ত হলুম দেবকুমার! চঞ্চল কিন্নরীর কথায় বিশ্বাস ক'রে তুমি দেবযো

মর্য্যাদা রেখেছ। তা হ'লে এস আমার সঙ্গে। তোমার হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ ক'রে ধন্য হই।

দে, কু। (স্বগত) প্রতারিত হইনি—প্রতারিত হইনি। ঠিক ধরেছি।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর।

বিতস্তা ও সুপ্রভা

বিতস্তা। ভয় কি মা! তোর কথা শুনে আমার আনন্দ শতগুণে বেড়ে উঠেছে। এক দেবতাকে জামাতা দেখতে আমরা স্বামি-স্ত্রীতে আকুল হয়েছিলুম, এখন দুই দেবপুত্র হবে কিন্নর-রাজের জামাতা। দুই কন্যাকে দিয়ে দেবতাকে কিন্নরপুরে বাঁধবো। কিন্নরলোক স্বর্গে পরিণত হবে। তুই ভদ্রাকে নিয়ে আয়। যেখানে থাকে, সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে আয়। সে যখন স্বয়ংবরা হতে চেয়েছে, তখন রাজার ক্রোধ করবার কি আছে! যে সুখে দু'দিন পরে সে নিজে সুখী হবে, আগেভাগে সেই সুখে তোকে সুখী করেছে। তোরা দুটি পরস্পরের মর্ম্মসখা—আমার দুই কন্যা। ভালবাসার এই ত উপযুক্ত উপহার। নিয়ে আয়—তার লজ্জা করবার, ভয় করবার কিছু নেই—তাকে ধ'রে নিয়ে আয়। কালই আমি তার স্বয়ংবরের উদ্যোগ করব। একদিনে দুই বিবাহ দিয়ে কিন্নরলোকে এমন উৎসবের আয়োজন করব যে, দেবতারাও কখন চক্ষে দেখেনি।

[সুপ্রভার প্রস্থান।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপ। এই যে মা। তোমার কন্যা?

বিতস্তা। অমন ব্যাকুলভাবে কন্যার সমাচার নিতে এলে কেন উপগুপ্ত?

উপ। তুমি পারবে—একমাত্র তুমি পারবে। কন্যাকে তোমার স্বামীর ক্রোধ থেকে রক্ষা কর।

বিতস্তা। কেন? আমার কন্যার পরিবর্ত্তে সুপ্রভা দেবপুত্রকে বরণ করেছে ব'লে? তাতে যদি রাজার ক্রোধ হয়, তা হ'লে বুঝব, রাজা একচক্ষু।

উপ। সব বুঝতে পারছি—রাজা একচক্ষু নন, তা ত জানি। তবু রাজার মুখ দেখে আমার কেমন আতঙ্ক হচ্ছে। ওই দেখ—ওই দেখ। মা! রাজার কোপদৃষ্টি থেকে কন্যাকে রক্ষা কর।

(ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ)

বিতস্তা। মহারাজ! আজ আমাদের কি আনন্দ!

ব্রহ্ম। বিশেষ আনন্দ রাণি!

বিতস্তা। সুপ্রভার পরিবর্ত্তে ভদ্রা যদি দেবপুত্রকে পতিরূপে লাভ করত, তা হ'লেও বুঝি আমাদের এত আনন্দ হ'ত না।

ব্রহ্ম। তাতে আর সন্দেহই নেই। কিন্তু এরূপ আনন্দের কার্য্যে তোমার কন্যা যোগদান না ক'রে—চোরের মত লুকিয়ে রয়েছে কেন?

উপ। যোগদানের সময় আছে ত মহারাজ!

ব্রহ্ম। এখন না করলে আর নেই।

বিতস্তা। কেন? তাকে কি শাস্তি দেবেন না কি?

ব্রহ্ম। নিশ্চয়। এখন এলে শাস্তি অল্প হবে। এর পরে এলে গুরুতর শাস্তি।

বিতস্তা। তার অপরাধ?

ব্রহ্ম। ছিঃ রাণি, তার অপরাধের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ! মমতায় নিজের সদ্‌বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'র না।

বিতস্তা। আমি বুঝতে পারছি না মহারাজ।

ব্রহ্ম। সুপ্রভা সদ্ভাবে দেবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি—প্রতারণায় করেছে। আর সে প্রতারণায় তোমার কন্যার যোগ আছে।

বিতস্তা। তাকে কি একান্তই শাস্তি দেবেন?

ব্রহ্ম। তাকে নিয়ে এলেই জানতে পারবে। যাও—নিয়ে এস। বিলম্ব করলে স্থির জানবে, শাস্তির মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে।

বিতস্তা। কেন, দেবতা তো প্রসন্ন হয়েছেন।

ব্রহ্ম। মুগ্ধ দেবতা প্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু এ প্রতারণার কথা শুনলে দেবসঙ্ঘ প্রসন্ন হবে না। আগে থাকতেই তারা কিন্নরকুলকে হীন মনে করে। এ প্রতারণার কথা শুনলে আমাদের তারা

আরও হীন মনে করবে। তোমার কন্যার জন্য—সমস্ত কিন্নরকুলকে আমি কলঙ্কী হ'তে দেবো না। দেবপুত্র আসছে। আর দাঁড়িয়ো না রাণি! কন্যাকে নিয়ে এস।

বিতস্তা। দোহাই মহারাজ! তা হ'লে লঘু শাস্তির বিধান করুন।

ব্রহ্ম। তবে বিলম্ব করছ কেন? আমি মিথ্যা কইনি রাণি। এখন আমি তোমার শুধু স্বামী নই—রাজা। বিলম্বে তার বেশী অনিষ্ট করছ জেনে রাখ।

[বিতস্তার প্রস্থান।

ব্রহ্ম। উপগুপ্ত! শীঘ্র যাও। সুপ্রভাকে ধ'রে আনো।

উপ। মহারাজ!—

ব্রহ্ম। প্রশ্ন পরে ক'র, মূর্খ! সুপ্রভাকে ধ'রে আনো। আমি দেখছি, লজ্জায় সে আর আমার কাছে আসতে পারছে না।

উপ। মূর্খ আমি নিশ্চয়,—কিন্তু এ আনন্দের দিনে—

ব্রহ্ম। তবে আমাকেই যেতে হ'ল।

[প্রস্থান।

উপ। তাই ত! হর্ষে বিষাদ ঘটলো। যখন জানবে, তখন হতভাগিনীগুলো কি করবে বুঝতে পারছি না। আমি ত থাকতে পারবো না।

[প্রস্থান।

(এক দিক দিয়া দেবকুমারের প্রবেশ এবং অন্য দিক দিয়া সুপ্রভাকে লইয়া ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ)

ব্রহ্ম। লজ্জা কি সুপ্রভা! পরম ভাগ্যবতী তুমি। দেবকুমার তোমাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দেবপুত্র, এই নাও—আমার এক কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ করলুম। দেখো, বালিকার প্রতি সামান্যমাত্রও অবজ্ঞা দেখিয়ে যেন দেবতার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ ক'র না।

দে, কু। ও কথা বার বার কেন মুখে আনছেন মহারাজ! দেবতার সুখাভিলাষের যা অবশিষ্ট ছিল, আপনার কন্যাকে পেয়ে তা পূর্ণ হ'ল।—ও কি! আহা! ও কি অপূর্ব্ব রূপ!

(ভদ্রাকে লইয়া বিতস্তার প্রবেশ)

ব্রহ্ম। ওই আমার আর এক কন্যা। তা[...] কন্যা আমার বাধ্য আর ও কন্যা অবাধ্য। [...] তোমারই অবাধ্যতার কল্যাণে আজ কন্যা [...] দেবত' স্বামী লাভ করেছে। কিন্তু তুমি—[...] —মতিহীনে! নিজের মর্য্যাদা বুঝতে যখন [...] অপারগ, তখন তার যথোপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ [...] তোমাকে সপ্তাহ সময়ের জন্য আমি নরলো[...] নির্ব্বাসিত করব।

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রাণীর প্রা[...]

ব্রহ্ম। তোমার প্রতারণায় তুমি কিন্নরকু[...] অপরাধী করেছ। এ তোমার শাস্তি ন[...] কার্য্যের পুরস্কার। গুরুপাপে লঘুদণ্ড—পুর[...] যদি বেঁচে ফিরে এস, তখন তোমাকে আবার [...] ব'লে গ্রহণ করব।

সুপ্রভা। মহারাজ! আমরাও ত অ[...] করেছি—আমাদেরও শাস্তি দিন।

ব্রহ্ম। ভদ্রার সঙ্গে সপ্তাহ বিচ্ছেদই তোমা[...] যোগ্য শাস্তি।

[প্রা[...]

সুপ্রভা। হে দেব! আমাকে পরি[...] করুন। আমি আপনাকে প্রতারণা করেছি।

দে, কু। ভদ্রা, তুমি এত সুন্দর! তে[...] রূপ-খ্যাতি দেবলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ[...] তোমার এ দেবতা-দুর্লভ সৌন্দর্য্যের কথা [...] তোমাকে দেখতে আমি ব্যাকুল হয়ে এ[...] এসেছিলুম।

সুপ্রভা। তার পর এই কপটচারিণীর [...] প'ড়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছেন। দেবকু[...] আমি সবিনয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা [...] আপনি এই প্রতারিকা কিন্নরীকে পরি[...] করুন।

দে, কু। না—না, তা কেন? তুমি ত [...] প্রতারণা কর নি। আমার অদম্য রূপলা[...] আমাকে প্রতারিত করেছে। তোমাকে [...] আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমারও এ রূপ দেখে[...] সেই জন্য তোমাকে দেখে আমি তোমার [...] নেবারও অবসর গ্রহণ করি নি। সুপ্রভা! [...] জন্য মনে সামান্যমাত্র তুমি ক্ষোভ কর না।

আমার ন্যায্য প্রাপ্য পেয়েছি। তুমিই আমার প্রিয়তমা দেবী।

ভদ্রা। দেবতা, আপনাকে প্রণাম। আপনার এই উক্তি দেব-মহত্ত্বেরই অনুরূপ। নির্ব্বাসনে যাবার যা দুঃখ, তা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হ'ল। যাবার সময় জেনে চল্‌লুম, আমার প্রিয়সখী তার বাসনার অনুরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছে।

দে, কু। বেশী কথা কবার সময় নেই। ওই রাজসহচর ফিরে আস্‌ছেন। মাথা হেঁট করে আস্‌ছেন। বুঝলুম, রাজা আদেশ প্রত্যাহার করলেন না। না করুন, ভয় নেই রাজকুমারি! এই নাও (বক্ষঃস্থল হইতে মণি গ্রহণ) এই মণি নাও। শীঘ্র শীঘ্র কবরীর ভিতরে একে আবদ্ধ কর। যে আকরে বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয় কৌস্তভ হয়েছে, এ মণিও সেই আকরে উৎপন্ন। এ মণি মাথায় থাকলে ত্রিলোকের মধ্যে তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারবে।

সুপ্রভা। দেবতার আশ্রয় পেয়েও আমি মরেছিলুম—এইবার আমার জীবন ফিরে এলো।

দে, কু। তোমার সঙ্গে যাবার হ'লে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করতুম। মনুষ্য-নিশ্বাস-কলুষিত বায়ু স্পর্শে দেবদেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। গিয়ে কোনও ফল হবে না। তোমাকে দেহধারীর ন্যায় সাহায্য করতে পারব না; সেই জন্য যাব না রাজকুমারি!

সুপ্রভা। সে বিষাক্ত নিশ্বাস-বায়ুতে সখা আমাদের বাঁচবে কি ক'রে?

দে,কু। এই মণিই হবে জীবনরক্ষক।—এই নাও রাজকুমারি, (মণি প্রদান) আমার ভাগ্যের যোগ্য রত্ন আমি লাভ করেছি। তোমাকে যে ভাগ্যবান্ লাভ করবে, ত্রিভুবনের মধ্যে যেখানে সে লুকিয়ে থাক, সে ব্যক্তি যেই হ'ক—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, যেই হ'ক—এমন কি, যদি মানুষও হয়, তাকে আমি এইখান থেকেই উদ্দেশে প্রণাম করি।

সুপ্রভা। না—না—ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, নিকৃষ্ট জীব মানুষ—

দে, কু। মানুষ নিকৃষ্ট বটে সুপ্রভা! কিন্তু এই জরামরণশীল নিকৃষ্ট জীব যদি উৎকৃষ্ট হ'তে চায়, তা হ'লে সে এমন স্থান অধিকার করতে পারে যে, দেবরাজ পর্য্যন্ত সে স্থানের—সন্ধান জানেন না। মানুষ নিকৃষ্ট,—মানুষ আবার শ্রেষ্ঠ; মানুষ মর—মানুষ আবার অমর। সুতরাং রাজকুমারি! তুমি নরলোকে যাবার কথায় ভয় পেয়ো না।

(উপগুপ্তের প্রবেশ)

উপ। রাজকুমারি!

ভদ্রা। এই যে ঠাকুর, আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

উপ। তোমার পিতার ক্রোধ নিবারণ করতে পারলুম না। রাণী স্বল্প দূরে গিয়েই মূর্চ্ছিতা হয়েছেন।

ভদ্রা। মাকে ব'ল সুপ্রভা! আমি প্রফুল্ল চিত্তে নিকৃষ্ট অপবিত্র মানুষের দেশে পা দিতে চল্‌লুম।

(ভদ্রার গীত)

সখী রে সজল চোখে চেয়ো না।
মরম লয়ে সাথে যাব সুদূর পথে,
বিষাদে মরম ভেঙে দিয়ো না॥
মন সে অচেনা দেশে,
আগে যে গেছে ভেসে,
বিরলে ব'সে ব'সে গাইছে গান,—
এ দূর হ'তে শুনে আমারি আকুল প্রাণ—
রোদনে সে গানে বাধা দিয়ো না।
(মোরে) ভুলে যাও সেও ভালো
স্মরণে মরণ-গাথা গেয়ো না॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

মর্ত্ত্যলোক— বিন্ধ্যাচল।

উপগুপ্ত ও ভদ্রা।

উপ। ভয় নেই মা! তোমাকে এমন স্থানে রেখে যাচ্ছি, যেখানে মানুষের সমাগম নেই। সম্মুখে বিন্ধ্যাচল। এই বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকা। পৃথিবীর মধ্যে হ'লেও এ স্থান কিন্নরলোকেরই মত

সুন্দর। অদূরে নাগভবন। নাগরাজ চিত্র তাঁর পুত্রকন্যা নিয়ে সেই বিশাল জলাশয়ের ভিতরে বাস করেন। তাঁর ভয়ে কোনও মানুষ, এমন কি, একটিও হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত এই জলাশয় ভবনের চতুঃসীমার এক ক্রোশের ভিতর আস্‌তে পারে না। নানা জাতীয় ফুল ফলের গাছে এ স্থান পরিপূর্ণ। তুমি ইচ্ছামত তার ব্যবহার ক'র। কেউ এখানে তোমার স্বচ্ছন্দ বিচরণে বাধা দেবে না।

ভদ্রা। আমার চরণ মৃত্তিকা স্পর্শ করেছে। আপনার কার্য্য শেষ। আর বিলম্ব কর্‌বেন না প্রভু। আপনি আমাকে এইখানে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যান।

উপ। মা! পরিত্যাগের কথা ব'লে আমাকে মর্ম্মবেদনা দিয়ো না। এ নিষ্ঠুর কার্য্য তোমার পিতা আমাকে দিয়েই নিষ্পন্ন করালেন, এইতেই আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রা। আপনার দুঃখ করবার কারণ নেই; কন্যা হয়ে পিতার ইচ্ছামত কার্য্য করতে না পেরে আমি তাঁর চক্ষে অবাধ্য হয়েছি। সে অবাধ্যতার শাস্তি পেয়েছি। আপনি মাত্র প্রভুর আদেশ পালন করেছেন। তাতে দুঃখ করা আপনার মত বিজ্ঞের কোনও মতে উচিত হয় না।

উপ। মা! এখনও যদি যোগ্য বরের গলায় মাল্য দিয়ে পিতা-মাতাকে সুখী করতে চাও, আমাকে বল। আমি এখনি কিন্নরপুরে গিয়ে তোমার পিতার ক্ষমার কথা নিয়ে ফিরে আসি।

ভদ্রা। আপনি যান। বিবাহ-বন্ধনে প'ড়ে চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা নষ্ট করার চেয়ে এ অবস্থা আমার শতগুণে ভাল।

উপ। বেশ, তাই যদি এখনও মনে কর, তা হ'লে আমি চল্‌লুম।

ভদ্রা। আসুন।

উপ। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

ভদ্রা। সে আপনার দয়া।

উপ। দয়া নয়, মমতা। ভদ্রা তুমি আমার কন্যারই মত প্রিয়। তোমাকে একলা এই বিজন দেশে ফেলে রেখে যাব, এই কথা মনে উঠতেই আমার পা অচল হয়ে আসছে। কিন্তু কি কর্‌ব, আমার থাক্‌বার অধিকার নেই। তোমার মা তোমার সঙ্গে থাক্‌তে আমাকে গোপনে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তোমার পিতার আদেশ তোমাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ ক'রেই আমি কিন্নরপুরে ফিরে যাব। পিতা রাজা—শাসনকর্ত্তা। সুপ্রভা তোমার সঙ্গে আস্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। সখীরাও আসবার জন্য ব্যাকুল ছিল। কেবল তারা তোমার পিতার শাসনের ভয়ে আস্‌তে পারলো না।

ভদ্রা। কারও আসবার প্রয়োজন নেই। আপনি পিতার আদেশ পালন করুন।

উপ। যদি মনে তোমার কোনও অভিলাষ লুকানো থাকে, আমাকে বল্‌তে পার। এখানে কেউ নেই,—শুধু তুমি আর আমি। যদি তোমার মনের সে বাসনা পূর্ণ করা আমার সাধ্য হয়, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি।

ভদ্রা। আমার কোনও লুকানো বাসনা নেই।

উপ। আমার ওপর কোনও অভিমান ক'রে না। যদি থাকে, আমাকে বল্‌তে সঙ্কোচ ক'র না।

ভদ্রা। আমার কারও উপর কোনও অভিমান নেই।

উপ। ত্রিলোকের মধ্যে যদি কোনও পুরুষকে ভালবেসে থাক—

ভদ্রা। আমি কাউকেও ভালবাসিনি।

উপ। ও কথার অর্থ নেই—সঙ্কোচ ক'র না। যদি কোনও মানুষকে—

ভদ্রা। আমি আজও পর্য্যন্ত মানুষ দেখিনি। দেখতেও আমার অভিলাষ নেই।

উপ। তোমার কথায় আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। দেখনি, তখন দেখোও না। তোমার পিতা তোমার প্রতি এই কঠোর আদেশ দিয়েছেন মনে ক'র না। তাঁকে কঠোর মনে ক'র না। তোমাকে চির-জীবনের জন্য সুখী দেখবার ইচ্ছাতেই তিনি এই কঠোরতা দেখিয়ে এ মানুষের দেশে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, তুমি মানুষকে একবার দেখ। মেয়ে বোঝ, আমাদের জাতির সঙ্গে তাদের কত প্রভেদ। বুঝে যখন তোমার মনে মানুষের উপর ঘৃণার উদয় হবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে—দেবতাদির উপর তোমার শ্রদ্ধা আসবে। তিনি সত্যনিষ্ঠ। মুখ থেকে তাঁর আদেশ বেরিয়েছে ব'লে তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আদেশ দেওয়ার পর থেকেই তিনি কাতর হয়েছেন। এখন বোধ হয়, তিনি তোমার শোকে শয্যাগত। মা! তোমার স্নেহময় পিতা

উপর ক্ষোভ ক'র না। সপ্তাহ—সপ্তাহসময় কোনও রকমে এইখানে ধৈর্য্য ধ'রে থাক, এখানে তোমার কোনও আশঙ্কা নেই। তুমি কিন্নরী। ইচ্ছাপূর্ব্বক ধরা না দিলে, মানুষ তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। হিংস্র জন্তু তোমাকে হিংসা করবে না। দুঃখের মধ্যে তুমি একা। এই অপরিচিত দেশে তোমার সঙ্গী হবার যোগ্য একটাও প্রাণী পাবে না। এক সঙ্গী গাছের পাখী, আর সঙ্গী মৃগ। কিন্তু তুমি কিন্নর-রাজকন্যা—জীবনের মধ্যে সাতটা দিন তুমি এই সঙ্গীগুলিকে নিয়ে কালক্ষেপ করতে পারবে না?

ভদ্রা। খুব পারব।

উপ। একটু তেজস্বিতা! রমণীর পক্ষে একটু বিশেষত্ব!

ভদ্রা। খুব পারব।

উপ। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই?

ভদ্রা। নিশ্চিন্ত হ'ন।

উপ। তা হ'লে আমি চললুম।

ভদ্রা। পিতামাতাকে প্রণাম জানিয়ে বলবেন, আমি কিছুমাত্র দুঃখিত অথবা ভীত হইনি।

উপ। বলব রাজকুমারি!

[প্রস্থান।

ভদ্রা। দুঃখ? কিসের দুঃখ? এই ত বেশ—জানার দেশ। তাতে আমি একা! না না, একা হ'তে যাব কেন?

(গীত)

ওই যে কুঞ্জের মাঝে আমার সেটি লুকিয়ে আছে।
যদি চায় তারে আন্‌তে ধ'রে রাখতে বেঁধে বুকের কাছে॥
আছি আমি একা শুনে, সে হাসে মনে মনে,
সে আর আমি দুটি প্রাণী আছি এ বিজনে,
এসো হে নিরাশ বঁধু এসো মোর কাছে।
একা থাকা ভাল নয়,
ঘরে এসো বেলা গেছে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাটী।

রামাদেবী ও সুধন।

রামা। তা হ'লে আমি রাজাকে কি বলি?

সুধন। আমি ত পিতাকে যা বলবার বলেছি, আবার তোমাকে বলতে হবে কেন?

রামা। পুত্রবৎসল রাজা তোমার মনঃক্ষোভ উৎপাদনের ভয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু তোমার অসাক্ষাতে তিনি আমাকে বলেছেন।

সুধন। কিছু বলতে পারেন নি ত নয়। তিনি যা বলবার, আমাকে সমস্তই বলেছেন। যুক্তিতর্কে আমাকে পরাস্ত করতে পারেন নি ব'লে তিনি শেষে আমাকে অনুরোধ করতে ক্ষান্ত হয়েছেন।

রামা। সে তিনি জানেন, আর তুমি জান। আমাকে যা বলতে বলেছেন, আমি তোমাকে বলতে এসেছি। বিবাহে অমত ক'র না।

সুধন। মা। বিবাহ করতে আমার কোন মতেই ইচ্ছা হচ্চে না।

রামা। সে কথা তোমার পক্ষে খাটে না। তুমি আমাদের একমাত্র পুত্র। আর যদি আমাদের পুত্র, এমন কি, একটি কন্যাও থাকতো, তা' হ'লে তোমাকে এত অনুরোধ করতুম না।

সুধন। মা! অতি স্বচ্ছন্দে মনের পরম শান্তিতে কালাতিপাত করছি।

রামা। তা আমি বুঝতে পারছি। তুমি এটা বেশ জেনো, সাধারণ মেয়ের মত আমি নই। নিজের সুখের জন্য তোমার শান্তিতে ব্যাঘাত দিতে আমার একটুও ইচ্ছা নাই। পরমা সুন্দরী পরম গুণবতী পুত্রবধূ ঘরে আন্‌বো, এনে আমার কন্যাশূন্য গৃহে তাকে মায়ের স্নেহ ঢেলে আদর করবো, এ আমার বড়ই সাধ ছিল। কিন্তু তুমি যদি তাতে নিজেকে অসুখী মনে কর, নাই বা পুরলো আমার সে সাধ। আমার জন্য নয় সুধন, তোমার জন্য! রাজা তোমা হ'তে তাঁর বংশলোপ দেখতে ইচ্ছা করেন না। তার পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য অন্যের ভোগ্য হবে, এ তিনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না। দৃঢ়ভাবে সে কথা তিনি আজ আমাকে বলেছেন।

সুধন। বুঝতে পেরেছি মা, তিনি বংশরক্ষার জন্য এই বয়সে আবার বিবাহ কর্‌বার অভিলাষ করেছেন।

রামা। তুমি বিবাহ না কর্‌লে তিনি বিবাহ কর্‌বেন।

সুধন। সপত্নী হ'লে এ পুরীতে তোমার আর এখনকার মত মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

রামা। সুধু মর্য্যাদা কেন সুধন, এ বয়সে তিনি যদি বিবাহ করেন, তা হ'লে স্থির জানি, আমি তাঁর সকল স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হব। কিন্তু তাতেও আমার তত দুঃখ হবে না। তোমার বিমাতা হ'লে তোমার প্রতিও আর রাজার স্নেহ থাক্‌বে না। বিশেষতঃ যে দিন থেকে তোমার বিমাতা পুত্রবতী হবে, সে দিন থেকে স্থির জান্‌বে, সে তোমার এখনকার এই শান্তিময় গৃহে চির-অবস্থিতা কালসাপিনী।

সুধন। বুঝেছি। পিতাকে বল।

রামা। বলি, তুমি বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক হয়েছ? বল সুধন। তুমি সত্যবাদী। তুমি একবার বল্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুধন। মা! বাবার সঙ্গে আর একবার দেখা কর্‌ব। তার পর বক্তব্য বল্‌ব।

রামা। তা হ'লে এখনও আমাকে নিশ্চিন্ত কর্‌তে পার্‌লে না?

সুধন। তাই ত! পিতা যদি আবার বিবাহ করেন, তা হ'লে তোমার লাঞ্ছনার শেষ থাক্‌বে না। তবে একটা কথা। হাঁ মা! পিতার মনোনীত কন্যা যদি আমার মনোমত না হয়?

রামা। তা হ'লে আমিই সে বিবাহে আপত্তি কর্‌ব। তাতে যদি তাঁর কোপ-নয়নে প'ড়ে তোমাকে নিয়ে আমাকে বনে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত আছি।

সুধন। যাও, পিতাকে গিয়ে বল গে, আমি বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছি।

রামা। সর্ব্বপ্রকারের রত্নের আধার ব'লেই এই পৃথিবীর নাম বসুন্ধরা। সমস্ত পৃথিবীর ভিতরে তোমার মনোমত একটিও নারীরত্ন পাওয়া যাবে না? তা যদি না পাওয়া যায়, তা হ'লে তুমি যদি প্রব্রজ্যা অবলম্বনেও ইচ্ছা কর, আমি সন্তুষ্ট মনে তাতেও তোমাকে অনুমতি দিতে প্রস্তুত রইলুম।

[রামাদেবীর প্রস্থান।

সুধন। তোমার মত করুণাময়ী মায়ের মনে ব্যথা দিতে আমার হৃদয়বলে কুলিয়ে উঠছে না। তোমাকে বিপদ হ'তে মুক্তি দিতে আমিই বিপদকে বরণ করতে বুক বাঁধলুম। বিপদ কি সহজ? শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ ক'রে ভববন্ধনে বদ্ধ হ শুনেছি, বিবাহকালে হোমের ধূমে চোখের জল পড়ে, সেই সময় থেকেই চোখের জল প আরম্ভ হয়। উভয়ে পরস্পর হাতে হাত দিয়ে সত্য গ্রন্থি বাঁধা হয়, তাই হয় বিপদের পথে অগ্র হবার সত্যপাঠস্বরূপ। কিন্তু মাকে—চোখে জ পড়া থেকে, তাঁকে বিপদে পড়া থেকে রক্ষ কর্‌তে হ'লে আমার এ বিপদ নিমন্ত্রণ করা ভি উপায়ান্তর নাই!

(ধনপতির প্রবেশ)

ধন। সুধন! বিবাহে তোমার মত হয়েছে শুনে যেমন সন্তুষ্ট হয়েছি, সেই সঙ্গে তোমার আ একটা কথা শুনে আমি ভীত হয়েছি। আমি কন্যা মনোনীত ক'রে দেবো, তা তোমার মনোম হবে না?

সুধন। হবে না, এ কথা তো বলি নি। যদি না হয়?

ধন। এ কথার মানে কি?

সুধন। পিতঃ! আপনি বিজ্ঞ নরপতি। এ কথার অর্থ বোঝা ত আপনার পক্ষে কঠি নয়!

ধন। তা বুঝেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভেবেছি যে, যত কন্যাই আমি ভাল মনে ক'রে তোমার জন্য আন্‌বো, সে সমস্তই যদি তোমার চোখে ভাল ব'লে বোধ না হয়?

সুধন। তা না হ'তে পারে।

ধন। তা হ'লে?

সুধন। তা হ'লে কি বলুন।

ধন। তা হ'লে কার্য্যতঃ তোমার বিবাহ করবার অভিরুচির সমান হচ্ছে। একটা ক আন্‌বো, আর তুমি দেখে বল্‌বে, পছন্দ হ'ল আমার মরণকাল পর্য্যন্ত তুমি এই রকম ক থাক—কেমন? চুপ ক'রে থাকলে চল্‌বে না আমি বংশলোপ দেখতে পার্‌ব না। তোমার মুখে আজ স্পষ্ট কথা শুন্‌তে চাই। বল্‌বে বল।

সুধন। আপনি কি আর একটা বৎসর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না?

ধন। কেন অপেক্ষা কর্‌ব বল।

সুধন। আমি একবার নিজে অনুসন্ধান ক'রে আসি।

ধন। অনুসন্ধান ক'রে যদি তোমার মনোমত সুন্দরী না পাও?

সুধন। তা হ'লে আপনি যাকে বিবাহ কর্‌তে বল্‌বেন, তাকেই বিবাহ কর্‌ব।

ধন। এক বৎসর! বড় দীর্ঘ সময়।

সুধন। কিন্তু আমার পক্ষে এ অতি অল্প সময়। এ সময়মধ্যে আমি পৃথিবীর শতাংশও ভ্রমণ কর্‌তে পার্‌ব না।

ধন। পৃথিবীভ্রমণ কর্‌বে কি?

সুধন। আমার ঘরের পার্শ্বে কে সুন্দরী আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে পিতা!

ধন। কেউ থাক্ না থাক্, তোমাকে পৃথিবী ভ্রমণ কর্‌তে দিতে পার্‌ব না।

সুধন। তা হ'লে কি ঘরে ব'সে অনুসন্ধান করতে বলেন?

ধন। তা যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে ত আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করি।

(রামাবতীর প্রবেশ)

সুধন। মা! তোমার ভাবী দুর্ভাগ্যের প্রতীকার-কল্পে আমি বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলুম। কিন্তু—

রামা। আমি শুনেছি। মহারাজ! এক বৎসর সময় কি আপনি পুত্রকে ছেড়ে দিতে পারেন না?

ধন। ও! তুমি কি নিষ্ঠুরা! এক বৎসর? এক মাস পারি না! সপ্তাহমাত্র সময় দিতে পারি। এর অতিরিক্ত সময় আমি কোনমতেই দিতে পারি না। শোন সুধন—তোমার গর্ভধারিণী এসেছেন, ভালই হয়েছে—আমি ওঁরই সম্মুখে তোমাকে বল্‌ছি। সাতদিন মাত্র সময় আমি তোমাকে দিলুম। এই সময়ের মধ্যে তুমি যাকে ভালবাস, বিয়ে আস্‌বে, তাকেই আমি পুত্রবধূ ক'রে নেব। না পার, যাকে আমি বিবাহ করতে বল্‌ব, তাকেই তোমাকে স্ত্রী ব'লে নিতে হবে। না নাও, আমার যা কর্‌বার, তা আমি কর্‌বই। কারও চোখের জলে আমি এই সাধের রাজ্য যাকে তাকে দিয়ে দিতে পার্‌ব না। [প্রস্থান।

সুধন। মা! শুন্‌লে?

রামা। আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। তোমাকে আর বল্‌বার কিছু নেই।

সুধন। আমি এখন কি কর্‌ব?

রামা। তোমার যা অভিরুচি।

সুধন। বল্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, পিতার মনে দুর্ব্বাসনা জেগেছে।

রামা। আমিও তাই বুঝতে পার্‌ছি। সুতরাং সুধন! তোমাকে আমি প্রতিশ্রুতির সকল দায় থেকে নিষ্কৃতি দিলুম।

সুধন। না—না—তা হতেই পারে না। এত কাল পরে তুমি সপত্নীর জ্বালায় জর্জ্জরিত হবে?

রামা। আমার অদৃষ্টে যদি তাই থাকে, তুমি কি তা রোধ কর্‌তে পার্‌বে? আমার নিজের জন্য তত দুঃখ নেই বাপ! আমার বিশেষ দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য। তুমি তোমার পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে। আজই তার নিদর্শন দেখতে পেলুম। এর পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে তিনি কখন এরূপ নির্দ্দয়ভাবে কথা কন নি।

সুধন। আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা ক'র না। আমি ক্ষত্রিয়পুত্র। নিজেকে সঙ্গী ক'রে আমি পৃথিবী-পর্য্যটন কর্‌তে সমর্থ। সুখ দুঃখ তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সমান জ্ঞান করি। আমার চিন্তা তোমার জন্য। সহসা পিতার মনো-ভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হ'ল, বল্‌তে পারি না। তবে যে কারণেই হ'ক না কেন, আমি সহজে তাঁকে দারুণ গর্হিত কাজ করবার অবকাশ দেব না। পিতা সপ্তাহ সময় দিয়ে গেছেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সপ্তাহের ভিতরে যদি আমার মনোমত ভার্য্যা না পাই, সপ্তাহ পরে পিতা যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চাইবেন, তাকেই আমি বিবাহ কর্‌বো। সে যদি কুরূপা গুণহীনা হয়, তবু আমি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কর্‌ব।

রামা। না—না সুধন! আশৈশব বৈরাগ্য-বান্ হয়েও শুধু জননীকে তার ভাবী দুরবস্থা থেকে রক্ষা কর্‌তে করুণাময় তুমি নিজের পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্‌তে সঙ্কল্প কর্‌লে! আমি কায়মনো-বাক্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্ব-সুলক্ষণা —তোমারই মত বৈরাগ্যবতী পত্নী লাভ কর। স্বর্ণশৃঙ্খল চরণে না জড়িয়ে রত্নমালার মত সে তোমার গলদেশ বেষ্টন করুক। সেই দেবনিবেদ্য

মালার উজ্জ্বলতায় তোমার সংসারের অন্ধকার দূর হ'ক।

সুধন। (প্রণাম) এই আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বাহির হই—অনুমতি কর মা।

রামা। এখনি যাত্রা কর্‌বে ?

সুধন। বৎসরের অংশ দিন। দিনের অংশ দাও। মা, সময় চ'লে যাচ্ছে।

রামা। স্বামী ও দেবতার আশীর্ব্বাদী পুষ্প নিয়ে যাও।

——

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ।

নাগরিকাগণ।

(গীত)

সে নাকি বড়ই সুন্দরী শুনে এলেম
লোকমুখে।
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা (কেউ)
দেখেনি কো তবু চোখে॥
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা
কিবা মুখ চোখ নাক।
চোখ চেয়ে দেখা পরের কথা
চোখ বুজে দেখে তাক॥
তার চলন-বলন ধরণ-ধারণ
বুঝে নেবে আঁচে আঁচে।
(যদি) চোখ দিয়ে শোন কান দিয়ে দেখ
তবু যেয়ো নাকো কাছে॥
সবাই বলে সে আহা কিবা আহা
দেখে কেউ ফিরে নাকো।
আর 'আহা' কিবা কাজ নেই বাবা
মাথা গুঁজে ঘরে থাকো॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

(পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম, প। ঠিক শুনে এসেছ ?

২য়, প। আমাকে শোনার কথা বল্‌ছ কেন ভাই ? তুমিও একটু এগিয়ে যাও। যাকে সুমুখে পাও, তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

১ম, প। তা হ'লে এ পথে চলা-ফেরা ত বড়ই বিপজ্জনক হয়ে পড়লো।

২য়, প। বিপজ্জনক কি ! একটু এগিয়ে দেখ, লোকে ঘর-বাড়ী ছেড়ে সব নগরে পালিয়েছে। পথে একটি মানুষেরও চলাচল নেই।

১ম, প। তা হ'লে এ পথে আর একটুও এগুনো ত উচিত নয়।

২য়, প। সে তুমি বোঝ। আমি ত এইখান থেকেই ফির্‌লুম !

(তৃতীয় পথিকের প্রবেশ)

৩য়, প। ওরে বাবা ! হাতী খাচ্ছে—হাতী খাচ্ছে।

২য়, প। বল কি ! হাতী পর্য্যন্ত খেতে সুরু কর্‌লে !

৩য়, প। সুরু কি—এতক্ষণে শেষ কর্‌লে। হাতীর সমস্তটা প্রায় পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। বাকী কেবল শুঁড়। গো-বেচারী প্রাণের দায়ে কেবল সেই শুঁড় নেড়ে কাকুতি-মিনতি কর্‌ছে।

১ম, প। তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?

২য়, প। তুমি কি আহাম্মোক ! এ সব ভয়ঙ্কর ব্যাপার কেউ কখন কি নিজের চোখে দেখে থাকে !

৩য়, প। তুমি কি অবিশ্বাস করছ ?

১ম, প। হাতী পর্য্যন্ত খেয়ে ফেল্‌লে !

২য়, প। গলায় বাধলো না ?

৩য়, প। আঃ ! তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই। রাক্ষসীর কি গলা থাকে। শুধু হাঁ আর পেট। একবার ক'রে হাঁ কর্‌ছে, আর হাতী মোষ বরা সব পেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

১ম, প। এ সব শোনা কথা।

২য়, প। আরে মুখ্যু। কথা শোনাই হয়ে থাকে।

৩য়, প। তুমিই ঠিক বুঝেছ। বড় বড় ব্যাপার যত সব শোনা কথা। এ ওর মুখ থেকে শুনেছে, ও তার মুখ থেকে শুনেছে, সে আবার আর একটা মুখ থেকে শুনেছে।

২য়, প। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ। কেবল যে দেখেছে, সেই বেঁচে নেই।

১ম, প। মানুষ খাবার কথা শুনেছ ?

৩য়, প। এখনও শুনিনি বাবা। এইবারে শোনবার মত হয়েছে। তুমি যে রকম বুদ্ধিমান্, রাক্ষসী হাতী খেয়ে এইবারে তোমাকে দিয়ে মুখ-শুদ্ধি করে দেখছি। কি ভাই! তুমিও মুখশুদ্ধি হ'তে চাও, না আমার মত পালাতে চাও?

২য়, প। না ভাই, আমি পালাতে চাই।

(সুধনের প্রবেশ)

সুধন। হাঁ বন্ধু, তোমরা বল্‌তে পার, এইখানে আমার ঘোড়া ছিল, সেটি কোথায় গেল?

২য়, প। কি বল্‌লে?

সুধন। দারুণ পিপাসার্ত্ত হয়েছিলুম। তাই ওই বৃক্ষতলে ঘোড়া বেঁধে আমি নিকটস্থ এক জলাশয়ে জলপান কর্‌তে গিছ্‌লুম। ফিরে এসে দেখি, ঘোড়া নেই।

৩য়, প। বাপ! এই হাতী—সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘোড়া!

[পলায়ন।

(প্রথম ও দ্বিতীয় পথিকের তৃতীয়ের অনুসরণ)

সুধন। এ কি! তোমরা এ কথা শুনে পালাচ্ছ কেন ভাই?

২য়, প। আমাদের বাড়ীতে এসো—সেইখানে বল্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুধন। এ কি রকম হ'ল! ঘোড়ার কথা শুনে পালালো কেন? এত বড় রাজপথ—কিন্তু পথিকশূন্য। এরই বা মানে কি? যা দু'এক জনকে দেখ্‌লুম, তারা যেন কোন আসন্ন বিপদের ভয়ে একটা কথা কইতে না কইতে, এক রকম চোখের পালট না ফেল্‌তে ফেল্‌তে পালিয়ে গেল! তাদের এরূপ আচরণের অর্থ কি? যাক্, অর্থ বোঝবার আর সময় নেই। সময় থাক্‌লেও উপায় নেই। এ পথে লোক-চলাচলের লক্ষণ দেখ্‌ছি না। আর ঘোড়া না পেলে আমারও চলা এইখান থেকেই শেষ। এক দিনে ঘোড়ায় চ'ড়ে যতটা এসেছি, এইটুকু পদব্রজে ফিরতে আমার পাঁচ দিনের কম লাগ্‌বে না। মাঝে শুধু এক দিন। এই এক দিনের ভিতরে যদি আমার মনোমত কোন কুমারীর সন্ধান পাই এবং আমি যদি তার মনোমত হই, তবেই আমার গৃহত্যাগ সার্থক হয়। দুরাশা—দুরাশা। এ কি! এ কি! অদ্ভুত ব্যাপার। এ অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি কোথা থেকে উঠ্‌লো!

(উৎপল ও মকরীর প্রবেশ)

মকরী। আশা মিটলো ত—এইবার ঘরে চল্। ভগবান্ না খাইয়ে মার্‌বে না। যেমন ক'রে হ'ক পেটের খোরাক মিল্‌বেই।

উৎ। আর মিলেছে। তুই ঘরে যা।

মকরী। আর তুই?

উৎ। আমি আর ঘরে যাবো না। ওই রাক্ষসীর মুখে মাথা দেবো।

মকরী। বলিস্ কি! তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাই।

সুধন। হাঁ ভদ্রে! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

মকরী। এ কি! সোনার বরণ ননীর দেহ নিয়ে—এ সর্ব্বনেশে স্থানে কে তুমি বাছা?

সুধন। কে আমি ত বল্‌ব না মা!

মকরী। আর বল্‌তে হবে না বাবা, বুঝেছি—উঠে পড়, উঠে পড়।

সুধন। কেন উঠবো?

মকরী। এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে! এ মিন্‌সের মত তোমাকেও টেনেছে দেখছি।

সুধন। কিসে টেনেছে?

মকরী। সে আর এখানে জান্‌তে হবে না। জানবার ইচ্ছা হয়, আমাদের সঙ্গে এসো। পথে বল্‌তে বল্‌তে যাই। ও হাড়-হাভাতে—ওর হাড়ে মাস নেই, বাড়ে মাটী নেই। মাসের অর্দ্ধেক দিন ওর পেটে অন্ন জোটে না। আজ তিন দিন ত একরূপ অনাহার। ও মনের ক্ষোভে মরণের মুখে যেতে পারে। তুমি সোনার চাঁদ—তোমার চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠ্‌ছে। তোমার মনে ওর মত মরবার সাধ হয়েছে কেন? উঠে এসো—উঠে এসো।

সুধন। আমার মর্‌বার সাধ হয়েছে, এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

মকরী। চোখে দেখছি, আবার বল্‌বে কে? চোখে দেখছি, তুমি ব'সে আছ; ফেল্ ফেল্ ক'রে পথের পানে চেয়ে আছ—উঠতে বল্‌লে উঠছ না

—এ কি আর কাউকে বল্‌তে হয়? উঠে এস—এস। নে হতভাগা! তুইও আয়।

উৎ। না রে মাকুড়ী, আমাকে আর ফির্‌তে বলিস্ নি। ঘরে গিয়ে না খেয়ে দগ্ধে মরার চেয়ে রাক্ষসীর মুখে মাথা পুরে দিয়ে মরা ভাল।

সুধন। না খেয়ে মর্‌বে কেন বাপু?

উৎ। কেন বল্‌তে আর দম নেই প্রভু! তোমাকে দেখে কোনও ভাগ্যবানের পুত্র ব'লে বোধ হচ্ছে।

সুধন। তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি ভাগ্যবানের পুত্র বটে, কিন্তু নিজের ভাগ্যটা ভাল কি মন্দ, আমি এখনও বুঝতে পার্‌ছি না।

মকরী। আমার কথা শুনে যদি উঠে এস, তা হ'লেই তোমার ভাগ্য ভালো! না এস, ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে।

সুধন। কেন আমাকে বুঝিয়ে বল।

মকরী। না উঠলে এ ননীর অঙ্গ রাক্ষসীর পেটে যাবে।

সুধন। রাক্ষসীর পেটে যাব! মানে কি? আমি একটু আগে এক অদ্ভুত গান শুন্‌লুম।

উৎ। শুনেছ?

সুধন। এমন সুমিষ্ট গান আমি কখন শুনিনি।

উৎ। তবে আর কি, আমার সঙ্গী জুটেছে—বউ! তুই একা পালিয়ে যা।

মকরী। না না! আমি প্রাণ থাকতে তোকে যেতে দেবো না।

উৎ। না, দিবিনি—বাড়ীতে গিয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব? তার চেয়ে একেবারে রাক্ষসীর পেটে ঢুকে নিশ্চিন্ত হই। নাও প্রভু, মর্‌তে ইচ্ছা আছে? তা হ'লে আমার সঙ্গে এসো।

সুধন। মরতে ইচ্ছা নেই। ইচ্ছা না কর্‌লেও যে আপনি আসে, তাকে আবাহন কর্‌তে নেই!

উৎ। তা হ'লে তুমি আমার পরিবারের সঙ্গে যাও।

সুধন। আর তুমি?

উৎ। আমি রাক্ষসীর মুখে যাই।

সুধন। যার গান শুন্‌লুম, ওই কি রাক্ষসী?

উৎ। ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। দিন দুই তিন বনে এসেই বনের সমস্ত হরিণগুলো খেয়ে ফেলেছে।

সুধন। মিছে কথা, তোমরা অজ্ঞ। কোন দুষ্ট ব্যক্তি তোমাদের এই কথা শুনিয়েছে।

মকরী। তবে ও রাক্ষসী নয়?

সুধন। রাক্ষসী কি? এ যুগে রাক্ষসীর অস্তিত্ব নেই।

উৎ। মিছে কথা? তিন দিনের মধ্যে যে বনের সমস্ত জন্তু পেটে পুরে বন উজোড় ক'রে ফেল্‌লে।

সুধন। ও সব মিছে কথা। আর যদি থাকে, তার গলা থেকে, এমন অদ্ভুত সু-স্বর বাহির হয় না।

উৎ। আর আমি যে তিন দিনের ভিতর একটা জন্তু শীকার কর্‌তে পার্‌লুম না। শীকার দূরে থাক, এ তিন দিনের ভিতরে হরিণের একটা পায়ের দাগও দেখতে পেলুম না।

সুধন। হরিণ সঙ্গীতপ্রিয়। ওই গান শুনে তারা সব সেইখানে উপস্থিত হয়েছে।

মকরী। সে তবে কি?

সুধন। কি তা জানি না। তবে জান্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। এখন বল দেখি, তোমরা খেতে পাওনি, কি বল্‌ছিলে?

উৎ। কেন প্রভু, তুমি কি আমাদের দুঃখ দূর কর্‌বে?

সুধন। যে যার দুঃখ নিজে না দূর কর্‌লে, অন্যের সাধ্য নাই। আমি তোমাদের কিছু অর্থ-সাহায্য কর্‌তে পারি মাত্র।

উৎ। তা হ'লে একে দাও।

সুধন। আর তুমি?

উৎ। আমি অদ্যাবধি কারও কাছে ভিক্ষা নিই নি।

সুধন। না নাও, নিকটে কোনও বিনিময়ে দ্রব্য থাকে, দাও। আমিও যখন জেনেছি, তখন ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তোমাদের আমার কাছ থেকে যেতে দেবো না। কাছে কোন বস্তু থাকে, আমাকে দেখাও। আমি তার মূল্য তোমাকে দান করি।

মকরী। এত দয়াবান্ তুমি কে?

উৎ। (থলির ভিতর হইতে ক্ষুদ্র জাল বাহির করিয়া) প্রভু, এক বেচ্‌বার জিনিষ এই আছে।

সুধন। ও কি?

উৎ। কি, তা জানি না! তবে এ আমার বাপের কাছে পাওয়া সম্পত্তি।

সুধন। বেশ, ওই সামগ্রীই আমাকে বিক্রয় কর।

উৎ। এ জালের দাম কি দেবে?

সুধন। আমি ত এর মূল্য জানি না। তুমি কি চাও, বল।

উৎ। তা হ'লে এর ইতিহাসটা যে তোমাকে শোনাতে হয় প্রভু! তাইতে তুমি নিজেই একটা দাম ঠিক ক'রে দাও।

সুধন। বল।

মকরী। আবার ইতিহাস! যে ক'খানা হাড় গুঁড়ো হ'তে বাকি আছে, এইবারে তা যায়।

উৎ। আরে না, করুণাময়ের মুখ দেখে বুঝতে পারছিস না? এখানে লাঞ্ছনার ভয় নেই।

সুধন। কোনও ভয় নেই—তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

উৎ। আমাদের দয়াবান্ রাজার রাজ্যে চিত্র ব'লে এক নাগরাজ বাস করেন তিনি থাকার ফলে এ রাজ্যে কখনও অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হয় নি; এই জন্য প্রজাদের কখন শস্যহানি হয় নি। কিন্তু এ রাজ্যের পাশে আর এক রাজ্য আছে। সেখানে সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ লেগে আছে। সে রাজ্যের রাজার নাম মহেন্দ্র সেন। নাগরাজ থাকবার জন্য এখানকার প্রজারা সুখী আছেন জেনে, ঈর্ষায় তিনি তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন। এখান থেকে বেশী দূর নয়, এই বিন্ধ্যাচলের গায়ে প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। নাগরাজ সেই হ্রদের মধ্যে বাস করেন। রাজা মহেন্দ্র সেন তাকে মেরে ফেলবার জন্য সাপ ধরবার মন্ত্র জানা এক সাপুড়েকে সেই হ্রদের ধারে পাঠিয়ে দিয়েছিল, সে এসেই নাগরাজকে মন্ত্র দিয়ে আকর্ষণ ক'রে বল সমেত নাগরাজকে উপরে তুলে এনেছিল। সৌভাগ্যবশে সেই সময় আমার বাপ সেইখানে এসে উপস্থিত হয়। সাপুড়ে নাগরাজের গলা ধ'রে যেমন তাকে মেরে ফেলতে যাবে, অমনি বাবা ধনুক থেকে এক তীর ছুড়ে সাপুড়েকে মেরে ফেলেছিল।

সুধন। এ যে অদ্ভুত ইতিহাস শোনালে ভাই।

উৎ। প্রাণের বদলে নাগরাজ বাবাকে এই জাল দিয়েছিল।

সুধন। এর নাম কি বলেছিল?

উৎ। বলেছিল অমোঘ পাশ।

সুধন। এ পাশের গুণ কিছু বলেছিল?

উৎ। বাবাকে হয় ত বলেছিল। কিন্তু বাবা আমাকে বলে নি। মৃত্যুকালে বাবার বাক্যি হ'রে গিছল। বাবা ইসারা ক'রে কি বলেছিল, আমি বুঝতে পারি নি।

মকরী। গুণের কথা আর বলবার দরকার নেই বাবা। এ পোড়া মাকড়সার জালের অনেক গুণ। শুন্‌লে তুমি ভয় পাবে।

উৎ। তুই চুপ কর। আমাদের কথাবার্ত্তা এখন গম্ভীর হচ্ছে।

মকরী। আর তোর গম্ভীর হয়ে কাজ নেই। ও পোড়া জালের কথা আর বেশী কইলে দয়াময়েরও মেজাজ গরম হয়ে উঠবে। এখানেও কি ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে মরবি? এই ত এক প্রস্তুত খেয়ে অভিমানে রাক্ষসীর মুখে মাথা দিয়ে মর্‌তে যাচ্ছিলি! ও বাবা, তুমি জাল গাছটা নাও। নিয়ে দয়া ক'রে কিছু দিতে হয় দাও।

সুধন। না না, এর গুণের কথা কিছু বল। শুন্‌তে আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে।

উৎ। তুমিও যেমন প্রভু, ও হাড়হাভাতে বেদের মেয়ে—ও এর গুণ কি জান্‌বে?

মকরী। খুব জানি। যে দিন থেকে ওই পোড়া জাল ঘরে এসেছে, সেই দিন থেকে বাড়ী থেকে মা লক্ষ্মী চ'লে গেছে। চালে খড় নেই, দোরে বাতা নেই, বাড়ে মাটী নেই; আর পেটে—কি অবস্থা বাবা, তা এই মুখপোড়ার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ! গুণের কথা আর বেশী কি বল্‌ব—আজকে রাজবাড়াতে ওই জাল বেচতে গিয়ে (উৎপল মকরীর মুখ চাপিয়া ধরিল) বাবা, এই—(হস্তদ্বারা প্রহারের ইঙ্গিত)।

উৎ। আরে ম'ল, থাম!

সুধন। বুঝতে পারছি—তোমার স্বামী রাজবাটিতে লাঞ্ছনা পেয়েছে।

মকরী। লাঞ্ছনা? সে কি যেমন তেমন? ওই পোড়া জালের জন্য মার। মার খেয়ে মুখপোড়া অভিমানে মর্‌তে যাচ্ছিল। তুমি যে এখনও এ জালের গুণ কেন বুঝিয়ে দিচ্ছ না, এইতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি বাবা। তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি মানুষও নও।

সুধন। কি অপরাধে তোমাকে প্রহার করলে?

উৎ। ওর কথা শোনেন কেন? ওর মাথা খারাপ হয়ে আবল-তাবল বকছে।

মকরী। আমি কি মিছে কইলুম? বল্, দেবতার পা ছুঁয়ে বল্।

উৎ। যে ইতিহাস তোমাকে বল্লুম, এই ইতিহাস শুনে—

সুধন। বুঝেছি, রাজা বিশ্বাস করলেন না।

মকরী। আমার শ্বশুর, একটা নীচ বেদে, দেশকে আকাল থেকে বাঁচিয়েছে, এ কথা কি কোন মানুষে বিশ্বাস করতে পারে দেবতা?

সুধন। তুমি এর কত মূল্য ঠিক করেছ?

উৎ। লাখ টাকা হয়, দিতে পারি।

সুধন। বড়ই অল্প মূল্য—

উৎ। আর অল্প। ঐ পেলেই এখন খেয়ে বাঁচি।

সুধন। তোমার এ পাশ অমূল্য। এ হ'তে এক দিন সারা দেশের কল্যাণ হয়েছে। এর যথা-যোগ্য মূল্য দেওয়া আমার সাধ্য নেই। রাজারও নেই।

উৎ। ও বউ! এ দেবতা বলে কি!—

মকরী। মার দেবার সূচনা করছে! গতিক ভাল নয়—পালিয়ে আয় মিন্‌ষে—পালিয়ে আয়। এক জন এর দাম কাণাকড়ি দিতে চেয়েছিল। কেবল এক জেলে এক সের পুঁটিমাছ দিতে চেয়েছিল। তার পর কেউ কান মলা দিয়েছে, কেউ ঠোনা, কেউ চড়—রাজার বাড়ী বেদম মার। দেবতা এইবার গলা টিপে মেরে ফেল্‌বে। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

সুধন। না মা, চঞ্চল হয়ো না। তারা কেউ এর মূল্য জান্‌তো না। অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে তোমার শ্বশুর এই পাশ পেয়েছিল। সত্য সত্যই এ অমূল্য। আবার গান! হ্যাঁ—এর জন্য তোমাদের আমি লক্ষ টাকা দিতেই প্রতিশ্রুত হচ্ছি। আপাততঃ এই নাও। (মুদ্রার থলিয়া প্রদান)

উভয়ে। অ্যাঁ!

সুধন। সম্পূর্ণ দিতে এখনও আমি অশক্ত। আমি চল্লুম, যত দিন পর্য্যন্ত না অবশিষ্ট অর্থ দিতে পারি, তত দিন সে সামগ্রী তোমার কাছেই রইল।

উৎ। লাখ টাকা কি এর চেয়ে বেশী?

সুধন। আর নিরেনব্বুইটে এই রকম থলে হ'লে তবে লাখ টাকা হবে।

উভয়ে। অ্যাঁ! (ভূমিতে উপবেশন)

সুধন। আবার গান! এ কি মধুর [illegible]

কে গাইছে! কোথায় গাইছে!

উৎ। দেবতা! দেবতা! একবার দাঁ[illegible]—একবার দাঁড়াও। আমার মাথাটা গোল[illegible] হয়ে যাচ্ছে।

মকরী। আমার গুলিয়ে গেছে।

উৎ। দেবতা! তুমি যদি সুমুখে না দাঁ[illegible] থাক্‌তে, তা হ'লে আমি পাগল হয়ে যেতুম। [illegible] করুণাময়, তুমি কে?

সুধন। সে কথা জান্‌বার প্রয়োজন [illegible] বেশ জান্‌তে হয়, যে দিন তোমাকে অবশি[illegible] দেব, সেই দিন জানাবো। ভাল কথা, ভুলে য[illegible]লাম, তোমাদের নাম ও স্থান আমাকে ব'লে [illegible]

উভয়ে। ওই চরণ—নাম ধাম—আমাদে[illegible] কিছু—উঃ, লাখ টাকা এত?

সুধন। নাম-ধাম বল্‌বে না?

উৎ। এই রকম আর নিরেনব্বুইটা [illegible] হিঃ হিঃ হিঃ—

সুধন। নাম-ধাম বল্‌বে না?

উৎ। মাকুড়ী, তোর নাম-ধাম মনে [illegible] হিঃ হিঃ হিঃ—

মকরী। নাম লাখ, ধাম টাকা। উঃ। [illegible] হিঃ হিঃ—

সুধন। (স্বগত) যাক্—আমিই এর [illegible] জেনে নেবো।

[প্র[illegible]

(দ্বৈতগীত)

উৎ। কাঁদি কি হাসি ও প্রেয়সী
মাথাটা ঘুরে গেল।

ম। তোমারি কি একা শুধু,
আমারও যে বঁধু
তোমারই দশা হোল।

উৎ। কি যে করি কোথা যাই
মাথায় আসছে না ছাই
মনে হয় তুড়কি লাফ লাফাই।

ম। (তবে) হাত-পা ভেঙে হও গে আ[illegible]
ছুটে এসে ধরুক ষাড়
টাকা তোমার পরে রো[illegible],
বলে কি এ আরে খোল।

উৎ। এস তবে মুখোমুখি
প্রাণ ভ'রে যে যারে দেখি।
ম। এ কথাটা মন্দ কি
লাগ্‌লো কানে ভাল।
উভয়ে। (এবার) গুটী গুটি হাঁটি হাঁটি
ডেরায় ফিরে চল॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিন্ধ্য-পর্ব্বত।

সুধন।

সুধন। কই, কে কোথায়? চারিধারে বায়ুতরঙ্গে ঘুমের আবেশ মিশিয়ে, এই যে এখানে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস উঠ্‌ছিল। কিন্তু কই, এই বিপুল অধিত্যকা প্রান্তরের মধ্যে কাউকেও ত দেখতে পাচ্ছি না। গান শুনেছি, মিছে নয়। চারিদিকে মৃগ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে সে সঙ্গীতের প্রস্রবণ পানে চেয়েছিল—দেখেছি ত মিছে নয়। কে তুমি? অধিত্যকা-শিরে অপূর্ব্ব সুরে দিগন্ত ভাসা-ছিলে, কে তুমি?

(বন্ধলায়নের প্রবেশ)

(গীত)

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভবভয় সব দূরে যাবে রে তোমার॥
অকর্ম্মজনিত ভয়
যদি ভোগাধীন হয়
ভয়হারা তারা নামে পাইবে নিস্তার।
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন
হেলায় হারালে দিন
এখন কর বিধান মন রে আমার,
আদিভূতা সনাতনী চরণ কর রে ধ্যান
না হইও আকিঞ্চন অকিঞ্চনে বন্ধ আর।

বন্ধ। কে তুমি বৎস! মানুষের অগম্য এই বিন্ধ্যবনভূমিতে, এই ভীষণ নাগভবনের সমীপে একাকী বিচরণ কর্‌ছ?

সুধন। (প্রণাম) হে সাধু! আমি জন্মাবধি কখন হিংসা করিনি। সুতরাং কোন জীব হ'তে আমারও হিংসার ভয় নাই।

বন্ধ। তা হ'লে হে ছদ্মবেশী মহাপুরুষ—
(প্রণামোদ্যোগ)

সুধন। না—না মহাভাগ। এ ভৃত্য আপনার দাসানুদাস। আমি রাজা ধনের পুত্র। আমার নাম সুধন।

বন্ধ। এখানে একাকী এমন অবস্থায় কেন এসেছ কুমার?

সুধন। হে মুনি, আপনি সর্ব্বজ্ঞ।

বন্ধ। গানের আকর্ষণে এসেছ?

সুধন। অপূর্ব্ব সঙ্গীত—জীবনে কখন শুনিনি।

বন্ধ। মানবীর নয়।

সুধন। তা হ'লে এখানে এসে তার আনন্দ-সম্ভোগে ব্যাঘাত দিয়ে অন্যায় করেছি।

বন্ধ। তোমার আগমনেই তার গানের গতি-রোধ হয়েছে।

সুধন। অন্যায় করেছি—

[প্রণামানন্তর প্রস্থান।

বন্ধ। আজীবন কঠোর তপস্যায় এখনও পর্য্যন্ত আমি যে সম্পত্তি সম্যক্ অর্জ্জন করতে পারিনি, সেই অহিংসাবৃত্তি জন্মের সঙ্গে তুমি অর্জ্জন করেছ। হে যুবকবেশী মহাপুরুষ! আমিও তোমাকে প্রণাম করি।

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎ। ও হরি! বাবাঠাকুর—তুমি?

বন্ধ। কে ও—উৎপল?

উৎ। আজ্ঞে—চিন্‌তে পারছো না? তুমি এইখানে ব'সে ব'সে শাঁকচুন্নীর গান ধ'রে পৃথিবীর লোককে ভয় দেখাচ্চ?

বন্ধ। কি রকম?

উৎ। আর রকম। তোমার গানের ঠেলায় দেশের লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছে।

বন্ধ। বল কি! আমার গানে?

উৎ। একবার নীচেয় নেমে গ্রামে ঢুকে দেখে এসো না। তোমার যে বাঁধা সুর আছে, তাইতেই গান—মাঝখান থেকে শাঁখচুন্নীর সুর ধরেছিলে কেন?

বন্ধ। সে গান আমি গাইনি, উৎপল!

উৎ। তুমি নও?

বন্ধ। না—নরকণ্ঠ থেকে সে মধুময়ী স্বরলহরী বাহির হয় না।

উৎ। কে তবে প্রভু?

বজ্র। কিন্নরী।

উৎ। কিন্নরী!—

বজ্র। কিন্নরী শুনে শিউরে উঠলে কেন উৎপল! কিন্নর নিরীহ দেবযোনি। কিন্নর-কামিনী আরও নিরীহ। শুধু রূপ আর সুকণ্ঠ তাহার সম্বল।

উৎ। বটে—বটে! তাকে ধরা যায় না?

বজ্র। নিরীহ শুনেই বুঝি ধরতে ইচ্ছা হ'ল?

উৎ। (হাস্য) বাবাঠাকুর! তুমি অন্তর্য্যামী। তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করলে কেন? আমি হীন ব্যাধ। কিন্নরী ধরবার কথা আমি কি স্বপ্নেও মনে আন্‌তে পারি! আমার জান্‌বার ইচ্ছা, মনুষ্য-লোকে কেউ কি কিন্নরী লাভ কর্‌তে পারে না?

বজ্র। অমোঘ নামক পাশ যার হস্তগত আছে, সেই কিন্নরকন্যাকে লাভ কর্‌তে পারে।

উৎ। বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর!—এখানে তুমি কতক্ষণ থাক্‌বে?

বজ্র। হঠাৎ অমন উল্লাসের ভাব দেখালে কেন?

উৎ। আজ্ঞে বাবাঠাকুর, তোমার পদসেবা করা আমার পৈতৃক বৃত্তি। একবার ব'স—অনেক দিন এ অভয় চরণের কাছে বসতে পারিনি। আজ একবার তার প্রাচিত্তির ক'রে নি।

বজ্র। তোমার উল্লাস দেখে আমার বোধ হচ্ছে, অমোঘ পাশ তোমার কাছে আছে।

উৎ। (পদ ধরিয়া) বাবাঠাকুর! আকাশে যেমন কিন্নরী আছে, মাটীতেও তেমনি মানুষের মুর্ত্তি ধ'রে দেবতা আছে।

বজ্র। আমি তাকে দেখেছি।

উৎ। দেখেছ—দেখেছ? বাবাঠাকুর, দেবতা এখানে এসেছিল?

বজ্র। এসেছিল। কিন্নরীর সঙ্গীতাকর্ষণে এসেছিল। আমার কাছে প্রকৃত কথা শুনে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

উৎ। বাবাঠাকুর! করুণাময় দেবতা আমাকে অনাহারে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছে। আমি বেঁচে, কিন্তু দেবতার পায়ে একটি ফুল পর্য্যন্ত অঞ্জলি দিতে পারি নি। এই—এই—একে কাণা কড়িতেও কেউ কিন্‌তে চায়নি। তবু একে রেখেছিলুম। নাগ রক্ষা ক'রে বাবার উপার্জ্জন। না খেয়ে একে ঘরে রেখেছিলুম। আজ—আজ—এ আজ আমার সর্ব্বস্ব—(পাশ বাহির) এতে একবার চরণস্পর্শ করিয়ে দাও।

বজ্র। তুমি সফলকাম হও।

পঞ্চম দৃশ্য

হ্রদ।

ভদ্রা।

(গীত)

কেন এমন কোরে লুকায়ে রয়েছ সখা।
সারা জীবন তোর কি হেতু দিলে না দেখা।
প্রভাত হইতে খুঁজে করিলাম দিন শেষ,
ঘর হোতে বাহিরিরা ঘুরিলাম সারা দেশ।
আঁখি-জলে ধুয়ে গেল প্রকৃতি-আখাস-লেখা।
দেখা দাও নাহি দাও
লুকাইয়া ব'লে যাও,
মোর মত আজীবন তুমি কি রয়েছ একা,
মোর মত তোমারো কি জীবন বিরহ-মাখা।

ভদ্রা। (দূরে সুধনকে দেখিয়া) এ কি! কে? এই মানুষ, না দেবপুত্র! মানুষের কি এ রূপ। না, দেবপুত্র। দেবতা ত নরলোকে এ ক'রে চলা-ফেরা করে না! এমন ক'রে পাহাড়ে গা বেয়ে অতি কষ্টে অধিত্যকায় ওঠে না! "মানুষ—মানুষ। এই দিকেই আসছে—তাই ত! আমার কি রকম হ'ল! দেখেই হৃদয় এমন কেঁপে উঠলো কেন? এই মানুষ! এই মানুষই কি জীব—দেবতা কিন্নরের অস্পৃশ্য? না—না! তা বোধ হ'ল না! মন ত এ কথা শুন্‌লে না! কিন্নরী ছি! মা বল্‌লে অধম, সখী বল্‌লে দেবতা বল্‌লে অধম—সমস্ত জেনে তোর দৃষ্টি টানে কেন? না—না—এ দেশে থাক্‌বো না।

(পশ্চাতে উৎপলের প্রবেশ)

উপগুপ্ত ঠাকুর এলেই ঘরে ফিরে যাবো। কিন্নরী ছি! মন তোর এত দুর্ব্বল! মনকে জেনে তুই কি সম্বল করেছিলি! ফিরে যাব—

আর হাতে আমাকে সঁপে দেবেন, রূপগুণ বিচার না ক'রে তাকেই আমি আত্মসমর্পণ করব। রূপের অনুযায়ী গুণ নয়, গুণের অনুযায়ী রূপ নয়—মন। ফিরে চল্, ফিরে চল্—নিজের দেশে ফিরে চল্। কিন্তু যদি রূপের অনুযায়ী গুণ হয়? বড়ই বিপদে পড়লুম ত। কি রূপ! কি মুখ! কি চক্ষু!—যদি রূপের অনুযায়ী গুণ হয়? দেবতা বলেছিল—মানুষ যদি উচ্চ হ'তে চায় ত এমন স্থানে পৌঁছিতে পারে যে, আজও পর্য্যন্ত দেবরাজ তার সন্ধান জানে না। হায়! আমি যদি কিন্নরী না হয়ে মানবী হতুম।

(উৎপল পশ্চাৎ হইতে ভদ্রাকে জাল দ্বারা আবৃত করিল)

ভদ্রা। গেছি গেছি! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—কে আছ, রক্ষা কর। বাবা! রক্ষা কর। দেবতা! দেবতা! রক্ষা কর।

উৎ। হুঁ! হুঁ—জীবন সার্থক। ধরেছি, ধরেছি, ধরেছি!

(নৃত্য)

ভদ্রা। জ্ব'লে মলুম—জ্ব'লে মলুম—বড় যন্ত্রণা, খুলে দাও—বন্ধন খুলে দাও।

উৎ। আর অমনি ভোঁ ক'রে উড়ে যাও।

ভদ্রা। যাব না—যাব না। এই আমার মাথার মণি নাও—তা হ'লে আর উড়তে পারব না। বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা! মুক্ত কর—মুক্ত কর।

উৎ। দাও। (ভদ্রার মণি প্রদান। উৎপলের জাল গ্রহণ) দাঁড়াও মা! ভয় নেই, শোক ক'র না।

(সুধনের প্রবেশ)

সুধন। কে আর্ত্তনাদ করলে? দেবতা রক্ষা কর ব'লে কে চীৎকার করলে?

উৎ। আজ্ঞে দেবতা! ধরেছি—ধরেছি।

সুধন। এ কি! লুব্ধক! এ মূর্ত্তিমতী চন্দ্রের কান্তিকে কোথা থেকে ধ'রে আনলে?

উৎ। এই—আপনার জন্যই এনেছি।

সুধন। তাই ত লুব্ধক, এত রূপ—এত রূপ। রূপ আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করছে—গ'লে যাচ্ছে। বিন্ধ্যাচলের সমস্ত উপত্যকা রূপস্রোতে প্লাবিত হ'ল। লুব্ধক! এত রূপ ত মানুষের হয় না।

উৎ। না প্রভু, মানুষ নয়। মানুষীর রূপ মানুষের জালে ধরা পড়ে না। সে রূপ ধরতে পারে কেবল তোমার ওই পদ্মপলাশলোচনের দৃষ্টি। করুণাময়! তোমার অহেতুক দয়া আজ বেদে-বেদেনীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। যে জালকে অতি তুচ্ছ মনে ক'রে, হাটে কেউ এক কড়া কাণাকড়িতেও কিনতে চায়নি, সেই বস্তুকে তুমি লক্ষ মুদ্রা দিয়ে কিনেছ। তোমাকে বদল দেবার ইহ-জগতে কিছু নেই। তাই বিধাতা স্বর্গ থেকে তোমার জন্য এই স্বর্ণকমল ফেলে দিয়েছে। তোমার জাল, তোমার ধন, তুমি নাও—আমাকে কেবল চরণধূলো দিয়ে মুক্তি দাও।

সুধন। কি বল্লে ব্যাধ, স্বর্গের? না—না। এরূপ নারী দেবলোকেও দুর্ল্লভ। যদি স্বর্গের হয়, স্বর্গেও এরূপ লাবণ্যের নূতন সৃষ্টি হয়েছে। বিধাতা নব তিলোত্তমা নির্ম্মাণ করা অভ্যাস করছিলেন। এই মুখখানি চিত্র করতে তাঁর সমস্ত বিদ্যার শেষ পরিচয় দিয়েছেন। দেবি!

উৎ। মা! মুখ তোলো। অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু মা, আমার জন্য দিই নি। যিনি দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর—সকলের রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব করেছেন, পৃথিবীর চলন্ত চাঁদ সেই এই রাজপুত্রের জন্য দিয়েছি।

সুধন। দেবি! মাথা তোলো।

উৎ। (স্বগত) বোধ হচ্ছে, আমি থাকতে কিন্নরী ভয়ে মাথা তুলবে না। আর আমার এখানে থাকা উচিত হচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) প্রভু! বেদেনী আমার জন্যে হয় ত এতক্ষণ ঘর-বার করছে। আর আমি থাকতে পারব না। এই মণি নাও—যত্নে নিজের কাছে রাখ। কিন্নরীকে কিছুতেই দিয়ো না—হাজার কাকুতি-মিনতি করলেও দিয়ো না, দিলেই উধাও হয়ে উড়ে যাবে। আর ওকে ধরতে পারবে না!

[প্রস্থান।

সুধন। দেবি! মাথা তোলো। নির্ভয়ে আমার সঙ্গে কথা কও। (ভদ্রা মাথা তুলিয়া সুধনের মুখের পানে চাহিল) এখনও কাঁপছ কেন? এই যে আমি তোমাকে অভয় দিলুম। অমন ক'রে সভয় দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ো না। দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হচ্ছে। দেখে যদি তোমার ভয় হয়, মুখ আবার আনত কর। আমার চ'লে যাওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় হয়—বল—চ'লে যাই।

ভদ্রা। যেয়ো না।

সুধন। ওঃ। তুমি কি সুন্দর।

ভদ্রা। কে তুমি?

সুধন। আগে বল, আমার ভয় গেছে।

ভদ্রা। কেমন ক'রে বল্‌ব?

সুধন। তা যদি বল্‌তে না পার, আমায় ফেরালে কেন? আমি ত চ'লে যাচ্ছিলুম?

ভদ্রা। কই চ'লে যাচ্ছিলে! আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!

সুধন। আবার যাচ্ছি—আর আমি এখানে না এলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

ভদ্রা। হায়! আমার কি হবে?

সুধন। এ কি দেবি! দাঁড়াতেও দেবে না, চ'লে যেতেও দেবে না! আমি ত বড় বিপদে পড়্‌লুম!

ভদ্রা। হায়! আমি কোথায় যাব!

সুধন। আমি যে তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কোথায় যেতে অভিলাষ কর বল—আমাকে ভৃত্য জেনে বল। আমি তোমাকে সেখানে রেখে আসি।

ভদ্রা। বাবা! বাবা! আর আমি তোমার আবাধ্য হব না। আমাকে নিয়ে যাও। আমি পথ চিনি না, ঘাট চিনি না—কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব! মানুষে আমায় ছোঁবে—আমার প্রাণ যাবে!

সুধন। তাই ত! আমি নরাধম—আমি নরাধম! আমার মনে ছিল না। আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার রূপ দেখে আত্মহারা হয়েছিলুম। এই নাও।

ভদ্রা। অ্যাঁ! মণি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ।

সুধন। ধর—ধর—শীঘ্র ধর। নইলে আত্মহারা হব। ভুলে মণি নিয়ে চ'লে যাব। তুমি কি সুন্দর!

ভদ্রা। কে তুমি?

সুধন। আর কথা কয়ো না—এবার যদি ভুলে যাই, আর আমি নিজেকে অপরাধী বল্‌ব না। অপরাধী হবে তুমি! তোমার—তোমার এত রূপ! না—না—তুমি হবে না—রূপ তোমার অপরাধী হবে।

ভদ্রা। একটু দাঁড়াও।

সুধন। আর ব'ল না—দাঁড়াতে ব'ল না। দাঁড়াতে আমার সাহস হচ্ছে না। মণি গ্রহণ কর।

ভদ্রা। কর্‌ছি—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র গ্রহণ কর্‌ছি!

সুধন। মণি গ্রহণ না কর্‌লে, আমি আ তোমার কথার উত্তর দেবো না।

ভদ্রা। মণি তুমি তোমার কাছে রা (সুধন মণি ভদ্রার পদপ্রান্তে রাখিয়া একা তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিল। প্রস্থানমুখে আ একবার মুখপানে চাহিল।)

সুধন। কি সুন্দর!

ভদ্রা। একবার দাঁড়াও—এই আমি যা তুলে নিয়েছি—এইবারে ফেরো। (সুধন ফিরি লেন) তবে তুমি কেন আমাকে বন্দিনী করেছিলে?

সুধন। আমি ত তোমাকে বন্দিনী করিনি

ভদ্রা। জাল ত তোমার!

সুধন। ভাগ্যদোষে জাল আমার হয়েছে পাশের গুণ জান্‌তুম্ না। জান্‌লে আমি ক করতুম না। লুব্ধকের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তা লক্ষ মুদ্রা দিতে চেয়েছিলুম। সে দান নি অনিচ্ছুক জেনে মুদ্রা বিনিময়ে এই অকিঞ্চিৎ পদার্থ গ্রহণ করেছিলুম। সমস্ত মুদ্রা শোধ কর অবসর পাইনি, সেই জন্য এখনও পাশ লুব্ধকে কাছে রেখেছি। দেবি! আজও পর্য্যন্ত আ কোনও হিংসার কাজ করিনি। (ভদ্রা চ অঞ্চল দিল)—আবার তুমি কাঁদছ কেন? এ বারে তুমি স্বচ্ছন্দে এই অধিত্যকায় বিচরণ ক কেঁদো না—কেঁদো না—আর তোমাকে কে আবদ্ধ কর্‌বে না। তবু তুমি কাঁদছ? দেবি তোমার রোদনের কারণ আর যে আমি বুঝ পার্‌ছি না! তুমি কি আমার কথায় অবিশ্ব কর্‌ছ?

ভদ্রা। না। (পুনঃ চক্ষে অঞ্চল দান)

সুধন। তবে তুমি আবার কাঁদছ কেন? বুঝ্‌তে পেরেছি! তোমার বন্ধনের কারণ এখনও প'ড়ে রয়েছে। এই দেখ—একে শতখণ্ডে ছিন্ন করি! (ভদ্রা সুধনের হাত ধরি সুধনের হাত হইতে জাল পতিত হইল) দাও—ছেড়ে দাও। আর আমি আত্মহারা হ পার্‌বো না—ছেড়ে দাও। এ কোমল আমি স্বপ্নেও কখন অনুভব করি নি। ছে দাও। (ভদ্রা সুধনের কপোল স্পর্শ করিল ও

মুদ্রিত করিল) আমায় মৃত্যু দিয়ো না—মৃত্যু দিয়ো না।

ভদ্রা। একটু দাঁড়াও। একটি কথার উত্তর দাও।

সুধন। বল।

ভদ্রা। তুমি কি দেবতা?

সুধন। না—মানুষ!

[প্রস্থান।

ভদ্রা। এই ত আমাকে ফেলে চ'লে গেল। আর ত ফিরেও চাইলে না। আমার বুক এত কাঁপছে কেন! সখী বলেছিল, মানুষ ছুঁলেই ম'রে যাব। সেই মৃত্যু বুকের পথ দিয়ে আস্‌ছে না কি!

(উৎপল ও মকরীর প্রবেশ)

উৎ। এই—দেখবার জন্ত হেদিয়ে মর্‌ছিলি—এই দেখ্।

মকরী। বা! বা! এ কি রে! এ কি দেখালি! এ রূপ দেখে যে তোকে ভুলে যাচ্ছি।

উৎ। তবে ত ভারি দেখলি। আমি দেখে নিজের জাতের নাম ভুলে যাচ্ছি! বাণ ছোড়া ভুলে যাচ্ছি। আর এ হাতে হরিণ মারা চল্‌বে না। এ কি! তুমি যে একা দাঁড়িয়ে আছ? আমাদের দেবতা?

ভদ্রা। এই ত দেখছি মানুষী। হাঁগা! তুমিও কি তাকে দেবতা বল?

মকরী। দেবতার উপরে আর কি নাম আছে, জানি না। মা! সেই জন্ত আমরা তাকে দেবতা বল্‌ছি।

ভদ্রা। তুমি কাছে এস মা—কাছে এস। আবার আমার গা কাঁপছে।

উৎ। ধর মাকুড়ী, ধর। তুমি একা দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ভদ্রা। কি কর্‌ব?

উৎ। তোমাকে যে তার কাছে রেখে গেলুম।

ভদ্রা। তিনি আমাকে ফেলে চ'লে গিয়েছেন।

উৎ। না—না! তা হবে কেন? তা হ'লে দেবতা তোমাকে মুক্তি দিয়েছে?

ভদ্রা। না।

উৎ। তা হ'লে প্রভু এইখানে কোথায় আছে!

ভদ্রা। না।

উৎ। কোথায় গেছে, ব'লে যায় নি?

ভদ্রা। না।

উৎ। সে মাণিক?

ভদ্রা। এই।

উৎ। তা হ'লে ত মুক্তি পেয়েছ।

ভদ্রা। না।

(উৎপল হতভম্বের মত মকরীর মুখের পানে চাহিল)

মকরী। মুখের দিকে দেখ ছিস্ কি? কি মা! একপাশে থেকে মুক্ত হ'তে গিয়ে অষ্ট পাশে বাঁধা পড়েছ?

ভদ্রা। হাঁ মা! তুমি এটা নেবে?

মকরী। নিয়ে কি কর্‌ব?

ভদ্রা। এই মণি মাথায় রাখলে ত্রিলোকের যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পার্‌বে।

মকরী। না মা, আমার এ মিন্‌সের জন্ত এক পা নড়বার যো নেই—আমার উড়ে যাওয়া চল্‌বে না।

উৎ। আরে মর্। কার সঙ্গে কি কথা কইছিস্?

মকরী। তুই থাম্। হরিণ মেরে খাস্। কখন্ কি তার চোখের পানে চাস? তুই এ কথা বুঝবি কি?—বলি থাক্‌তে চাও, না উড়ে যেতে চাও?

উৎ। কি কর্‌ব, আমি ত বুঝতে পারছি না!

মকরী। আমি বুঝিয়ে দেব?

ভদ্রা। মানুষী মা! আমাকে আশ্রয় দাও।

মকরী। ও কথা ব'ল না—ও কথা ব'ল না। মা লক্ষ্মী! ও কথা বল্‌লে পাগল হয়ে যাব। তা হ'লে তো কোন কাজ কর্‌তে পার্‌ব না। এখনও হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্!

উৎ। এইবারে মুখ বুজলুম!

মকরী। আর এক লহমা দেরী করিস্‌নি। রাজপুত্তুর ঘরে ফির্‌তে না ফির্‌তে মাকে রাণীর হাতে স'পে দিয়ে আস্‌তে পারিস্, তবেই তোকে বল্‌ব বাহাদুর।

উৎ। রাজবাড়ীর দেউড়ীতে গিয়ে একপিঠ মার খেয়ে এসেছি। রাণীমার মহলের ত্রিসীমায় ব্যাধ কি স্বপ্নেও পৌঁছিতে সাহস করে?

মকরী। কেন, পৌঁছিলে কি হবে?

উৎ। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

মকরী। আরে হতভাগা, এই ভয়ে তুই সতীকে পতির ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বি না!

উৎ। তাই ত রে হতভাগা! মরণের ভয়ে তুই সতীকে পতির ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বি না!

মকরী। মা! তুমি আমার সঙ্গে এসো।

উৎ। না মা! তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ভদ্রা। কি বল্‌লে—পতি?

মকরী। তুমি কি বল্‌তে চাও মা?

ভদ্রা। পতি—পতি। পতির আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌তে আমি তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লুম।

(দ্বৈতগীত)

উভয়ে। কি ব'লে দিব তোমারে সান্ত্বনা।
চাহিতে মুখের পানে, বুকে যে বজর হানে,
দু' নয়নে ঝর ঝর ঝরে ঝরণা॥

উৎ। তোমারে প্রবোধ দিতে তোমারি মরম ওই ম। তোমার সঙ্গিনী হতে কেহ নাই তোমা বই উভয়ে। কথা আসে অধরে—যায় ফিরে—
বুকের সে লুকানো ঘরে;
ভয় জাগে পাছে মনে লাগে যাতনা।
ঠাঁই দিলে রাঙা পায় রেখে দিব গো মাথায়
আর তোমা ছাড়া রবো না—রবো না—
রবো না!

——

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

রাজবাটী।

ধনপতি।

ধন। ক্রোধের বশে একটা কথা ব'লে কি সর্ব্বনাশ করলুম! ছেলেটাকে রাক্ষসীর মুখে ধ'রে দিলুম; কেউ ত এখনও তার কোন সংবাদ নিয়ে আসতে পারলে না। কি সংবাদ?

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। কি মাথা-মুণ্ড খবর আপনাকে শোনাব মহারাজ!

ধন। তা হ'লে খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। এক রকম পাওয়াই বই কি।

ধন। তা হ'লে ছেলে বেঁচে নেই?

মন্ত্রী। ধৈর্য্যবান্ পুরুষ ব'লে যার খ্যাতি, সে আপনি এত আত্মহারা হলেন যে, সন্তানকে একাকী ঘর থেকে বেরুতে আদেশ করলেন!

ধন। তিরস্কার করতে তোমায় মন্ত্রী রাখিনি স্পষ্ট ক'রে বল, ছেলে বেঁচে আছে কি না?

মন্ত্রী। বেঁচে আছেন, কেমন ক'রে বল্‌ব—ঘোড়া ফিরে এসেছে।

ধন। অ্যাঁ! (উপবেশন) শুধু ঘোড়-সওয়ার নেই?

মন্ত্রী। ব্যাকুল হবেন না। ব্যাকুল হয়ে কোনও লাভ নেই।

ধন। নিজেই জোর ক'রে নিজের বংশ লোপ করলুম!

মন্ত্রী। আবার বল্‌ছি, ব্যাকুল হবেন না। ঘোড়া ফিরে আসায় যদিও আমার মনে দারুণ সংশয় জেগেছে—

ধন। সংশয় কি—সে রাক্ষসীর পেটে গেছে, তাতে আর সংশয় নেই। যে ঘোড়া সুধনের গলার শব্দ শুন্‌লে দড়ী ছিঁড়ে ছুটে আস্‌তো, সেই ঘোড়া সওয়ার না নিয়ে ফিরে এলো!

মন্ত্রী। তবু বল্‌ছি, ব্যাকুল হবেন না।

ধন। সে গেছে—রাক্ষসীর পেটে গেছে। আর আমাকে স্তোকবাক্যে ভুলিও না।

(রামাদেবীর প্রবেশ)

রামা। কে ও?

মন্ত্রী। আপনার ভৃত্য।

রামা। মন্ত্রী মশায়? আপনি এত রাত্রে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

মন্ত্রী। আমি একা নই মা। মহারাজও এখানে আছেন।

রামা। মহারাজ! কই? এ কি! মাথায় হাত দিয়ে মাটীতে ব'সে? কি মহারাজ! পুত্রের জন্য এত অন্যায় মমতা দেখিয়ে আপনি কি বিশ্রী কাজ করছেন?

মন্ত্রী। বল ত মা! আপনি মহারাজকে বুঝিয়ে বলুন। আমার কথা উনি কানেও তুল্‌বেন না।

ধন। আর আমি কারও কথা কানে তুল্‌বো না, সে জীবিত নেই।

রামা। বালাই! কেন সে জীবিত থাকবে না?

ধন। যদি বেঁচে থাকতো, তা হ'লে সে ফিরে আসতো।

রামা। এখনও কি তার আসবার সময় গেছে?

মন্ত্রী। ঠিক কথা! এখনও মহারাজ সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয় নি।

রামা। সপ্তাহ পূর্ণ হ'তে এখনও প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সময় আছে। এই রাত্রির মধ্যে আমিও তার ফেরবার অপেক্ষা করছি। শুধু তার নয়। সঙ্গে সঙ্গে তার নববধূর এ গৃহে প্রবেশের প্রতীক্ষা করছি।

ধন। আর বধূ কাজ নেই। সে ফিরে আসুক। বিবাহ কর্ত্তে না চায়, আর তাকে বিবাহ কর্ত্তে অনুরোধ করবো না;—সে ফিরে আসুক।

রামা। মন্ত্রী মশায়! সুধনের ফিরে না আসবার কি সন্দেহের কোন কারণ হয়েছে?

ধন। রাক্ষসী—রাক্ষসী। কারণ সেই রাক্ষসী।

রামা। কোথায় রাক্ষসী। কতকগুলো গণ্ড-মূর্খের কথায় আপনি বিশ্বাস ক'রে ব'সে আছেন?

ধন। দেখেছে—দেখেছে—মেনকার রূপ ধ'রে বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—দেখেছে!

রামা। আপনিও কি এই গাঁজাখুরী কথায় বিশ্বাস করেছেন?

মন্ত্রী। আগে বিশ্বাস করি নি। কিন্তু শেষে মুনি বল্কলায়নের মুখে শুনে বিশ্বাস করেছি।

রামা। তিনিও বলেছেন রাক্ষসী?

মন্ত্রী। না, তিনি বলেছেন কিন্নরী।

রামা। কিন্নরী আবার কি?

ধন। রাক্ষসীর মাসী—আবার কি। তার ঘোড়ার মত মুখ, তাতে করাতের মত দাঁত। রাক্ষসী বরং ভাল। কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলে খায়। মরবার যন্ত্রণা বুঝতে দেয় না। এ কড় মড় ক'রে মাথার খুলি চিবিয়ে খায়!

রামা। আর হ'লেই বা রাক্ষসী। সে কি দেশশুদ্ধ লোককে খেয়ে বেড়াচ্ছে?

ধন। কপ-কপ। যাকে সামনে পাচ্ছে।

রামা। তা হোক, আপনার ছেলের কোন ভয় নেই।

ধন। ঘোড়া ফিরে এসেছে।

মন্ত্রী। আমিও তো সেই কথা ওঁকে বারংবার বলছি।

রামা। সুধনের ঘোড়া?

ধন। ওই—জিজ্ঞাসা কর। সুধনের ঘোড়া কিন্তু সুধন নেই।

মন্ত্রী। সেই জন্য মা আমাকেও কিছু চিন্তিত করেছে। ঘোড়া ফিরে আসবার কারণ আমি কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না।

ধন। আমি ঠিক করেছি।

মন্ত্রী। কিন্তু মা, তবু আমি হতাশ হইনি।

ধন। আমি হয়েছি! রাণি! সুধন নেই।

রামা। বালাই।

ধন। আর বালাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিন্নরী তাকে খেয়ে ফেলেছে। রাণি! আমি নিজে জোর ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল করলুম।

রামা। ওরূপ অলক্ষণে কথা কইবেন না।

ধন। মেনকা সেজে গান ধরেছে। যুবা ছেলে কাছে। আর অমনি সে ভীষণা করাল বদনা—আমার অদৃষ্ট জানা—রাণি! সমস্ত জানা হয়ে গেছে।

রামা। আপনি কাঁদতে হয় কাঁদুন। তথাপি আমি কাঁদবো না। আপনার সত্যাশ্রয়ী পুত্র। জন্মাবধি আমি তাকে কখন মিথ্যা কইতে শুনিনি। যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে উপস্থিত না হয়, তখন আমি আপনার সঙ্গে শোক করব। সূর্য্যোদয়ের পরেও যদি সে ফিরে আসে, তবু শোক করব। জানবো জীবনে, প্রথম আমার পুত্র সত্যভ্রষ্ট হ'ল, মহারাজ! মাথা তুলুন—আপনার পুত্র ফিরে আসছে।

মন্ত্রী। মাথা তুলুন মহারাজ, মাথা তুলুন। এমন গর্ভধারিণী যার, ত্রিজগতের ভিতরে কাউকে তার আশঙ্কা করবার কিছু নেই। মাথা তুলুন।

(সুধনের প্রবেশ)

ধন। ফিরে এসেছ—ফিরে এসেছ? (উঠিয়া সুধনকে ধরিয়া) সুধন! বাপ! আর আমি তোমাকে বিবাহে অনুরোধ করব না!

সুধন। তা যদি না করেন, তা হ'লে ধন্য হই। কিন্তু যদি করেন, শ্রীচরণে সন্তানের প্রার্থনা, কোন সুন্দরী কন্যা বিবাহ করতে আমাকে অনুরোধ করবেন না। কুৎসিতা—কুৎসিতা—এ পৃথিবীর মধ্যে যদি সর্ব্বাপেক্ষা কোনও কুৎসিতা কন্যা আপনি

আমার জন্ত নিয়ে আসেন, আমি তাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ কর্‌তে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: কর্‌ব না।

ধন। হুঁ! তা হ'লে তুমি রাক্ষসীকে দেখেছ।

সুধন। রাক্ষসী নয় পিতা—কিন্নরী।

ধন। ওই হ'ল—একই কথা। তুমি তাকে দেখেছ?

সুধন। দেখেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ! ভৃত্যের অনুরোধ—আজ আর ও সম্বন্ধে কোনও কথা কবেন না। কুমারকে বিশ্রাম নিতে অবকাশ দিন। কথা বলবার প্রয়োজন হয়, কা'ল বলবেন। দেখে বুঝতে পার্‌ছেন না—অশ্বশূন্ত অবস্থা—শুধু বাক্যরক্ষার জন্ত কুমার এই রাত্রিকালে ঘরে ফিরে এসেছেন। পথশ্রমের কষ্ট রাত্রির অন্ধকার ভেদ করেও কুমারের মুখে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। রাজকুমার, ঘোড়া ছিল না, না?

সুধন। না, পাঁচদিন ক্রমাগত পদব্রজে আসছি।

ধন। বিশ্রাম নাও—বিশ্রাম নাও। তোমায় ফিরে পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট। এর পর কথা কইবার যথেষ্ট সময় আছে, (স্বগত) দেখেছে! ঘোড়া ভুল হয়ে গেছে—সুতরাং দেখেছে।—কিন্তু ঘোড়া সে মেনকার মুখ দেখেনি;—ঘোড়ার মুখই দেখেছে—আর গানের ভিতর থেকে চিঁহি চিঁহি আওয়াজ শুনেছে,—শুনেই পালিয়ে এসেছে। (প্রকাশ্তে) আচ্ছা সুধন! ঘোড়া থাকতে পদব্রজে এলে কেন?

সুধন। ঘোড়াকে একটা গাছে বেঁধে রেখে, পিপাসা-শান্তির জন্ত এক পার্ব্বত্য নদীতে জলপান কর্‌তে গিয়েছিলুম। এসে দেখি, ঘোড়া নাই।

ধন। ঠিক—ঠিক।

মন্ত্রী। আর ও সব কথা এখন কইছেন কেন? ক্লান্ত পুত্রকে বিশ্রাম গ্রহণে অবকাশ দিন।

সুধন। কেন, তা বল্‌তে পারি না। ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে চ'লে এসেছে।

ধন। আমি বুঝেছি সুধন—সেও কিন্নরীকে দেখেছে।

মন্ত্রী। মা! পুত্রের জন্ত সত্বর বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

ধন। কিন্নরী আজও আছে?

সুধন। বোধ হয়, স্বরাজ্যে চ'লে গেছে।

ধন। বোধ হয়? ভাল, রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর। [ধনপতি ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

রামা। সুধন! তুমি কি বড়ই ক্লান্ত?

সুধন। কই মা! ক্লান্ত এ কথা ত বলিনি। যা ক্লান্তি ছিল, বাক্যরক্ষা কর্‌তে পেরেছি জেনে, তোমার চরণ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তা মিলিয়ে গেছে।

রামা। কিন্নরী কি?

সুধন। সে যে কি, কেমন ক'রে তোমায় বোঝাব?

রামা। সে কি এতই সুন্দর?

সুধন। সে কি সুন্দর! তার সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশ করবার কথাও যদি ভাষাতে থাক্‌তো, তা হ'লে সেই কথা দিয়ে তার রূপের বিশেষণ দিয়ে তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌তুম, সে কি সুন্দর!

রামা। তোমার কুৎসিতা বিবাহ করবার অভিরুচিতেই তা বুঝেছি। সে রূপ দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপসীও আর তোমার চোখে লাগবে না। কিন্তু সুধন! যা মানুষের অপ্রাপ্য, তার জন্ত তোমাকে আত্মহারা দেখলে যে আমার কষ্ট হবে!

সুধন। দেখেছি ভাগ্যবশে। দোষে কি গুণে, তা জানি না। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে হারিয়েছি। এ আপনাকে আর ত আমি কুড়িয়ে আন্‌তে পার্‌ছি না।

রামা। তাই ত সুধন! তোমার কথা শুনে আমি যে সুখী হ'তে পার্‌লুম না। তোমার অদর্শনে আমি যত কাতর হয়েছিলুম, তোমাকে এই অবস্থায় দেখে আমি যে তার চতুর্গুণ কাতর হলুম! তুমি আমার নরসিংহ পুত্র। যাকে জীবনে কখন স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না জানো, তাকে দেখে তুমি আত্মহারা হয়ে এলে!

সুধন। শুধু দেখিনি মা—তাকে স্পর্শ করেছি।

রামা। এ কি বলছ?

সুধন। তার সঙ্গে কথা কয়েছি।

রামা। সুধন—সুধন! তুমি যে সত্যবাদী।

সুধন। ভুল হয়েছে—আমি স্পর্শ করিনি—সে করেছে। হাতে হাত দিয়েছে—আমার কপোল গণ্ড ছুঁয়েছে। কথায় বীণার ঝঙ্কার তুলে আমার কর্ণকে অন্ত শব্দের কাছে বধির ক'রে তুলেছে। এখনও সে ঝঙ্কার আমি সমভাবে শুন্‌তে পাচ্ছি! তার দিব্য কুসুমগন্ধভরা দীর্ঘশ্বাস এখনও আমার বক্ষের ছুরন্ত স্পন্দনকে নিয়ে সমভাবে ক্রীড়া কর্‌ছে।

রামা। নিশাচরী তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে আয়ত্ত ক'রে শুধু এই জড় দেহটা নিক্ষেপ ক'রে চ'লে গেল?

সুধন। না, মা, সে যায় নি। আমিই চ'লে এসেছি।

রামা। আবার বল। শুনে আশ্বস্ত হই।

সুধন। না, আশ্বাস দেবার কিছু নেই। যতই তাকে ছেড়ে দূরে চ'লে এসেছি, ততই আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা একে একে আমার দেহ-সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে তার পদপ্রান্তে আশ্রয় করতে চ'লে গেছে। মা! তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে শুধু তোমার পুত্রের দেহ। এর জীবনস্পন্দন বিন্ধ্যাচলের আকাশ-তলে নৃত্য করছে।

রামা। না না! যখন তোমার সত্য আছে, তখন তোমার সব আছে। কিয়ৎক্ষণের জন্য নিশাচরীর রূপ তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করেছে—এই মাত্র।

সুধন। নিশাচরী নয় মা, কিন্নরী।

রামা। কিন্নরী কি, আমি তা জানি না। কিন্তু নিশাচরীর সঙ্গে তার কতটা প্রভেদ আমি বুঝতে পারছি না। যদি তাতে দেবত্বের সামান্যমাত্রও অংশ থাকতো, তা হ'লে তুমি যেমন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছ, সে তোমাকে দেখে ততোধিক মুগ্ধা হ'ত। সে কেমন রূপ, তাও আমি অনুমানে আনতে পারছি না। তবে তোমার মনের অবস্থা দেখে বুঝেছি, সে রূপ মানুষীর দেহে অসম্ভব। তবু আমি বলছি, সে যদি নিশাচরী না হ'ত, তা হ'লে যখন তার রূপরাশি পশ্চাতে ফেলে তুমি চ'লে এসেছ, সে তখনই তোমার অনুসরণ করতে এখানে আসতো।

(ভদ্রার প্রবেশ)

ভদ্রা। আমি এসেছি।

সুধন। মা-মা—ওই এসেছে!

রামা। এ কি অপূর্ব্ব রূপ! সুধন! আমি রমণী হয়েও এ বিশালাক্ষীর দৃষ্টিমোহে আত্মহারা হচ্ছি। তুমি এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। যদি তোমাকে ডাকি, তখন এসো। নইলে এসো না। চ'লে যাও—চ'লে যাও—চ'লে যাও। [সুধনের প্রস্থান।

ভদ্রা। আবার চ'লে গেল?

রামা। তুমি দাঁড়াও। আগে আমার কথার উত্তর দাও। নইলে এর অধিক আর তোমাকে অগ্রসর হ'তে দেবো না। বল—কে তুমি?

ভদ্রা। তুমি কে?

রামা। আগে আমার কথার উত্তর দাও। (ভদ্রা রামাদেবীর দিকে অগ্রসর হইল) ও কি করছ—এত কাছে আসছ কেন? আমার কথার আগে উত্তর দাও। আরে ম'ল—নিশাচরী আগে আমাকেই গ্রাস করবে না কি! না, পেছুবো না। পেছিয়ে ভীতার পরিচয় দিতে পারব না। (ভদ্রা কর দ্বারা রামাদেবীর কপোল-গণ্ডাদি স্পর্শ করিল।) এ কি কোমলতা! করাঙ্গুলি স্পর্শের এ কি মাদকতা!

ভদ্রা। ঠিক তুমি মা।

রামা। কি ক'রে বুঝলে?

ভদ্রা। (রামাদেবীর হস্ত লইয়া নিজ বক্ষে স্থাপন) এই দেখ—সব ভয় ঘুচে গেছে।

রামা। তুমি কি বড় ভয় পেয়েছিলে?

ভদ্রা। বড্ড! বড্ড ভয়। সখী বলেছিল, মানুষ ছুঁলেই আমি ম'রে যাব। ওই ওকে ছুঁয়েছিলুম, মরিনি। তবে বুকের কাঁপুনিতে মর-মর হয়েছিলুম। তোমাকে ছুঁয়ে আবার বেঁচে গেলুম। আমার বড্ড উল্লাস হচ্ছে।

রামা। মা! তুমি কে?

ভদ্রা। আমি কিন্নর রাজা ব্রহ্মদত্তের কন্যা। আমার নাম ভদ্রা।

রামা। এ মর্ত্ত্যভূমে কেন এসেছিলে?

ভদ্রা। বাবা এক দেবতাকে বিবাহ করতে আমাকে আদেশ করেছিলেন—আমি করিনি। সেই জন্য ক্রোধে তিনি আমাকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

রামা। এখানে এসেই আমার পুত্রকে দেখেছ?

ভদ্রা। ওই তোমার পুত্র?

রামা। আমার একমাত্র পুত্র। (ভদ্রা প্রণাম করিল।) তুমি দেবী—আমি মানুষী। তুমি আমাকে কেন প্রণাম করছ?

ভদ্রা। যে মানুষ দেবতা হ'তেও শ্রেষ্ঠ, তুমি তার মা।

রামা। জ্যোতির্ম্ময়ি! এক মুহূর্ত্তের রূপ-জ্যোতিতে আমার কন্যাশূন্য গৃহ আলোকিত ক'রে, তাকে আবার চিরকালের জন্য কি ঘনান্ধকারে ডুবিয়ে দিতে এসেছ?

ভদ্রা। তোমার কথা বুঝতে পারলুম না।

রামা। শুধু দেখা দিতে এসেছ, না থাকতে এসেছ?

ভদ্রা। থাকতে এসেছি।

রামা। তোমার পিতার ক্রোধ দূর হয়ে গেলে, যখন তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে আসবেন?

ভদ্রা। আমি যাব না।

রামা। এ স্থান যদি এর পর কোনও কারণে তোমার অপ্রিয় ব'লে বোধ হয়?

ভদ্রা। তুমি আমাকে পরিত্যাগ না কর্‌লে আমি যাব না।

রামা। তুমি আকাশচরী—সুতরাং ইচ্ছাগতি। এর পর কখনও যদি তোমার স্থানত্যাগের অভিরুচি হয়, আমি কেমন ক'রে তোমাকে ধ'রে রাখব?

ভদ্রা। যার বলে আমি আকাশচরী, সেই বস্তু এই তোমার হাতে সমর্পণ করি। (মণি দান)।

রামা। তোমার কথাতেই আমি বিশ্বাস কর্‌ছি। কিন্তু স্নেহ সর্ব্বদা বিরহ আশঙ্কা করে। সেই জন্য এই মণি আমি গ্রহণ কর্‌লুম। মা! তোমাকে এইবারে পুত্রবধূ ব'লে সম্বোধন ক'র্‌তে পারি?

ভদ্রা। তোমার পুত্র আমার স্বামী।

রামা। অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন বেটী! আমার বুকে আয়। (আলিঙ্গন) আমার এ আনন্দ দেখবার জন্য এ গভীর নিশীথে একটাও প্রাণী জেগে নাই। এক জন দেবতা? এক জন মানুষ?

(মকরীর প্রবেশ)

মকরী। মানুষের অধম—একটা চণ্ডালিনী জেগে আছে।

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎ। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডালটাও আছে।

রামা। কে তোমরা?

ভদ্রা। ওরাই এ মর্ত্ত্যভূমে আমার বাপ-মা। ওদেরই কৃপায় আমি তোমার বুকে আশ্রয় পেয়েছি।

রামা। কে তোমরা?

উৎ। মিছে বলিনি মা। আমরা সত্য সত্যই চণ্ডাল।

রামা। তবে আমার মা কি মিথ্যা বল্‌লে?

উৎ। তোমার মা তো এখানকার জাতের খবর জানে না।

মকরী। আমরা বেদেবেদেনী।

রামা। তবু মিথ্যাকথা!—তোমরা ব্যাধ পত্নী ও ব্যাধের মূর্ত্তিতে আমার পরম ভাগ্যদাতা লক্ষ্মী-নারায়ণ। এস—সঙ্গে এস। আজ থেকে তোমাদের আমি আমার সংসারের অঙ্গ ব'লে স্বীকার কর্‌লুম।

[ভদ্রা ও রামার প্রস্থান।

(গীত)

মকরী। কথা কই কই কই
মুখে আসে কই,
কথা কব না কব না কব না।

উৎ। কথা না কই না কই
প্রাণ চুপে থাকে কই,
চুপ রব না রব না রব না॥

মকরী। আহ্লাদে নেচে উঠেছে বুক,
বেদের কপালে ছিল এত সুখ,

উৎ। তবে কোনমতে
করে ভোঁতা মুখ
চুপটি দাঁড়ায়ে র'ব না।

মকরী। এই যদি তোর মনের কথা
কেন তোর প্রাণে জাগাই ব্যথা,

উভয়ে। ভেঙে গেছে ঘুম এ রাতি নিশুম
যেতে দেবো না দেবো না—

দেবো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদস্থ কক্ষ।

ধনপতি ও পারিষদবর্গ।

ধন। মন্ত্রীর কথা আমার কানেই লাগছে না।

১ম, পা। আমাদেরও লাগছে না।

ধন। কেবল বলে আপনি ব্যাকুল হবেন না! আরে মূর্খ, আমি বাপ, আমি ব্যাকুল হব না? ব্যাকুল হবে তুমি?

১ম, পা। আপনি ব্যাকুল হ'ন। কায়স্থ কথা শুন্‌বেন না। রাজ্যের কথা হয়, সন্ধি-বিগ্রহের কথা হয়—

ধন। তখন তার পরামর্শ গ্রাহ্য। এ কটির ব্যাপার—দৈব। এতে তার পরামর্শে মন স্থির থাকবে কেন?

১ম, পা। কিছুতেই থাকতে পারবে না। আপনি ব্যাকুল হ'ন—আমরাও আপনার সঙ্গে ব্যাকুল হচ্ছি।

ধন। মন্ত্রীর প্রয়োজন মন্ত্রণায়। আর পারিষদের প্রয়োজন—কিসে বল না হে?

১ম, পা। যন্ত্রণায়।

ধন। ঠিক বলেছ। যন্ত্রণা, বিষম যন্ত্রণা। একমাত্র ছেলে—খাইয়ে দাইয়ে এত বড় ক'রে তুললুম—সেটা শেষকালে কিন্নরীর পেটে চ'লে যাবে?

সকলে। (দীর্ঘশ্বাস)।

ধন। চ'লে যাবে বল্‌ছি কি—অর্দ্ধেক চ'লে গেছে। (সকলে দীর্ঘশ্বাস) দেখলুম, সে সুধন আর নেই। আমাকে দূর থেকে দেখলেও যে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌ত, সেই ছেলেকে জড়িয়ে ধর্‌লুম। সে বুঝতে পারলে না। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

১ম, পা। আগেই ভক্তি খেয়ে ফেলেছে। (সকলের দীর্ঘশ্বাস)

ধন। তা যা হ'ক—ও কথা কইলে কেন? বলে, পৃথিবীর মধ্যে সবার চেয়ে কুৎসিত মেয়ে যদি এনে দেন, তবেই বিবাহ কর্‌ব। এ কথা কেন বল্‌লে?

১ম, পা। এ ত সর্ব্বনেশে কথা! (সকলে অস্ফুট ক্রন্দন) এর ত মানে নেই।

ধন। কেন বল্‌লে? এখন বুঝেছি, কথার মানে আছে। গভীর অর্থ। কিন্নরী অর্দ্ধেক বুঝেছিল মনে করেছিলুম, এখন বুঝছি সম্পূর্ণ বুঝেছে। (সকলের দীর্ঘশ্বাস) দুঃখ কর, দুঃখ কর, মর্ম্মান্তিক দুঃখ—গভীর শোক প্রকাশ কর। (সকলের শোক প্রকাশ) কিন্তু নীরবে। (সকলের তথাকরণ) কেন না, কিন্নরীর প্রকাণ্ড কাণ আছে। যদি শুন্‌তে পায়, আমরা শোকার্ত্ত হয়েছি, তা হ'লে সে আগে থাকতে সাবধান হবে। কেন না, আমার বেশ মনে নিচ্ছে, কিন্নরী রাজপুরীতে আস্‌বে। (সকলের ভীতিপ্রদর্শন) অমন ভীতিপ্রদর্শন কেন? সে কার্য্য পরে। কিন্নরী যদি আসে, তা হ'লে ত বাঁচবার একটা চেষ্টা কর্‌তে হবে। ছেলেটার যদি এতটুকুও প্রাণ অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লেও ত তাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে। কুৎসিত বিয়ে কর্‌তে চায় কেন, বুঝেছ? কিন্নরী শিখিয়ে দিয়েছে। (সকলের ইঙ্গিতে স্বীকার) সুন্দরী সেজে সে রাজকুমারের মনোহরণ করেছে। সে এলেই কুমার তাকে বধূ করতে চাইবে। তার রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হব, রাণী মুগ্ধ হবে। কাজেই বিবাহ দিতে আর কারও আপত্তি থাকবে না। আর যেমন বিবাহ, অমনি—

সকলে। আসল রূপ প্রকাশ।

ধন। এই এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ। অমনি আসলরূপ প্রকাশ। তখন এই এত বড় মুখ, এই এমন এমন দাঁত, এই লটপটে কান। আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে। জানে ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা। একবার হাঁ বল্‌লে আর না বলতে পার্‌ব না। একবার পুত্রবধূ ব'লে স্বীকার করিয়ে নিয়েই আসল রূপ প্রকাশ। সে রূপ যেমন দেখা, অমনি আমি, রাণী, ছেলে, তোমরা, তারা—যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে, সে সেখানে সেই অবস্থায়—

সকলে। বাপ! (কাত হইল)

ধন। ওই 'বাপ' ব'লেই কাত। এখন বুঝতে পারছ, বিপদ কি?

সকলে। মহারাজ! বড়ই বিপদ।

ধন। মন্ত্রী বলে কি না, ব্যাকুল হয়ো না!

১ম, পা। আর ব্যাকুল না হ'লে উপায় নেই। (সকলের ব্যাকুলতা প্রদর্শন)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

ধন। পুরোহিত—পুরোহিত, বড়ই বিপদ। পুরোহিত, বড়ই বিপদ।

সকলে। পুরোহিত, বড়ই বিপদ।

পুরো। কুমার কি ফিরে আসেন নি?

ধন। এসেছে।

পুরো। তবে? এই ত মহারাজ স্বস্ত্যয়নের ফল ফলেছে। আপনি যে পুত্রের জন্য শোকাতুর হয়েছিলেন, সেই পুত্র স্বস্ত্যয়নের ফলে ফিরে এসেছে, তবে আবার বিপদ কি!

ধন। এবার বড় বিপদ!

১ম, পা। যদি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, তবেই বুঝবো, আপনি পুরোহিত।

পুরো। আমি কে,—আমি উদ্ধার কর্‌বার কে? উদ্ধারকর্ত্তা ওই ওখানে একমাত্র (ঊর্দ্ধদৃষ্টি)।

আমার যেরূপ জ্ঞানবুদ্ধি, তদনুরূপ মহারাজের জন্য যজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে পারি মাত্র। এখন ঘটনা কি বলুন দেখি।

ধন। তৎপূর্ব্বে বল দেখি—কিন্নরী কি?

পুরো। কিন্নরী—কিম্ ছিল নরী—কিন্নরী।

ধন। শোন।

পুরো। স্বর্গ-গায়িকা—

ধন। এই ভাল ক'রে শোন—

পুরো। অশ্বমুখী।

ধন। তবে আর শোনাশুনি নেই—এবারে দিব্যচক্ষে দেখা।

পুরো। হরিণ-নর্ত্তকী—

ধন। তবে আর সর্ব্বনাশের বাকি কি!

পুরো। এখন ব্যাপারটা কি, বুঝিয়ে বলুন দেখি। কিন্নরীর কথা জান্‌তে চাইলেন কেন?

ধন। আর বুঝিয়ে বল্‌বার সময় কই! আস্‌বে বল্‌ছিলুম—এতক্ষণ এসেছে।

পুরো। কে এসেছে?

ধন। হরিণ-নর্ত্তকী! শুধু অশ্বমুখী নয়—আবার হরিণ-নর্ত্তকী। সে কি আর তাকিয়া হেলান দিয়ে বিন্ধ্যাচলে ব'সে আছে—তড়াক তড়াক লাফ মেরে এতক্ষণে এসেছে।

(সকলের কম্পন)

পুরো। কে? সেই বিন্ধ্যাচলের কিন্নরী? সে এই রাজপুরীতে এসেছে?

ধন। যদি আসে, তা হ'লে কি তাকে বধ কর্‌বার মন্ত্র-তন্ত্র তোমার জানা আছে?

পুরো। বলি, আসে নি ত মহারাজ?

ধন। না। আসা অনুমান কর্‌ছিলুম।

পুরো। তাই বলুন। আমি যে গৃহের পুরোহিত, সে গৃহে কিন্নরী আস্‌বে কি? আস্‌বার পথেই দু'টো সরষে পড়া দিয়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেল্‌ব।

ধন। আর যদি এসে পড়ে?

পুরো। তখনি ভস্ম। একটু সময় ঘিয়ের ছিটে—কিন্নরী অমনি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে যাবে।

রামা। (নেপথ্যে) মহারাজ!

ধন। ওই—ওই পুরোহিত! বড় বিপদ! অনুমান মিথ্যা হ'ল না, কিন্নরী এসেছে!

পুরো। সর্ব্বনাশ! কিন্নরী এসেছে কি! বড় জোর সে বিন্ধ্যাচলে আস্‌তে পারে। এখানে আস্‌বে কি? এখানে বড় জোর সে পুথি পাতায় লেখা থাকবে।

রামা। (নেপথ্যে) মহারাজ! (ধনপতি সকলকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিলেন।) মহারাজ! (দ্বারে করাঘাত) বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি—একবার গা তুলুন।—(সকলের ইঙ্গিতাভিনয়—হাঁ রে! মহারাজ কি ঘরে নেই?

দ্বারী। (নেপথ্যে) আছেন ত জানি মা!

রামা। (নেপথ্যে) তবে এত ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না কেন?

দ্বারী। (নেপথ্যে) এইমাত্র শুয়েছেন। তাই বোধ হয়, অগাধে ঘুমিয়েছেন। এ কি রাণী মা! সঙ্গে আপনার কে?

রামা। (নেপথ্যে) কে, অনুমান কর দেখি।

দ্বারী। (নেপথ্যে ভীতিসূচক শব্দ।)

রামা। (নেপথ্যে) ভয় কি রে—ভয় কি! তোদের ভবিষ্যৎ রাণী। (পারিষদ্‌বর্গের নীরব ভীতি প্রকাশ)।

ভদ্রা। (নেপথ্যে) ও পালিয়ে গেল কেন মা? (পুরোহিতের ভীতি প্রকাশ, পারিষদগণ তাহার মুখ হস্ত দ্বারা আবৃত করিল)।

রামা। (নেপথ্যে) ওর কোন অপরাধ নেই মা! এত রূপ—ও ক্ষুদ্র ভৃত্য—দেখা সইতে পারবে কেন! মহারাজ, দোর খুলুন।

ধন। আর ত নীরব থাক্‌লে চল্‌বে না। দোর খোল পুরোহিত। দোর খোল।

পুরো। কিন্নরী দেবযোনি—অশ্ববদনী—সে ঘরে প্রবেশ কর্‌ছে কি!—(কম্পনের সহিত) মহারাজ!

রামা। (নেপথ্যে) কার কথা যেন শুনতে পাচ্ছি।

ধন। আচ্ছা, আমিই দোর খুলি। (পারিষদ্‌বর্গের ধনপতিকে ধারণ। পুরোহিতের পলায়ন। মৃত্যুই হ'ক, আর যাই হ'ক, আমি ত পালাতে পারি না। কিন্নরীর ভয়ে গৃহত্যাগ করাই আমার মৃত্যু।

রামা। (নেপথ্যে) এ রকম ঘুম ত কখন দেখিনি! মহারাজ!

ধন। কে—কি—কেন?

রামা। (নেপথ্যে) জেগে ঘুমুচ্ছেন না কি!

ধন। (দ্বার উন্মোচন) কি জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত কর্‌তে এলে? এ কি রূপ!

(রামাদেবী ও ভদ্রার প্রবেশ)

রামা। এই তোমার শ্বশুর, প্রণাম কর। দেখছেন মহারাজ!

ধন। (স্বগত) এ অপূর্ব্ব কমনীয় কান্তির ভিতর বিভীষিকা লুকিয়ে থাক্‌বার স্থান কোথায়? (ভদ্রা ধনপতির পদ বারংবার কর দ্বারা মার্জ্জিত করিতে লাগিল) হয়েছে হয়েছে, এত কোমল স্পর্শানুভূতি সহ্য করতে পারি, এমন মস্তিষ্কবল আমার নেই মা! হয়েছে মা! হয়েছে! চরণসেবায় ক্ষান্ত দাও। ধিক্ আমাকে—ধিক্ আমাকে!

রামা। কেন মহারাজ! সহসা আপনার এরূপ আত্মগ্লানি কেন?

ধন। ধিক্ আমাকে—ধিক্ আমাকে! কে তুমি মা?

রামা। পরিচয় পরে শুন্‌বেন। আগে বলুন —আত্মগ্লানি করছেন কেন?

ধন। আমি কিন্নরী জ্ঞানে এই অপূর্ব্বদৃষ্ট কাঞ্চনলতার বিনাশোপায় চিন্তা কর্‌ছিলুম।

রামা। তবে ত বালিকাকে আপনার কাছে এনে ভাল করলুম না। মায়ের আমার বিভীষিকা ত দূর হ'ল না!

ধন। সত্য কি তুমি কিন্নরী?

ভদ্রা। আমি কিন্নররাজ ব্রহ্মদত্তের কন্যা।

ধন। কিন্নরী ত শুনেছি অতি কুৎসিতা, তবে তোমার এই জগন্মোহিনী মূর্ত্তি কেমন ক'রে হ'ল মা?

ভদ্রা। আমি সুন্দর কি কুৎসিত, তা আমি জানি না।

ধন। কখন কি তুমি নিজের রূপ দেখনি?

ভদ্রা। নিজের রূপ কি দেখা যায়?

(ধনপতি ও রামদেবা পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন)

ধন। কেউ তোমাকে দেখে কিছু বলেনি?

ভদ্রা। এক দেবতা আমাকে দেখে বলেছিল —"ভদ্রা! তুমি কি সুন্দর!" আর তোমার পুত্র আমাকে দেখে বলেছে, আমি সুন্দর।

ধন। সুন্দর কখন কোথাও দেখেছ?

ভদ্রা। আমার মা সুন্দর, বাবা সুন্দর, আমার সখী সুন্দর, দেবতাকে দেখেছি সুন্দর—এই মা সুন্দর, তুমি সুন্দর!

ধন। তা হ'লে ত সারা সংসারই তুমি সুন্দর দেখছ মা! আমার পুত্রকে ত দেখেছ?

ভদ্রা। দেখেছি।

ধন। কই, তার কথা ত কিছুই কইলে না?

ভদ্রা। প্রথম যখন তাঁকে দেখেছিলুম, তখন খুবই সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিল।

ধন। তার পর?

ভদ্রা। তার পর আর বুঝতে পারিনি।

রামা। সে কি মা?

ভদ্রা। তাকে দেখলেই নিজের ভিতরে কেমন ক'রে ঢুকে যাই। চোখ বুজে আসে। আর কিছুই মনে ক'রে বাইরে আন্‌তে পারি না।

ধন। ধিক্ আমাকে—শত ধিক্! এই সরলতার সুবর্ণ-প্রতিমাকে আমি নিশাচরী কল্পনা করেছিলুম!

রামা। কোন দোষ করেন নি মহারাজ! আমিও ওইরূপ ভ্রমে পড়েছিলুম। অজ্ঞান মানুষ না জেনে ব্রহ্মময়ীর রূপেও নিন্দা করে।

ধন। কল্যাণি! নিজের রূপ তুমি দেখ্‌তে চাও?

রামা। একেবারে পুত্রের পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দেখাবেন মহারাজ!

ধন। ঠিক—ঠিক। সেই আমার মহা অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। ভাল কথা—এ মরণের দেশে তুমি কি কর্‌তে এসেছিলে মা?

রামা। হাঁ—সে কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। যে দেবতার কথা শুন্‌লেন, বালিকা তাকে বিবাহ কর্‌তে চায়নি ব'লে কিন্নররাজ ওকে মর্ত্ত্যলোকে নির্ব্বাসিত করেছেন!

ধন। বটে! চিরদিনের জন্য?

ভদ্রা। না—সপ্তাহের জন্য। আজ রাত্রিশেষে সপ্তাহ পূর্ণ হবে। প্রাতঃকালে আমাকে নিয়ে যেতে কিন্নর-রাজ্য থেকে লোক আসবে।

ধন। তার পর?

রামা। তার পর যে সব কথা, আমি তার মীমাংসা ক'রে নিয়েছি।

ধন। তুমি কি মীমাংসা ক'রে নিয়েছ?

রামা। মা আর আমাদের গৃহ পরিত্যাগ কর্‌বে না। পাছে কখনও কোনও কারণে তার এ গৃহত্যাগের অভিরুচি হয়, সেই জন্য এই মণি আমাকে দিয়ে বালিকা তার আকাশে উঠবার শক্তি লোপ করেছে।

ধন। পুত্রস্নেহে তুমি মুগ্ধ। সুতরাং তুমি আমার প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারবে না। হাঁ মা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

ভদ্রা। তুমি কি বাবা, কিন্নররাজের কোপানলের ভয় করছ?

ধন। না মা—আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে আমি কখনও ভয় করিনি।

ভদ্রা। এইবারে বুঝেছি।

ধন। বুঝেছ?

ভদ্রা। পিতার অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকে নিতে চাও না।

ধন। নিলে আমি চোর হব—আমার পুত্র চোর হবে।

ভদ্রা। মা! আমার মণি দাও।

রামা। তুমি কি চ'লে যাবে?

ভদ্রা। এ কথা শোনবার পর আর ত আমি থাকতে পারি না।

ধন। কিন্নরনন্দিনি! যখন দেখিনি, তখন তোমার স্মরণে বিভীষিকা দেখেছি! এখন দেখে মুহূর্ত্তের বিয়োগ স্মরণেই আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছি।

ভদ্রা। কেন বাবা, আমি যাব আর বাপ-মার অনুমতি নিয়ে ফিরে আসব।

রামা। যদি না তোমার বাপ অনুমতি দেন?

ভদ্রা। ও কথা ব'ল না—ও কথা ব'ল না। আমি যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর—এমন কি, দেবতা—সব দেখেছি। কিন্তু মানুষ দেখিনি। যখন দেখেছি, তখনি দেবতা গন্ধর্ব্ব আমার চোখে মলিন হয়ে গেছে। সেই তোমরা তাদের কাছে চোর হবে! অনুমতি না দেয়, আমি স্বামীর দোহাই দিয়ে চ'লে আসব। আবদ্ধ করে—চিরজীবন কাঁদবো। আর সমস্ত আকাশ ভ'রে মানুষের যশোগান করব। মণি দাও মা, মণি দাও।

রামা। এর ওপরে আর আমার কোনও কথা বলবার নেই! এই মণি নাও।

ধন। তোমায় পুত্রবধূ পেয়ে আমার কুল ধন্য। বুঝতে পারছি যদি তুমি আর না ফিরতে পার, আমার পুত্র জীবিত থাকবে না। তথাপি মা, চৌর-পুত্রক হওয়ার চেয়ে অপুত্রক হওয়া আমার শতগুণে ভাল।

ভদ্রা। মা! বিদায় দাও—বাবা, বিদায় দাও।

রামা। একবার পুত্রের সঙ্গে দেখা করবে না?

ভদ্রা। ও কথা আর ব'ল না। তা হ'লে তোমরা চোর হবে। আবার তাঁকে দেখলে আর এখান থেকে যেতে পারব না। সপ্তাহের মধ্যে ফিরতে না পারি, তা হ'লে বুঝবে, আর আমি ফিরতে পারলুম না। [প্রস্থান।

রামা। মহারাজ!—

ধন। রাণি! সম্বোধনের অতিরিক্ত আর একটিও কথা কয়ো না। ধৈর্য্য ধ'রে পুত্রবধূর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা কর। যদি না আসে, তা হ'লে বুঝবো, আমাকে সবংশে নিধন করতেই কিন্নরী মাটীতে পা দিয়েছিল। যদি আসে, তা হ'লে বুঝব, রত্নভাগ্যে কুবেরও আমার তুলনায় দরিদ্র।

(নেপথ্যে গীত)

উত্তর উত্তর চ'লে এস নরবর,
তুঙ্গ হিম গিরিবর-শিরে।

রামা। ওই গেল! মহারাজ! পেয়ে হারালুম!

ধন। বুঝি হারালুম! রাণি! এই দর্শন—এই অদর্শন মনে হচ্ছে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি—স্বপ্নের কথা শুনছি। কিন্নরী! এত সুন্দর! এত মধুর! ধিক্! আমাকে শতধিক্!—এই অপূর্ব্ব বস্তু না দেখে ঘৃণায় তার বধোপায় চিন্তা করেছিলুম!—আমাকে ধিক্—শতধিক্ আমাকে।

(সুধনের প্রবেশ)

সুধন। কই মা—ভদ্রা? ভদ্রা কোথা গেল!

ধন। সুধন! এসেছ? বেশ করেছ। কিন্নরীকে দেখেছ, পেয়েছ—আবার হারিয়েছ। আর একটিবারমাত্র দেখার ভাগ্য এখনও তোমার অবশিষ্ট আছে! তোমাকে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারছে না ব'লে বুঝি কিন্নরী এখনও মেঘান্তরালে লুকোয়নি। শুধু দেখতে চাও, এখনও আছে—দেখে এসো। যদি পেতে চাও—যাও কিন্নরলোকে। কিন্নররাজের নিকট থেকে ও অপূর্ব্ব মণির দানপত্র নিয়ে ফিরে এস।

সুধন। কিন্নর-লোক কোথায়, তা তো জানি না!

ধন। আমিও জানি না, কে যে জানে, তাও জানি না।

রামা। চুপ! ওই কিন্নরী পথের কথা বল্‌তে বল্‌তে যাচ্ছে।

ধন। ঠিক—যাও—শোন, পারো—কিন্নরীর অনুসরণ কর।

সুধন। আপনাদের চরণ স্পর্শ ক'রে এই স্থান থেকেই আমি কিন্নরীর অনুসরণ কর্‌লুম।

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয়

উজ্জ্বল দৃশ্য, মধ্যে শূন্যে অবস্থিতা ভদ্রা।

(গীত)

উত্তর উত্তর চ'লে এস নরবর,
তুঙ্গ হিম-গিরিবর-শিরে।
উত্তর উত্তর মুনিজন-মনোহর
মানস-সরোবর-তীরে;
সেথা হ'তে দূরে আরও দূরে উত্তরে—
একাধার ভূধর বিগলিত কান্তি,
হিমকণা ধারা ছুটেছে আপনহারা
পরশে করিও দূর শ্রান্তি,
দুর্গম পথরেখা সাবধানে চ'ল সখা
উত্তর হ'তে যেন আঁখি না ফিরে।
ধীরে ধীরে ধীরে বিধুখণ্ডিত
মণিমণ্ডিত সেই পুরে॥

(সুধনের প্রবেশ)

সুধন। ওই মিলিয়ে গেল! ভদ্রা! আর একটু অপেক্ষা কর। আর একবার দেখি! কই, আমার কথা ত শুন্‌তে পেলে না! ওই দূরে—অতিদূরে নব কাদম্বিনীকে কাছে পেয়ে ভদ্রা বিদ্যুল্লতার আলিঙ্গনে তাকে বেষ্টন করলে। ভাল, যাও। আর পিছু ডাক্‌বো না। যদি তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত হ'তে না পারি, তা হ'লে হীন পুরুষত্ব নিয়ে কোন্ মুখে আমি তোমাকে আবার বল্‌বো? যাও ভদ্রা—যাও। দূরে—যত-দূরে পার যাও। সারা পথ প্রলয়ের মেঘেও যদি আচ্ছন্ন হয়, তবু আমি তোমার অনুসরণে বিরত হব না।

[প্রস্থান।

(উৎপল ও মকরীর প্রবেশ)

উৎ। তুই রাণীমায়ের পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্। ও ভাগ্য আমার সইল না। আমি দেবতার সঙ্গে চল্‌লুম।

মকরী। একটু দাঁড়া।

উৎ। দাঁড়াতে গেলে আর রাজপুত্রকে ধরতে পারব না। দেখছিস্ না দেবতা পাগলের মত ছুটেছে। আকাশপানে চেয়ে—মাটীতে কোথায় কি আছে, দেখতে পাচ্ছে না। এখনি কোথাও প'ড়ে যারা যাবে।

মকরী। তুই কি রাজপুত্রকে ফেরাতে যাচ্ছিস?

উৎ। ও কি আর ফিরবে?

মকরী। তা হ'লে ওর সঙ্গে কত দূর যাবি?

উৎ। যত দূর দেবতা যাবে।

মকরী। পারবি?

উৎ। না পারি, আর ফিরব না।

মকরী। তাতে তো আমার ভারি লাভ! দেবতারই বা তাতে লাভ কি? যদি বরাবর সঙ্গে যেতে পারিস্ যা, না পারিস্, যেখান থেকে এসেছিস, সেই আমাদের কুঁড়ে ঘরে ফিরে চ'।

উৎ। যেতে কি পারবো না?

মকরী। দাঁড়া দাঁড়া। এ কথার জবাব, ঠোঁট থেকে কথা বেরুতে বেরুতে দেওয়া যায় না, এর উত্তর দিচ্ছি।

(গীত গায়িতে গায়িতে বটুকায়নের প্রবেশ)

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়
ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়
তস্মৈ 'ন' কারায় নমঃ শিবায়॥
মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায়
নন্দীশ্বরায় প্রমথনাথ মহেশ্বরায়।
মন্দার পুষ্প-বহু-পুষ্প সুপূজিতায়
তস্মৈ 'ম'কারায় নমঃ শিবায়॥
শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ-
সূর্য্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়
তস্মৈ 'শি'কারায় নমঃ শিবায়॥
বসিষ্ঠ-কুম্ভোদ্ভব-গৌতমার্য্য-
মুনীন্দ্র দেবার্চ্চিত-শেখরায়।
চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচনায়
তস্মৈ 'বা' কারায় নমঃ শিবায়

যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরায়
পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়
তস্মৈ 'য়'কারায় নমঃ শিবায়॥

মকরী। হাঁ ঠাকুর, এ দিকে কি মনে ক'রে এসেছ?

বহুলা। কিন্নরীকে দেখতে।

মকরী। কিন্নরী উড়ে গেছে।

বহুলা। উড়ে গেছে? আপদ গেছে!

মকরী। এ কথা কইলে কেন ঠাকুর?

বহুলা। তোর স্বামীকে কিন্নরী ধরবার আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, সেই জন্য কিন্নরীটাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

মকরী। সে এখন কেমন ক'রে দেখ্‌বে?

বহুলা। উড়ে গেছে, আর কেমন ক'রে দেখব?

উৎ। আপদ গেছে বললে কেন?

বহুলা। আমরা তপস্বী মানুষ। আমাদের মায়ার বস্তু দেখতে কৌতূহল হওয়া ভাল নয়। কিন্নরী দেখবার লোভ সংবরণ করাই আমার উচিত ছিল। কাজেই, কিন্নরী উড়ে গেছে—ভালই হয়েছে।

মকরী। এখনও ইচ্ছা করলে কি দেখতে পার?

বহুলা। এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করলি কেন মা?

মকরী। তুমি বল না ঠাকুর?

বহুলা। কি রে বোকা, তুই কিন্নরীকে দেখতে কিন্নর-লোকে যাচ্ছিস নাকি?

উৎ। তুমি পার কি না বল না।

বহুলা। আমি কি—কোনও মানুষে কখন পেরেছে কি না শুনিনি।

মকরী। কি রে মিন্‌যে, শুন্‌ছিস্?

উৎ। কিন্তু বাবাঠাকুর, মানুষ তাকে দেখতে গেছে।

বহুলা। কে গেছে রে? কে এমন বড় পাগল? রাজপুত্র?

উৎ। রাজপুত্র।

বহুলা। ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্। যারা বল-বীর্য্য, উপায়, ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সম্পন্ন, কিন্নরলোক তাদেরও অগম্য—ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্।

উৎ। কিন্তু কিন্নরীকে দেখ্‌ব ব'লে যখন বেরিয়েছে, তখন ত রাজপুত্র তাকে না দে ফিরবে না।

বহুলা। যদি পৃথিবীতে না দেখা হয়, তা হ' কি সে কিন্নরলোক পর্য্যন্ত যাবার সঙ্কল্প করেছে?

উৎ। এখানে দেখা পায়, যাবে না। পেলে ফিরবে না।

বহুলা। সে পথ হিমালয়ের পার—ক পাহাড়, কত গহ্বর, কত নদী—বড় দুর্গম।

মকরী। হাঁ বাবাঠাকুর। রাজপুত্তুর যেতে পারবে না?

বহুলা। বড়ই বিষম প্রশ্ন মা। আমি ত উত্তর দিতে পার্‌ব না। কৈলাসদর্শনের সঙ্ আমি একবার সে পথে গিয়েছিলুম। পৌঁছিতে পারিনি। সে সব পর্ব্বতের কথা জানি। একাধার ব'লে এক পাহাড়। গায়ে গণ্ডা মেরে সে পাহাড়ে উঠতে হয়। আমি উঠেছিলুম। যন্ত্র নামে এক পর্ব্বত। তার বক্ষোভেদ ক'রে নিকি অন্ধকারময় সর্প-রাক্ষস-ভরা এক প্রচণ্ড গুহা। গুহাও ভেদ করেছিলুম। কিন্তু তার পরে খরি খরস্রোতা রোদিনী নামে এক নদী। কিরা-চেড়ীরা সেই নদীর তীরে কান্নার সুরে দিন-রা গান করছে। নদী পার হবার সময় সেই গা শুনে একটু অন্যমনস্ক হলেই নদী মানুষকে ভাসিয়ে একেবারে পৃথিবীর সমতল ভূমিতে এনে উপস্থি করে। আমিও পার হ'তে গিয়ে অন্যমনস্ক হ ছিলুম। সেই জন্য আর সে নদী পার হ' পারিনি। শুনেছি, তার পরে আরও একটা ন আছে। তার নাম হাসিনী নদী। এই নদী পুলিনে কিন্নর-কামিনীরা এক মধুর হাসি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে। সেই নদীপা কৈলাস পর্ব্বতের শান্তিতে শুভ্রবর্ণ পথ,—সে পথ ধ'রে কিছু দূরে গেলে স্ফটিকময় মন্দিরশ্রে কিন্নরপুরী। সে পুরী আমার ভাগ্যে দেখা ঘটেনি।

মকরী। তাই ত রে মিনষে! রাজপুত্তুর তবে প্রাণ হারাতে চ'লে গেল!

উৎ। আচ্ছা বাবাঠাকুর, রাজপুত্তুর যদি যে পারে, তা হ'লে আমিও কি যেতে পার্‌বো না?

বহুলা। এরও উত্তর আমি দিতে পারব না আমি পারিনি। আর কেউ কখন পেরেছে কি না শুনিনি।

[প্রস্থান

উৎ। কি বলিস্ মাকুড়ী ?
মকরী। কিন্তু যেতে হবে।

(দ্বৈতগীত)

উৎপল। যেতে হবে যেতে হবে,
হোক না সে দেশ যত দূরে।
মকরী। যেতে হবে যেতে হবে,
যেতে যদি হয় যমপুরে॥
উৎ। যেতে হবে যেতে হবে,
আন কথা নাই আর মনে।
মকরী। যেতে হবে যেতে হবে,
দেবতা যেথায় যাবে,
চা'ব নাকো আর পাছু পানে।
উৎ। তুই গেলে যাওয়া হবে না
পথে যেতে রমণী মানা,
মকরী। তবে যাব না যাব না
পায়ে বাধা হব না,
আমি ঘরেব'সে ডাকি দেবতারে।
উৎপল। বিদায় বিদায়,
মকরী। নতি করি পায়,
উৎপল। যদি আর না আসি ফিরে—
মকরী। এসো এসো—ফিরে এস জয় নিয়ে ঘরে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃ

কিন্নরলোক—প্রাসাদ।

ব্রহ্মদত্ত, উপগুপ্ত ও বিতস্তা।

ব্রহ্ম। আরে মূর্খ, আমার কন্যাকে মানুষে ক'রে নিয়ে গেল কি ? একে কিন্নরী, তায় আমার কন্যা—মানুষ তাকে দেখতেই পাবে না, তাকে কি না ধ'রে নিয়ে যাবে ! যাও, ফের যাও। বোধ হয়, অভিমানে তোমাকে দেখা দেয় নি। সে বিন্ধ্যাচলের কোন কন্দরে লুকিয়ে আছে।

বিতস্তা। আর লুকিয়ে আছে ! যে দণ্ডে আপনার মুখ থেকে নিষ্ঠুর বাক্য বেরিয়েছে, সেই দণ্ডেই বুঝেছি ভদ্রাকে হারিয়েছি।

উপ। বিন্ধ্যাচলের প্রতিরন্ধ্র অন্বেষণ করেছি, মান-সরোবর আলোড়ন ক'রে তাকে দেখতে পাইনি।

ব্রহ্ম। আবার যাও,—সুপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে যাও ! বিন্ধ্যগিরির কোথাও না কোথাও সে লুকিয়ে আছে।

উপ। না মহারাজ, কোথাও নেই।

ব্রহ্ম। নিশ্চয় আছে। তবে কি তোমার,—এই উন্মত্তের কথায় বিশ্বাস করব ?

উপ। যখন কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না, তখন "ভদ্রা, ভদ্রা" বোলে উচ্চৈঃস্বরে তাকে ডাকতে লাগলুম। সেই কথা শুনে বল্কল-পরা এক মানব সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। তারই মুখে শুনলুম, মানুষে আপনার কন্যাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

ব্রহ্ম। কিছু ভেবো না রাণি! আমি নিজেই তোমার কন্যাকে খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি।

(নেপথ্যে গীত)

তুলে লও ঘরে আদর ক'রে তোমার নয়ন-মণি।
মুছাও চঞ্চল, তার আঁখি জল, অঞ্চল দিয়ে রাণী॥

বিতস্তা। আর যেতে হবে না মহারাজ, ওই ভদ্রা আস্‌ছে।

ব্রহ্ম। তোমাকে মূর্খ বল্‌ছিলুম; এখন বুঝলুম, মূর্খ বল্‌লে তোমার মান বাড়ান হয়। তুমি অপগণ্ড মূর্খ।

বিতস্তা। থাক, কন্যা যখন ফিরে এসেছে, তখন আর ওকে তিরস্কার করবেন না।

ব্রহ্ম। কন্যাকে খুঁজে পাইনি বল্‌লে ত ও তিরস্কার বাক্য শুনতো না। ও কেমন ক'রে বল্‌লে, আমার কন্যাকে মানুষে ধ'রে নিয়ে গেছে ?

(সুপ্রভা ও কিন্নরীগণ বেষ্টিত ভদ্রার প্রবেশ)

(গীত)

তুলে লও ঘরে আদর ক'রে তোমার নয়ন-মণি।
মুছাও চঞ্চল, তার আঁখিজল, অঞ্চল দিয়ে রাণী॥
ছিল সে যে দেশে সেথানে আকাশে করে না
এমন আলো।
সমীরের ঘায়, প্রাণ যায় যায়, বরণ হইল কালো।
দেখিতে নয়ন করে আকিঞ্চন চাহিলে জলে
গো আঁখি।
বুঝিতে নারিনু কেমনে বাঁচিনু, বাঁচিল কমলমুখী।

উপ। কোথায় ছিলে রাজকুমারি?

ভদ্রা। তুমি আমাকে অনেক খুঁজেছিলে?

উপ। খুঁজেছিলুম? খুঁজেছিলুম বলছ কি! অচলের প্রতি পাথর উল্‌টে দেখেছিলুম। নাগ-সরোবরের প্রতি তরঙ্গ চূর্ণ করেছিলুম।

ভদ্রা। আমি ছিলুম না, আমাকে কেমন ক'রে পাবে?

ব্রহ্ম। কোথায় ছিলে?

ভদ্রা। আমাকে মানুষে ধ'রে নিয়ে গিছলো।

ব্রহ্ম। সত্য বল্‌ছিস্ ভদ্রা?

ভদ্রা। তোমার কাছে মিছে কইব কেন বাবা!

বিতস্তা। ক্ষুদ্র, ঘৃণিত, দুর্ব্বল মানুষ—কিন্নর রাজ-কন্যাকে ধ'রে নিয়ে গিছল? মিথ্যা কথা।

ভদ্রা। নিয়ে গিছলো বল্‌ছি কেন, এখনও ধ'রে রেখেছে। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

বিতস্তা। বিদায় নিতে এসেছিস্ কি?

ভদ্রা। মা! আমি আমার স্বামী পেয়েছি।

ব্রহ্ম। স্বামী পেয়েছিস্! কোথায়?

ভদ্রা। মর্ত্ত্যলোকে।

ব্রহ্ম। মর্ত্ত্যলোকে কি দেবতা বিচরণ করে?

ভদ্রা। দেবতারও অধিক মানুষ বিচরণ করে।

ব্রহ্ম। সেই মানুষই তোর স্বামী?

ভদ্রা। সেই আমার স্বামী।

বিতস্তা। কি বলিলি অভাগিনি!

ভদ্রা। অভাগিনী নই মা, আমি ভাগ্যবতী।

ব্রহ্ম। এ বলে কি রাণি!

বিতস্তা। এ বলার জন্য অপরাধী তুমি রাজা। সাত দিন মনুষ্যলোকে বাস ক'রে দুঃখে ভয়ে কন্যা আমার পাগল হয়ে গেছে।

ভদ্রা। মিথ্যা কইনি মা। সেখানে এক রাজকুমার—নাম সুধন, তাকে আমি পতিত্বে বরণ করেছি।

ব্রহ্ম। চোপ!

ভদ্রা। এ কথা শুনে তোমার ক্রোধ হবে জেনে আমি আর এখানে আস্‌ব না মনে করেছিলুম। কিন্তু সেই কুমারের বাপ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে। ব'লে দিলে—"ঘরে ফিরে তুমি তোমার বাপের অনুমতি নিয়ে এস। তাঁর অজ্ঞাতসারে তোমাকে নিলে আমাদের চোর ধ'রা হবে।" তাই আমি তোমাদের অনুমতি নিতে এসেছি।

ব্রহ্ম। এই যে অনুমতি দিচ্ছি। সুপ্রভা, উন্মাদিনীকে ঘরে নিয়ে যাও।

ভদ্রা। ঘরে আর আমি যাব না মহারাজ।

ব্রহ্ম। তা হ'লে চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যা সুপ্রভা।

সুপ্রভা। সেটা আপনারা করলেই ভাল হয় মহারাজ।

ভদ্রা। মা অনুমতি দাও।

বিতস্তা। চ'লে আয় উন্মাদিনী, তোর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে রাজার ক্রোধ বেড়ে উঠছে। এর পর কেন লাঞ্ছনা খাবি—চ'লে আয়।

ভদ্রা। মা, মানুষ মনে ক'রে ঘৃণা ক'র না। তেমন রূপ আমি কখন দেখিনি, তেমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি কখন শুনিনি।

ব্রহ্ম। বটে বটে!

ভদ্রা। সে আমার মুখের উপর নিজ মুখপদ্ম সন্নিবিষ্ট ক'রে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা আমার দেহ নিপীড়িত ক'রে, মধুরূপ দ্বারা আমার অধর প্রস্ফুটিত ক'রে এক অপূর্ব্ব আনন্দজনক স্পর্শসুখ আমাকে শিক্ষা দিয়েছে।

ব্রহ্ম। তবে রে নির্লজ্জা নীচগামিনি! (ভদ্রার কেশ ধরিতে উদ্যত)

সুপ্রভা। করেন কি মহারাজ! (ব্রহ্মদণ্ডের হস্ত ধারণ) আপনিও পাগল হলেন না কি!

বিতস্তা। চ'লে আয় অভাগিনি! (ভদ্রাকে আকর্ষণ)

ভদ্রা। আমাকে ধ'র না—ছেড়ে দাও। আমি অধীর হয়েছি। সেই অসাধারণ কমনীয় মানব-কুমার ছাড়া আমি ক্ষণকালও এখানে থাকতে পার্‌ছি না। আমার চক্ষু কেবল তাকেই দেখতে চাচ্ছে। আমার কর্ণ তার বাক্য না শুনে থাকতে পার্‌ছে না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি তারই চিন্তায় ক্লিষ্ট হচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমরা ত আমাকে ত্যাগ করেছ, তবে কেন আমাকে ধর্‌ছ—ছেড়ে দাও।

সুপ্রভা। (ভদ্রাকে ধরিয়া) সখী, আমার অনুরোধ এক মুহূর্ত্তের জন্য রাখবে?

ভদ্রা। বল।

সুপ্রভা। একবার ঘরে চল। মা স্নেহময়ী, বাবা স্নেহময়। তুমি তাদের একমাত্র কন্যা।

ব্রহ্ম। না,—না সুপ্রভা। ওকে কন্যা বল্‌তে এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে। ও দেবতা গন্ধর্ব্ব সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করালে। কন্যা আমার তুমি।

সুপ্রভা। আপনিও যদি আত্মহারা হন, তা হ'লে সখীকে দোষ দেব কি? সখী, একবার ঘরে চল, কি ঘটনা ঘটেছে, আমাকে বুঝিয়ে বল। আমরা কেউ তোমার কথা বুঝতে পারছি না। যদি বুঝতে পারি,—তুমি তোমার অনুরূপ পাত্র মনোনীত ক'রে এসেছ, তা হ'লে মানব হ'লেও তার জন্য আমরা সকলে মিলে বাবার পায়ে ধ'রে অনুরোধ করব। আমার সঙ্গে এস।

[ভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান।

ব্রহ্ম। রাণি! সঙ্গে যাও। মনুষ্যদেহস্পর্শ-গন্ধে অভাগিনীর মত্ততা এসেছে। যদি সুপ্রভার হাত ছিনিয়ে পালিয়ে যায়, তা হ'লে চিরকালের জন্য কন্যাটিকে হারাতে হবে।

[বিতস্তার প্রস্থান।

ব্রহ্ম। যা, তোরা সকলে মিলে একাধার পর্ব্বতের গাত্র থেকে এক এক কলসী কান্তি-ধারা ধ'রে নিয়ে আয়। যত দিন না তার মোহ কাটে, তত দিন তাকে সেই জলে নিত্য স্নান করাতে হবে।

[সখীগণের প্রস্থান।

ব্রহ্ম। উপগুপ্ত! তুমি ইতিমধ্যে দেবগন্ধর্ব্বাদি লোকে গিয়ে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান কর। হতভাগা মেয়েকে পাত্রস্থা না করতে পারলে আর আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

পঞ্চম দৃশ্য

একাধার পর্ব্বত।

সুধন।

সুধন। দেখে বোধ হচ্ছে, এই সেই একাধার পর্ব্বত। হে আকাশভেদী উচ্চশির অচল-রাজ! বহু বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে আমি তোমার তলদেশে উপস্থিত হয়েছি—আমার চিত্ত লক্ষ্য ক'রে তুমি আমার প্রতি করুণা কর। আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে তোমার চূড়ায় আরোহণ করতে পারি। বাঃ বাঃ, পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে এ কি অপূর্ব্ব কান্তিময়ী নির্ঝরণী!

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎ। দেবতা! দাঁড়াও। অধম দাসকে ফেলে যেয়ো না!

সুধন। কে ও—উৎপল?

উৎ। আজ্ঞে।

সুধন। তুমি এখানে?

উৎ। আজ্ঞে, বরাবর সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছি, তুমি একবারও পিছনে ফেরনি, এই জন্য আমাকে দেখতে পাও নি। শুভকার্য্যে যাচ্ছ, পিছু ডাকা ভাল নয় ব'লে আমিও পিছু ডাকি নি। কিন্তু আর না ডাকলে চলে না। তুমি দেখছি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছ। ফিরে এস,—তুমি বেঁচে থাকলে অমন অনেক কিন্নরী তোমার পায়ে লোটাতে আস্‌বে।

সুধন। তুমি ফিরে যাও। তোমার আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

উৎ। তুমি এই পথে যাবে,—ননীর শরীর নিয়ে পাহাড়ে উঠবে, আর আমি আমার এই লোহার দেহ নিয়ে ফিরে যাব?

সুধন। কি করবে? মানুষে যতদূর আস্‌তে পারে, তারও বেশী তুমি এসেছ।

উৎ। তুমিও ত এসেছ!

সুধন। আমি স্বার্থের আকর্ষণে এসেছি, তুমি আমার প্রতি ভালবাসার আকর্ষণে এসেছ। উৎপল! তুমি আর আমি এক নই। আমার মনুষ্যত্ব তোমাকে এ দিকে আর একপদ অগ্রসর হ'তে বলতে পারছে না। আমি নিজে বুঝতে পারছি না, কেমন ক'রে এই পর্ব্বতমালা পার হব।

উৎ। এ ত মানুষে পার হ'তে পারে না দেবতা।

সুধন। মানুষের সাধ্য কি না, পরীক্ষা করব উৎপল! সঙ্কল্প করেছি, যত দিন না ভদ্রার কাছে উপস্থিত হ'তে পারি, তত দিন বাড়ীর দিকে মুখ পর্য্যন্ত ফেরাব না। আমার অনুরোধ, তুমি আর আমার অনুসরণ ক'র না। যদি যথার্থ আমাকে ভালবাস, তা হ'লে তোমার চিন্তায় আর আমাকে

লক্ষ্যভ্রষ্ট করিও না। যদি একান্তই ফিরে যাওয়া তোমার কষ্টকর হয়—

উৎ। দয়াময়! একা ফিরে গেলে, মাকুড়ী আমাকে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না।

সুধন। বেশ, তা হ'লে এইখানেই কিছু দিনের জন্য আমার অপেক্ষা কর। মনে হচ্ছে, আমি কিন্নরপুরের অতি সন্নিকটেই এসেছি। এইমাত্র তার নিদর্শন দেখেছি। যদি সে নিদর্শন ঠিক হয়, তা হ'লে ফিরে আস্‌তে আমার বেশী বিলম্ব হবে না।

[প্রস্থান।

উৎ। যাক্, মেজাজটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল! আর রাজপুত্রের পিছনে যাওয়াটা ঠিক নয়। আর যাবই বা কোথায়? এখান থেকে যে চড়াই, তাতে ওঠা দেবতা ছাড়া মানুষের বাপেরও সাধ্য নেই। উপরেও উঠতে পার্‌ব না, নীচেও নাম্‌তে পার্‌ব না। এইখানেই একটা গুহা-ফুহা দেখে ব'সে যাই। দেবতার কথা তো মিথ্যা নয়। মানুষে যতদূর আস্‌তে পারে, তার বেশী এসেছি। তা হ'লে এখানে মানুষের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ হচ্চে না। যদি দেখা হয়, এক আধটা কিন্নরীর সঙ্গে। দেখা হলেই—যাঃ—কি সর্ব্বনাশ করেছি। জাল আনিনি! তা হ'লে পাগলের মত রাজপুত্রের পিছন পিছন ছুটে এসে কর্‌লুম কি! যদি রাজপুত্তুর বিপদে পড়ে! (নেপথ্যে সঙ্গীত) ওই ত কিন্নরীর গান। কি করলুম—কি করলুম—গাড়োলের মত এ কি কর্‌লুম। ওই ত! এই পথে দুটো কি আস্‌ছে। ও দুটোকে ত মানুষ ব'লে বোধ হচ্চে না! কি কর্‌লুম, হায়, আমি কি কর্‌লুম! (অন্তরালে গমন)

(বিন্নর রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম, কি, র। আজকের দিনটে গেলেই এই পথ আগলানোর যন্ত্রণা থেকে আমাদের নিস্তার হয়।

২য়, কি, র। আজ হ'লেই মেয়েদের জল নেওয়া শেষ হয়?

১ম, কি, র। আজ হ'লেই শেষ! রাজকুমারীর মাথা যা একটু আধটু গরম আছে, ও আজকের জলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সেই জন্য পুরোহিত বলেছে, আজ যেন জল তোলায় কোনও বিঘ্ন না হয়।

২য়, কি, র। বিঘ্ন হবে কে?—মানুষ?

১ম, কি, র। পুরোহিত ত তাই বলেছে। যদি কোনও রকমে মানুষে কলসীর জল ছুঁয়ে ফেলে, তা হ'লে আর রাজকুমারীর রোগ সারবে না।

২য়, কি,। রাজার যেমন ভয়! এখানে কি কখন মানুষ আস্‌তে পারে?

১ম, কি, র। আস্‌তে পারে—আসুক না। মিছেমিছি ক'টা মাস ব্যাগার খেটে মর্‌লি। মানুষকে যে দেখতে পেলুম না।

২য়, কি, র। দেখতে পেলে একেবারে তার মাথাটা চিবিয়ে খাই।

১ম, কি, র। ও কি রে!

২য়, কি, র। ওই যে পাহাড়ের গায়ে—

১ম, কি, র। তাই ত রে ভাই, ধড়া যো উঠছে, ওটা কি বল্ দেখি?

২য়, কি, র। মানুষ—মানুষ!

১ম, কি, র। চুপ চুপ, চেঁচাস্‌নি। পেয়েছি-পেয়েছি।

২, কি, র। চল্,—পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলি।

১ম, কি, র। এখনি—এখনি—যদি কোন রকমে কলসীর জল ছুঁয়ে ফেলে, তা হ'লে রাজকুমারীর রোগ আর সার্‌বে না।

২য়, কি, র। চ'লে আয়—চ'লে আয়। ওই দিক্ দিয়েই ছুঁড়ীগুলো নেমে আস্‌ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

উৎ। হা গাড়োল! কি কর্‌লি—কি কর্‌লি—কে তুই!—মাকুড়ী?

(মকরীর প্রবেশ)

মকরী। এখনও বেঁচে আছিস্—মরিস্‌নি! গাড়োল! তোর মরাই উচিত ছিল।—এই নে (জাল প্রদান)।

উৎ। এ কি কর্‌ল—এ কি কর্‌লি! তুই ঠিক মাকুড়ী—না কোন ছদ্মবেশী দেবতা এলি?

মকরী। তোমার যম এসেছি। যা—যা—আমি সব দেখতে পেয়েছি।—চ'লে যা—চ'লে যা!

[উৎপলের প্রস্থান।

মকরা। যাক্—বড় ঠিক সময়ে এসে পড়েছি! মুনি ঠাকুর আমাকে জন্ম-আয়তির আশীর্ব্বাদ করেছে। আমার সীঁথের সিঁদুর মোছে কে?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নির্ঝরিণী তীর

(কিন্নরীগণের গীত)

চ'লে চল চ'লে চল বেলা গেল বয়ে।
চ'লে চল চ'লে চল নদী করে কল কল
চলে পাখী মালা হয়ে গান গেয়ে গেয়ে॥
চ'লে চল চ'লে চল এখনি ঢালিবে জল,
আকাশ পুকুর হ'ল দিক গেল ছেয়ে।
চ'লে চল চ'লে চল বেঁধে নিয়ে বুকে বল
পার ঘাটে এসেছে সে নবীন নেয়ে।
মাঠ হ'তে ফিরে এসে নায়ের উপরে সে,
হাল ধ'রে ব'সে আছে পথ পানে চেয়ে॥

১ম, কি। আজ হলেই আমরা জল তোলা থেকে নিষ্কৃতি পাই। রাণী বল্‌লে, রাজকুমারীর গা থেকে সমস্ত মনুষ্যগন্ধ ধুয়ে গেছে। আজই তার মুক্তিস্নান।

২য়, কি। গন্ধ গেছে। কিন্তু তার মন থেকে সেই মানুষের ওপর ভালবাসাটাও ধুয়ে গেছে কি না বল্‌তে পারিস্?

৩য়, কি। তা কি যায়! মনের সে দাগ ধুয়ে দিতে পারে, এমন জল ত্রিভুবনের ভিতর কোথাও নেই।

১ম, কি। ধুয়ে যাক্ আর নাই যাক, রাজকুমারীকে ত মাথা হেঁট ক'রে, বিবাহে রাজি হ'তে হ'ল। কালই রাজা স্বয়ংবর সভা ক'রে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কর্‌বার ইচ্ছা করেছেন।

২য়, কি। ত্রিভুবন কর্‌লে, মানুষকেও ত নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয়।

১ম, কি। মানুষকে নিমন্ত্রণ করাই কি,—না করাই কি। সে কিন্নরপুরে আস্‌তে পার্‌বে কেন?

২য়, কি। যে মানুষ রাজকুমারীর মন আকর্ষণ কর্‌তে পারে,—তার অসাধ্য কিছুই নেই।

৩য়, কি। তোদের এত কথায় কাজ কি বাপু! জল নিতে এসেছিস্—জল নিয়ে চ।

সকলে। তাই নে বাপু!

৩য়, কি। আজকের দিনটে কেটে গেলে বাঁচি। ক'মাস ধ'রে জল তুলে তুলে ঘাড় ব'সে গেল।

(সুধনের প্রবেশ)

সুধন। মাতঃ! কার জন্য তোমরা যত্ন ক'রে জল নিয়ে যাচ্ছ? এইমাত্র শুন্‌লুম, তোমরা জল তুলে তুলে কাতর হয়ে পড়েছ। কে সে—যার প্রতি ভক্তি বশতঃ এত পরিশ্রম তোমরা গণ্য কর্‌ছ না? আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ো না। নির্ভয়ে উত্তর দাও। আমি কিন্নরপুরে যাবার জন্য পর্ব্বত আরোহণ কর্‌ছিলুম। উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেখ্‌লুম, কলসী মাথায় ক'রে পর্ব্বতের শিখরদেশ থেকে তোমরা নেমে আস্‌ছ। দেখে তোমাদের সঙ্গে কথা কবার লোভ সংবরণ কর্‌তে পার্‌লুম না। তোমরা কে? তোমাদের দেখে বোধ হ'ল, যেন নির্ঝরিণীর জলোচ্ছ্বাস পুষ্পগুচ্ছের আকার ধ'রে পর্ব্বতের মাথা থেকে নিজের পায়েই অঞ্জলি হবার জন্য গড়িয়ে আস্‌ছ।

১ম, কি। কে তুমি?

২য়, কি। বুঝতে পার্‌লি নি—বোকা কিন্নরী? চ'লে যাও—চ'লে যাও। হে মানব!—এখনি—এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। তোমাকে বধ করবার জন্য এই স্থানের চারিদিকে কিন্নর রক্ষী ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিরে যাও—ফিরে যাও।

(নেপথ্যে)। সাবধান কিন্নরী—সাবধান! মানুষ—মানুষ—সাবধান!

সকলে। ফিরে যাও—ফিরে যাও। এখনি জীবন যাবে—ফিরে যাও।

সুধন। ক্ষুদ্র তরল-জাবী কিন্নরের কাছে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। বল মাতঃ! তোমরা ভদ্রার কে?

নেপথ্যে। খুঁজে পাচ্ছিনি যে রে! কোথায় লুকুলো। এই—এই—ওরে এইখানে পেয়েছি, পেয়েছি—চ'লে আয়, চ'লে আয়। জল ছুঁয়ে ফেল্‌বে—মেরে ফেল্—মেরে ফেল্।

সকলে। পালাও—পালাও।

(প্রথম কিন্নর-রক্ষীর প্রবেশ)

১ম, কি, র। তবে রে! দুষ্টবুদ্ধি মানুষ!

(উৎপলের প্রবেশ)

উৎ। তবে রে মিষ্টিবুদ্ধি কিন্নর!

(জাল দিয়া আচ্ছাদন)

১ম, কি, র। ওরে বাপ—বাপ—বাপ। জ'লে মলুম—জ'লে মলুম।

[কিন্নরাগণের রোদন ও কলসীত্যাগ করিয়া পলায়ন।

(কিন্নর-রক্ষিগণের প্রবেশ)

রক্ষিগণ। ভয় নেই—ভয় নেই—(প্রথমকে সকলে মিলিয়া ধারণ ও পরস্পরে সংলগ্ন হইয়া চীৎকার) জ'লে মলুম,—জ'লে মলুম।

(মকরীর প্রবেশ)

মকরী। ঠিক—ঠিক—ঠিক হয়েছে! দেবতা! তোমার গায়ে কেউ হাত দেয় নি?

(কিন্নরগণের চীৎকার)

সুধন। উৎপল! ওদের করুণ রোদন আমি সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না। শীঘ্র ওদের মুক্ত কর।

উৎ। সে কি! এরা যে তোমাকে মেরে ফেল্‌তে এসেছে দেবতা!

সুধন। ওদের কষ্টে আমার যে যন্ত্রণা হচ্ছে, এর চেয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণা কত বেশী, তা আমি জানি না। মুক্ত কর—মুক্ত কর। যদি আমাকে ভালবাসো—এখনি মুক্ত কর।

মকরী। মুক্ত কর্‌লে আর যদি মাকে না পাও দেবতা?

সুধন। তাতেও আমার দুঃখ নেই। লোককে উৎপীড়িত দেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।

মকরী। মুক্ত কর্ রে মিনষে মুক্ত কর্।

উৎ। নাঃ! এ দেবতার চরিত্র বোঝা আমাদের বেদের চোদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই। (মুক্ত-করণ)

সুধন। যাও ভাই, এইবারে তোমরা মুক্ত।

১ম, কি। তুমি দেবতা?

সুধন। না, মানুষ।—উৎপল! কিন্নরপুরে যেতে আর আমার উৎসাহ হচ্ছে না।

উৎ। আমাদেরই জন্য।

সুধন। নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি নিয়ে ভদ্রাকে লাভ করার চেয়ে, ভদ্রার বিরহে এই কান্তাতরঙ্গিণীর তীরে আমার মৃত্যু ভাল।

উৎ। (জাল জলে নিক্ষেপ) এই নাও। আর তোমার দুঃখ কর্‌বার কারণ আছে?

সুধন। সাধু দম্পতি! কিন্নরকে তোমাদে নিষ্ঠুর বল্‌তে দেব কেন? তোমরা ধন্য! তোম ধন্য! তোমাদের স্পর্শে কিন্নর-কিন্নরী ধন্য হউক।

[প্রস্থা

মকরী। যা কিন্নর! তোদের রাজাকে গি বল গে যা, এক করুণাময়ের কৃপায় তোদের বিয়া পুর ধ্বংস থেকে বেঁচে গেল।

উৎ। তোদের কিন্নর রাজা যদি মানুষ হ'ে চায়, তা হ'লে তাকে—আমাদের দেবতাকে এ খানে থেকে আবাহন ক'রে নিয়ে যেতে বল্ গে যা

রক্ষিগণ। আমরা নিয়ে যাব—আমরা নি যাব। মাথায় ক'রে নিয়ে যাব।

[রক্ষিগণের প্রস্থা

উৎ। কি রে মাকুড়ী?—।ক কর্‌বি? যা যাবি?

মকরী। তা ছাড়া আর উপায় কি? কা বিড়ালী যতটুকু সাগর বাঁধতে পারে, তা বেঁধেছে— আমাদের কর্‌বার কাজ হয়ে গেছে।

উৎ। তোকে আর কেউ মাথায় ক কিন্নরপুরে নিয়ে যাচ্ছে না। ঘরেই ফিরে যা চল্।

(সুপ্রভার প্রবেশ)

সুপ্রভা। কেন ঘরে ফির্‌বে গো! তোমাদে মাথায় ক'রে নিয়ে যাবার লোক আছে।

মকরী। ওরে এ আবার কি রে—কে দেখ!

সুপ্রভা। এস মা, তুমি আমার সঙ্গে এ রাজকুমারীর মুখে তোমাদের কথা শুনেছি তোমরা কে কি, তা বুঝেছি! এস ব্যাধদম্পতি রাজকুমারী ভদ্রার হয়ে আমি তোমাদের কিন্নরপু যাবার নিমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছি।

মকরী। মা মা! আমরা যে নিষ্ঠুর। তোমাদে কেবল যাতনা দিয়েছি।

সুপ্রভা। তোমাদের নিষ্ঠুরতা নয়—দয়া। নিষ্ঠুরতায় আজ অন্ধ কিন্নরের চক্ষু ফুটেছে সে মানুষ দেখেছে।

উৎ। না—না—মা! আমরা বড় নিষ্ঠু তবে এইমাত্র বল্‌তে পারি, ওই জালের গ আমাদের হিংসাবৃত্তি ইহজন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে

সুপ্রভা। বেশ করলে—করুণা একবারও তোমার হিংসার দান গ্রহণ কর্‌লে না। অথচ সে তোমাদেরই হিংসার কাঁধে পা দিয়ে আকাশের চেয়ে উঁচু হয়ে গেল। তোরা আয় গো—নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আয়। হিংসা প্রেমের নির্ঝরিণীতে প'লে গিয়ে প্রেমের তরঙ্গিণীতে লহর হয়েছে। আয়—চ'লে আয়। জল নে। এই জলেই আজ রাজকুমারীর নবজীবনের অভিষেক হবে।

সপ্তম দৃশ্য

কিন্নরলোক—প্রাসাদ।

ব্রহ্মদত্ত ও উপগুপ্ত।

ব্রহ্ম। তোমায় চিরদিন মূর্খ ব'লে এসেছি, আজ তোমাকে পণ্ডিত বল্‌ব?

উপ। তা না বলুন, একবার দেখে আসুন।

ব্রহ্ম। কি দেখ্‌ব—কি দেখব? আমি যা চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না, তোমার কথায় তাই বিশ্বাস কর্‌ব?

উপ। বেত্রা নদীতটে সাক্ষাৎ মন্মথের ন্যায় কমনীয়; মহারাজ! দেব-গন্ধর্ব্বের ভিতরেও তার তুল্য রূপবান্ যুবা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি!

ব্রহ্ম। সে তোমার বল্‌বার আগেই আমি বুঝেছি। মূর্খ! তাকে তুমি মানুষ বলতে চাও। শকটের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘনীয় এতটা ভূমি অতিক্রম ক'রে মানুষ কখন এখানে আসতে পারে?

উপ। আপনি তা হ'লে তাকে কি বলতে চান?

ব্রহ্ম। সে কথা তুমি মূর্খ, তোমাকে ব'লে কি হবে? আমি তোমাকে বলি, তুমি রাণীকে গিয়ে বল, রাণী তার চাকরাণীকে বলুক,—দেখতে দেখতে কথা সমস্ত কিন্নর-কিন্নরীর কর্ণগোচর হ'ক। হাটে মাঠে সেই কথা নিয়ে একটা প্রচণ্ড হাসি, তামাসা চ'লতে থাক্। যাও তুমি ভদ্রাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

[উপগুপ্তের প্রস্থান।

ব্রহ্ম। যা শুনলুম, তাতে এই বুঝলুম, নিশ্চয় এ কোন ছলবেশী দেবতা। কখন সে মানুষ নয়—মানুষ নয়। মানুষ কখন—

(সুপ্রভার প্রবেশ)

কিন্নরীকে পাগল করতে পারে না। সে দেবতা—সে দেবতা—সে দেবতা। হাঁ সুপ্রভা! এতগুলো কিন্নর প্রহরীর চোখের উপর দিয়ে একটা মানুষ কিন্নরপুরে চ'লে এলো?

সুপ্রভা। চোখের উপর দিয়ে কি মহারাজ, তাদের কাঁধের উপর চ'ড়ে এসেছে।

ব্রহ্ম। তা হ'লে এ তোমাদের ষড়যন্ত্র।

সুপ্রভা। না পিতা! আমি দেবতার গৃহিণী। দেবতা হ'তেও কোন উচ্চতর প্রাণীকে আমি ভগিনী ভদ্রার স্বামী দেখতে চাই। আমি ষড়যন্ত্র কর্‌ব কেন?

ব্রহ্ম। শুনে সন্তুষ্ট হলুম। তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এস। [সুপ্রভার প্রস্থান।

(ভদ্রার প্রবেশ)

ভদ্রা। আমাকে ডেকেছেন কেন বাবা?

ব্রহ্ম। তোমার স্নান হয়েছে?

ভদ্রা। হয়েছে।

ব্রহ্ম। তা হ'লে বলতে পারি, আজ তোমার মুক্তিস্নান?

ভদ্রা। কি অর্থে বলচ, বুঝিয়ে বল।

ব্রহ্ম। সেই মানবপুত্রের জন্য তোমার লালসা ধুয়ে গেছে?

ভদ্রা। হাঁ—তাকে পাবার লালসা—ধুয়ে গেছে!

ব্রহ্ম। তা হ'লে স্বয়ংবরের আয়োজন কর্‌তে পারি?

ভদ্রা। যদি ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ কর্‌তে পার—

ব্রহ্ম। মানে কি?

ভদ্রা। সেই রাজকুমারকেও নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে!

ব্রহ্ম। তা হ'লে এত প্রক্ষালনেও তুমি তার প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করতে পারলে না? চুপ ক'রে থাকলে চল্‌বে না। আজ আমি তোমার মুখ থেকে শেষ উত্তর শুন্‌তে চাই। বল—বল। নইলে ভাগ্য হারালে।

ভদ্রা। আর ভাগ্য চাই না।

ব্রহ্ম। ঠিক বল্‌ছ? বুঝে বল। ভাগ্য তোমার ঘরের দোর পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে।

যদি না চাও, তাকে দোর থেকেই বিদায় ক'রে দিই।

ভদ্রা। বিদায় ক'রে দাও। আমি ভাগ্যকে চাই না।

(বিতস্তার প্রবেশ)

বিতস্তা। মহারাজ! সেই মানবকুমার না কি কিন্নরপুরে প্রবেশ করেছে?

ব্রহ্ম। আর প্রবেশ কর্‌লে কি হবে। ভদ্রা তাকে বিদায় ক'রে দিতে বলেছে। সে ভাগ্য চায় না।

ভদ্রা। মানবকুমার? আমার স্বামী? সত্য কথা? বল—বল, আবার বল।

বিতস্তা। অভাগী! আবার বলছিস্ স্বামী! যুক্তিস্নানেও তোর মোহ গেল না? কালামুখী! তোকে ধিক্!

ব্রহ্ম। হাঁ হাঁ—গাল দিয়ো না। মোহ তোমার—তোমার কন্যার নয়। কন্যার মোহে তুমি তার সতীত্বের গৌরব অনুভব কর্‌তে পার্‌ছ না। যোগ্যই হ'ক, অযোগ্যই হ'ক, একবার ও যাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করেছে, তাকে ছেড়ে ও কি এখন আর দেবরাজেরও গলায় মালা দিতে পারে? নিজেদের মর্য্যাদা ভুলে যাচ্ছ কেন রাণি? ভয় নেই ভদ্রা, আমি তাকে বিদায় ক'রে দেবো না। তবে শোন, আমায় যদি তাকে জামাতা ব'লে বরণ কর্‌তে হয়, তা হ'লে পরীক্ষা না ক'রে বরণ কর্‌ব না। তোমার যদি তা অভিপ্রেত না হয়, তা হ'লে নিজে যাও। সে কিন্নরপুরে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বেই তার কাছে উপস্থিত হও। সেইখান থেকেই তার সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকে চ'লে যাও। আর কখন আমার এ নগরে ফিরে এস না।

ভদ্রা। তা কেন বাবা! আমি ত মিছে কই নি। কান্তির জলে আমার রূপের নেশা ধুয়ে গেছে। তাকে পরীক্ষা কর। পরীক্ষা না ক'রে মণির মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না। সে যদি উত্তীর্ণ না হয়, তোমরাই তাকে পথ থেকে বিদায় ক'রে দিও, আমি তার সঙ্গে আর দেখার কথা মনেও কখন আনবো না।

ব্রহ্ম। কি রাণি, এখনো কি কন্যাকে তিরস্কার কর্‌বে?

বিতস্তা। না। তুমি পরীক্ষা কর।

অষ্টম দৃশ্য

কিন্নরপুরীর সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্যপথ।

সুধন।

সুধন। এইবারে আমি সুদীর্ঘ দুর্গম পথ শেষে এসেছি। ওই সম্মুখে কৈলাস পর্ব্বতের কান্তিতে সমুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ পথ। পথের শেষে স্ফটিক-মণ্ডিত অপূর্ব্ব সুন্দর কিন্নরপুর দেখা যাচ্ছে।

(নেপথ্যে রোদন-সঙ্গীত)

সুধন। এ কি! হঠাৎ এখানে কেঁদে উঠ্‌লে কে?

(ছদ্মবেশী দেবকুমার ও অনুসরণকারী রাক্ষসরূপী কিন্নরের প্রবেশ)

দে, কু। রক্ষা কর—কে আছ, রক্ষা কর আমায় রাক্ষসে গ্রাস করে—রক্ষা কর।

কি, রা। আর তোমাকে কে রক্ষা কর্‌বে (ধারণ)।

দে, কু। প্রাণ যায়,—রক্ষা কর।

কি, রা। ডাকো,—যত পার ডাকো। যা পার ডাকো।

সুধন। কি ভীষণ মূর্ত্তি! এই কি রাক্ষস?

(ছদ্মবেশিনী সুপ্রভার প্রবেশ)

সুপ্রভা। ওগো কে কোথায় আছ? আমার স্বামীকে রাক্ষসে ধরেছে, রক্ষা কর। (রোদন)

সুধন। তাই ত! নিশাচর—ভীষণ নিশাচর অথচ এ দুঃখিনীর করুণ রোদন ত সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।

দে, কু। (বজ্রস্বরে) রক্ষা—রক্ষা।

সুধন। (অগ্রসর হইয়া) নিশাচর! এই এই পুরুষকে পরিত্যাগ কর।

কি, রা। এই যে পরিত্যাগ কর্‌ছি (ভূমিতে পাতিতকরণ)

দে, কু। হ'ল না—প্রাণ রইল না।

সুপ্রভা। হায়! রক্ষা হ'ল না, স্বামীর প্রাণ রক্ষা হ'ল না!

সুধন। পরিত্যাগ কর!

কি, রা। কে তুমি যে, তোমার কথায় আমি আমার খাদ্য পরিত্যাগ কর্‌ব?

সুধন। কিসে পরিচয় চাও? আমার বাহুবলই এখানে আমার একমাত্র পরিচয়। পরিত্যাগ না কর,—আমি এখনি তোমাকে আক্রমণ করব। উভয়ের মধ্যে এক জনের মৃত্যু না হ'লে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মীমাংসা হবে না। পরিত্যাগ কর।

কি, রা। কিছুতেই করব না।

সুধন। (হস্ত দ্বারা রাক্ষসের দুই হস্ত ধরিল) যাও মা! তোমার স্বামীকে ধ'রে নিয়ে এখনি এ স্থান ত্যাগ কর।

সুপ্রভা। তোমার জয় হ'ক।

দে, কু। তোমার জয় হ'ক।

[সুপ্রভা ও দেবকুমারের প্রস্থান।

সুধন। যাও প্রাণি-নাশক রাক্ষস! যদি মরবার অভিলাষ না থাকে, এ স্থান ত্যাগ কর।

কি, রা। প্রাণি-নাশক শুধু আমি নই,—তুমিও। আমার সপ্তাহ অনাহার। ঈশ্বর আজ আমাকে আহার দিয়েছিল, তুমি কোথা থেকে এসে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে। এখনি আমার মৃত্যু হবে!

সুধন। জীবহিংসা তোমার ব্রত। তোমার মৃত্যু হওয়াই মঙ্গল।

কি, রা। জ্ঞান আমার খাদ্য। যে বিধাতা তোমাকে অদ্ভুত করুণাময় ক'রে সৃষ্টি করেছে, সেই আমাকে প্রাণি-খাদক করেছে। বেশ করলে—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে—বেশ করলে! যাও করুণাময়! এইবারে চ'লে যাও। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরি। (শয়ন)

সুধন। ঠিক বলেছ, আমি এক জনের প্রাণনাশের কারণ হচ্ছি। ওঠ রাক্ষস, তোমাকে আমি মরতে দেব না। তুমি আমার দেহ ভক্ষণ ক'রে জীবন রক্ষা কর।

কি, রা। সত্য বলছ?

সুধন। আমি জীবনে কখন মিথ্যা কইনি।

কি, রা। তা হ'লে তোমাকে আমি ধরি?

সুধন। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না।

কি, রা। যাতনায় যদি তুমি উঠে পড়?

সুধন। আমি উঠ্‌ব না। বিশ্বাস না কর, আমার হস্তপদ বন্ধন কর।

কি, রা। না, তোমার কথাই তোমার বন্ধন। স্থির হও।

সুধন। প্রিয়তমে! এ নশ্বর দেহ নিয়ে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হ'তে পারলুম না। কিন্তু আমি অমর। তোমার সঙ্গে অনন্তকালের জন্য মিলিত হ'তে আমি এ দেহ জীবের সেবায় উৎসর্গ করছি। ভদ্রা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এই পূজার ফলে চিরমঙ্গল তোমাকে আশ্রয় করুক। নাও রাক্ষস!—জীবন রক্ষা কর।

(অবনত-মস্তকে অবস্থিত)

(কিন্নরের অন্তর্দ্ধান। ভদ্রার প্রবেশ ও সুধনের মস্তকসমীপে উপবেশন)

সুধন। কই রাক্ষস, জীবন রক্ষা করতে বিলম্ব করছ কেন?

ভদ্রা। নাথ! ওঠ! তোমার দাসী এসেছে—উঠে দেখ।

সুধন। এ কি ভদ্রা! জীবনময়ী, তুমি কোথা থেকে এলে! রাক্ষস?

(সুপ্রভা ও দেবকুমারের প্রবেশ)

সুপ্রভা। আর রাক্ষস। এত করুণার প্রহারে কি রাক্ষসের প্রাণ টেঁকে থাকতে পারে! সখা! সে গ'লে গিয়েছে।

দে, কু। ওঠ সখা! করুণার দেহ মৃন্ময় নয়—চিন্ময়। রাক্ষস তোমাকে ভক্ষণ করতে পারলে না! সে তোমাকে স্পর্শ ক'রে অমর হয়ে গেছে।

সুধন। কে আপনি?

দে, কু। সখা! তোমার অনন্ত জীবনের সহচর।

(ব্রহ্মদত্ত ও উপগুপ্তের প্রবেশ)

ব্রহ্ম। এস প্রিয়! তুমি যদি মানুষ হও—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আজ আমার সঙ্গে মানুষকে অভিবাদন করুক। এস জামাতা! আমার কন্যাকে উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ ক'রে আমার কিন্নরকুলকে চরিতার্থ কর।

উপ। রাজকুমারি! অতি শুভক্ষণে রাজা তোমার উপর ক্রোধ করেছিলেন। অতি শুভক্ষণে আমি তোমাকে বিন্ধ্যাচলে রেখে এসেছিলুম।

(বিতস্তার প্রবেশ)

বিতস্তা। কিন্তু সকলের চেয়ে শুভক্ষণ—আর তোরা কাছে আয়।

(উৎপল ও মকরীর প্রবেশ)

বিতস্তা। এ আনন্দ-সম্মিলনে যোগ দিতে তোমাদেরই সকলের চেয়ে বেশী অধিকার। আয়, কিন্তু সকলের চেয়ে শুভক্ষণ ভদ্রা। যে দিন এই ব্যাধ-দম্পতি তোকে অমোঘ-পাশে আচ্ছাদন করেছিল।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

বিন্ধ্যাচলের সানুদেশ।

ধনপতি ও রামাদেবী।

রামা। মহারাজ। শুনুন—শুনুন, ওই দূর আকাশে—কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত হচ্ছে।

ধন। স্বপ্ন—স্বপ্ন—যা হবার নয়, তার জন্য অমন ব্যাকুল হয়ো না, পুত্র—পুত্র—হা পুত্র,—আর সে আসবে না।

রামা। না—না, রাজা, স্বপ্ন নয়—সত্য—ওই সত্য—সুধন আসছে—আসছে।

(ব্রহ্মদত্ত ও বিতস্তার প্রবেশ)

ব্রহ্ম। বৈবাহিক!

বিত। বেয়ান।

ধন। কে—কে—দেবতারূপী কে আপনি?

রামা। দেবতারূপিণী—কে তুমি?

ব্রহ্ম। ভয় পেয়ো না বৈবাহিক—আ অতিথি। যে গৃহে করুণাময় মহাপুরুষের হয়েছে, সেই গৃহস্বামীর ঘরে আমরা অতিথি।

বিত। উপঢৌকন নিয়ে অতিথি।

(পট পরিবর্ত্তন)

(সুধন, ভদ্রা, দেবকুমার প্রভৃতির প্রবেশ)

ভদ্রা। এই দেখ মা, আমি ফিরে এসেছি।

ধন। স্বপ্ন—স্বপ্ন—

(বল্কলায়নের প্রবেশ)

বল্কল। সত্য—সত্য। করুণার আকর্ষণে —মর্ত্ত্যের দেহে ঢ'লে পড়েছে। শুন রাজা, তোমরাও শুন, এই রাজপুত্রই ভবিষ্যতে করুণা শাক্যসিংহ, আর এই কিন্নরীই তাঁর প্রি মহিষী গোপা।

(কিন্নরীগণের গীত)

স্বপনে জেগেছি স্বপনে দেখেছি
স্বপনে গেঁথেছি হার।
এস এস কাছে স্বপনের বঁধু
গলে দিব হে তোমার॥
  স্বপনে পেতেছি কোমল শয্যা,
  স্বপনে রচেছি বাসর-সজ্জা,
জাগরণ দিছি ডুবায়ে স্বপনে,
স্বপন করেছি সার।
স্বপনের গান, স্বপনের প্রাণ,
লও বঁধু উপহার॥

যবনিকা-পতন

বঙ্গে রাঠোর

(ঐতিহাসিক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

নন্দলাল	... ...	মৌজাদার।
জলাল	... ...	ঐ ভ্রাতা।
জনাথ	... ...	ঐ দেওয়ান।
জানন	... ...	ঐ ভৃত্য।
লেমান	... ...	পাঠান উজীর।
নিদ	... ...	পাঠান আমীর।
তিলাল ওরফে সাবাজ	...	নন্দলালের পিতা।
জমুদ্দীন	... ...	ঐ পুত্র।
হবৎ	... ...	ঐ সহচর।
মোনাইম	... ...	মোগল সুবেদার।

পুরুষগণ

টোডরমল্ল	... ...	মোগল সেনাপতি।
মুদ্দা খাঁ	... ...	পাঠান জায়গীরদার।
কালু	... ...	পাইক সর্দ্দার।
ভোলাই	... ...	ঐ পুত্র।

পাইকগণ, পাঠানগণ, সরদার, সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ

ভুবনেশ্বরী	... ...	নন্দলালের স্ত্রী।
কলি বেগম	... ...	সুলেমানের কন্যা।

ভোলাইয়ের মাতা, ঝি, গ্রাম্য নারীগণ ইত্যাদি।

বঙ্গে রাঠোর

প্রথম অঙ্ক

—:•—

প্রথম দৃশ্য

বন।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। তাই ত ছোটবাবু, তুমি যে আমাদের অবাক্ ক'রে দিলে। চল্লিশ পঞ্চাশজন পাঠানের হাত থেকে একজন আওরতকে একা ছিনিয়ে আনলে!

রঙ্গ। সুখ্যাতি যা করবার পরে করিস্। শেষ রক্ষা না করতে পারলে ছিনিয়ে আনা মিছে। তা বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা খুব বুঝেছি। তবে কি জান ছোটবাবু, সে পরের কথা পরে। এখন যা মরদের কাজ করেছ, তার জন্ত তারিফ করব না? শুধু হাতে একদিকে তুমি, আর লাঠী হাতে একদিকে পঞ্চাশজন জোয়ান পাঠান। কি ক'রে তাদের মহড়া নিলে ছোটবাবু?

রঙ্গ। আমি যে তোর বাপের সাকরেদ্ রে হতভাগা!

ভোলাই। আমিও ত আমার বাপের সাকরেদ্। আমি ত পারতুম না। লাঠী হাতে বড় জোর দশজন পাঠানের মোহড়া নিতে পারি। বাবাও কি পারে?

রঙ্গ। ও কথা বলিস্ নি রে হতভাগা! তোর আমার ওস্তাদ সে। কালুসর্দ্দার না পারে কি?

ভোলাই। মিথ্যা সুখ্যাতি করব কেন ছোট-বাবু, যা খাঁটী কথা তাই বলব। বাবা আমার পালো-য়ান বটে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু পঞ্চাশজন পালোয়ান পাঠান, তাদের সঙ্গে একা লড়াই ক'রে জেতা, এ মিছে কইব কেন, এ আমার বাবাও পারতো না।

(কালু পাইকের প্রবেশ)

কালু। ঠিক বলেছিস ভোলা!

ভোলাই। কেমন বাবা, ঠিক বলেছি না?

কালু। ঠিক বলেছিস। ছোটবাবু অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়ে দিলে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। ঠিক বলেছিস্। তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিস্। তোর বাবা পারে না বলছিস কি ভোলা? আমি বলছি, তোর বাবার বাবাও পারত না। যখন করিম খাঁর লাঠী-ঘোরানোর ভিতর বিদ্যুতের মত ঢুকে, ছোটবাবু তার কোমর ধ'রে ডাঙ্গার গড়ানে থেকে ভাটার মত গড়িয়ে দিলে, তখন আমি একেবারে অবাক হয়ে গিছলুম। এমন হতভম্ব হয়েছিলুম যে, ছোটবাবুর সাহায্যে যে যাব, তাও পারি নি। বুঝি ছোটবাবুতে পীর সাহেবের মূর্ত্তি দেখে আমি চোখ বুজে ফেলেছিলুম। যখন চোখ চাইলুম, তখন দেখি, লাঠী ফেলে সব বেটা পাঠান পালাচ্ছে।

ভোলাই। করিম খাঁর কি হ'ল?

কালু। ম'ল, আবার কি হবে? সে লাথির ঠেলায় বাঘডাঙ্গার অত উঁচু থেকে প'ড়েছে, পাথরের জান হ'লেও গুঁড়িয়ে যায়, সে কি আর বাঁচে! আমি নিজেই বেটাকে কাঁধে ক'রে কাঁসাইয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম।

রঙ্গ। সে কি আমি করেছি ওস্তাদ?

কালু। তবে কে করেছে ছোটবাবু?

রঙ্গ। পীরসাফদ্রী করেছেন। যখন পাল্কীর ভিতর থেকে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে বলতে শুনলুম—আল্লা! আওরৎ কি ইজ্জত রাখনেওয়ালা আদ্‌মি হিঁয়া কোই নেহি হায়—তখন বুঝলুম, মুক্‌রা কোনও স্ত্রীলোককে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে

মনে হ'তেই আর স্থির থাক্‌তে পারলুম না। তার পর তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, তুমি জান। তুমি যখন বল্‌লে একা অত গুণ্ডাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব, তখন বুঝলুম, এরূপ অবস্থায় এক পীরসাহেব ভিন্ন আর কেউ সে স্ত্রীলোককে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এই মনে হ'তেই পীর-সাহেবকে স্মরণ ক'রে ছুটলুম। তার পর কি হয়েছে, আমি জানি না।

কালু। তোমাকে আর জানতে হবে না। আমি সব জেনে নিয়েছি। সাফরদীসাহেব যদি এই কাজ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তুমিই সেই হজরত সাফরদী; আর আমি তোমার গোলাম।

রঙ্গ। ও কথা বল্‌তে নেই—সেলাম, সেলাম—তুমি যে আমার ওস্তাদ!

কালু। তোমার মত সাকরেদ্ পেয়ে আমার ওস্তাদী সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য।

রঙ্গ। তার পর? মুন্দা খাঁ আমাকে শাসিয়ে গেছে।

কালু। তার পর আবার কি? সে ঘরে গিয়ে তাদের জেনানাকে শাসাক্—তার বাপ বুড়ো সাদী খাঁকে শাসাক্। আমি কি মিছে কয়েছি ছোটবাবু! কালু তামাসা জানে না; তার জবান ঝুট নয়। যা একবার মুখে বলেছি, তার আর নড়চড় হবে না। হজরৎ সাফরদীর দোহাই দিয়ে বলছি, আমরা সমস্ত পাক আজ থেকে তোমার গোলাম।

রঙ্গ। আমার সেলাম—আমার সেলাম—আমার সেলাম।

কালু। আ—মর হতভাগা ছোঁড়া, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ছোটবাবুর পায়ে পড়।

ভোলাই। সে কি আমি আজ পড়েছি বাবা। অনেক কাল থেকে ওই চরণে প'ড়ে আছি।

রঙ্গ। কালু দাদা, তার পর ত হ'ল—এখন বিবি সাহেবকে কোথায় রাখা যায়?

কালু। কেন, যতক্ষণ না তার আপনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে বাড়ীতে নিয়ে তোমার মা'র কাছে রেখে দাও।

রঙ্গ। তাই ত মনে করেছিলুম, কিন্তু এ দিনমানে তা হয় না।

কালু। কেন? ভয় কি? পাঠানের ভয় করছ? মনে করছ, মুন্দা খাঁ আবার বিবি সাহেবকে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবে?

রঙ্গ। সে ভয় করি নি! বিবি সাহেবের ইচ্ছা নয়। তিনি বলেন, যা হবার তা বনের মধ্যে হয়ে গেছে। বাইরের লোকে তার লাঞ্ছনার কথা জানে না। এখন দিনমানে লোকালয়ে গেলে লোক-জানাজানি হবার সম্ভাবনা। বিবি সাহেবকে দেখে, আর তার কথার আদব কায়দা শুনে বোধ হচ্ছে যে, তিনি কোনও আমীরের কন্যা। কি ক'রে যে তিনি মেদিনীপুরের জঙ্গলে এসে পড়েছেন, তা বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে একটা বড় লোকের জেনানা, এটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করছি, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তিনি তোমাদের ঘরে থাকুন। সন্ধ্যের পর তাঁকে আমি মা'র কাছে নিয়ে যাব।

কালু। আমার ঘরে আমীরের বেটী?

রঙ্গ। দোষ কি? সে কত বড় বাপের বেটী? যত বড়ই হোক্, বাঙ্গলার সুলতানের চেয়ে ত আর বড় নয়? যারা এক দিন বাঙ্গলার মসনদ্ নিয়ে বাজী খেলেছে, সেই বাজীকরদের বংশধরের ঘর বিবি সাহেব একবার দেখে যাক্! তা ছাড়া, আর কোন জায়গাতে তাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

কালু। বেশ হুজুর! পাঠাবার ব্যবস্থা তুমি কর। মিয়া সাহেবেরা যদিই আসে,—আমরা আগে থাকতেই তাদের খানাপিনার জোগাড় করি!

রঙ্গ। কর।

[কালুর প্রস্থান।

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য ও মদের বোতল বাহির করণ) হুজুর! হুজুর!

রঙ্গ। কি রে ছোঁড়া, এখনি বার করছিস্?

ভোলাই। আবার মিছে দেরী কেন—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। ওরে বেটা, আবার সংস্কৃত ক'স দেখছি যে।

ভোলাই। কইব না? আমি কি যে সে লোক—নায়েব ম'শার চেলা। নায়েব ম'শায় কথায় কথায় বলে শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। না রে, আজকে খাওয়াটা ঠিক নয়।

ভোলাই। কেন?

রঙ্গ। এক জন আওরতের ভার ঘাড়ে প'ড়ে গেছে, বুঝেছিস?

ভোলাই। তা পড়ুক না, তাতে কি?

রঙ্গ। তুই বোকা, বুঝিস্ না। সে নিশ্চয় কোন আমীরের কন্যা। মাতাল হয়ে কি শেষকালে তার কাছে বে-আদবি ক'রে বস্‌বো?

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য)—ছোটবাবু! তুমি আর আমাকে হাসিয়ো না, এমন মদ দুনিয়ায় নেই যে, তোমাকে বে-আদব করতে পারে।

রঙ্গ। দেখ্—বুঝে দেখ্!

ভোলাই। আমি বুঝেছি—তুমি একটু খাও।

রঙ্গ। একেবারে কাজ শেষ ক'রে খেলে ভাল হ'ত না? বিবি সাহেবকে তোদের ঘরে রেখে আসি।

ভোলাই। সে আর তোমাকে যেতে হবে না। রায়বাঘিনী মা আছে, সেই বেটীই নিয়ে যাবে। চৌপলে বোতলে ক'রে মেদিনীপুর থেকে তোমার জন্য বিলাতী সরাপ নিয়ে এলুম! তুমি এ সরাপ একটুও মুখে না দিলে—মন মানবে কেন? যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে একটু না খেলে গায়ের ব্যথা মরবে না। এর পরে আর কোনও কাজ করতে পারবে না।

রঙ্গ। তবে যা, শিগ্‌গির দুটো শালপাতার ঠোঙা ক'রে নিয়ে আয়।

ভোলাই। পেসাদ পাব?

রঙ্গ। পাবি বই কি! চারপলে বোতলের সমস্ত মদ একা খেয়ে কি বনের ভেতর এখন গড়াগড়ি খাব?

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

একটু খাই। শাদা চোখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি, তার জের এখন কোথায় গিয়ে মেটে, তার ঠিক কি? সাদী খাঁর দুর্দ্দান্ত বংশ। আমাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার করলেও কোন একটা কথা বলবার যো নেই। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে—যদি সামান্যও ত্রুটী হয়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ দাদাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—কথায় কথায় সাধু দাদাকে দুরাত্মাদের কাছে মাফ চাইতে হয়। যা হ'ক একটা হ'য়ে যাক্। এ রকম ক'রে মৌজাদারী করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল। তা যা হ'ক্, এত সাবধান হ'লুম, দূরে রইলুম, মাটীপানে চেয়ে পিছনে ফিরে কথা কইলুম—তবু চোখোচোখি হয়ে গেল! হয়ে গেল, গেল। তাতে আর কি হয়েছে? ভাগ্যে দেখা ছিল—অসূর্য্যম্পশ্যা পাঠানীর মুখ—ভাগ্যে দেখা ছিল—হয়ে গেল। তাতে আর কি হয়েছে। আরে রাম, রাম, ও কথা কি ভাবতে আছে! এখন বিবি সাহেবের আত্মীয়ের হাতে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।—এনেছিস?

(পত্রনির্ম্মিত পানপাত্র হস্তে ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলাই। এনেছি।

রঙ্গ। তবে দে, একটু খাই, কি বলিস্?

ভোলাই। আবার বলাবলি কি? শুভস্য শিগ্‌গিরং। এর পরে কখন কি বাধা প'ড়ে যাবে ঠিক্ কি? শরীরটে একবার তাজা ক'রে নাও। বে অদ্ভুত কাজ করেছ, বাপ! শুনে আমি চম্‌কে গেছি। করিম খাঁ পালোয়ান—তাকে জাহান্নামে পাঠানে কি সহজ মেহনতের কাজ? সর্ব্বাঙ্গের ব্যথাটা মেরে দাও। তার পর যা হবার তাই হবে।

(রঙ্গলালের পান।

রঙ্গ। দেখ্ ভোলাই, এই মদটুকু খাই ব'লে মায়ের বড় মনঃকষ্ট। দাদা ত—আমার সঙ্গে কথা কন না। নায়েব ম'শাই আমাকে দেখলেই—কপাল চাপড়ান।

(ভোলাইকে মদ্যদান।

ভোলাই। নায়েব মোশার কথা ছেড়ে দাও। বুড়ো কেবল দুনিয়ায় কপাল চাপড়াতেই এসেছে। আর বড়বাবু ত পীরতুল্য লোক। তাঁর কথা ন কওয়াতে কিছু আসে যায় না। তবে বড় মা'র দু:খু, ওইটেতেই যা দু:খু। তবে তুমি যে কেন ম খাও, তারা ত কেউ জানে না। এক জানতে জানি আমি।

রঙ্গ। কেন বল্ দেখি?

ভোলাই। দেশের যত বেটা গুণ্ডাকে ক্ষ করতে। শাদা চোখে বেটাদের সুমুখে উপস্থি হ'তে তোমার চক্ষুলজ্জা হয়, তাই চোখ দুটোকে একটু রঙিন ক'রে নাও। তুমি না থাকলে গুণ্ডাবেটাদের অত্যাচারে আজকাল গেরস্তলো ইজ্জত রাখা ভার হয়ে উঠত। শাদা চোখে থাকলে তুমি কি বিবি-সাহেবকে উদ্ধার করতে পারতে?

রঙ্গ। না, তা পারতুম না; শাদা চোখে সাহস হ'ত না। দেখ্ ভোলাই,—সুলেমানশা মৃত্যুর পরে দেশটা এক রকম অরাজক হয়ে গেছে

(মদ্যপান

ভোলাই। সে ত দেখতেই পাচ্ছি হুজুর!

(মদ্যপান)

রঙ্গ। এখানকার বাদশা, এ কোনও কাজের নয়। এর আমলে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। গুণ্ডামী করতে করতে তাদের আস্পর্দ্ধা এতদূর বেড়ে গেছে যে, আজ তারা স্বজাতির উপরেও আক্রমণ করতে ইতস্তত: করে নি। এ দুর্দ্দান্ত পাঠান সরদারগুলোকে শাসনে রাখতে পারে, এমন লোক কেউ নেই। (মদ্যপান)

ভোলাই। তুমি আছ—(মদ্যপান)

রঙ্গ। আমি যদি পাঠান হতুম, তা হ'লে থাকতুম বটে। এই যে এত কাণ্ড করলুম, মরিয়া হয়ে যুদ্ধ ক'রে আক্রমণ থেকে বিবি-সাহেবকে রক্ষা করলুম, এতে ফল হবে কি জানিস্? বিবি-সাহেবের আত্মীয়েরা আমাকেই হয় ত' দোষী ক'রে বসবে।

ভোলাই। দোষী করবে?

রঙ্গ। দোষী করা আশ্চর্য্য নয়। আপনাদের দোষ ক্ষালন করতে পাঠান এখন যদি মিথ্যা কথা কয়, তা হ'লে পাঠান পাঠানের কথাই বিশ্বাস করবে। আমরা হাজার হলফ ক'রে সত্য বললেও সে কথা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে।

ভোলাই। বল কি?

রঙ্গ। বাঃ! খাসা মাল এনেছিস্ ত রে ভোলাই?

ভোলাই। কেমন ছোটবাবু, মাল খাসা নয়?

রঙ্গ। চমৎকার! খেতে না খেতেই মাথা চং ক'রে উঠেছে।

ভোলাই। করবে না? বিশ বোতল চেকে তবে ওইটিকে পছন্দ ক'রে এনেছি।

রঙ্গ। দেখ, আর খাওয়া ঠিক নয়—বিবি-সাহেব আছে।

ভোলাই। থাকলেই বা বিবি-সাহেব, ও ত চিরকালই আছে। তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন অমন কত বিবি-সাহেব থাকবে তার ঠিক কি!—আর একটু খাও ছোটবাবু!

রঙ্গ! তুই বিবি-সাহেবকে দেখেছিস্?

(মদ্যপান ও ভোলাইকে দান)

ভোলাই। না ছোটবাবু! তবে মিছে কইব কেন, দেখবার চেষ্টা করেছিলুম।

রঙ্গ। তার পর?

ভোলাই। যে গাছের তলায় বিবি-সাহেবের পালকী, পা টিপে টিপে সেই দিকে যাচ্ছিলুম। কোথায় ছিল রায়বাঘিনী মা; বেটী আমার মৎলব বুঝতে পেরে এক টাঙ্গী নিয়ে আমাকে তেড়ে এলো। আমিও অমনি ছুট; থাক্‌লেই গর্দ্দানাটা গিছলো আর কি!

রঙ্গ। কেমন? কেমন পাহারাদার রেখে এসেছি! বেশ করেছে ভোলাই। কে সে স্ত্রীলোক, কার বেটী, কোথা থেকে এসেছে, এখনও কিছু জানি না। কিন্তু যখন সে ইজ্জত বজায় রাখতে আমাদের আশ্রয় নিয়েছে তখন, আমাদের সম্বন্ধে একটিও তার নিন্দার কথা কইবার না থাকে, সেটা আমাদের দেখা উচিত নয় কি?

ভোলাই। খুব উচিত। কাজটা আমার খুবই অন্যায় হচ্ছিল। মা'র জন্য সেটা আর হ'তে পেলে না। হয়েছিল কি জান হুজুর, ছেলেবেলায় আয়ীর কাছে পরীর গল্প শুনতুম। আজা, গৌড়ের বাদশার মহলের খাস দারোগা ছিল। আয়ীও তখন গৌড়ে থাকত। আয়ী সেখানকার বাদশা-আমীরের মেয়েদের রূপের কথা বল্‌তো—বল্‌তো, তারা সব এক একটা বেহেস্তের পরী। তাদের রঙ যেন চাঁদের আলো। জল খেলে জল দেখা যায়। তারা কথা কইত না ত যেন সারেঙে ছড়ি দিত। এ-ও শুনলুম না কি.—আমীরের বেটী। তাই পরী দেখতে গিয়েছিলুম। গিয়ে, আরে বাপ কি লাঞ্ছনা।—

রঙ্গ। ঠিক বলেছে।

ভোলাই। ঠিক?—(মদ্যপান)

রঙ্গ। তোর আয়ী এক বর্ণও মিছে কয় নি।

(মদ্যপান)

ভোলাই। আয়ী বলত, তাদের দাঁতগুলো যেন মুক্তোর সার। চোখ দুটো যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ী। তাতে উমদা উমদা জলজলে নীলা বসানো।

রঙ্গ। ঠিক বলেছে!

ভোলাই। তুমি তাকে দেখেছ ছোটবাবু?

রঙ্গ। দেখবো না, কিছুতেই দেখবো না মনে ক'রে কি ক'রে যে দেখে ফেল্‌লুম, ভোলাই, তা আমি বল্‌তে পারছি না।

ভোলাই। কি রকম দেখলে হুজুর—ঠিক পরী?

রঙ্গ। পরী ত আর কখন দেখি নি, তা কেমন ক'রে বলব? তবে এমন সুন্দরী আমি ত কখনো চক্ষে দেখি নি।

ভোলাই। তা হ'লে ঠিক পরী। তা হাঁ ছোটবাবু, পাঠানীও তোমাকে দেখেছে?

রঙ্গ। কেন, এ কথা জানবার তোর দরকার কি?

ভোলাই। তুমি বলই না শুনি।

রঙ্গ। আর বলতে হবে না। নে, আমি আর খাব না। বাদ্-বাকীটে তুই খেয়ে নে।

ভোলাই। আর খাবে না?

রঙ্গ। না। আজকে নেশা করতে আমার কেমন ভয় করছে।

ভোলাই। তবে আমিও খাব না। আমারও কেমন ভয় করছে।

রঙ্গ। তোর আবার কিসের জন্য ভয় হ'ল?

ভোলাই। কি জানি, নেশার ঝোঁকে পরী-বৌটিকে যদি ছোট মা ব'লে ফেলি।

রঙ্গ। বেটা পেঁচি মাতাল!—উঠে যা।

ভোলাই। কি করি হুজুর, পেঁচি কি সাধে হই! তুমি গোলামের কাছে মনের কথা গোপন করলে কেন? কথা খুলে বল—এখনি আমি পেঁচা হব। (মুখ বিকৃত করণ)

রঙ্গ। কতক্ষণ ধ'রে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ল, সে আর আমাকে দেখে নি?

ভোলাই। ও কথা নয়, তুমি বল, চোখোচোখি হয়েছে?

রঙ্গ। যদিই হয়ে থাকে, তাতে কি হয়েছে?

ভোলাই। বস্।

রঙ্গ। আরে মর বেটা, বস্ কি?

ভোলাই। বস্—বস্! আবার কি। ছোট-মা? এই তোমাকে মোচোরমানের সেলাম। আর এই হ্যাঁছর পেরণাম।

রঙ্গ। ভোলা! তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি!

ভোলাই। কিছু করি নি হুজুর! তুমি দেখেছ তাকে, সে দেখেছে তোমাকে। সে যদি পরীবেগম হয়, তা হ'লে তুমি পরীস্থলতান।

রঙ্গ। ভোলাই! তুই সাবধান হ'।

ভোলাই। যাকে দেখে নিরেট পুরুষ ভোলা ভুলে গেছে—সেই তোমাকে দেখেছে একটা আওরৎ—

রঙ্গ। তুই যদি এ রকম মাতলামী করি তা হ'লে রাগ করব—উঠে যাব।

ভোলাই। (পদ ধরিয়া)—দোহাই হুজুর বলব না। তুমি রাগ করবে! ও বাবা, মাফ হুজুর! তুমি রাগ করবে।

রঙ্গ। এ রকম সময়ে ও রকম কথা মনে আনা পাপ তা জানিস্? মনে আনলেও ইজ্জতহানি হয়।

ভোলাই। আর বলব না—এই নাক মলি।

রঙ্গ। সে বিপন্না, তাকে রক্ষা করতে আমা বুক বেঁধেছি। তার সম্ভ্রম অটুট রেখে যদি আমা তাকে তার আত্মীয়ের কাছে পাঠাতে পারি, তবে আমাদের শ্রম সার্থক।

ভোলাই। বে-আদবি করেছি, বে-খাতি করেছি। দাও, আর একটু আমাকে পেসা ক'রে দাও।

রঙ্গ। তুই মাতাল হয়ে আসল কথা ভুলে গেছিস্। আমি হিন্দু, সে মুসলমান।

ভোলাই। ইস্! কি বলেছি! তুমি হুজু আমার কান ম'লে দাও। উঃ!

রঙ্গ। আরে মর! কাঁদতে লাগলি কেন!

ভোলাই। ছোটমা জন্মাতে না জন্মাতে কথা গেল! উঃ!—তুমি হিন্দু আর সে মুসলমান! মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জাতের কথা পাহাড়ের মত আড় হয়ে পড়েছে।

রঙ্গ। উঠে যা—উঠে যা, তোর আসছে।

ভোলাই। ত্যালা আপদ! বেটী আমাকে সুশৃঙ্খলে কাঁদতেও দেবে না। দাও, পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আর দেরী করিস নি, ওঠ্ ওঠ্, উঠে ওই মৌতলায় গিয়ে বস্গে যা। তোর মা কি বলে, শুনে, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

ভোলাই। পেসাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আ—মর, বেটা জ্বালালে।

ভোলাই। শুভস্য শিগ্‌গিরং—শুভস্য শিগ্‌গিরং।

রঙ্গ। (মদ্যপান ও ভোলাইকে বোতল প্রদান) যা।

ভোলাই। উঃ! তুমি হিন্দু—সে মুসলমান—উঃ!

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের মাতার প্রবেশ)

ভো-মা। ও উল্লুককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কেন হুজুর?

রঙ্গ। সে আর যাবে না বউ! এখন খবর কি বল। বিবি-সাহেবের স্নান হয়ে গেছে?

ভো-মা। গেছে।

রঙ্গ। তবে আর বিলম্ব করছিস কেন—নিয়ে যা।

ভো-মা। তুমি একবার এস ছোটবাবু।

রঙ্গ। কেন?

ভো-মা। বিবি-সাহেব তোমাকে কি বলবে।

রঙ্গ। ভ্যালা আপদ! আবার আমাকে তার বলবার কি আছে? আমাদের এখনকার অবস্থার আঁচ তাকে একটু দিতে পারলি নি?

ভো-মা। দিয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাতে কি বল্‌লে?

ভো-মা। বল্‌লে তা হোক, একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। তার উত্তর তিনি দিতে পার্‌বেন।

রঙ্গ। তুই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলি?

ভো-মা। করেছিলুম। বিবি বললে—যদি বল্‌বার দরকার হয়, বাবু-সাহেবকে বলব।

রঙ্গ। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কোথা যাবে, সঙ্গে কে ছিল, কিছু বল্‌লে না?

ভো-মা। কিছু না, সব তোমাকে কইবে বলেছে।

রঙ্গ। কি যন্ত্রণা!—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁধ।

কলিবেগম বাঁধের উপর কেশ-শুষ্ক কার্য্যে নিযুক্ত।

নিম্নে পাইক-বালকগণ।

বালকগণের গীত।

তোমায় পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি :—
যখন পেয়েছি ওগো চাঁদবদনী রাণী।
তোমায় ধরেছি ধরেছি ধরেছি—
রাঙ্গা পায়ে ঢেলে দিছি
কোমল হৃদয়খানি॥
তোমায় বাসয়ে কাছে করব যতন,
মন ঢেলে দিব মনের মতন,
সরল মনে করব খেলা
যত রকম জানি।
আনমনে চ'লে যাবে বেলা
ওগো বেলারাণী॥

(ভোলাইয়ের মাতা ও রঙ্গলালের প্রবেশ)

ভো-মা। বিবি-সাহেব!

কলি। বাবু-সাহেব এসেছেন?

(শশব্যস্তে উত্থান)

ভো-মা। ছেলেরা একটু স'রে আয়।

[বালকগণ ও ভোলাইয়ের মাতার প্রস্থান।

রঙ্গ। কি জন্য তলব করেছেন বিবি-সাহেব?

কলি। আপনি নিকটে আসুন।

রঙ্গ। কি বল্‌বেন, ওইখান থেকেই বলুন। আমার অন্যত্র যাবার—

কলি। বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে? তা হ'ক, আমি আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। (রঙ্গলালের সমীপে আগমন)

রঙ্গ। (স্বগত) এ ত অন্যায় হ'ল—এ ত অন্যায় হ'ল!—(প্রকাশ্যে) বিবি-সাহেব! আমি আমি—

কলি। আপনার কথা আমি ওই বৃদ্ধার মুখে শুনেছি। বেশ করেছেন! তাতে লজ্জা কি? রণজয়ে বিশ্রামই হচ্ছে বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ লাভ।

রঙ্গ। (স্বগত) দেখিস, রঙ্গলাল দেখিস! পিছনে মেঘের পুঞ্জ নিয়ে প্রকাণ্ড একটা রূপের সাগর যেন উথলে আসছে। হুঁসিয়ার রঙ্গলাল—সামাল রঙ্গলাল! চারিদিক থেকে কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে, তারা যেন না তোকে মাতাল ব'লে চেঁচিয়ে ওঠে।

কলি। স্নান ক'রে উঠে ভিজে চুল শুকিয়ে নিচ্ছিলুম। সুতরাং আমার বে-আদবী মাফ করবেন। যিনি আমার ইজ্জত বজায় রেখেছেন, তাঁর সম্মুখে সঙ্কোচের একটা অভিনয় দেখানো আমি ভদ্রতা মনে করি না।

রঙ্গ। কি জন্য আমাকে ডাকিয়েছেন বলুন।

কলি। আমার পরিচয় আপনি জান্‌তে চেয়েছিলেন?

রঙ্গ। জানবার প্রয়োজন হয়েছে বিবি-সাহেব।

কলি। তা আমিও বুঝেছি। আপনি যতক্ষণ না আমাকে আমার কোনও আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে পারছেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না।

রঙ্গ। কিছুতেই পারছি না। আমি হিন্দু। আপনাদের বংশের আদব কায়দা আমি কিছুই জানি না। তার উপর আপনি সুন্দরী—ভারি সুন্দরী। আর আমি—

কলি। সুন্দর—কেমন, এই কথা বলতে চাচ্ছেন ত?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব—আপনি কথা শেষ করতে দিন।

কলি। আর শেষ করবার প্রয়োজন নেই—আপনি যা বলবেন, আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আপনি বোঝেন নি।

কলি। না বাবু-সাহেব আমি বুঝেছি।

রঙ্গ। আমি বলছিলুম—আমি—

কলি। অতি সুন্দর যুবাপুরুষ।

রঙ্গ। না, আর আমি কথা কইব না।

কলি। আর আপনাকে কইতে হবে না। তার পর আমার বক্তব্য শুনুন। আপনি আমার পরিচয় যাকে তাকে দিয়ে জানতে চাচ্ছিলেন কেন? আপনি নিজে এসে জানলেই ত হ'ত।

রঙ্গ। এসেছি—এইবারে বলুন।

কলি। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন দেখি, যদি আমার কোন আত্মীয় না থাকে?

রঙ্গ। বলেন কি?

কলি। যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি কি করবেন?

রঙ্গ। আমাকে মাতাল দেখে আপনি রহস্য করবেন না। এ কথা আমি বিশ্বাস করব কেমন ক'রে?

কলি। যদির কথা—বিশ্বাস করতে বলছি না—যদি না থাকে, তাহা হ'লে বলুন, আপনি কি করবেন? মাথা হেঁট ক'রে ভাববার সময় নেই। কেন না, আমি অনেকক্ষণ বেহায়ার মত আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

রঙ্গ। কেউ নেই?

কলি। আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে অনেকে আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মীয় এক পিতা ছাড়া আর কেউ নেই! না, ভুলে গেছি বাবু-সাহেব, আপনার কথাটা ভুলে গেছি—আপনি ও পি[tc]
ছাড়া আর কেউ নেই।

রঙ্গ। আপনার পিতা কোথায় আছেন ব[lc]

কলি। পিতার সংবাদই যদি দিতে পার[tc] তা হ'লে এরূপ কথার উত্থাপন করব কে[tc] আপনার দেখছি দাঁড়াতে কষ্ট হ'চ্ছে। আপ[tc] বসুন।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আমার কিছু কষ্ট [tc] নি। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি, আপনি বসুন।

কলি। আমি দেখছি, আপনি বেশ দাঁড়ি[tc] নেই, আপনার পা টলছে। অতি পরিশ্রমের প[tc] আপনি একটু সরাপ খেয়েছেন, তাতে লজ্জা কি—আপনি বসুন। (হস্তধারণ)—আমার অনুরো[tc] আপনি বসুন। বসবার যোগ্য জায়গা ন—(ওড়না পাতিয়া —এইতে বসুন।

রঙ্গ। না, না—কি করেন—কি করে[tc] দেখবে—ওরা দেখবে।

কলি। দেখলেই বা, আমরা ত চৌর্য্যবৃ[tc] করছিনি! আমার অনেক কাহিনী। কিছুক্ষণ ন[tc] বসলে বলতে পারব না।

রঙ্গ। আপনার এ অতি মূল্যবান ওড়না—

কলি। এর এখন আর কোনও মূল্য নেই। দুরাত্মার হস্তস্পর্শে এ কলঙ্কিত হয়েছে। এ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে যদি আপনাদের এ স্থানের মোটা কাপড়ে আমি দেহাচ্ছাদন করতে পারতুম, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হতুম।

রঙ্গ। আপনার হুকুম অমান্য করতে পারবো না।

কলি। আমার অনুরোধ-রক্ষা আপনার অনুগ্রহ। (উভয়ের উপবেশন)—আপনি বাঙ্গলা[tc] কোনও খবর রাখেন?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব! আমি এই মেদিনী-পুরের বাহিরে কখনও পা দিই নি।

কলি। বাঙ্গলায় এক জন সুলতান আছেন, তা জানেন?

রঙ্গ। তা জানি। গৌড়ে এক জন বাদশা থাকেন। আগে ছিলেন সুলেমান শা। এখন হয়েছেন তাঁর পুত্র দায়ূদ খাঁ।

কলি। এই ত সব জানেন বাবু-সাহেব?

রঙ্গ। আমরা মৌজাদার কিনা, কাজেই এ খবরটা আমাদের রাখতে হয়।

কলি। তাঁর উজীরের নাম জানেন?

রঙ্গ। তাঁর নাম—তাঁর নাম—

কলি। মুখের দিকে চাচ্ছেন কি? তাঁর নাম কি আমার মুখে লেখা আছে?

রঙ্গ। আপনি কি মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা?

কলি। জানি না জানি না ক'রে আপনি যে অনেক জানা কথা কয়ে দিলেন বাবু-সাহেব। পূর্ব্বেই বলেছি, আপনি এখন আমার এক জন আত্মীয়। আত্মীয়ের কাছে আত্মগোপন পাপ। আমি উজীর সুলেমান মঙ্গোলীর কন্যা! উঠবেন না—উঠবেন না। এ পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে আমার মর্য্যাদা নূতন ক'রে বাড়ল না। অপরিচিতা বিপন্নাকে আপনি যে মর্য্যাদা দেখিয়েছেন, সেই মর্য্যাদাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রঙ্গ। উজীর-পুত্রি!

কলি। ছিলুম। আপনাকে বলতে ভুল হ'য়ে গেছে। এখন আর আমি উজীর-পুত্রী নই।

রঙ্গ। কেন? আপনার পিতা কি উজীরীতে ইস্তফা দিয়েছেন?

কলি। বুদ্ধির দোষে উজীরী হারিয়েছেন।

রঙ্গ। রাজা কি তাঁকে বরখাস্ত করেছেন?

কলি। রাজা! কোথায় রাজা? বাঙ্গলায় আর রাজা নেই। বাঙ্গলা এখন মোগল বাদশা আকবরের অধিকারে। মোগলে গৌড় দখল করেছে।

রঙ্গ। কই, এ কথা ত শুনি নি!

কলি। আপনি কেন, এ প্রদেশের কেউ এখনও শোনে নি—মোগল এত শীঘ্র পাঠানদের পরাস্ত করেছে। তবে শুনতে আর বড় বিলম্ব নেই। দায়ুদ কি আকবরের রণকৌশলে এত শীঘ্র পরাস্ত হয়ে গেলেন যে, দেখতে দেখতে মোগল রাজধানী গৌড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। পাঠানরা তখন এমন বিব্রত যে, নিজের স্ত্রী-কন্যাকে রক্ষা করবারও অবকাশ পেলে না।

রঙ্গ। আপনার পিতার পরিবার? তাঁদের কি হ'ল?

কলি। তাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। পিতার বংশের দুর্দ্দশার কথা এই মেদিনী-পুরের জঙ্গলে ব'সে এক জন হিন্দু আত্মীয়কে বলবার জন্য একমাত্র অবশিষ্ট আমি আছি।

রঙ্গ। সকলে মরেছে, না মোগল ধ'রে নিয়ে গেছে?

কলি। একমাত্র মা মরেছেন।

রঙ্গ। থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ভাই—

কলি। ছিল। এখন নেই। মঙ্গোলী বংশের একমাত্র আমি জীবিত আছি।

রঙ্গ। তা হ'লে আপনাকে কার কাছে নিয়ে যাব বলুন।

কলি। সেই কথাই বলব ব'লে আপনার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ক'রে আপনাকে ডাকিয়ে এনেছি। এইবার আমার নিবেদন শুনুন। পিতা যদি আমার জীবিত না থাকেন, তা হ'লে এ দুনিয়ায় আমার আপনার আর কেউ নেই। এরূপ অবস্থায়, যেখানে ইজ্জত রেখে চলতে পারি, এমন কোন আশ্রয় আমাকে দেবার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন?

রঙ্গ। কত দিনের জন্য?

কলি। যত দিন বাঁচব!

রঙ্গ। কিরূপ ভাবে থাকতে চান?

কলি। সেটা আপনি যে রকম ভাল বুঝবেন। যাতে আমার ইজ্জত বজায় থাকে—তাতে দাসী হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

রঙ্গ। তাতে আমি ভাল বুঝব কি?

কলি। বেশ, আপনি না বুঝতে চান, আমিই বুঝব। আপনি শুধু স্থানটা দেখিয়ে দেবেন।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনাকে মানের সহিত রাখতে পারি, এমন কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

কলি। মুসলমান না পান—হিন্দু?

রঙ্গ। সে আগে না জেনে বলতে পারি না।

কলি। আপনার বাড়ী? (রঙ্গলালের নীরবে অবস্থিতি) ব'লে কি বিপদে ফেললুম?

রঙ্গ। যদি বলি, না।

কলি। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেই নিজের ইজ্জত রক্ষা করি।

রঙ্গ। কেমন ক'রে করবেন?

কলি। তা আপনাকে আমি বলব কেন?

রঙ্গ। একটু আগে যেমন ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন?

কলি। এখন দেখছি আপনি মাতাল। আপনি উঠে যান। (দাঁড়াইলেন)

রঙ্গ। (দাঁড়াইয়া)—মাতাল ত বটেই বেগম-সাহেব! সে কথা ত আপনাকে বলতেই যাচ্ছিলুম।

আপনি আমাকে বলতে দিলেন না। তবে—বে-আদবী মাফ্ হয়, আমি দেখছি, আমি খেয়ে মাতাল, আর আপনি না খেয়ে মাতাল।

কলি। (হাস্য) বাবু-সাহেব! আমি প্যান্ প্যান্ ক'রে চোখের জল ফেলা বাঙ্গালী রমণী নই। আমি পাঠানী। (ছোরা বাহির করণ) বুঝেছেন?

রঙ্গ। বুঝেছি। আমিই মাতাল বিবিসাহেব! তবে মুন্দা থাঁর কাছে ধরা দিলেন কেন?

কলি। অতর্কিতে ধরেছে। এক আকস্মিক বিপৎপাতে আমি কিছু হতভম্ব হয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাই হবে, আমি বুঝতে পেরেছি।

কলি। বাবু-সাহেব! আপনিও আমার বে-আদবী মাফ্ করবেন। আপনি আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে শুধু আমাকে রক্ষা করেন নি, সেই বর্ব্বর পাঠানকেও অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যখনি তা হ'তে আমার মর্য্যাদা নাশের সম্ভাবনা দেখতুম, তখনি তার বুকে এই ছোরা মারতুম। তাকে মেরে নিজে মরতুম।

রঙ্গ। আমি যদি আপনার পিতার সমীপে আপনাকে উপস্থিত করতে পারি?

কলি। কোথায় পিতা? তিনি হতাবশিষ্ট পাঠান সৈন্য নিয়ে এখনও প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিচ্ছেন। বর্দ্ধমান থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।

রঙ্গ। এ বনে আপনি তা হ'লে কার সঙ্গে এসেছিলেন?

কলি। এক হাবসী খোজা বার আমার রক্ষী ছিল। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। যে গাছের তলায় প্রথমে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, সেখানে হয় ত এখনও তার মৃতদেহ প'ড়ে আছে। অবশিষ্ট যা ডুলি-বেহারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সব এ দেশের। সেই দুরাত্মার ভয়ে তারা ডুলি ফেলে পালিয়েছে।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনার পিতার সন্ধান একবার না নিয়ে আমি কোনও সদুত্তর দিতে পারছি না।

কলি। আপনি কি বর্দ্ধমানে যাবেন?

রঙ্গ। সন্ধান করতে করতে যদি প্রয়োজন হয়, যাব।

কলি। এই যে বল্লেন, আমি মেদিনীপুরের বাইরে কখনও পা দিই নি?

রঙ্গ। দিই নি, এইবারে দেব।

কলি। মাথার ঠিক অবস্থায় বলছেন?

রঙ্গ। আপনার কথা শুনে আমার নেশা ছু[টে] গেছে।

কলি। যে ক'দিন আপনার সঙ্গে দেখা [না] হবে, সে ক'দিন আমি কোথায় থাকব?

রঙ্গ। সন্ধ্যার পর আপনাকে একবার মা[য়ের] কাছে নিয়ে যাব। দরিদ্র হিন্দুর গৃহে মা য[দি] আপনাকে রাখতে সাহস করেন, তা হ'লে সে[ই]খানেই আপনি থাকবেন। নইলে আমার প[রিচিত] সুহৃৎ কতকগুলি দরিদ্র মুসলমান আছে, তা[রা] পর্ণকুটীরে বাস করে, তাদের মধ্যে এক ঘ[রে] আপনাকে রেখে যাব।

কলি। সেখানে থাকার কি সুবিধা হবে?

রঙ্গ। তারা গোলামের মত আপনার সে[বা] করবে। তবে আপনার যোগ্য অশন, বসন, শ[য্যা] —এ সব দিতে পারবে না। আপনি যে ভুল[...] আস্তরণ ক'রে আমাকে বসিয়েছেন, এ তা[রা] কখন চক্ষে দেখে নি। তবে তাদের পূর্ব্বপু[রুষ] দেখেছে।

কলি। কি রকম?

রঙ্গ। গৌড়ের বাদশা হুসেন সার আম[ল] পর্য্যন্ত তারা গৌড়ে ছিল। তারা বাদশার [...] পল্টন। তাদের কথা অধিক বলবার সময় নে[ই।] একটু পূর্ব্বে, ইজ্জত রাখতে, কারও ঘরে আপ[নি] দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। যদি সেখা[নে] থাকতে চান, তা হ'লে আপনার মর্য্যাদা অ[ক্ষুণ্ণ] থাকবে, আমি এই মাত্র আশা দিতে পারি।

কলি। বর্দ্ধমানে কবে রওনা হবেন?

রঙ্গ। আজ রাত্রেই। মায়ের সঙ্গে আপ[নার] একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার অপেক্ষা।

কলি। এর ওপর আমার আর কোনও ক[থা] কইবার অধিকার নেই বাবু-সাহেব! তবে আ[র] একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। পি[তার] সঙ্গে যদি আপনার সাক্ষাৎ হয়, তা হ'লে তাঁ[কে] কি বলবেন?

রঙ্গ। যা ঘটনা ঘটেছে, যেরূপ ক'রে আপন[াকে] পেয়েছি, সব বলব।

কলি। তা বললে যে আমাকে উদ্ধার ক[রার] কোনও ফল হবে না।

রঙ্গ। কেন?

কলি। পিতা আমার বড় অভিমানী। আপনাকে সে কথা বলিনি। পিতা যদি জানতে পারেন, তাঁর কন্যা কতকগুলো অপরিচিত যুবকের হাতে হাতে বৃন্তচ্যুত আনারের মত লোফালুফি হয়েছে, তা হ'লে তিনি আমাকে হয় ত কন্যা ব'লেই স্বীকার করবেন না।

রঙ্গ। যাবার মুখে আপনি যে আমাকে বিষম ফেরে ফেললেন।

কলি। এই যে অনবগুণ্ঠিত মস্তকে এক আঁচলে ব'সে আপনার সঙ্গে এতক্ষণ হ'রে বাক্যালাপ করলুম, এ কথাও ত তা হ'লে আপনি বলবেন?

রঙ্গ। যদি প্রশ্নসূত্রে এমন অবস্থা ঘটে যে, এ কথা না কইলেই নয়, তা হ'লে মিথ্যা কইতে পারব না। নতুবা উপযাচক হয়ে আপনার সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় কোনও কথার উত্থাপন করব না।

কলি। আমি যদি আপনাকে সত্য গোপনে অনুরোধ করি?

রঙ্গ। আমি মিথ্যা কইতে পারব না।

কলি। বেশ, আপনি পিতার অনুসন্ধান করুন।

রঙ্গ। ওরে! এইবার তোরা বিবিসাহেবকে নিয়ে যা।

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণের গীত।

তবে এস ঘরে এস ঘরে
মোদের কুঁড়ে ঘরে।
বলতে কথা সরম লাগে
নিয়ে যেতে ভয় করে॥
ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো,
য'দিন থাক ত'দিন ভালো,
থাকবে য'দিন মাথা দিয়ে থাকব
প'ড়ে দোরে॥
কি আছে তা করব দান,
(তবে) প্রাণ দিয়ে তোমার
রাখব মান,
শত্রুদি ধরিতে আসে করব সড়কি-
বেঁধা তারে।
মুণ্ড ছিঁড়ে গড়িয়ে দেব
(তোমার) রাঙ্গা চরণ প'রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ

ভুবনেশ্বরী ও গজানন।

ভুবনে। তুই এই বিবাদটা রোধ করতে পারলি নি?

গজা। বিবাদ কি আমার সুমুখে হয়েছে যে, রোধ করব!

ভুবনে। সে ত মিছামিছি কারও সঙ্গে কলহ করবার ছেলে নয়।

গজা। সে তুমি জানলে আর আমি জানলুম। অন্যে ত তা বুঝবে না। বিশেষতঃ জায়গীরদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই। লোকে বুঝেও বুঝবে না। তোমার দেওরকেই দোষী করবে। করবে কেন, করছে। বড় বাবু কারও কাছে মুখ পাচ্ছেন না।

ভুবনে। সে কোথা গেল, জানতে পারলি?

গজা। তা জানতে পারলে ত ধ'রে আনতুম। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না ব'লে মনে করলুম, তিনি বাড়ী এসেছেন।

ভুবনে। তাকে খুঁজে আনতে না পারলে যে, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।

গজা। আমিও কি পারছি মা? ছোট বাবু কাউকে ভয় করবার ছেলে নয়। তিনি বাড়ী আসবার হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় আসতেন।

ভুবনে। তা হ'লে নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে।

গজা। বিপদে পড়েন নি। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত জেনে এসেছি।

ভুবনে। তবে সে আসছে না কেন? বেলা শেষ হয়ে গেল। সে বেশ জানে, সে না খেলে তার মা জলপর্য্যন্ত মুখে দেবে না। বিপদে না পড়লে কখন সে আসতে এত বিলম্ব করে? সে নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। তুই ছোটবাবুকে খুঁজে নিয়ে আয়। যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়। যদি আসতে না চায়, জোর ক'রে ধ'রে আনবি। বলবি, তোমার মা কাঁদাকাটি করছেন, তুমি শীগ্‌গির চল।

গজা। বড়বাবু এসে যদি আমায় খোঁজ করেন?

ভুবনে। আমি তার জবাবদিহি করব।

গজা। (স্বগত) ধন্য মানুষের বেটী তুমি। মায়ের স্নেহকেও তুমি হার মানিয়েছ।

[প্রস্থান।

ভুবনে। তাই ত। কি যে বিপদ ঘটালে, তা তো বুঝতে পারছি না। মরণটা হয় ত বাঁচি। শাশুড়ীকে জ্বালা পোহাতে হ'ল না! শ্বশুর কোথায় যে গেলেন, এই বাইশ বৎসরেও তাঁর খোঁজ হ'ল না। মাঝখান থেকে ভোগ ভুগতে রইলুম আমি। জন্মান্তরে কত যে পাপ করেছিলুম, তার অবধি নেই।

নন্দ। (নেপথ্যে) গজা। ফিরে আয়!

গজা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি ছোটবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছি।

নন্দ। (নেপথ্যে) তোকে কোথাও যেতে হবে না, ফিরে আয়।

(নন্দলালের প্রবেশ)

ভুবনে। হ্যাঁগা! দেখা পেলে?

নন্দ। আ মর্ বেটা, কথা শুনছিস না কেন?

গজা। (নেপথ্যে) মা খুঁজতে বলেছেন।

নন্দ। বলুক, তুই ফিরে আয়! তোকে খুঁজতে হবে না।

ভুবনে। খুঁজে পেলে?

নন্দ। দেখ গজা! এইবারে মার খেয়ে মরবি।

ভুবনে। বলি, আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নন্দ। কি তোমার কথা, তা তার উত্তর দেব?

ভুবনে। তাকে খুঁজে পেলে কি না বল না।

নন্দ। সে চুলোয় গেছে। এখানে কোথায় তাকে খুঁজে পাব?

ভুবনে। আ মরি! কথার শ্রী দেখ একবার।

নন্দ। এখন দেখছি, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগারও মৃত্যু হ'লে ছিল ভাল।

ভুবনে। বালাই, কি অপরাধে সে মরতে যাবে?

নন্দ। অপরাধ এখনি জানতে পারবে এখন। এ বংশে এমন কুলাঙ্গার কোথা থেকে জন্মাল?

ভুবনে। কেন, কুলাঙ্গার সে কিসে হ'ল? একটু আধটু নেশা করে ব'লে? তোমার বংশে সকলেই কি তোমার মত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জন্মেছিল? নেশা কি আর কেউ করে নি?

নন্দ। শুধু নেশা করলে সে আমার বাপের ঠাকুর।

ভুবনে। আর কি সে করেছে?

নন্দ। আমার মুণ্ডু করেছে। লক্ষ্মীছাড়া হ'তে সব নষ্ট হ'ল দেখছি।

ভুবনে। দেখ, কিছু না জেনে শুনে, মিছামিছি আমার সুমুখে তাকে গাল দিও না।

নন্দ। আর তুমিও—যাকে যতটুকু মমতা দেখান উচিত—তার অতিরিক্ত মমতা তাকে দেখিও না।

ভুবনে। মমতাটা কি দেখালুম?

নন্দ। জন্মের মত তার মাথাটি খেয়ে দিয়ে, আবার দেখাবে কি? শুনেছ ত, মায়ের চেয়ে যে অধিক মমতা দেখায়—

ভুবনে। তাকে বলে ডান। তা আমি ডাইনি ত। বল না, স্পষ্ট ক'রেই বল না—আমি ডাইনি। তা সে কথা অত ঘোর প্যাঁচ ক'রে বলবার দরকার কি?

নন্দ। একদিনের জন্যও ছোঁড়াটাকে শাসন করতে দিলে না। তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করলে।

ভুবনে। নষ্ট করলুম আমি না তুমি? তুমি কি শাসন করতে জান?

নন্দ। হয়েছে—হয়েছে—থাম।

ভুবনে। তুমি যে রকম শাসন-কর্ত্তা পুরুষ, তারে সে যদি খারাপ হয়, সে ত তোমারই দোষ।

নন্দ। হয়েছে, বুঝেছি, থাম। গজা আসছে।

ভুবনে। আসুক না গজা। আমি কি কাউকে ভয় ক'রে কথা বলছি।

নন্দ। আচ্ছা, এ সমস্ত আমারই দোষ।

ভুবনে। নিশ্চয়—তা আবার চোক গিলে বলা কি?

(গজাননের প্রবেশ)

নন্দ। সে হতভাগাকে খোঁজা রেখে যা তোকে বলি, এখনি কর!

গজা। বল!

ভুবনে। আমার সুমুখে তাকে হতভাগা হতভাগা ক'র না।

নন্দ। এখনি একখানা পাল্‌কী—

ভুবনে। কি জন্য সে হতভাগা হ'তে যাবে?

নন্দ। কি জ্বালা, আমাকে কথা কইতে দেবে না?

ভুবনে। ও ছেলে ব'লে তাই—একটু আধটু নেশা ক'রে থাকে। অন্য ছেলে হ'লে এতদিন আরও কত কি করত।

নন্দ। তাই করেছে, আর করত নয়।

ভুবনে। কি করেছে ?

নন্দ। আমার মুণ্ড করেছে। সর্‌দিয়া থেকে আমার বাস ওঠাবার জোগাড় করেছে। (গজাননের প্রতি) যা বললুম—বুঝলি ?

[গজাননের প্রস্থান।

ভুবনে। ওকে এমন সময় পাল্‌কী আনতে পাঠালে কেন ?

নন্দ। তোমাকে এখনি রওনা হ'তে হবে।

ভুবনে। কোথায় ?

নন্দ। আপাততঃ তোমার বাপের বাড়ী।

ভুবনে। তার পর ?

নন্দ। তার পর যেমন বুঝব! ফিরিয়ে আনবার হয়, ফিরিয়ে আনব। না হয়, পিসের কাছে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। পাঠানদের সঙ্গে দাঙ্গা করবে নাকি ?

নন্দ। দাঙ্গা আমাকে করতে হবে না। যা করবার পাঠানরাই করবার ব্যবস্থা করেছে। আজই হ'ক, কালই হ'ক, দুদিন পরেই হ'ক, তারা আমাদের বাড়ী চড়াও হবে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর, সমস্ত পাঠান জোট বেঁধেছে।

ভুবনে। তাদের এমন মর্ম্মান্তিক আক্রোশ হ'ল, কারণটা কি ?

নন্দ। কারণটা এখনও বুঝতে পারছ না ? তবে আর হতভাগাকে গাল দিচ্ছি কেন ?

ভুবনে। পাঠানদের মেয়েছেলের সঙ্গে কি কোনও তামাসা বিদ্রূপ করেছে ?

নন্দ। বিদ্রূপ কি—ছিনিয়ে এনেছে।

ভুবনে। বল কি ?

নন্দ। এই ত শুনছি। সমস্ত খবর এখনও পাই নি। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য নায়েব মশাইকে পাঠিয়েছি।

ভুবনে। মিথ্যা কথা। তার কি এত সাহস হ'তে পারে ?

নন্দ। মিথ্যা কি সত্য, নায়েব মশাই ফিরে এলেই জানতে পারব। তবে তিনি আজ রাত্রেই তোমাকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

ভুবনে। তোমাদের ফেলে যাব, আমার মন স্থির হবে কেন ? বিশেষতঃ বোকা ছেলেটা কোথায় রইল, জানতে পারলুম না।

নন্দ। কি করবে—তোমার বরাত। যদি ইজ্জত রাখতে হয়, তা হ'লে তোমাকে এখানে রাখতে সাহস করি না।

ভুবনে। তোমরাও আমার সঙ্গে চল না কেন ?

নন্দ। ছোঁড়াকে পাই, তার হাত পা বেঁধে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। আর তুমি ?

নন্দ। আমি ? তুমি কি ক্ষেপেছ! আমি পালিয়ে বংশের নাম ডুবিয়ে দেব ?

নায়েব। (নেপথ্যে) বড়বাবু!

নন্দ। যাই নায়েব মশাই।

নায়েব। (নেপথ্যে) মাকে পাঠিয়েছ ?

নন্দ। না।

নায়েব। (নেপথ্যে) বিলম্ব ক'র না।

নন্দ। ওই শোন—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

নায়েব। (নেপথ্যে) তোমাকেও বিশেষ প্রয়োজন।

নন্দ। যাচ্ছি—যাচ্ছি। যা বলবার বললুম বড় বৌ। এর পর বলতে আসবার বোধ হয় সময় পাব না। [প্রস্থান।

ভুবনে। যা ভয় করলুম, তাই হ'ল! শেষ-কালে ছেলেটা চরিত্রহীন হয়ে পড়ল! হয়ে এমন বিপদ বাধালে যে, স্বামী ছেড়ে, তাকে ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, আমাকে পালাতে হ'ল! এ বিপদ থেকে যদি বাবু নিস্তার পান, তা হ'লে রঙ্গলালকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব। আর না—আর না। মাতৃহীন শিশুকে সূতিকার ঘর থেকে কুড়িয়ে মানুষ করেছি। নিজে বন্ধ্যা—তাকেই গর্ভস্থ সন্তান মনে ক'রে, মোহে, সত্যই ত তার পরকাল নষ্ট করেছি! আজ সে যে কার্য্য করেছে, কুলবধূ হ'য়ে আমি ত তার সে পশু-ব্যবহারের সমর্থন করতে পারি না! আর না—আর না। আর আমি তার সঙ্গে মাতা-পুত্রের গজানো সম্পর্ক রাখব না। বলতে বুকটা কাঁপবে—তা কাঁপুক। কথা মুখ দে বার করতে বারংবার বাধা পড়বে, তা পড়ুক। আমি এইবার দেখা পেলেই তাকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব।

(ঝিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ওমা! মা! কোথায় তুমি ?

ভুবনে। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

ঝি। ছোটবাবু ও কাকে ধ'রে বাড়ীতে আন্‌ছে গো!

ভুবনে। কোথায়—কোথায়?

ঝি। ওই যে খিড়কীর বাগানের ভিতর দিয়ে গো।

ভুবনে। চুপ চুপ—গোল করিস নি।

ঝি। টিপি টিপি—নখের উপর ভর দিয়ে—

ভুবনে। কোথায় দেখিয়ে দিবি চল্।

ঝি। তুমি যাও মা, তুমি যাও! দেখে আমার গা কেমন কেমন কর্‌ছে! ওমা! কি ঘেন্না! ছুঁড়ী আবার ছোটবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে আসছে।

ভুবনে। আ মর্! চেঁচিয়ে মরছ' কেন?

ঝি। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস বাপু! পিঠে বিনুনি করা চুল, মাথা খালি, পায়ে জুতো, চোখ ঢুল ঢুল করছে, ট'লে ট'লে পড়ছে! তুমি দেখে এস বাপু! আমার দেখে লজ্জা করছে।

ভুবনে। বেশ, তোকে যেতে হবে না। দরজা বন্ধ ক'রে তুই ঘরে থাক—আমি না ডাকলে এখন আর কাউকেও দোর খুলে দিস্‌নি। কর্ত্তাবাবু এলেও না। খবরদার, কেউ যেন না জান্‌তে পারে। তাই ত! বোকাটা আজ মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব নষ্ট করলে নাকি?

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

খিড়কীর বাগান।

রঙ্গলাল ও কলিবেগম।

রঙ্গ। এইখানে এই গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে। গোপালজী করেন, এইখান থেকেই আপনার এই নিদারুণ কষ্টের অবসান হয়। আপনার অনুরোধে এই পথটা হাঁটিয়ে এনে বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছি।

কলি। আপনার কোনও অপরাধ নেই। আমি যে পথ হাঁটতে এত অপারগ, তা আমি নিজেই জানতুম না।

রঙ্গ। যা হ'বার হয়ে গেছে—এইবারে মা'র সঙ্গে দেখা। মা'র অনুমতি পেলেই আপনাকে বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আর একবার হাঁটতে হবে। সেই শেষ। আস্‌তে আস্‌তে পথে আপনাকে সমস্ত বলেছি। দয়াময়ী মা আমার, আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে যদি আপনাকে গৃহে স্থান দেন, তবেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করব। যদি না দেন, আপনি যেন সে জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না।

কলি। ক্ষুব্ধ হব না। তবে বুঝব, তা হ'লে আমি একান্তই ভাগ্যহীনা।

রঙ্গ। তখনই আপনাকে সেই দরিদ্রের কুটীরে ফিরতে হবে।

কলি। তখনই ফিরব।

রঙ্গ। সেইখানেই থাকতে হবে।

কলি। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি অন্য কোথাও যাব না।

রঙ্গ। না না—তা কেন? আপনার পিতার সংবাদ পেলে তখনি সেখানে চ'লে যাবেন।

কলি। সংবাদ কি, পিতা যদি জানতে পেরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠান, তবু আমি যাব না।

রঙ্গ। না না—সে কি বলছেন?

কলি। পিতা যদি নিজে আসেন, তবু যাব না।

রঙ্গ। এ আপনি গোল করছেন।

কলি। গোল আপনি করছেন—এতক্ষণ বেশ কথা কইছিলেন। এইবারে মস্ত আবার আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পিতা আমার সঙ্গে সেই পর্ণকুটীরে ব'সে আপনার ফিরে আসবার অপেক্ষা করবেন।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই।

কলি। আপনি বলাচ্ছেন যে। অথচ বাক্য স্ফুরণে আর আমার শক্তি নাই। আপনি মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

[কলির কুঞ্জান্তরালে গমন ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কই—কোথাও ত দেখতে পেলুম না! বোকা মুর্খটা তাকে নিয়ে গাঁয়ের ভিতর ঢুকল না কি? আর ত আমি থাকতে পারি না! তিনি তখনই আমাকে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলেছিলেন। এখনি এখনি ক'রে বোকাটাকে খুঁজতে যে রাত হয়ে গেল! ওদিকে যে কি কাণ্ড হচ্ছে, তা ত বুঝতে পারছি না! না আর না। স্বামীর কাছে তিরস্কার

লোকের কাছে গঞ্জনা—এ সব একদিনও কানে তুলি নি। কিন্তু এ কি? এরূপ পশুর কার্য্যের প্রশ্রয় দিলে আমার যে ধর্ম্ম যায়। মায়ের মমতায় সন্তানের চরিত্রহানি এক কথা, আর আমার মমতায় আর এক কথা। মমতা? কিসের মমতা? নিজের পেটে ছেলে হ'ল না—গোপাল আমাকে পুত্র-স্নেহের অধিকারী করেন নি—তবে কেন তাকে মমতা দেখিয়ে নিজের মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি? আর না—আর না। একবার তাকে দেখতে পেলে হয়।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। মা!

ভুবনে। এই যে—এই যে—রঙ্গলাল! তুমি এসেছ?

রঙ্গ। এসেছি। গোল ক'র না মা!

ভুবনে। রঙ্গলাল! আর তুমি আমাকে মা ব'ল না।

রঙ্গ। মা বলব না!

ভুবনে। না। আমি তোমার ভ্রাতৃজায়া। শৈশব থেকে তোমাকে মানুষ করেছি, এই যা। মনে দুঃখ ক'র না।

রঙ্গ। কি বল্লে! (হাস্য) আর একবার বল।

ভুবনে। দুঃখ ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দুঃখ? ভারি আনন্দ—কেয়া আনন্দ—আর একবার বল।

ভুবনে। যত দিন তুমি শিশু ছিলে, তত দিন তোমার মা বলা সেজেছিল। এখন তুমি যুবাপুরুষ। আর দু'দিন পরেই তুমি বিবাহিত হবে। তোমার বধূ হবে আমার যা'। সে আমাকে যখন দিদি ব'লে ডাকবে, তোমার মত মা বলতে পারবে না, তখন আগে হ'তেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এখন থেকে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কানুযায়ী আলাপ করবার সময় এসেছে।

রঙ্গ। হুঁ! বুঝতে পেরেছি। এ কথা আজ আমাকে কেন বল্লে, তাও বুঝতে পেরেছি। তবে এ কথার জবাব দেবার আমার সময় নেই।

ভুবনে। তার পর? তুমি কি ক'রে এসেছ বল দেখি? সাধী যাঁর ছেলে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে কেন?

রঙ্গ। এ কথারও জবাব দেবার আমার সময় নেই। এখন আমার একটি অসম্পূর্ণ কাজ তোমাকে পূর্ণ করতে হবে।

ভুবনে। কি করতে হবে বল।

রঙ্গ। শুনেছি সূতিকাগার থেকে কুড়িয়ে তুমি আমাকে মানুষ করেছ। মায়ের অভাব এ বয়স পর্য্যন্ত তুমি আমাকে বুঝতে দাও নি। আমি কিন্তু এ যাবৎ তোমার স্নেহের উপর কেবল অত্যাচারই ক'রে আসছি।

ভুবনে। পাগলের মত এ সব কি বলছিস, রঙ্গলাল? কথার শ্রী ছাঁদ কি তোর আজও হ'ল না?

রঙ্গ। আমি মাতাল হই, আর যা হই—স্নেহটা ত বুঝতে পারি? আজ আবার নিগূঢ়ভাবে তোমার সেই প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন দেখতে পেলুম। বাড়ীতে কি চাকর কেউ নেই—ভিতর বাড়ী—বার বাড়ী—সব যেন শূন্য। দাদাও নেই। হতাশ হ'য়ে গৃহত্যাগ করতে গিয়ে দেখি, তুমি আছ। সকলেই পালিয়েছে—তুমিই কেবল আমার স্নেহ পায়ে ঠেলে গৃহত্যাগ করতে পার নি।

ভুবনে। আমার স্তুতি করতে তোমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের অসম্মান ক'র না রঙ্গলাল!

রঙ্গ। দাদা! দাদা! (যুক্ত করে প্রণাম)—তাঁর অসম্মান—আমি করব?

ভুবনে। আমি তোমাকে কোল পর্য্যন্ত তুলতে পেরেছিলুম। নীরস স্তন্য তোমার মুখে দিয়ে শিশুকে প্রতারণা করেছিলুম, কিন্তু তিনি তাঁর বক্ষের উষ্ণতার আবরণে তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।

রঙ্গ। মা! আমি স্বপ্নেও কখন তাঁকে গুরু ভিন্ন অন্য কোনওরূপে চিন্তা করি নি।

ভুবনে। তিনি গৃহত্যাগ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা তোমারই রক্ষার উদ্দেশ্যে করেছেন।

রঙ্গ। হুঁ! এইবারে বুঝেছি আমি মাতাল। রসনা আমার মনকে লুকিয়ে এমন কথা কয়েছে, যাতে তোমারও মনে আমি আঘাত দিয়েছি। বেশ, বেশ! এইবারে স্নেহময়ি, আমার আবেদন শোন।

ভুবনে। অমন ক'রে কথা কয়ো না রঙ্গলাল! তুমি স্নেহের পাত্র ব'লে তোমাকে যতটুকু স্নেহ দেখানো প্রয়োজন, ততটুকু দেখিয়েছি।—আমি বেশী কিছু করি নি।

রঙ্গ। আমি কিন্তু তার উপর যত অত্যাচার করতে পেরেছি—করেছি। আজ সেই স্নেহের উপর শেষ অত্যাচার করব। তুমি আজ একটু সাহায্য ক'রে তোমার স্নেহের কার্য্য সম্পূর্ণ কর।

ভুবনে। কি বল্‌তে চাও, শীঘ্র বল। আমিও অন্যত্র যাবার জন্য বাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছি।

রঙ্গ। তুমিও পা বাড়িয়ে রয়েছ?

ভুবনে। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে পাচ্ছিলুম না।

রঙ্গ। আর কেন, সাক্ষাৎ ত হয়েছে, এইবারে যাও।

ভুবনে। তুমি যে কি বলবে বলছিলে?

রঙ্গ। যে কথা জিজ্ঞাসা করব, তার জবাব তুমি আগেই দিয়েছ। গৃহত্যাগিনী রায়গৃহিণীর কাছে আবেদন করবার আমার কিছু নাই।

ভুবনে। পাগলামী করিস কেন। কি বলতে চাস বল। যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি—তা হ'লে যাব না।

রঙ্গ। যাবে না?

ভুবনে। এই যে বললুম।

রঙ্গ। যদি পাঠানে বাড়ী আক্রমণ করতে আসে?

ভুবনে। তবু থাকব।

রঙ্গ। যদি গাঁ শুদ্ধ লোক পালিয়ে যায়? দাদা যদি বাড়া রক্ষা করতে অপারগ হন? পাঠান যদি—

ভুবনে। বাজে বক্‌ছিস কেন রঙ্গলাল! তোর যদিও মা নই, এ গর্ভে ধারণ করা ছাড়া মায়ের সমস্ত কার্য্য আমি করেছি। তুই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতে পারিস, আমি কিন্তু এখনো তোকে—সেই শিশুই দেখে থাকি, তোর সুমুখে আমি আর কি গর্ব্বের কথা কইব। তোর দাদা এ কথা কইলে তাকে আমি বল্‌তে পারতুম। মূর্খ রাঠোর! রাজপুতানা থেকে বাঙ্গলায় এসে এখানকার সজল বায়ুতে তোদের সাহস সিক্ত হ'তে পারে; কিন্তু আমি শিশোদীয় কন্যা। চিতোর—আমাদের সতীতেজের আকর-ভূমি—অনন্ত স্ফুলিঙ্গের প্রবাহ পাঠিয়ে—যেখানে শিশোদীয় কন্যা আছে, সেইখানেই তার সতী-হৃদয় ক্ষত্রতেজে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছে। গাঁয়ে লোক না থাকে, তোরাও যদি না থাকিস—পাঠান যদি অন্তঃপুরের দ্বার ভগ্ন করে—যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি, আমি থাকব।

রঙ্গ। নিশ্চিন্ত—বিবি-সাহেব! এইবারে আসুন।

(কলিবেগমের প্রবেশ)

ভুবনে। এ কি! এ কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিস রঙ্গলাল?

রঙ্গ। আসুন—নিঃসঙ্কোচে আসুন। এই ইনিই আমার—এখন থেকে তোমাকে কি ব'লে ডাকব?

কলি। আমি বলছি—আপনার মা। আমি অন্তরাল থেকে সব শুনেছি। উনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেও আপনি ত্যাগ করবেন না।

ভুবনে। কে তুমি মা?

কলি। তোমার কাছে পরিচয় গোপন ক'রে কেন—আমি অভাগিনীই গৌড়ের উজীর-পুত্রী।

রঙ্গ। মোগলের সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ বেধেছে। এর পিতা রক্ষীর সঙ্গে এঁকে কটকে রওনা ক'রে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন। দুরাত্মা মুন্দা খাঁ পথ থেকে একে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি এঁকে দুরাত্মার হাত থেকে রক্ষা করেছি।

ভুবনে। রঙ্গলাল—রঙ্গলাল—রঙ্গলাল! এখন মনে হচ্ছে—আমিই তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি।

রঙ্গ। এখন শেষ-রক্ষা তুমি।

ভুবনে। এর উত্তর পরে। মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মুখে তার জল দিতে সামান্য মাত্র বিলম্ব করলে, তোমার এই অপূর্ব্ব পুরুষকার নিষ্ফল হবে। বাড়ীতে এঁকে নিয়ে যাবার বিলম্ব সইবে না—এই চাবিকাটি নাও। পাঠানের আসবার কথা শুনে পুরোহিত মন্দির ফেলে পালিয়েছে। তুমি গিয়ে এখনি গোপালবাড়ীর দ্বার উন্মোচন কর।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

এস মা, এইবারে আমার কাঁধে ভর দাও।

কলি। কোথায় নিয়ে যাবেন বল্লেন?

ভুবনে। গোপাল-মন্দিরে।

কলি। সে কতদূর?

ভুবনে। দু'পা চল্‌লেই দেখতে পাবে। অতি নিকটে।

কলি। আমি কি এতই ক্লান্ত যে দু-পা চলতে আপনার কাঁধে ভর দিতে হবে?

ভুবনে। ক্লান্ত কি না তুমিই বল। তুমি কি বরাবর নিজের পায়েই ভর দিয়ে এখানে এসেছ?

কলি। কোথায় নিয়ে যাবে, নিয়ে চল মা!

[ভুবনেশ্বরীর স্কন্ধে হস্ত রক্ষা ও উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

রঙ্গলাল।

রঙ্গ। গোপাল! তোমার ঘরে মদ নেই—কিন্তু ঘরের প্রতি বায়ু-কণা আজ মাদকতায় পূর্ণ ক'রে রেখেছে। যতবার এ বায়ুর শ্বাস নিচ্ছি, ততবারই আমার নেশা বেড়ে যাচ্ছে। রক্ষা কর, মস্তিষ্ক আমার বিকৃত হবার উপক্রম করেছে।

ভুবনে। (নেপথ্যে) রঙ্গলাল!

রঙ্গ। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। যাও, এখনি তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তোমাকে না দেখে তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন।

রঙ্গ। এই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ্য অবস্থা আর কখনও তোমার আসে নি।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের অনুসন্ধানে যাব। তার ত বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যেতে হবে।

ভুবনে। আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তার পর যেখানেই যাও, কিছু মুখে দিয়ে যাত্রা ক'র। বাইরের ফটক আবার তুমি বন্ধ ক'রে চ'লে যাও। সাবধান, বন্ধ করতে যেন বিস্মৃত হয়ো না।

রঙ্গ। চাবী?

ভুবনে। তোমার দাদার হাতে দিও।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

ভুবনে। এস মা! আর একটু এস। তোমার দুঃখ-কষ্টের এইবার শেষ হ'ল।

(কলি বেগমের প্রবেশ)

কলি। এ কোথায় আনলে মা?

ভুবনে। এই আমাদের কুল-দেবতা গোপালের মন্দির।

কলি। সে কি মা, আমি যে মুসলমানী।

ভুবনে। সত্য মা! কিন্তু আজ তুমি অতিথি, হিন্দুর চক্ষে দেবী। অতিথি-রূপিণী নারায়ণি! তুমি যে আমার জয়লক্ষ্মী—নিরাশ্রয়া বিপন্নার মূর্ত্তি ধ'রে তুমি আমাকে ছলনা করতে এসেছিলে; কিন্তু মা, এই গোপালের কৃপায় তুমি আমাকে প্রতারিত করতে পার নি। বিশেষতঃ একটু আগে আমি আমার দেবরের একটা যে কালিমাময় চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিলেম—তুমি এসে সোনার জলে সেটিকে ধুয়ে দিয়েছ। তোমাকে সোনার আসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম, তবে আমার আক্ষেপ মিটে যেত। তা করবার সময় নেই, বুঝতেই পারছ মা, এখন আমরা নিরাশ্রয়, তাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গোপালের ঘরে তোমাকে নিয়ে এসেছি।

কলি। আমি যদি না যাই?

ভুবনে। না যাই কি মা-লক্ষ্মি, আগেই তুমি এসেছ। আর তোমার বাহির হবার উপায় নেই।

কলি। বলেন কি? তবে কি আমি বন্দিনী?

ভুবনে। না ভাগ্যবতী—তুমি মুক্তা। যাঁর নামস্মরণে দুনিয়ার বন্ধন শিথিল হয়, তাঁর ঘরে তুমি বন্দিনী হবে কেন? নাও—এইবারে গোপালের প্রসাদ—জীবন রক্ষা করবে এস।

কলি। আমি ত খাব না।

ভুবনে। না খাও মরতে হবে।

কলি। সে-ও ভাল—আমি মরব।

ভুবনে। তবে মর! বুঝছ কি মা, তোমাকে উপলক্ষ ক'রে আজ এইখানে রাজপুত আর পাঠানের বলের পরীক্ষা হবে। বেঁচে থাক, দেখবে। মর, আমার ইষ্টদেবতার সম্মুখে তোমাকে সমাধিস্থ করব। তোমার দেহ পাঠানকে আর স্পর্শ করতে দেব না।

কলি। আমার বাপ যদি স্পর্শ করতে চান?

ভুবনে। হিন্দুর চক্ষে পিতাই ঈশ্বর। তাঁর পাঠান ব'লে স্বতন্ত্র অভিধান নাই।

কলি। দাও মা, গোপালের প্রসাদ খেতে দাও —আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

ভুবনে। তাই বল—তবে আর একটু তোমাকে কষ্ট দেব। মন্দিরের উপরটা দেখেছ?

কলি। তাই ত মা, এমন সুন্দর কারুকার্য্যময় মন্দির—তার মাথাটা ভাঙ্গা কেন?

ভুবনে। বলছি—বলছি—(মন্দিরদ্বার উন্মোচন) —আর একটু এস—আর একটু এস।

(পট-পরিবর্ত্তন)

কলি। আহা, এ কি, এমন সোনার বরণ ছেলেকে এ ঘরে এমন ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন?

ভুবনে। তুমি ওকে সোনার বরণ দেখলে?

কলি। এমন সুন্দর ত কখনও দেখি নি। মা'র কাছে এক দিন গোপালের কথা শুনেছিলুম—আজ দেখলুম।

ভুবনে। মা'র কাছে শুনেছিলে!

কলি। পিতা আমার পাঠান—মা ছিলেন হিন্দুরমণী।

ভুবনে। ভাগ্যবতী, তুমি ধন্য! আর তোমাকে এখানে এনে আমি ধন্য। বড় দুষ্ট ব'লে ওকে বন্ধ ক'রে রেখেছি। গোপাল! এক দিন যে পাঠান তোমার মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল, আজ সেই পাঠানের উজীর-পুত্রী তোমার ঘরে অতিথি। দুর্ব্বলের বল, আশ্রিত-বৎসল! যে করুণায় বহু অস্ত্রধারী বলীয়ান পাঠানের হাত থেকে একটি নগণ্য বালককে উপলক্ষ ক'রে এই বিপন্নাকে রক্ষা করেছ —গোপাল! সে করুণাকে অসম্পূর্ণ রেখ না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

বন।

সাবাজ খাঁ ও জুনিদ খাঁ।

সাবাজ। ব্যাকুল হবেন না জনাবলি! যুদ্ধে উভয়পক্ষই কখনও জয়ী হয় না। যোদ্ধার যদি কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়, তা হ'লে পরাজয়ে আক্ষেপ করবার তার কিছুই থাকে না। দুরদৃষ্টকে দোষদিন।

জুনিদ। আমার শক্তিতে যতদূর সাধ্য আমি করেছি।

সাবাজ। তবে আর কি? আপনার সাহস, বীর্য্য ও বুদ্ধি সমস্তই ত আমার জানা আছে। তবে এখন যে কোন উপায়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ফৌজের কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

জুনিদ। বারো আনা গেছে।

সাবাজ। সিকি ত আছে?

জুনিদ। তাতে কি হবে?

সাবাজ। তাতে এখন কিছু হবে না। এ সময় পাঁচ হাজার কেন, মোগলের নূতন ধরণের কামানের সম্মুখে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হ'লেও আমরা দাঁড়াতে পারব না। তবে এই কামানের সমকক্ষ করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করবার সময় এখনও যথেষ্ট আছে।

জুনিদ। কি তা হ'লে কর্ত্তব্য?

সাবাজ। কটককে কেন্দ্র ক'রে আত্মরক্ষা। জঙ্গল এ দেশের আবরণ; জঙ্গলভরা পাহাড় এ সকল স্থানের স্বাভাবিক কেল্লা। আপনার যা সৈন্যাংশ সংগ্রহ করুন। উজীরের যা সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তিনি সংগ্রহ করুন। বাকী সৈন্য সুলতানের। এই তিন দল একত্র হ'লে এখনও আমাদের প্রায় বার-হাজার সৈন্য আছে। তার ওপর এ দেশে বহুকাল ধ'রে অনেক পাঠান জায়গীরদার বাস করছে। দু'পাঁচঘর ছত্রী জমীদার আছে। সকলে সাহায্য করলে আরও দশ বারো হাজার সৈন্য আমরা পেতে পারি। জঙ্গল, নদী আর পাহাড়ের সাহায্যে এই সৈন্য নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকলে মোগলকে উড়িষ্যায় প্রবেশে এখনও অনেক বেগ পেতে হবে। এর পরে আমরা একটু সময় পেলে পাঠান-মর্য্যাদা-রক্ষার কোন কি একটা ব্যবস্থা করতে পারব না?

জুনিদ। উত্তম পরামর্শ।

সাবাজ। এই কথা দাম্ভিক উজীরকে আপনি শোনান। আমার দেওয়া পরামর্শ ব'লে পাছে তিনি গ্রহণ না করেন, সেই জন্য আমার নাম তাঁর কাছে উল্লেখ করতে আমি আপনাকে নিষেধ করি।

জুনিদ। আমি কি হীন কাপুরুষ যে, আপনার পরামর্শ নিজের ব'লে তাঁর কাছে উল্লেখ করব?

সাবাজ। বেশ, তবে বলবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল না।

জুনিদ। এখন উজীর সাহেবকে কোথায় পাব?

সাবাজ। আপনারা মান্দারণের পথে এসেছেন, সুলতান বর্দ্ধমান হয়ে এই ঝাড়খণ্ডের পথ ধরেছিলেন। উজীর তাঁর উড়িষ্যা-গমনের সাহায্য

করতে সেই পথের কোন না কোন স্থানে অবস্থান করছেন।

জুনিদ। বেশ, আমি তাঁর খবর নিতে চল্লুম।

সাবাজ। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বল্‌বেন, আমি সুলতানা ও রাজার অন্যান্য পরিবারবর্গকে মহানদী পার করিয়ে দিয়েছি, সুলতানও এতক্ষণ বৈতরণীর পারে।

জুনিদ। উজীরের কন্যা?

সাবাজ। কই, তিনি ত তাকে আমার কাছে পাঠান নাই।

জুনিদ। বলেন কি?

সাবাজ। কি যুবক! উজীর-কন্যার স্মরণেই যে যুদ্ধের কথা সব ভুল হয়ে গেল?

জুনিদ। না জনাবালি—উজীর সাহেব কন্যাকে আমার সঙ্গেই পাঠাতে চেয়েছিলেন। এরূপ সময়ে তাকে সঙ্গে রাখা, আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি নি।

সাবাজ। ভালই করেছেন—অনূঢ়া যুবতীকে তার পিতার আশ্রয়ে রাখাই কর্ত্তব্য। বিবাহটা হয়ে গেলে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে সঙ্গে রাখতে পারতেন। নইলে এর পর যদি আপনাদের পরস্পরের বিবাহ না হ'ত, তা হ'লে বালিকার অবস্থা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ত। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার চরিত্রের উপর ইঙ্গিত করছি না।

জুনিদ। না—না—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিবাহ? এই ত হ'তে হ'তে হ'ল না। মোগলের আক্রমণে কে যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তার ঠিক ছিল না।

সাবাজ। এখনও ত আমরা দরিয়ায় ভাসছি।

জুনিদ। আর তার সঙ্গে দেখাই হবে কি না তার ঠিক কি?

সাবাজ। কিছুই বিচিত্র নয়।

জুনিদ। তবে আপনার সঙ্গে মিলিত হ'তে তিনি হাবসী-সরদার নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছেন। এই কথা শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

সাবাজ। আমার কাছে সে আসে নি।

জুনিদ। যাক—উজীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে কথা জান্‌তে পারব।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ বৃক্ষতল।

মৃত হাবসী-সরদারের পার্শ্বে বসিয়া

ভোলাই।

ভোলাই। (হাবসীকে পরীক্ষা) বেটা বেজায় মাতাল হয়েছে দেখছি। ও মিঞা—মিঞা? ওঠ। এ তোমার খাস বাড়ীর বৈঠকখানা নয়। এ বাবা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল—এখানে ঘরের ভেতরে বাঘে বাচ্ছা পাড়ে, হাতী রান্না ক'রে খায়—বেলা যাচ্ছে—ওঠ। কই, বেটা সাড়াও দেয় না যে—ছি বাবা। মদ আমরাও খাই, কিন্তু তোমার মতন এমন বে-এক্তার হই না। এক পিপে মদ খেয়েও চোল-কপাটী খেলে আসি। (হস্তদ্বারা গা ঠেলিয়া)—ওঠ—ওঠ—শুনছ? ওঃ! কেয়া চেহারা? হাবসী ত হাবসী। বেটার কি সবই বেয়াড়া? একটা তেলের কুপো—তাতে হাত পা গুলো জুড়ে দিয়েছে। বেটার মদ খাওয়া কি বেয়াড়া! পেটটি ফুলে একটি মশক হয়েছে! হাঁ-করা মুখে দাঁত ক'টি—বাঃ। বাঃ! ঠিক যেন রূপো-বাঁধানো হুঁকো। বলি ও মিঞা? তবে থাক তুই প'ড়ে, উঠলে একটু বখরা পেতিস্। আর পেলি নি! এই—(বোতল নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) দেখ—এখনও দেখ। এখনও হাত বাড়ালে পেতে পারিস। দেখ—এই দেখ—গেল, চ'লে গেল। এখনও হুঁ দিলে পাস। এক—দো—তিন—যা শালা—ফাঁকি পড়লি। (মদ্যপান ও বোতল উপুড় করিয়া)—এই দেখ, সব শেষ।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। ভোলাই?

ভোলাই। এই যে হুজুর।

রঙ্গ। কি কর্‌ছিস?

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, কিছু করি নি। ব'সে ব'সে হাবসী বেটাকে আক্কেল দিচ্ছি!

রঙ্গ। হাবসী! হাবসী কে?

ভোলাই। ঐ যে দেখুন না, বেটা পুঁটে মাতাল—ছটাকখানেক মদ খেয়ে বে-এক্তার হয়ে প'ড়ে আছে। বেটা নড়েও না—চড়েও না, ডাকলেও সাড়া দেয় না, বেহুঁস। ওঠ্ বেটা হাবসী, ওঠ্। আমাদের

হুজুর এসেছে, সেলাম কর্। হুজুর! বেটা ভারি ফক্কর—সব শুনতে পাচ্ছে, কেবল কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে কথা কচ্ছে না।

রঙ্গ। (স্বগত) এ ত তা হ'লে বিবি সাহেবেরই রক্ষী হাবসী দেখছি, লোকটা সর্পাঘাতেই মরেছে।

ভোলাই। ওঠ্ না বেটা? হাঁ ক'রে ইয়ারকি করিছিস কি? হুজুর এসেছে—সেলাম কর্। মনে করছ আমি তোমার ভিট্‌কিলিমি বুঝতে পারছি না! ওঠ—নইলে এই ফাঁকা বোতল তোর পেটে পুরে তোর শুঁড়ির ফুকুকে পর্য্যন্ত দেশছাড়া ক'রে দেব।

রঙ্গ। ও মাতাল, না তুই মাতাল!

ভোলাই। আমি মাতাল? ছোট বাবু তুমি এই কথা বল্লে? এই হাব্‌সী বেটার কাছে আমার অপমান করলে!

রঙ্গ। ও কি বেঁচে আছে?

ভোলাই। এঁ্যা—বেঁচে নেই? ম'রে ম'রে বেটা আমাকে তামাসা করছে। হুজুর! ঐ দেখ, জিব নাড়ছে।

রঙ্গ। নে চ'লে আয়।

ভোলাই। তাই ত হুজুর, এতকাল মদ খেয়ে মাতাল হলুম না, আজ মরা হাবসীর কাছে ঠ'কে গেলুম।

রঙ্গ। চ'লে আয়।

ভোলাই। আগে জানতে পারলে যে বেটাকে এক ঢোক্ মদ খাইয়ে দিতুম। তাই ত হাবসী মিঞা, আমার ত আর কিছু নেই যে, তোমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব।

রঙ্গ। তবু দেখ মাতলামী করতে লাগল! তবে তুই থাক ভোলাই, আমি মনে করেছিলুম, তোকে সঙ্গে নেব। তা আর হ'ল না।

ভোলাই। কোথায় হুজুর?

রঙ্গ। যখন তোর মাথারই ঠিক নেই, তখন তোকে ব'লে কি হবে?

ভোলাই। আচ্ছা, ব'লে দেখ—যদি তাতে মাথা ঠিক না হয়, তা হ'লে এই বোতলের বাড়ি—(মস্তকে আঘাত করিবার উদ্যোগ)

রঙ্গ। (ভোলাইয়ের হাত ধরিয়া) খুব তোর মাথা ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যেতে পারবি?

ভোলাই। খুব পারব। তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে? (অগ্রগমন ও পতন)

রঙ্গ। না ভোলাই, সত্য সত্যই তুই একটু মাতাল হয়েছিস। তা হ'লে তুই থাক্, আমি একাই যাই।

ভোলাই। আমি যখন জানতে পারলুম, তখন একা একা তোমাকে যেতে দেব?

রঙ্গ। কি করব, যদি দেরী করলে চলত, তা হ'লে তোকে সঙ্গে নিতুম। কিন্তু আমি আর এক লহমাও দেরী করতে পারব না।

ভোলাই। না ছোটবাবু, আমাকে সঙ্গে নিতে হবে।

রঙ্গ। তোর এ অবস্থায় আমি তোকে কেমন ক'রে সঙ্গে নিই।

ভোলাই। একবার পড়েছি ব'লে বার বার পড়ব? আর যদিই পড়ি, পড়লে কি আর আমি উঠব না? তুমি আমাকে হাবসী পেয়েছ? নাও—ফের—চল।

রঙ্গ। ও দিকে কোথায় যাচ্ছিস?

ভোলাই। বর্দ্ধমান কোন্ দিকে?

রঙ্গ। উত্তর দিকে।

ভোলাই। আরে মিঞা বর্দ্ধমান! তুমিও দেখছি মাতালের ওপর মাতাল। হাবসীর চেয়ে বে-আড়া যদি হুজুরের খাতিরে পা কোনও রকমে ঠিক করলুম, যে দিকে চললুম, তুমি মিঞা কি না তার উল্টো দিকে চ'লে গেলে। বর্দ্ধমান কি করে যাবে?

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের তল্লাস করতে।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এখান থেকে কত দূর।

রঙ্গ। শুনলুম, এখান থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ দূর হবে।

ভোলাই। সেই দেশে তুমি একা যাবে?

রঙ্গ। কি করব ভোলাই, আমাকে যেতে হবে।

ভোলাই। তা হ'লে এখান থেকে গিয়ে আর দু'চার পেয়ালা খেয়েছ বল।

রঙ্গ। ভোলাই, আর খাই নি। মনে করি আর খাব না।

ভোলাই। আর খাবার দরকার কি? যে খেয়েছ, ও নেশা আর এ জন্মে ঘুচছে না।

রঙ্গ। কি বলছিস্?

ভোলাই। ঠিক বলছি। মাতাল আমি, মাতাল তুমি। ওই হাবসী বেটা ম'রে জন্মের

শুয়েছে, আর তুমি ভূত হয়ে পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছ। নাও, আর বর্দ্ধমান যেতে হবে না—ফেরো।

রঙ্গ। না ভোলাই, আমাকে যেতে নিষেধ ক'র না।

ভোলাই। তা হ'লে বর্দ্ধমানে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বল?

রঙ্গ। দূর গাধা!

ভোলাই। গাধা হ'তে পারি, কিন্তু ভেড়ো নই ছোটবাবু! বেটী একবার কাছটিতে পেয়েই তোমাকে গিলে খেয়েছে। তুমি যখন হুট বলতে চল্লিশ ক্রোশ বর্দ্ধমান চলেছ, মাঝে মেদিনীপুর—তখন সে তোমাতে আর পদার্থ রাখে নি।

রঙ্গ। নে মাতলামী করে না, পথ ছাড়।

ভোলাই। ঠেলে যাও—ঠেলে যাও। বড়মার অঞ্চলের নিধি তুমি—কোথাকার পথে পড়া ঝুঁটো মুক্তোর খাতিরে আমি তোমাকে বর্দ্ধমানে যেতে দেব?

রঙ্গ। তুই আমার সঙ্গে মারামারি করবি না কি?

ভোলাই। দরকার হয়, তাও করতে হবে বই কি।

রঙ্গ। তা হ'লে ত তোকে জানিয়ে অন্যায় করলুম।

ভোলাই। তুমি কি জানাও—খোদা জানিয়ে দেয়। আজ সকালে হুজুর সমস্ত পাইক হলফ ক'রে তোমার গোলামী নিয়েছে। আমি সেই গোলামের গোলাম ভোলাই। আমাকে ভুলিয়ে যাওয়া কি তোমার ক্ষমতা?

রঙ্গ। আমি যে তোর বড়মার অনুমতি পেয়েছি।

ভোলাই। রাখ তোমার অনুমতি। আমি যেমন তোমার বর্দ্ধমান বুঝেছি, বড়মাও সেই রকম বুঝেছে। বড়বাবুর হুকুম পেয়েছ?

রঙ্গ। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর দেখা পাই নি। রাত্রি থাকতে মেদিনীপুর পার হ'তে হবে ব'লে, আমি আর তাঁর দেখার অপেক্ষা করি নি।

ভোলাই। বাবার সঙ্গে দেখা করেছ?

রঙ্গ। তোর বাবা এখন অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। সে তোদের যে যেখানে মরদ আছে, তাদের এক স্থানে জড় করবার জন্য ছুটোছুটি করছে। তাকে এখন আমার এই সামান্য ব্যাপারের জন্য মাথা ঘামাতে দিতে আছে?

ভোলাই। ফেরো—ফেরো। তুমি বড়বাবুকে লুকিয়েছ, বাবাকে লুকিয়েছ, মাকে ফাঁকি দিয়েছ। ছোটবাবু, তুমি ছোটবাবু না হ'লে আমি তোমাকে জুয়োচোর বলতুম, ফেরো।

রঙ্গ। তা যা বলেছিস ঠিক। বর্দ্ধমান যে কোথায়, কতদূর, তা আমি বলি নি। মায়ের সঙ্গে একটু জুয়াচুরী করেছি।

ভোলাই। কেমন, ঠিক বলেছি ত? এইবারে ফেরো।

রঙ্গ। আর আমি যে প্রতিশ্রুত হয়েছি! কথা মিথ্যা হয়ে যাবে?

ভোলাই। আরে রাখ তোমার পিতিজ্ঞে তো? বেশ, পিতিজ্ঞে তো হয়ে থাক,—বর্দ্ধমান তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।

রঙ্গ। এতক্ষণ বেশ কইছিলি। এইবারে আবার মাতলামী আরম্ভ করলি।

ভোলাই। লাগ্—লাগ্—ভেল্‌কি লাগ। আয় বর্দ্ধমান চ'লে আয়। হাড়ী-ঝি-পেঁচোর মার আজ্ঞে—চ'লে আয়। বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটী—বুড়ীকে ধ'রে ক্যাঁচ ক'রে কাটি—ফুঃ—

রঙ্গ। নে আর মাতলাম করে না; দু'জন লোক এই দিকে আসছে, চল, একটু আড়ালে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুলেমান ও জুনিদের প্রবেশ)

সুলে। জুনিদ, আমার প্রত্যাশা আর ক'র না!

জুনিদ। তা কি হয় জনাবালি? আপনার কাছেই বাল্য থেকে আমার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা। আপনার শিক্ষার সাহসেই আমি বিশ হাজার পাঠান নিয়ে লক্ষ মোগলকে আক্রমণ করেছিলুম।

সুলে। আবার আমারই দোষে তোমার সেই অমানুষিক বীরত্বের কার্য্য ব্যর্থ হ'ল।

জুনিদ। আপনার দোষে হবে কেন? নসীবের দোষে।

সুলে। স্তোক বাক্যে আমাকে ভুলিও না। বারবার মোগলের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছি মনে ক'রে আমি যে পূর্ব্ব-দম্ভ ত্যাগ করেছি, এটা মনে ক'র না। সমস্ত হারিয়েছি—এক কন্যা বাদে আমার

সব গেছে, তবু বাপ, আমি মঙ্গোলীবংশের দম্ভ পরিত্যাগ করি নি। আমিই তোমার পরাজয়ের কারণ। সমান সমান সৈন্য—মোগলের প্রচণ্ড কামানের কাছে দাঁড়াতে পারলুম না। তবু আরও এক দিন তাদের গতিরোধ করা আমার সাধ্য ছিল।

জুনিদ। এক দিন হ'লে ত আমি টোডরমল্লের সৈন্য পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করতুম; অন্ততঃ একবেলা রাখতে পারলে আমি পরাস্ত হতুম না।

সুলে। রোধ করবার সামর্থ্য সত্ত্বেও বুদ্ধির দোষে তা আমি করতে পারলুন না। আমার কামান, গোলা, বারুদ, রসদ সমস্ত শত্রুতে অধিকার ক'রে নিয়েছে, সৈন্য একরূপ নির্ম্মূলই হয়েছে। অবশিষ্ট যৎসামান্য যা ছিল, যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। বেশী আর কি বলব জুনিদ, বিশ ক্রোশ রাস্তা আমি একা আসছি। আমাকে একটা কথা ব'লে আশ্বস্ত করে, এমনও একটা আমার সহচর নেই। একমাত্র সঙ্গী বল, ভৃত্য বল, বাহক বল—একমাত্র ঘোড়া আমার অবশিষ্ট ছিল, সেও উপযুক্ত আহার ও সেবার অভাবে পথের মাঝে ম'রে গেছে।

জুনিদ। এতদূর দুর্দ্দশা!

সুলে। এতদূর দুর্দ্দশা। ফকীরের কোমরে তলোয়ার বাঁধা শোভা পায় না ব'লে এই ঝাড়গ্রামের জঙ্গলে একটা গাছে তাকে আমি ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।

জুনিদ। আপনার বংশের সেই পবিত্র তরবারি—

সুলে। পার, কুড়িয়ে আন। আমার কন্যাকে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেইটি যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ ক'র। যাও জুনিদ, কন্যাকে নাও, আর আমার তলোয়ার নাও। সামান্য পথিক সে তলোয়ার স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

জুনিদ। আসুন জনাবালি, সঙ্গে আসুন। সে সকল কথা পরে। দেখে বোধ হচ্ছে, সারাদিন আপনি অন্নজল স্পর্শ করেন নি।

সুলে। না জুনিদ, আর আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ ক'র না। আমি ইচ্ছা করেছি, এখান থেকে নাগপুর হয়ে, বোম্বাই হয়ে, সমুদ্রপথে মক্কাসরীফ চ'লে যাব। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এ দিকে এসেছি।

জুনিদ। সে পরের কথা পরে। এখন আমার তাঁবুতে গিয়ে জীবন রক্ষা করুন।

সুলে। তোমার ভাবী শ্বশুর হয়ে যাব, না উজীর হয়ে যাব?

জুনিদ। সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। এখন আপনি যা আছেন, সেই মূর্ত্তিতে যাবেন। আপনি উজীর।

সুলে। কোথায় সুলতান যে, আমি উজীর! সুলতান রাজ্যহারা পথিক, আমি ফকীর।

জুনিদ। বেশ, নিজেকে উজীর না বলতে চান, পাঠান সৈন্যের সেনাপতি ত আপনি?

সুলে। আমার নিজের কিন্তু একটিও সৈন্য নেই।

জুনিদ। না থাকে, দেব।

সুলে। একমাত্র তুমিই পাঠানকুলের মান-রক্ষা করেছ। তোমার সৈন্য ত আমি নেব না।

জুনিদ। না নেন, অন্য সৈন্য দেব।

সুলে। কোথায় পাবে?

জুনিদ। মোগলের এক আক্রমণেই কি বাঙ্গলা থেকে পাঠানকুল নির্ম্মূল হয়ে গেল! বক্তিয়ার খিলিজীর সময় থেকে এ দেশে পাঠান বাস করছে। পাঠানের সঙ্গে কত রাজপুত এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জেলাতেই কিছু না হয়, অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার খিলিজী পাঠান আছে। সৈন্যের আপনার ভাবনা কি?

সুলে। ফিরতে আমার আর অভিরুচি হচ্ছে না, জুনিদ খাঁ।

জুনিদ। আমার আপনাকে ফেরাতে অভিরুচি হচ্ছে। সৈন্য দিতে পারি—ফিরবেন। না পারি, আপনার যা অভিরুচি করবেন। আমি কোনও আপত্তি করব না।

সুলে। তোমার তাঁবু এখান থেকে কত দূর?

জুনিদ। আপনি ক্ষণেকের জন্য এই তরুমূলে বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। দোহাই, আর কোথাও যাবেন না।

সুলে। রইলুম জুনিদ খাঁ।

জুনিদ। ভাল কথা—আপনার কন্যা ত সাবাক খাঁর দলে মিশতে পারেন নি?

সুলে। মিশতে আমি নিষেধ করেছিলুম। একায়েক তাকে কটকে নিয়ে যেতে নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছিলুম।

জুনিদ। সেটা কি ভাল করেছেন?—আমি জানতুম—

সুলে। জুনিদ খাঁ! তোমারই কাছে আমি ফকীর। নিশ্চিন্ত হও—সিংহশাবককে কেউ স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

[জুনিদের প্রস্থান।

বিশ্রাম? একেবারে বিশ্রাম নেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। যাক্—একবার দেখি, অদৃষ্ট আরও কত নীচে আমাকে ফেলতে পারে। (বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে করিতে) ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছ খোদা! এই ত মানুষের শেষ বিরামস্থান—তখন আবার সেই বিষয়ের দিকে টানছ কেন? মোগলকে পরাস্ত ক'রে বাঙ্গলায় আবার পাঠানের প্রতিষ্ঠা করব, সে আশা আর নেই। তবে কিসের জন্য বেঁচে আছি? কলি! মা! তোকেও অন্ততঃ সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখলে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।—(মৃত হাবসীকে দেখিয়া)—এ কি! নসীব খাঁ! নসীব খাঁ, আমার কন্যা? পরপার থেকে যদি কথা কইবার শক্তি থাকে, শীঘ্র বল, আমার কন্যা কোথায়? নসীব খাঁ—নসীব খাঁ! (মৃতদেহ পরীক্ষা) —হায়! তোমার সঙ্গে যদি কন্যারও মৃতদেহ দেখতে পেতুম, তা হ'লেও মৃত্যুর পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত হতুম। ঠিক হয়েছে! আক্ষেপ করবার তুমি আর কিছু রাখ নি! দুর্খ সুলেমান! আগেই তোমার মরা কর্ত্তব্য ছিল। দুর্দ্দশার এই চরমটুকু ভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে পার নি, তাই তুমি এখনও জীবিত ছিলে। আর কেন হতভাগ্য, যাও—যোগ্যস্থানে চ'লে যাও—যোগ্য স্থানে চ'লে যাও। (ছুরিকা বাহির)—কেও—ফরীদ? নিতে এসেছিস—আয়! আয়!—

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। এখানে আর কথা কেন? সেই-খানেই চলুন না। পরিচয় দিলেও ত আপনি বুঝতে পারবেন না?

সুলে। (স্বগত) জিজ্ঞাসা করব? জিজ্ঞাসা করব? কোথায় কলি, একবার তত্ত্ব নেব?

রঙ্গ। জনাবালি, হুকুম?

সুলে। (স্বগত)—না না! দুনিয়া ছাড়তে চলেছিস্, তখন আর কেন সুলেমান? এই চরম দেখেও তোর জ্ঞান হ'ল না? বেঁচে থেকে আরও কত কি কুৎসিত কথা শুনতে চাস?

রঙ্গ। হুজুরালি! হুকুম?

সুলে। না—আমি যাব না, তুমি যাও। (রঙ্গলালের উপবেশন) এ কি, বসছ কেন?—কি বিপদ! তুমি এখানে বসলে কেন?—যাও।

রঙ্গ। আপনি এখানে থাকলে আমি ত যাব না।

সুলে। কি বিপদ! এর মানে কি?

রঙ্গ। মানে আর কিছু নয় হুজুরালি! আপনি যখন একা,—আর সময় রাত্রি, স্থান জঙ্গল, তা দেখে চ'লে যাওয়া আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি।

সুলে। তুমি কি আমার রক্ষক এলে না কি?

রঙ্গ। অহঙ্কার করব কেন জনাবালি, যখন শক্তি আপনার জানি না। তবে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দেখে আমি উঠতে পারি না।

সুলে। ও সব কথা রাখ—চ'লে যাও—যাও (স্বগত) খোদা! এ কি! সুশৃঙ্খলে মরতেও দিলে না দেখছি।

[প্রস্থানোদ্যত।

রঙ্গ। নিকটে আশ্রয় আছে।

সুলে। থাক্, আমার প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। ভোলাই? শীগ্‌গির যা, নায়েব মশাইকে খবর দে, আমি বাড়ী চললুম। আর আমাকে বর্দ্ধমান যেতে হ'ল না।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এসেছে?

রঙ্গ। তুই সাধু বাপের বেটা, তোর কথার জোর কত, কথার টানে বর্দ্ধমান কাছে এসেছে। কিন্তু দেখিস্—আবার যেন বর্দ্ধমান স'রে না যায়।

ভোলাই। আবার? বর্দ্ধমানের মাটী কামড়ে প'ড়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন

বঙ্গ-রমণীগণের গীত।

ভারতীর কুটীরে এ কি দেখে এলাম সই।
মরমভাঙ্গা কথা সে যে কেমন ক'রে কই॥
কেমন নাপিত সে যে কেমন না তার হিয়া।
এমন চাঁচর চিকণ কেশ দিলেক মুড়াইয়া॥
ভুঁয়ে-ঝরা কোটি চাঁদ সোনার গৌরাঙ্গ।
কোন প্রাণে কে দিল রে তার শ্রীকরে করঙ্গ॥
কি করছে তার সোনার বউ—কি—করছে তার মায়।
পরাণ ছাড়া দেহ বুঝি লোটায় আঙ্গিনায়॥
রাধার পায়ে দাসখত লিখে বৃন্দাবনে
(মোরা শুনে এলেম গো)
রাধার রূপে কালাচাঁদ নাচিবে কীর্ত্তনে॥
(রাধারাণীর গুণের দায়ে— শুনে এলেম গো)

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। হাঁ রে, এ আমি কোথায় এসেছি বলতে পারিস?

১ম রমণী। কুথাকে যাবে?

সাবাজ। কোথাও যাব না—স্থানটার নামটা জানতে চাচ্ছি।

১ম রমণী। ঘোষালের ডাঙ্গা বটে।

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত! এই বাইশ বছরে স্থানের এতই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে যে, বাড়ীর দোরের কাছে এসেও পথ চিনতে পারলুম না। (প্রকাশ্যে) সরদিয়া গ্রাম কোন্ দিকে?

১ম রমণী। হোই? সরদিয়া লগিচ বটে! হই ঠাকুরবাড়ী! ভাখ্যা লও, হঁথা আমাদের রাজ্জা রইছে।

সাবাজ। কে গো, ছত্রীবাবুরা?

১ম রমণী। হঁ—আজ্ঞে।

সাবাজ। তোরা কি?

১ম রমণী। বাউরি গো!

সাবাজ। কোথা গিয়েছিলি?

১ম রমণী। মেদিনীপুর হাট করতা গেইছিলুম।

সাবাজ। আচ্ছা, বাবুদের এখন কে আছে বলতে পারিস?

১ম রমণী। হোই? বড়বাবু রইছ্যা, ছোটবাবু রইছ্যা, সব্বাই ত রইছেন বটে!

সাবাজ। আর?

(জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। হোই ছুঁড়ীগুলা করছুস্ কি? ছুট্যা চল্ লবাবরা টুক্চ্যা খাপ্পা হইছে—ছুট্যা চল—ঘর বাড়ী লুট্যা লিবে—ছুট্যা চল্।

সাবাজ। কি জন্ত খাপ্পা হ'ল রে?

বৃদ্ধ। আমি ত ছোঁড়া বটো—কইত্যা লারবো—কইত্যা লারবো।

[সাবাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। তাই ত গোপাল! আর যে এক পা এগুবো, তার উপায় রাখলে না, তোমার মন্দিরকে লুকিয়ে একবার বাড়ী দেখে আসব মনে করেছিলুম। অন্তর্য্যামী তা তুমি করতে দিলে না। বাইশ বৎসর পূর্ব্বের সমস্ত মনের কথা প্রত্যেক ইষ্টকে কোদিত ক'রে—গোপাল! তোমার মন্দির সেই তীব্র মর্ম্ম-বেদনার কাহিনী আমাকে পড়াবার জন্ত যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। না—না—আর আমার যাওয়া হ'ল না। গোপাল! ভাঙ্গা মন্দির চোখের সম্মুখে ধ'রে আর আমাকে টিটকারী দিও না; তোমাকে পরিত্যাগের ফল পেয়েছি, ধর্ম্মত্যাগ করলুম, কিন্তু পাঠান পাঠানই রইল—আমাকে আপনার করলে না—ছেলে জল মিশতে পারলে না। সোনার সংসার পরিত্যাগ ক'রে নূতন সংসার পাতলুম—সে সংসারও ভেঙ্গে গেল! একমাত্র বালকপুত্র অবশিষ্ট! গোপাল! আত্মপ্রতারকের চূড়ান্ত শাস্তি হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত যে করব, তারও উপায় রাখ নি। তবে আর নয়—আর নয়—গোপাল, সেলাম! দেশ নব-চৈতন্ত ধর্ম্মে মেতেছে, আর আমি এমন শুভ সময়ে ধর্ম্মত্যাগ করেছি। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ভগবান কোথা শান্তি?

(জৈনুদ্দীনের প্রবেশ)

জৈনু। বাবা ?

সাবাজ। এ কি জৈনুদ্দীন! তুমি কেমন ক'রে এলে ?

জৈনু। আমি বরাবর আপনার পিছন পিছন আসছি। কার সঙ্গে কথা কইছিলেন ব'লে আপনার কাছে আসি নি।

সাবাজ। তোমার রক্ষী ?

জৈনু। দূরে আছে—আসতে বলব ?

সাবাজ। থাক, আমি বলছি। সহবৎ খাঁ ?

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সহবৎ। এ—আমার সঙ্গে থাক্—তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

[সহবৎ খাঁর প্রস্থান।

জৈনু। পথ ছেড়ে এ দিকে এলেন কেন বাবা ?

সাবাজ। কেন এলুম—এ কথার ঠিক উত্তর তোমাকে দিতে পারব না ত।

জৈনু। কেন পারবেন না বাবা ?

সাবাজ। শুনলে তোমার ভয় হবে।

জৈনু। না বাবা, আমার ভয় হবে না। আপনি বলুন।

সাবাজ। তোমার বাবার বলতে ভয় হচ্ছে। (জৈনুদ্দীনের হস্ত নিজ বক্ষে রাখিয়া) বুঝতে পারছ বাপ ?

জৈনু। তাই ত বাবা, আপনার বুক যে বড় ঢিব ঢিব করছে ?

সাবাজ। বুঝতে পেরেছ, আমি কত ভীত হয়েছি। তবু আমি বৃদ্ধ। আমার হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

জৈনু। কাকে এত ভয় করছেন বাবা ?

সাবাজ। যাকে ভয় করছি, তাকে এখনও দেখি নি।

জৈনু। না দেখে এত ভয় !

সাবাজ। দেখবার আগেই এত ভয় !

জৈনু। সে কি বাবা ?

সাবাজ। এই ত জৈনুদ্দীন ভুল করলে ? আমাকে কি কখনও ভয় করেছি শুনেছ ?

জৈনু। তা হ'লে সে কি বাবা ?

সাবাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি না—তুমি দেখ দেখি, ওদিকে কিছু দেখতে পাও কি না।

জৈনু। একখানা বাগান।

সাবাজ। সেই বাগানের মধ্যে—একটু তুলে ধরি, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

জৈনু। দেখতে পেয়েছি—একটা যেন মস্‌জিদ —হাঁ বাবা ও মস্‌জিদে এত মিনার কেন ?

সাবাজ। ও হচ্ছে হিন্দুর মস্‌জিদ। ওকে মন্দির বলে। ওই, ওর ভিতরে যে আছে, তাকে আমি ভয় করি।

জৈনু। মস্‌জিদের ভিতরে ত কিছু থাকে না।

সাবাজ। কিছু থাকে না অথবা যিনি থাকেন, তাঁর আকার নেই। তাঁকেই অর্চ্চনা করতে সেখানে সর্ব্বদাই ভক্তের সমাগম হয়। তবে ও মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁর আকার আছে।

জৈনু। তাকেই আপনার ভয় ?

সাবাজ। বিষম ভয়! আমি এখান থেকে তাঁর মন্দিরের চূড়া দেখবার আগেই কাঁপছি।

জৈনু। সে কি এতই দুর্দ্দান্ত ?

সাবাজ। না বাপ, সে তোমারই মত বালক, তোমারই মত কোমল।

জৈনু। তাকে আপনি ভয় করছেন !

সাবাজ। কতবার বলব জৈনুদ্দীন! মৃত্যুকে আমি তিলমাত্রও ভয় করি না, কিন্তু ওই মন্দিরের চারি পার্শ্বের মৃদুসঞ্চরণশীল বায়ুকেও আমি ভয় করছি। পাছে মন্দিরগাত্রের একটা কণা সমীরে ভেসে এসে আমার বক্ষ স্পর্শ করে।

জৈনু। স্পর্শ করলেই কি আপনার মৃত্যু হবে ?

সাবাজ। আবার ভুল করছ জৈনুদ্দীন!

জৈনু। তবে কি হবে ? আমি যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না বাবা!

সাবাজ। কি হবে, আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না। মনের সে অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অভিলাষ করি, মৃত্যু আমার স্পর্শ-ভয়ে দূরে স'রে যাবে। হবে কেন জৈনুদ্দীন—তার মৃদু ক্রিয়া আগে হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। বাপ, এস, এ স্থান ত্যাগ করি। তুমি কাছে রয়েছ। তোমার এই অপরিচিত বান্ধবহীন নির্জ্জন দেশে আমি মাত্র তোমার সঙ্গী। অনুচরেরা এখান থেকে অনেক দূরে। যদিও জানি, ডাকলে মৃত্যু আসবে না, তবু তুমি কাছে থাকলে মৃত্যুকেও

ডাকতে পারব না! (জৈনুদ্দীন উভয় করতলে চক্ষু ও মুখ আবৃত করিল)—এস, আমরা তাঁবুতে ফিরে যাই। জৈনুদ্দীন—জৈনুদ্দীন! ও কি? ও কি করছ জৈনুদ্দীন—কাঁদছ? জৈনুদ্দীন! (মুখাবরণ উন্মোচন) তুমি কাঁদবে কেন? তোমার ত এতে কাঁদবার কিছু নেই।

জৈনু। না—কাঁদব কেন? আমি ভাবছিলুম, কেমন ক'রে আপনার ভয়টা দূর করি।

সাবাজ। আমার ভয় তুমি দূর করবে?

জৈনু। কেন, আপনি কি মনে করেছেন, আমি পারব না?

সাবাজ। তুমি সিংহশাবক—ইচ্ছা করলে তুমি অসাধ্য-সাধন করতে পার; কিন্তু আমার ভয় কি জন্ত, যখন তুমি জান না, তখন তুমি কেমন ক'রে তা দূর ক'রবে?

জৈনু। কি জন্ত ভয় নাই বা জানলুম। যার জন্ত ভয়, তাকে দূর করলেই হ'ল।

সাবাজ। কেমন ক'রে দূর করবে?

জৈনু। ওই মন্দিরের ভিতর যে আছে, তাকে আমি কেটে ফেলব।

সাবাজ। হাঁ, তা করতে পারলেই আমার মনুষ্যত্বের কার্য্য পূর্ণ হয়!

জৈনু। আপনি কি মনে করেছেন বাবা, আমি তাকে কাটতে পারব না?

সাবাজ। তুমি তাঁকে কাটতে পার, কিন্তু আমি তাঁর কাছে অপরাধী, আমার অপরাধে তাঁকে কাটবে কেন?

জৈনু। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। তা আপনি কেমন ক'রে তার কাছে অপরাধ করলেন? আমরা ছিলুম গৌড়ে, আর সে আছে এই জঙ্গলভরা দেশের এক মন্দিরে।

সাবাজ। আমি চিরদিন গৌড়ে ছিলুম না। প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই দেশে ছিলুম। সেই সময় গোপালের সঙ্গে আমার বড়ই প্রণয় ছিল।

জৈনু। কি বল্লেন—গোপাল! গোপাল কি?

সাবাজ। ওই মন্দিরে যিনি বাস করেন, তাঁর নাম গোপাল।

জৈনু। বাইশ বৎসর আগে যাকে দেখেছেন, এখন সে আমার মত বালক হবে কেমন ক'রে?

সাবাজ। সে চির-কিশোর।

জৈনু। বাঃ—বাঃ! এ ত মজার গোপাল! তারই কাছে অপরাধ করেছেন?

সাবাজ। তাঁরই কাছে অপরাধ।

জৈনু। বেশ, তবে গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। অপরাধের মার্জ্জনা চান।

সাবাজ। ইহজন্মে সে অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

জৈনু। মার্জ্জনা নেই মানে কি বাবা? গোপাল কি আপনাকে মাফ করবে না? তা যদি সে না করে, তা হ'লে তাকে আমি কেটে ফেলব। আমি এক ফকীরের মুখে শুনেছি, যে অপরাধ করে, সে যত না পাপী, যে অপরাধের মাফ করতে জানে না, সে তার চেয়ে বেশী পাপী।

সাবাজ। আমার সেখানে যাবার যো নেই।

জৈনু। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন। আমি যাই—আপনার হ'য়ে মাফ চাই।

সাবাজ। তুমিই বা কেমন ক'রে যাবে? আমার যে দশা, তোমারও তাই। তুমি মুসলমান। গোপালের মন্দিরদ্বারে যে হিন্দু রক্ষী আছে, সে ত তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না।

জৈনু। ভালয় ভালয় ঢুকতে না দেয়, তরোয়ালের জোরে ঢুকব।

সাবাজ। শুধু কি তোমারই তরোয়ালের জোর আছে জৈনুদ্দীন! তাদেরও কি নেই?

জৈনু। না ঢুকতে পারি, মন্দিরদ্বারে ম'রব—গোপালকে আমার পরিচয় শোনাতে শোনাতে মাটীতে দেহ রাখব। আমি পাঠান, আমি কি মরণের ভয়ে পেছিয়ে আসব?

সাবাজ। তুমি পাঠান নও জৈনুদ্দীন।

জৈনু। পাঠান নই?

সাবাজ। না। তুমি রাজপুত-মুসলমান। তোমার মা ছিলেন পাঠানী, পিতা রাজপুত।

জৈনু। আপনি রাজপুত?

সাবাজ। রাজপুত। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বে আমি হিন্দু ছিলাম।

জৈনু। তবে ত আমিও রাজপুত—আমি রাজপুত। বাবা! তবে আমি গোপালকে দেখ

সাবাজ। ভাগ্যবশে দেখা হয়, দেখতে তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। ক্ষুণ্ণ হও বীর। তুমি সাহসী হ'লেও নিতান্ত বালক—উচ্চভূমি থেকে ওই মন্দির-চূড়া দেখতে পেয়ে ব'লে ও মন্দির নিতান্ত নিকটে মনে ক'র

এখান থেকে দুই ক্রোশের কম নয়। তার উপর এখান থেকে ওখানে যাবার সুগম পথ নেই। পথও নিরাপদ নয়।

জৈনু। শুধু কি এই বাধা?

সাবাজ। আরও অনেক বাধা। যদি ওখানে তোমার যাবার একান্তই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আজ রাত্রির মত অপেক্ষা কর। কাল তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে; আজ শিবিরে ফিরে চল। যেতে যেতে আবার দাঁড়ালে কেন? (জৈনুদ্দীন করপল্লবে মুখ আচ্ছাদন করিল) এ তুমি কি বে-আদবী করছ জৈনুদ্দীন?

জৈনু। বাবা, রাত্রিকাল—কেউ দেখতে পাবে না।

সাবাজ। তুমি যাবে?

জৈনু। আপনি আমাকে ওই মন্দিরের কাছ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুন না কেন?

সাবাজ। তুমি কি যাবার খেয়ালটা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছ না?

জৈনু। কে যেন কোথা থেকে আমাকে বলছে—ওই চোর—ওই চোর—পালিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। একান্তই যাবে? কিন্তু জৈনুদ্দীন, আর যদি আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হয়?

জৈনু। আর দেখা হবে না?

সাবাজ। ভয় নেই বালক! আমি তোমাকে পথে ফেলে যাব না। যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়, তুমি নিরাশ্রয় হবে না। তোমার সাহস পরীক্ষা করলুম—সন্তুষ্ট হ'লুম। ভয় নেই—তোমাকে ওখানে পাঠাবার যদি অন্য উপায় না করতে পারি, আমিই তোমাকে ওই গোপাল-মন্দিরের দ্বারে রেখে যাব। তৎপূর্ব্বে আমার অপরাধটা কি, তোমাকে একবার জানান কর্ত্তব্য। জানাবার জন্য বুঝি গোপালের ইচ্ছায় প্রকৃতি আজ সাহায্য করছে। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ দিগন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিমাকাশের নীলিমা পূর্ব্বাকাশের পলায়নপর নীলিমাকে বুকে আশ্রয় দিয়ে দেখতে দেখতে নিবিড় হয়ে উঠল। জৈনুদ্দীন, ওদিকে পিছন কর। তোমাকে আর একবার তুলে ধরি, তুমি আর একবার গোপাল-মন্দির নিরীক্ষণ কর। (উত্তোলন)

জৈনু। বা! বা! কি শোভাই হয়েছে বাবা! ঐ মিনারের মাথায় সোনার গোলক চাঁদের কিরণে এক একটা সোনার চাঁদ হ'য়ে যেন সাগর-দীঘিতে ভাসছে।

সাবাজ। মন্দিরের কি শোভা এখন বুঝতে পারছ?

জৈনু। খুব পারছি।

সাবাজ। ক'টি চূড়া দেখতে পাচ্ছ?

জৈনু। যে ক'টা আছে সব।

সাবাজ। ক'টা?

জৈনু। এক দুই (অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে গণনা)—আটটা।

সাবাজ। আর একটা ছিল। (জৈনুদ্দীনকে ভূমিতে রক্ষা)

জৈনু। আরও একটা ছিল?

সাবাজ। সেইটিই ছিল সবার মধ্যস্থলে। সেটি সবার চেয়ে বড়—সবার চেয়ে সুন্দর।

জৈনু। তা হ'লে ত মন্দিরের শোভার হানি হয়েছে?

সাবাজ। হানি কেন বাপ, পূর্ব্বশ্রীর কণামাত্রও এখন ও-মন্দিরে নেই। ওই নয় চূড়ার মন্দির—হিন্দুরা যাকে নবরত্নের মন্দির বলে, এক সময় এ দেশের লোকের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল।

জৈনু। সে চূড়ার কি হ'ল?

সাবাজ। তার মাথার উজ্জ্বল সুবর্ণ-গোলক বাইশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক রাত্রির চাঁদের আলোকে মেদিনীপুরের জায়গীরদার সাদী খাঁর বেগমমহলে কিরণ নিক্ষেপ করেছিল। সেই বে-আদবীর শাস্তি দিতে জায়গীরদার ঐ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

জৈনু। উঃ! সাদী খাঁ ত বড় নিষ্ঠুর! আপনি সে চূড়া ভাঙ্গা দেখেছেন?

সাবাজ। দেখেছি—পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। তখন এমন শক্তি ছিল না যে, পাঠানের এই অকারণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করি। তবে মর্ম্মান্তিক যাতনায় গোপালের সম্মুখে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেই দিনেই দেশত্যাগ করেছিলুম।

জৈনু। প্রতিশোধ নিতে পারেন নি?

সাবাজ। প্রতিশোধ কেমন ক'রে নেব? বাড়ী থেকে বেরিয়ে অদৃষ্টবশে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি! আজ বাইশ বৎসর পরে গোপালের চক্রে মোগলের তাড়নে এখানে এসে পড়েছি।

নইলে এ দেশে আমার আর আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। আপনারা কে গো?

সাবাজ। আমরা বিদেশী। তাই ত! এ কি! ঘোষাল বুড়ো আজও বেঁচে আছে?

(ব্রজ নিকটে আসিয়া সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন)

সাবাজ। (স্বগত) আমাকে চিনলে না কি? আমার চেয়ে বড়, তবু ঘোষাল ঠিক সেই আছে। কিন্তু হায়, মানসিক পীড়ায় আমি ওর চেয়ে বৃদ্ধ হয়েছি।

ব্রজ। কেও? হুজুর, সেলাম।

সাবাজ। আপনি কি আমাকে চেনেন?

ব্রজ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—দেশের মালেক আপনারা, বাদশার জাত, আপনাদের আর চেনবার দরকার হয় না।

সাবাজ। মুখের দিকে বিশেষ রকমে দেখছিলেন ব'লে আমি মনে করেছিলুম, আপনি হয় ত কোথাও আমাকে দেখেছেন।

ব্রজ। আজ্ঞে হুজুর, আপনাকে মিছে কইব কেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি কিছু চম্‌কে উঠেছিলুম।

সাবাজ। কোনও আত্মীয়ভ্রম হয়েছিল বোধ হয়?

ব্রজ। আত্মীয়—আত্মীয়—(দীর্ঘশ্বাস) যাক হুজুরালি! আমি বড় ব্যস্ত আছি। অধিকক্ষণ হুজুরের কাছে থাকতে পারব না। এটি কি—

সাবাজ। পুত্র।

ব্রজ। বা! বা! অতি সুন্দর বালক! তা ওটিকে তুলে ধ'রে কি দেখাচ্ছিলেন?

সাবাজ। ওই দূরে একটি মন্দির রয়েছে, তাই দেখাচ্ছিলুম! বালক ওরূপ আকারের মন্দির পূর্ব্বে কখন দেখে নি। মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর বোধ হ'ল, কিন্তু দেখলুম, তার একটি চূড়া ভেঙ্গে গিয়েছে।

ব্রজ। এখন ওর সৌন্দর্য্যের কি আছে হুজুর? সে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পোনেরো আনা শ্রী চ'লে গিয়েছে। যা বা ছিল, তাও বুঝি দুই এক দিনের ভিতর যায়।

সাবাজ। কেন—কেন?

ব্রজ। ঐ গ্রামের মালিক বাবু রতিলাল রায় ওই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্য একটা অছিলায় বছর বাইশ আগে মেদিনীপুরের মামলৎদার ওই চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার কি একটা অছিলায় পাঠানরা ওই মন্দির চূর্ণ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। কি অছিলা বাবুজী?

ব্রজ। হুজুরালি, মাফ করুন, আমি আর অধিকক্ষণ থাকতে পারব না; যত দেরী করব, তত বিপদ আরও ঘনীভূত হবে। হবে কেন, হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে আমি এতক্ষণ থাকতে পারতুম না—তবে—

সাবাজ। আত্মীয়-ভ্রম হওয়াতে আপনি মমতায় একটু বিলম্ব ক'রে ফেলেছেন।

ব্রজ। বাইশ বছরের বিষাদ—হুজুর, আপনাকে দেখে প্রবল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। আর নয়—বড় সঙ্কট সময়—মেয়েছেলেদের মর্য্যাদা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। রতিলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত দেবতা গোপালের শ্রীবিগ্রহকে স্থানান্তরিত করতে হবে। বিলম্ব হ'লে হয় ত কিছু করতে পারব না।

জৈনু। না—গোপালকে কোথাও পাঠাতে পারবেন না।

(সাবাজ ব্রজনাথের অজ্ঞাতে হস্তদ্বারা জৈনুদ্দীনকে চুপ করিতে বলিলেন।)

ব্রজ। হুজুর! আপনি কি গোপালকে মন্দিরে রাখবার আশ্বাস দিচ্ছেন?

সাবাজ। বালক আপনার কথা শুনে বোধ হয় একটু ব্যাকুল হয়েছে, ক্ষুদ্র বালক—ও আপনাকে আশ্বাস কি দেবে? এক আশ্বাস দিতে পারতুম আমি। কিন্তু বাবুজী, আমি মুসলমান। হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গায় মুসলমানকে বাধা দিতে আমার অধিকার নাই।

ব্রজ। তা হ'লে হুকুম করুন, আমি আসি।

সাবাজ। কোথায় গিয়েছিলেন?

ব্রজ। মেদিনীপুরে—মামলৎদার সাহেবের কাছে। যদি বিবাদের কোনরূপ একটা মীমাংসা হয়।

সাবাজ। মীমাংসা হ'ল না?

ব্রজ। একবার গেছি! এই বৃদ্ধ বয়সে সরদিয়া আর মেদিনীপুর বারবার যাতায়াত করেছি। মীমাংসা হ'ল না। তারা রায়বংশকে সরদিয়া থেকে উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। আপনারা অবশ্য যথাসাধ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা করবেন?

ব্রজ। যথাসাধ্য—হুজুর! সেই পরামর্শই স্থির করতে চলেছি! জানি, বড় একটা কিছু করতে পারব না। আমার পূর্ব্ব প্রভু রতিলাল পারেন নি। মনের দুঃখে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। জানি, কিছু করতে পারব না। তবু মনিবকে দেশে রাখবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিছু না পারি, সাদী খাঁর বেটাকে একবার দেখে নেব।

সাবাজ। সে বুঝি আপনার বড় অপমান করেছে?

ব্রজ। আমার করলে, আমি গ্রাহ্য করতুম না। আমার সম্মুখে আমার পূর্ব্ব প্রভুকে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়েছে। আমি সব সহ্য করতে পারি, আমার সম্মুখে আমার সে মনিবের নিন্দা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। তাঁরই মায়াতে আমি চল্লিশ বৎসর রায়েদের সংসারে আবদ্ধ আছি। এই আমার মৃত্যুকাল। আর কিছু করতে পারি আর না পারি —মরবার সময় একবার মরণ-কামড় কামড়ে যাব।

(কালু সর্দ্দারের প্রবেশ)

কালু। বাঃ বাঃ! নায়েব মশায়, তুমি ত বেশ!

ব্রজ। চল, যাচ্ছি!

কালু। এখনও যাচ্ছি? তুমি কি নিজেই সব মাটী ক'রে দেবে না কি?

ব্রজ। এই মিঞাসাহেবের সঙ্গে দুটো কথা কইতে দেরী হয়ে গেছে।

কালু। আবার মিঞাসাহেব কে? ওরা সব পাঠান! ওদের সঙ্গে কথা কইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

ব্রজ। বলতে নেই—বলতে নেই। হুজুরালি বড় ভাল লোক। বিশেষতঃ ওঁর এই বালক পুত্র—

সাবাজ। যান বাবুজী, আর আপনি বিলম্ব ক'রবেন না।

ব্রজ। বল্লেন আপনি বিদেশী। ছেলে নিয়ে এই রাত্রে এই নির্জ্জন দেশে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন রতিলাল বাবুর বাড়ীর দোরে। কিন্তু আজ আমার এমনি দুর্ভাগ্য মিঞাসাহেব, আপনাকে তাঁর বাড়ীতে আবাহন করতে পারলুম না।

সাবাজ। যান—দুঃখ করবেন না। ঈশ্বরের যদি মরজি হয়, এক দিন আপনাদের ঘরে অতিথি হব।

কালু। চ'লে এস।

ব্রজ। সেলাম হুজুর।

[ব্রজনাথের প্রস্থান।

সাবাজ। কি বালক, গোপালকে দেখতে যাবে?

জৈনু। আপনিও চলুন না বাবা!

সাবাজ। যার একটা চূড়া ভাঙ্গতে দেখে দেশত্যাগ করেছি, ধর্ম্মত্যাগ করেছি, জাতীয় রাঠোর নাম মুছে দিয়েছি, বাইশ বৎসর পরে ফিরে সেই মন্দিরকে ভূমিসাৎ দেখতে যাব?

জৈনু। কেন, আপনার তাঁবে ত' পাঁচ হাজার সেপাই আছে।

সাবাজ। মূর্খ বালক! তারাও যে পাঠান!

জৈনু। আগে থাকতেই হতাশ হচ্ছেন কেন বাবা?

সাবাজ। বেশ, পরীক্ষা করবে এস।

জৈনু। (কিয়ৎদূর যাইয়া) হাঁ বাবা! আপনারই নাম কি রতিলাল রায়?

সাবাজ। জৈনুদ্দীন! জৈনুদ্দীন! যদি প্রতিজ্ঞা কর, সরদিয়ায় গিয়ে আমার পরিচয়ের অন্বেষণ করবে না, আমার সেখানে কে আছে, কি আছে, জানতে চাইবে না, তা হ'লে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। যা আমার মুখে শুনলে, ঐ বৃদ্ধের মুখে শুনলে, সে সমস্ত কথা হৃদয়মধ্যে কবরস্থ কর।

জৈনু। করলুম।

সাবাজ। আমারই নাম ছিল রতিলাল রায়।

চতুর্থ দৃশ্য

রায়দীঘি।

নসীর মামুদ।

গীত

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাঁচনি
বেত্র বেণু মুরলী ধুরলী গান রে।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনয়া-
তীরে কেলি

"ধবলী শ্যামলী আওরে আওরে"
ফুকরি চলত কান রে ॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি,
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি,
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরে।
আগম নিগম বেদসার,
লীলায় করত গোঠবিহার,
নসীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রে ॥

নসীর। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে। গোপাল। তারা তোমার এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় মন্দিরের মধ্যচূড়া ভেঙে দিয়েছে—ঠিক হয়েছে। তারা অজ্ঞ। তারা কি জানে? তুমি ত কৃপা ক'রে তাদের দেখাও নাই যে, তোমার নিত্য মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে বোঝাও নাই, মন্দিরের চারি পার্শ্বের প্রাঙ্গণকে গোচারণের মাঠ ক'রে নিত্য ব'লে গোপাল-মূর্ত্তিতে তুমি পাঁচনবাড়ী হাতে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ত তাদের কৃপা ক'রে শুনাও নাই, চিন্ময় নাম—চিন্ময় ধাম—নামের বেষ্টনে অনন্তরূপের লীলায় তুমি দুনিয়াকে মোহিত ক'রে রেখেছ। তারা ত জানে না—অনন্ত মত—তোমার কাছে পৌঁছিবার অনন্ত পথ। তোমাকে না জেনে তারা অজ্ঞ বালকের মত পথ নিয়েই মারামারি করছে। সেই মোহের বশে হজরতের উপদেশের মর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে ফকীরী-ধর্ম্মের অঙ্গে আজ তারা বাদ্‌শাহী বিলাসিতার আবরণ দিতে ব্যগ্র হয়েছে। তার ফলে পর ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ আজ স্বধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ধর্ম্মের নামে তুচ্ছ মৃত্তিকাকে সার ক'রে আজ মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবার অস্ত্র ছুরি তুলেছে। মোগল আজ পাঠান ধ্বংস করবার জন্ত উন্মত্তের মত ছুটে আসছে। কিন্তু লীলাময়, জীবের এই ক্ষণভঙ্গুর লীলামধ্যে আমি তোমার এক অপূর্ব্ব মধুময়ী লীলার আভাস পাচ্ছি। আমার মন বলছে, এই পাঠান মোগলের পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষের কেন্দ্রমধ্যে তুমি কি এক অপূর্ব্ব মিলন-গান শোনবার জন্ত—এ গোলাম দরবেশকে তোমার মন্দিরপার্শ্বে টেনে এনেছ। দেখাও গোপাল, দেখাও খোদা, সে লীলা কোন্ দিকে কি ভাবে কি আবেগে স্ফুরিত হচ্ছে। গোলাম বুঝতে পারছে না। সৌরভে দিক পূরে যাচ্ছে—চক্ষু জলভারে অবসন্ন হ'ল—গোলাম আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।—মেহেরবাণী ক'রে তাকে দেখাও।

প্রভু মায় গোলাম, মায় গোলাম,
মায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান,
তু দেওয়ান মেরা।
দো রোটী এক লেঙ্গটী তেরে
পাশসো পাওয়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম
তেরা গাওয়াঁ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম
তেরা বারেয়া।
গোলাম তেরা শরণে আয়া চরণ
লাগে তারেয়া ॥

[প্রস্থান।

(সাবাজ ও জৈনুদ্দিনের প্রবেশ)

সাবাজ। আমার বুক কাঁপ্‌ছে, পা কাঁপ্‌ছে—জৈনুদ্দীন! আর আমি অগ্রসর হতে পারব না। আমার জিহ্বায় জড়তা আস্‌ছে, অধিকক্ষণ আর আমি তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পারব না। বামদিকে চেয়ে দেখ, ওই আমার বাড়ী। দক্ষিণে চেয়ে দেখ ওই রায়বংশের দেবালয়, মধ্যে দেশবিশ্রুত রায়দীঘি। এক দিকে জন্মনিকেতন—অন্তদিকে গোপাল-ভবন —মধ্যে সাগরতুল্য সরোবর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে নিয়ে হৃদয়ে এক সঙ্গে শয়ন করিয়ে মমতাময়ী জননী যত দূর অতীতের ঘুম-পাড়ান গান গাইছে। গান অধিকক্ষণ শুন্‌লে আমি চিরদিনের ঘুমিয়ে পড়ব। আমার প্রভুভক্ত পাঠান সহচর হিন্দুর মন্দির-রক্ষা কার্য্যে তোমার সঙ্গী হ'ল না।

জৈনু। নাই হোক, তাতে দুঃখ কি বাপ, তারা তাদের মত বুঝেছে, আমি আমার মত বুঝেছি।

সাবাজ। না, এখনও তোমার একমাত্র সঙ্গী আমি। মাতৃহীন বালক, এইখানে দাঁড়িয়ে তোমাকে প্রথম বুঝতে হবে যে, আমি ছাড়া সংসারে তোমার কেউ নেই।

জৈনু। কেন, গোপাল?

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত গোপাল! আমার উপর এ কি ভীষণ প্রতিশোধ নিচ্ছ! এ বিধর্ম্মী বালক বলে কি?

জৈনু। গোপাল কি আপনার পুত্র ব'লে আমাকে সঙ্গী করতে নারাজ হবে!

সাবাজ। এর উত্তর দিতে পারব না,—দিতে পারব না, জৈনুদ্দীন! গোপালকে যদি চিনতুম, তা হ'লে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে তাকে পরিত্যাগ করব কেন? কিন্তু গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। এখন দেখছি জৈনুদ্দীন, গোপাল তোমাকে পুত্ররূপে দান ক'রে তাকে পরিত্যাগ করবার প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিয়েছে। তা হ'লে শোন—শোন—জৈনুদ্দীন! আমি দেখছি, গোপাল তোমার ভিতর থেকে উঁকি মারছে। ঠিক বলেছ। এ দুনিয়ায় গোপালই তোমার একমাত্র সঙ্গী। এইবারে যাও—আমার কথা শুনে বুঝ ওই দেখ, বৃক্ষান্তরালের অদৃশ্য চাঁদ রায়দীঘির অগণ্য তরঙ্গ-শিরে তার রহস্যের হাসি মিশিয়ে দিচ্ছে। এ তীব্র রহস্যেও তার বুঝি মনস্তুষ্টি হ'ল না; দেখ জৈনুদ্দীন, হাসি জলতরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে গাছের পাতা ধ'রে দুলতে লাগল।

জৈনু। গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

সাবাজ। কৈ কৈ কৈ বাপ, কৈ গোপাল?—কৈ গোপাল?

জৈনু। হাঁ বাবা, গোপাল কি জলের ভিতরে ব'সে নাচতে পারে?

সাবাজ। দেখেছ—দেখেছ—তুমি ঠিক দেখেছ?

জৈনু। আগে দেখলুম ঢেউ, তার পর দেখলুম যেন হাজার ফণাধরা সাপ—সব মাথায় মাণিক জ্বলছে—সেই ফণার উপর দাঁড়িয়ে আপনি যেমনটি থাকেন, ঠিক সেই রকম—নবীন মেঘের মত ঘন নীল, মাথায় কি সুন্দর শিখিপাখার চূড়া, যুগল হাতে মধুরে ধরা মুরলী—ও কি সুন্দর—ও কি সুন্দর—গোপাল! গোপাল!!

সাবাজ। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! তুমি ঠিক দেখেছ! কিন্তু আমার চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে আসছে। আমার অন্ধের যষ্টি! একবার দাঁড়াও। বুঝেছি, আর তোমাকে কাছে রাখতে পারব না! তবে একবার দাঁড়াও, যাবার পূর্ব্বে একটি কথা ব'লে যাও। বল, গোপাল! এর পর আমাকে না দেখতে পেলে, আমার জন্য একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করবে না?

জৈনু। না।

সাবাজ। তবে যাও গোপাল, যাও। বিদায়—চিরবিদায়! আমি ধর্ম্মত্যাগী, ও মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করতে আর আমি অধিকারী নই!

[প্রস্থান।

জৈনু। না না—ওই যে গোপাল! তুমি আমাকে ইঙ্গিত করছ। দাঁড়াও গোপাল—দাঁড়াও। আমি তোমার কাছে যাব।

(জলে ঝম্পপ্রদান)

(পটপরিবর্ত্তন)

মন্দির সংলগ্ন বাগান।

নসীর মামুদের ক্রোড়ে জৈনুদ্দীন।

নসীর। এ কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখছি মুসলমান বালক! কোন ওমরাহের পুত্র! বা—কি অপূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত বালক!—ব'স।

জৈনু। কে আপনি?

নসীর। বলছি! আগে তুমি বল, পাগলের মত জলে ঝাঁপ দিয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন?

জৈনু। জলের ভিতর গোপাল ছিল। আমি তাকে ধরতে যাচ্ছিলুম!

নসীর। জলের ভিতর গোপাল ছিল, তোমাকে বল্লে কে?

জৈনু। আমি দেখেছি।

নসীর। আমি যদি বলি মিছে কথা?

জৈনু। না না—আমি দেখেছি—ঠিক দেখেছি। জলের ভিতর প্রকাণ্ড সাপ—তার কত ফণা! গুণে শেষ করতে পারলুম না। সব মাথায় মাণিক জ্বলছে। গোপাল সেই সকল ফণার উপর নৃত্য করছে!

নসীর। আমি যদি বলি তুমি ভুল দেখছে? যদি বলি, নীলাকাশ দীঘির হিল্লোলভরা জলে প্রতিফলিত হ'য়ে অগণ্য ফণার রূপ ধরেছে, তার উপর আকাশের তারা প'ড়ে মাণিকের মত দেখিয়েছে, দেখে তোমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে?

জৈনু। না—না— অমন কথা বলো না। আমি ঠিক দেখেছি। গোপাল আমাকে কাছে

যেতে ইঙ্গিত করলে, কিন্তু ওগো! কাছে যেতে না যেতে, বাবার উপর অভিমানে গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেল! আমাকে ধরা দিলে না। গোপাল! গোপাল!

নসীর। দাঁড়াও বাপ—দাঁড়াও, ভয় কি? যদিই তুমি গোপালকে দেখে থাক—

জৈনু। আবার যদি—আবার যদি? আমি ঠিক দেখেছি—এবারে যদি—যদি বল, আমি তোমাকে কেটে ফেলব।

নসীর। বেশ বাপ্ আর বলব না। তবে গোপালকে কেমন দেখলে?

জৈনুদ্দীনের গীত।

মনোহর কেশ বেশ, মনোহর মালতীমাল।
মনোহর মণিকুণ্ডল ঝলমল,
মনোহর তিলক রসাল!
মনোহর অধরে মনোহর মুরলী,
মনোহর লোচনে চায়।
মনোহর কটিতট, মনোহর পীতপট
মনোহর নূপুর পায়॥

নসীর। দেখেছ—দেখেছ। ভাগ্যবান বালক, তুমি ঠিক দেখেছ।

জৈনু। কেমন ক'রে তাকে পাব?

নসীর। তা বলতে পারি না। গোপালের অহেতুকী করুণা। আজীবন কঠোর সাধনেও তাঁর সন্ধান মেলে না, ক্ষুদ্র বালক হ'য়েও তুমি বিনা সাধনে তাঁর দর্শন পেয়েছ। তবে সাধুমুখে শুনেছি, তাঁকে পেতে হ'লে নামবীজ ল'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ডাকতে—ডাকতে—ডাকতে তাঁর কৃপা হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়।

জৈনু। সে নামবীজ কেমন ক'রে পাব? দাও হজরত, ব'লে দাও। তুমি জান—তুমি জান। বাঃ—বাঃ! এই যে আমি পেয়েছি—এই যে আমি পেয়েছি (নসীর মামুদকে বেষ্টন), তোমাকেই যে গোপাল দেখছি! গোপাল! গোপাল!!

নসীর। তাই ত গুরু, গোলামকে এ কি বিচিত্র লীলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলে! অরূপের সন্ধানে আমি দুনিয়া ঘুরে এলুম—আমাকে কি না এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দিলে! এস গোপাল, এস বাপ, গোপালের চরণকমল যে কাঞ্চনময় সূত্রে বাঁধা, সেই সূত্রের প্রান্ত আমি তোমাকেই ধরিয়ে দিই।

(মন্ত্র প্রদান)

জৈনু। আমি ধন্য—আমি ধন্য। গুরু—গুরু সেলাম—(নতজানু) বহুত বহুত সেলাম। আনন্দে আমার প্রাণ উথলে উঠছে, আমি গোপালকে পেয়েছি।

নসীর। আমিও আমার গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদেশ মাথায় ক'রে গোপালের অন্বেষণে দুনিয়া ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। এতদিন পরে তাকে বাহুর বেষ্টনে পেয়েছি। তবে তুমি গোপালকে বংশীধারী দেখেছ। আর আমি দেখছি আমার প্রাণের গোপাল অসিধারী। দেখছি, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর প্রিয়র সঙ্গে প্রথম সম্মিলনে অভিমানে তার চারু অধর কম্পিত হচ্ছে!

জৈনু। এইবারে আমি কি করব গুরু?

নসীর। কি করতে চাও বল। আমাকে সখাজ্ঞানে বল।

জৈনু। আমি ওই মন্দিরে যাব ব'লে এসেছিলুম।

নসীর। তা হ'লে এস গোপাল, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

রঙ্গ। শুনছিস, পাঠান দু'হাজারের ওপর জমা হয়েছে। শুনছি, আরও চারিদিক থেকে পাঠান আসছে।

ভোলাই। আসুক পাঠান—দু'হাজার দশ হাজার বিশহাজার, কত আসতে পারে আসুক, কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না। পীর সাহেব তোমার সহায়। তুমি ব'ল্লে, যে তোদের পীর, সেই আমাদের গোপাল, এখন বুঝতে পারছি যেন তাই, নইলে সেই বিশহাজারের কর্তা আজ তোমাদের ঘরে অতিথি হবে কেন? আমি একটা মাতাল, বুদ্ধিহীন গাড়োল, নেশার ঝোঁকে কি একটা কথা কইতে

তাই কি না সত্যি হয়ে গেল। চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ তফাতের বর্দ্ধমান, সে কি না কাছারী বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পেন্তা খাচ্ছে! এতে আর বুঝতে কি বাকী আছে? গোপাল তোমাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে। সে বাবা গোপালের হাত—যে যতই উঁচুতে উঠুক না কেন, কচি আঙ্গুল তার এক কাটি উঁচু হয়ে যাবে। কেউ নাগাল পাবে না।

রঙ্গ। চুপ—কে যেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোলাই। কই—কই?

রঙ্গ। ওরে ভোলাই, আর এক জন আসছে! ওরে বোধ হচ্ছে যেন পাঠান।

ভোলাই। বাঃ—বাঃ—ঠিক হয়েছে। হুকুম কর ছোটবাবু, গোপালের ভোগে লাগিয়ে দিই!

রঙ্গ। দূর হতভাগা, গোপালের সেবায় কি হিংসা চলে রে!

ভোলাই। হিংসে কি আমারও আছে? আমি সরল ভাবেই হাসতে হাসতে ভোগে লাগিয়ে দিই।

রঙ্গ। না রে পাগল! যদি আমার জয় চাস্, তা হ'লে শুনে রাখ, যেন এতটুকুও অধর্ম্ম করিস্ নি। কে ওরা, কি করতে এসেছে—আগে আড়াল থেকে ভাল করে জানি।

ভোলাই। এত রাত্রে তোমার বাড়ীর কানাচে পাঠান। এতে আর জানবার কি আছে?

রঙ্গ। (বিরক্তভাবে) তবু জানবো বোকা, এমন ক'রে কথা কাটাস নি।

ভোলাই। তবে জানো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাবাজ ও সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সাবাজ। আবার এলে কেন সহবৎ খাঁ? আমি ত তোমাদের সকলকেই নিষ্কৃতি দিয়েছি।

সহবৎ। আপনি নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমরা ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি ক'রে, কেউ এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি নিতে পারি নি। হুজুরালি, বহু দিন আপনার অধীনে কার্য্য ক'রে, বহু যুদ্ধে আপনার সঙ্গী হ'য়ে আমরা যে গৌরব লাভ করেছি, সেটা আমরা ভুলতে পারি নি। এই জন্য আমরা স্থির করেছিলুম যে, ওই মন্দির ধ্বংসে বাধা না দিলেও আমরা সকলে নিরপেক্ষ থাকবো। কিন্তু তা আর হ'ল না। আমরাও দুর্বৃত্ত কাফেরদের

এদেশ থেকে একেবারে উচ্ছেদ করতে আমাদের মেদিনীপুরী পাঠান ভাইদের সঙ্গে যোগদান করব।

সাবাজ। এরূপ দারুণ ক্রোধ হবার কি কোনও নূতন কারণ হয়েছে?

সহবৎ। দুর্ব্বৃত্তেরা যা করেছে, তাতে তাদের ধ্বংসই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ।

সাবাজ। আমাকে বলতে সঙ্কোচ কেন?

সহবৎ। এই গ্রামে রতিলাল ব'লে এক বেটা বদমায়েস ছত্রী বাস করত।

সাবাজ। তারপর?

সহবৎ। রঙ্গলাল ব'লে তার একটা দুর্ব্বৃত্ত ছেলে আছে।

সাবাজ। রঙ্গলাল?

সহবৎ। হাঁ হুজুরালি, ওই নামই শুনে এলুম। তারা দুই ভাই। বড়র নাম নন্দলাল, এটা ছোট।

সাবাজ। বুঝেছি। (স্বগত) আমি গর্ভবতী পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছিলাম, দেখছি গৃহত্যাগের পর আমার এক পুত্র হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে কি করেছে?

সহবৎ। মোগলে যা করতে পারে নি, তাই করেছে। সমস্ত পাঠানের মাথা হেঁট করেছে।

সাবাজ। স্পষ্ট ক'রে বল। কোন পাঠান কুলমহিলার উপর অত্যাচার করেছে?

সহবৎ। কোন কি? স্বয়ং উজীর সাহেবের কন্যা।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এ দেশে বক্তিয়ার খিলিজীর আমল থেকে অনেক পাঠান বাস করে। জুনিদ খাঁ তাদের সাহায্য চাইতে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিজে এই কথা শুনে এসেছেন। দুরাত্মা সেই কন্যার রক্ষীকে হ'ত্যা ক'রে পথ থেকে তাকে চুরী ক'রে নিয়ে গেছে।

সাবাজ। তা যদি ক'রে থাকে তা হ'লে শুধু তুমি কেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে ওই মন্দির-ধ্বংসের সাহায্য করব।

সহবৎ। যদি কেন, জুনিদ খাঁ শুধু শুনে তুষ্ট হন্ নি। তিনি স্বচক্ষে সেই রক্ষীর মৃতদেহ দেখে এসেছেন।

সাবাজ। দেখে কি করছেন?

সহবৎ। তা আমি জানি না। তবে সমস্ত পাঠানকে এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে ব'লে গেছেন। মেদিনীপুরী

পাঠান আজ রাত্রেই এই গ্রাম আক্রমণ করবে। তারা জুন্দি খাঁর ফেরবার অপেক্ষায় ব'সে আছে। এই শুনে কি আপনি আমাকে ওই মন্দির-রক্ষায় সাহায্য করতে আদেশ করেন?—

সাবাজ। না সহবৎ খাঁ। তবে কথাটা বড়ই অবিশ্বাস্য। একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের পুত্র—

সহবৎ। যে দুর্ব্বৃত্ত, তার ছোট বড় নেই হুজুরালি। তন্‌সুখ রতিলাল রায় নিজেও ওইরূপ দুর্ব্বৃত্ত ছিল।

সাবাজ। বটে—বটে!

সহবৎ। সেও এক সময় পাঠানের সঙ্গে কি অসদ্‌-ব্যবহার করেছিল। পাঠানরা ওই মন্দিরের একটা চূড়া ভেঙ্গে শয়তানকে শাস্তি দিয়েছিল। ছেলে দ্বিতীয় শয়তান। দুরাত্মা রঙ্গলালকে শাস্তি দিতে সাহায্য করা আপনারও কর্ত্তব্য।

সাবাজ। কর্ত্তব্য বলছ কি সহবৎ খাঁ, তোমরা যদি তাকে ক্ষমা কর, আমি করব না।

(রঙ্গলাল ও ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। এই উল্লুক! জল্‌দি অস্ত্র বার কর। তোকে জাহান্নমে পাঠিয়ে চ'লে যাই।

সহবৎ। কে তুই?

ভোলাই। মরবার পর পরিচয় শুনবি।

রঙ্গ। অস্ত্র বার কর্—তোকে আমি ছেড়ে যাব না। দুরাত্মা! তুই আমার বাপকে গাল দিয়েছিস্।

সাবাজ। এই—এই রঙ্গলাল?

ভোলাই। হুজুরকে গাল দিয়েছিস।

রঙ্গ। আমাকে গাল দিলে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু পিতৃনিন্দা—স্বকর্ণে শুনেছি—দুরাত্মা কিছুতেই তোকে ক্ষমা করব না। শোন, আমিই মহাত্মা রতিলালের পুত্র রঙ্গলাল।

সাবাজ। (স্বগত) হা গোপাল! এই আমার রঙ্গলাল!

সহবৎ। হুজুরালি! আর আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল না। খোদার মর্জ্জিতে দুরাত্মা নিজেই মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়েছে। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

সাবাজ। উভয়েই ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

রঙ্গ। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আপনি সমস্ত কথা এর মুখে শুনেছেন; পাঠান আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

সাবাজ। তবু অনুরোধ করছি।

রঙ্গ। মিছে অনুরোধ জনাবালি। অতি অবশ্য ভাষায় এ ব্যক্তি আমার মহাত্মা পিতাকে গাল দিয়েছে। যাদের অত্যাচারে অর্জ্জরিত হ'য়ে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এ দুষ্ট তাদের পক্ষে সাহায্য করতে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমরা শুনেছি। ওর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, তাও শুনেছি। ও বেইমান! ওকে আমি ছাড়ব না।

সাবাজ। আমি বৃদ্ধ, তোমাকে অনুরোধ করছি—

রঙ্গ। জনাবালি! রাখব না। পিতৃনিন্দা! পিতা এসে যদি অনুরোধ করতেন—

সাবাজ। (ঈষদুচ্চস্বরে) পিতা এসে অনুরোধ করলেও রাখতে পারতে না?

ভোলাই। না।

সাবাজ। থাম্ উল্লুক, তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না।

ভোলাই। (স্বগত)—ও বাবা! কথার এ জোর। গাটা কেঁপে উঠছে! এ—বুড়ো ত কেউ-কেটা নয়?

সাবাজ। বল বাবু সাহেব?

রঙ্গ। কে আপনি?

সাবাজ। তুমি আমার কথার আগে উত্তর দাও।

রঙ্গ। রাখতে পারতুম কি না সন্দেহ।

সাবাজ। যদি তোমার পিতা তোমাকে অনুরোধ করেন?

রঙ্গ। পিতা—পিতা! তিনি কি আছেন? কে আপনি—কে আপনি?

সাবাজ। বলছি—আগে তুমি বল, সত্যই কি তুমি উজীর-কন্যাকে অপহরণ করেছ?

রঙ্গ। না, আমি তাকে পাঠানের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি।

সাবাজ। (পশ্চাতে চলিতে চলিতে)—রঙ্গলাল!

রঙ্গলাল। কে আপনি—কে আপনি? বুঝেছি—যাবেন না—যাবেন না,—জীবনে প্রথম—জানি না—বুঝি না, কি বলব? পিতা! দাঁড়ান।

সাবাজ। রঙ্গলাল! আমি মরেছি—অনেক দিন—এখন প্রেত—এসো না। দেখ—দূর থেকে দেখ—কাছে এসো না। অনুরোধ—তোমার পিতার

পুত্রতুল্য সহচর—বহু যুদ্ধের সঙ্গী—ক্ষমা—তোমার পিতার অনুরোধ—ওই যুবককে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

ভোলাই। হুজুর! ধ'রব?

রঙ্গ। না—না—না। পবিত্র দেহ স্পর্শ করিস্ নি।

ভোলাই। কর্ত্তাবাবু কর্ত্তাবাবু—সেলাম।

রঙ্গ। পিতৃ-সহচর। আপনাকে কি ব'লে সম্বোধন করবো?

সহবৎ। সেলাম—সেলাম—সেলাম।

রঙ্গ। না—না—ভাই—ভাই—ভাই, আপনি আমার ভাই।

(পরস্পরে উষ্ণীষ-বিনিময়)

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

কাছারী বাটী।

সুলেমান ও ব্রজনাথ।

সুলে। আপনার আদর-যত্নে আমি যে কি আপ্যায়িত হয়েছি, তা আমি একমুখে জানাতে পারছি না।

ব্রজ। কিছুই করতে পারিনে মিঞা-সাহেব। আমার মনিবের সংসার অতিথি অভ্যাগতের সৎকারের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁর মৌজায় এসে আপনি যদি অনাহারে চ'লে যেতেন, তা হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকতো না।

সুলে। কে আপনার মনিব?

ব্রজ। মনিব জীবিত নাই। না—না—আপনি অতিথি—নারায়ণ—আপনার কাছে সত্য-গোপনও পাপ। প্রায় বাইশ বৎসর হ'ল, কোনও কারণে নিদারুণ মর্ম্মপীড়িত হয়ে মনিব আমার গৃহত্যাগ করেছেন। আর আসেন নি। আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই, কেন না, জীবিত থাকলে তিনি অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেন।

সুলেমান। কি কারণ, জানতে অভিরুচি হচ্ছে।

ব্রজ। মাফ করুন জনাব, এখন তা জানাতে পারব না। যে অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, আজ বাইশ বৎসর পরে মনিবের গৃহে সেই অবস্থা। বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে বিশ্রাম নিতে দেখে চ'লে যাব। প্রাতঃকালে যদি ফিরে আসি, আর আপনার জানতে যদি একান্তই অভিরুচি হয়, তা হ'লে সে মর্ম্মবেদনার কথা আপনাকে শোনাতে পারি।

সুলে। কোথায় যাবেন?

ব্রজ। মনিবের বাড়ী।

সুলে। সে এখান থেকে কতদূর?

ব্রজ। বেশী দূর নয়—ক্রোশ দুয়েকের মধ্যে। আমার এতক্ষণ সেখানে থাকাই কর্ত্তব্য ছিল। প্রভুপুত্র ব্যাকুল হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

সুলে। আমার জন্যই আপনি দেখা করতে পারছেন না।

ব্রজ। আমার যাবার যা প্রয়োজন, তা এখান থেকেই একরূপ নিষ্পন্ন করেছি। শুধু তাঁর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ। দেখছেন আমি বৃদ্ধ, আমার দ্বারা তাঁর কার্য্যে কোন শারীরিক সাহায্যের আশা নেই। বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছি—আমি কাছে থাকলেই তাঁর যথেষ্ট সাহস।

সুলে। জানবার বড় কৌতূহল উদ্দীপন ক'রে দিলেন বাবুজী।

ব্রজ। বেশ ত জনাব, প্রাতঃকালেই জানবেন।

সুলে। আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।

ব্রজ। সে কি, এখনি যাবেন? এখন এই রাত্রি—মৌজার চারিদিকে ঘন জঙ্গল। এ সময় কোথা যাবেন।

সুলে। কটক যাব ইচ্ছা করেছি।

ব্রজ। ইচ্ছা ক'রে থাকেন, প্রাতঃকালে যাবেন। এখন ত আপনাকে আমি কোনও মতে যেতে দেব না।

সুলে। ভয় নেই, আমি মরব না।

ব্রজ। কেমন ক'রে বুঝব?

সুলে। আমি আজ আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলুম। যখন সে সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে, তখন বুঝবেন শীঘ্র আমার মৃত্যু নাই।

ব্রজ। বলেন কি? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। দেখছেন, আমার সৈনিকের পরিচ্ছদ? আমি মিথ্যা কই নি।—আমার নিকটে আপনার উপস্থিত হ'তে যদি আর একটু বিলম্ব হ'ত, তা হ'লে এই ছোরা (ছোরা বাহির করণ) আমূল আমার বক্ষে প্রবেশ করত।

(পানীয়াধার লইয়া কালুর প্রবেশ)

ব্রজ। জানাবলি! কিছু সরবৎ?

সুলে। উঃ—যোগ্য সময়ে পানীয় এনেছ। (ছোরা ভূমিতে রাখিয়া কালুর হস্ত হইতে পানীয় গ্রহণ ও ব্রজনাথের ইঙ্গিতে কালুর ছোরা লইয়া প্রস্থান) বাবুজী! বড়ই উপযুক্ত সময়ে আপনি সরবৎ সরবরাহ করেছেন। আপনার আকৃতি ও আচরণ দেখে বোধ হচ্ছে আপনি সাধু।

ব্রজ। দোহাই জনাব, অযোগ্যকে অত উচ্চ অভিধান দেবেন না।

সুলে। আমার বক্তব্য আপনাকে ব'লে যাচ্ছি। (সরবৎ পান করিতে করিতে) ছোরা বার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার মরণপিপাসা জেগে উঠেছিল। আমার এখন মনে হচ্ছে, আপনি ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে স্থানত্যাগ করাতে পারত না। আপনার আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছু পূর্ব্বে একটি সুন্দরকান্তি যুবক আমাকে আশ্রয় দিতে বহু সাধ্য-সাধনা করেছিল। আমি তার কথা রাখি নি।

(সরবৎ নিঃশেষে পান)

ব্রজ। কালু!—(কালুর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র লইয়া প্রস্থান) আপনি তারই কথা রেখেছেন।

সুলে। না বাবুজী, আমি তার উপরোধ রক্ষা করি নি। সে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

ব্রজ। পাকে প্রকারে সে অপনাকে উপরোধ রক্ষা করিয়েছে। আমাকে আপনার সংবাদ দিয়েছে—সেটি আমার প্রভুপুত্র!

সুলে। আপনার প্রভুপুত্র ত নিতান্ত বালক।

ব্রজ। আমার বলতে কিছু ভুল হয়ে গেছে। আমার মনিবের দুই পুত্র। যেটিকে দেখেছেন, সেটি ছোট। প্রভুর গৃহত্যাগের পর জন্মগ্রহণ করেছে। যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বিজ্ঞ, তাঁর পিতারই মত সাধু।

সুলে। আর ছোট?

ব্রজ। কেন জনাব, সে কি আপনার সঙ্গে কোনও অসদ্ব্যবহার করেছে?

সুলে। অসদ্ব্যবহার কি বাবুজী, অত্যাচার।

ব্রজ। অত্যাচার করেছে?

সুলে। ভীষণ অত্যাচার।

ব্রজ। জনাবালি—জনাবালি—(করযোড়ে)—এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করুন।

সুলে। (হাস্য)—আপনার প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করব?

ব্রজ। আমি এখনি সে দুষ্টকে ধ'রে এনে আপনার চরণতলে নিক্ষেপ করছি।

সুলে। সে ভীষণ অত্যাচারের ক্ষমা নেই।

ব্রজ। তারই অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে কি আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

সুলে। (ব্রজনাথের হস্তধারণ)—ব'স সাধু, ব'স—ভয় নেই। আত্মহত্যায় মানসিক প্রচণ্ড যন্ত্রণার অবসান করতে যাচ্ছিলুম, তোমার প্রভুপুত্র তাতে বাধা দিয়েছে। এই ছোরাখানি—এ কি! ছোরা?

ব্রজ। যথাসময়ে পাবেন।

সুলে। ওঃ! বৃদ্ধ! তুমি অপূর্ব্ব বুদ্ধিমান্! কিন্তু ভয় নেই।—জীবন দুর্ভর হ'লেও আমি এখন থেকে তাকে বহন ক'রব।

ব্রজ। এই পর্য্যন্ত যা শোনালেন, আপনি যদি আর বার বলুন। কিন্তু খোদাবন্দ! রহস্য ক'রেও বৃদ্ধকে আর ভয়ের কথা শোনাবেন না।

সুলে। কেন? ভয়ের কি কোন বিশেষ কারণ আছে বাবুজী?

ব্রজ। জনাব! যুবক কিছু উচ্ছৃঙ্খল।

সুলে। সে আমি নিজে জেনেছি। সে যখন আমার নিকটে বসেছিল, তখন তার মুখে সরাবের গন্ধ পেয়েছিলুম।

ব্রজ। তবে ত আপনি সমস্তই জেনেছেন। যুবক সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার। তবে অসৎসঙ্গে প'ড়ে তার স্বভাবের কিছু বিকৃতি হয়েছে।

সুলে। এক পানদোষ; আর কোনও দোষ ধরেছে। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে? ভয় নেই—আমাকে বন্ধুজ্ঞানে বলুন।

ব্রজ। এত দিন চরিত্রহানির কথা শুনি নি কিন্তু আজ—

সুলে। বল বাবুজী, বল।

ব্রজ। বড় কঠিন কথা!

স্থলে। যুবক কোনও রমণীর উপর অত্যাচার করেছে?

ব্রজ। যে সে রমণী হ'লে ভয়ের তত কারণ ছিল না। পাঠান-রমণী—

স্থলে। (হাস্ত) পাঠান রমণী?

ব্রজ। সেই জন্ত মর্ম্মান্তিক ক্রোধে এ দেশের সমস্ত পাঠান রাজবংশকে উচ্ছেদ করবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করেছে।

স্থলে। ঠিক করেছে—পাঠান তা হ'লে বেঁচে আছে।

ব্রজ। আপনি উঠ্‌ছেন যে?

স্থলে। আমি এখনি এ স্থান ত্যাগ করব।

ব্রজ। বিশ্রামে আপনার অভিরুচি না হয়, আর আপনাকে ধরে রাখব না। কিন্তু হঠাৎ আপনার ভাবপরিবর্ত্তনে আমার কিছু ভয় হচ্ছে। সে রমণীর সঙ্গে আপনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

স্থলে। আমাকে আর কোনও প্রশ্ন ক'র না—আমি উত্তর দিতে পারব না।

ব্রজ। উত্তেজিত হবেন না। আমাকে আপনি বন্ধু বলেছেন—

স্থলে। পথ রোধ ক'র না—

(কালুর প্রবেশ)

কালু। দশ বার জন হেতিয়ার ধরা পাঠান—এক জন তাদের সরদার—মিঞা সাহেবের খবর জান্‌তে চাচ্ছিল। আমি খবর দিতে তারা ভিতরে আসতে চায়। কি হুকুম?

ব্রজ। সকলেই?

কালু। তা জিজ্ঞাসা করি নি—জেনে আসি। মিঞা সাহেব? আমার ফিরে যাবার অপেক্ষা করতে পারলেন না।

(সৈন্তগণসহ জুনিদের প্রবেশ)

জুনিদ। চুপ রও উল্লুক! তোর হুকুমে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

ব্রজ। কালু! (ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন)

জুনিদ। হুজুরালি! চ'লে আসুন—জল্‌দি। আপনার কন্তার সন্ধান পেয়েছি।

স্থলে। কোথায়—কোথায়?

জুনিদ। এই স্থানেরই এক দুরাত্মা মৌজাদার তাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

স্থলে। আমায় হত্যা কর। আমার তুল্য হতভাগ্য দুনিয়ায় আর নেই। আমি কন্তাপহারী শয়তানেরই ঘরে অতিথি হয়ে তার দত্ত অন্নজলে উদর পূর্ণ করেছি।

জুনিদ। এই সেই সয়তানেরই বাড়ী? এদের কি করব, হুকুম করুন।

স্থলে। এরা নিরপরাধ—কিছু ব'ল না। পার, সে সয়তানকেই শাস্তি দাও।

ব্রজ। না—না—আমরা অন্তায় অনুগ্রহের ভিখারী নই। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যে কে তাও আমি জানি না। অতিথি ব'লে পরিচয় গ্রহণ করি নি। কিন্তু এই যুবকের কথায় বুঝেছি, আপনারা শক্তিমান। করযোড়ে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, আপনারা কিয়ৎক্ষণের জন্ত এ গোলামের ঘরে বিশ্রাম করুন। আমি একবার জেনে আসি। শুনুন হুজুরালি—আপনিও শুনুন—রাজবংশের দুর্ভাগ্যে সত্যই যদি এমন নরাধম জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে, তা হ'লে সে বংশের উচ্ছেদ করতে আমি নিজেই আপনাদের সাহায্য করব।

জুনিদ। তোমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি পথ ছাড়। যদি কথা না শোন, তোমাকেই আগে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেব।

ব্রজ। জাহান্নমে পাঠাবার কর্ত্তা, কে তুমি?

১ম সৈন্ত। এই উল্লুক খবরদার!

স্থলে। দাঁড়াও। এ বৃদ্ধের প্রতি অত্যাচার ক'র না। আমি ওঁর ব্যবহারে পরম তুষ্ট হয়েছি। উনি কে জানতে চাও? উনি গৌড়ের বাদশার ভাই।

ব্রজ। আর আপনি?

জুনিদ। কি করছেন হুজুরালি? যে গোলামের গোলাম হবার যোগ্য নয়, তার কাছে আপনি কি করছেন?

স্থলে। কিন্তু গোলামের গোলামের কাছে আমি জীবনের জন্ত ঋণী।

ব্রজ। আর আপনি?

স্থলে। আমি তাঁর উজীর।

ব্রজ। খোদাবান্দ! যতক্ষণ না গোলাম ফিরে আসে, ততক্ষণ আপনাদের এখানে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এক মাসের মধ্যে যদি তুমি না ফিরে এস?

ব্রজ। আপনি রাজার ভাই? তা হ'লে এমন অবিজ্ঞের মত কথা কচ্ছেন কেন হুজুর! আর এই কথাই যদি আপনার মনে উঠে থাকে, তা হ'লে একমাসই এখানে আপনাকে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এই, এ বৃদ্ধ কিশু। অথবা এর মতলব ভাল নয়। একে এখানে বন্দী ক'রে রেখে দে।

ব্রজ। কালু! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি, ততক্ষণ এই উদ্ধত যুবককে এই খানে আবদ্ধ ক'রে রেখে দে।

জুনিদ। কি বল্লি কম্বখ্‌ত?

ব্রজ। অস্ত্রে হাত দিও না হুজুরালি! আমার প্রভুর ঘর অভ্যাগতের রক্তে কলঙ্কিত ক'র না।

কালু। এ দিকে কি দেখছ জনাব! সুলতান মারাই এক সময় আমাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছিল। মনিব আমার সাধু—তাই বারংবার তোমার কড়া কথা সহ্য করছে। কিন্তু আমার ভিতরে আগুন জলে উঠেছে। আর ওঁকে কড়া কথা কইলে আমি বাদশার ভাই ব'লে মানব না।

সৈন্যগণ। কেয়া?

(গৃহের চারিদিক হইতে সশস্ত্র
পাইকগণের প্রবেশ)

পাইকগণ। কেয়া?

কালু। বুঝতে পেরেছ হুজুর?

সুলে। জুনিদ! অসি কোষবদ্ধ রাখ। অনেক যুদ্ধ ক'রে এসেছি। মোগলের যুদ্ধও দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাপার—আমার মত যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর পক্ষে —নূতন—নূতন—নূতন।

ব্রজ। ওরা গৌড়ের বাদশাহের খাস পল্‌টন— প্রসিদ্ধ পাইকের বংশধর। গৌড়ে ওদের কি প্রভুত্ব ছিল, যদি আপনাদের জানা থাকে, তা হ'লে আর উত্তেজনা দেখিয়ে আত্মহত্যা করবেন না।

সুলে। যাও বাবুজি! আমরা তোমার বন্দী। যতক্ষণ না ফিরে এস, ততক্ষণ আমরা এইখানেই রইলুম।

ব্রজ। আমি আপনাদের গোলাম। আপনাদের কথাই আপনাদের বন্দী রাখতে প্রহরী। কালু! যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ এই দুই হুজুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। [প্রস্থান।

সুলে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ভাবছ কি জুনিদ? আমার সঙ্গে বিশ্রাম করবে এস। শক্তি দেশের কোন্ কেন্দ্রে কি ভাবে লুকিয়ে আছে, তা আমরা জানতুম না। জানলে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য এত সহজে দুষমনের হাতে তুলে দিতুম না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাড়ীর বহির্দ্বার।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। করেছ কি ছোট বাবু, বড় মাকে একা এই মন্দিরের ভিতর পূরে রেখে গেছ?

রঙ্গ। আমার ইচ্ছায় নয় ভোলাই—তাঁর হুকুমে আমি তাঁকে গোপাল-বাড়ীতে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেছি! তুই ত জানিস, তাঁর আদেশ কখনও অমান্য করি নি। ভাল মন্দ বিচার করি নি।

ভোলাই। যাও যাও আর দেরি ক'র না। চারিদিকে শত্রু পাঠান—এমন অসমসাহসিক কাজ করে?

রঙ্গ। (দ্বার মুক্ত করিয়া) তা হ'লে তুই ফটকে ব'স। আমি ভিতর থেকে ফটক বন্ধ ক'রে যাই।

ভোলাই। কি বল্লে?

রঙ্গ। তুই একা। তাতে সারাদিনের পরিশ্রম। তার ওপর তোর এখন মেজাজের ঠিক নেই। যদিও দুষমনেরা এখনও পর্য্যন্ত আসে নি, কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে কি ক'রছে জানতে পারছি না। ছটিমাত্র স্ত্রীলোক মন্দিরে। যদি অতর্কিতে য[...] লোক একেবারে এসে ফটক আক্রমণ করে—তাই সাবধান হ'তে চাচ্ছি। তুই ভিতরে আসতে চাস্ ভিতরে আয়—আমি ফটক বন্ধ করি। (ভোলাইয়ের ক্রন্দন)—ওকি রে, কেঁদে উঠলি কেন?

ভোলাই। ছোট বাবু। তুমি শেষকালটায় আমার এই অপমানটা করলে!

(পুনরায় ক্রন্দন)

রঙ্গ। আরে মর্, চেঁচাস নি—লোক-জানা- জানি হবে।

ভোলাই। ফটক, মিঞা নিজেই যখন এই কথা শুন্‌লে, তখন আর লোক-জানাজানির বাকি রই[...]

কি? আমার এত অপমান! যে ফটকে আমি ব'সে রইব, সেই ফটক বন্ধ থাকবে? ছোট বাবু! তুমি কি মনে করছ, তুমি আজ যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে আমার ঈর্ষা হয় নি? কালু সরদারের সাকরেদ হ'য়ে তুমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন জোয়ান পাঠানকে একটা বে-পরোয়া যায়গায় হিম-সিম খাইয়ে দিলে—আর আমি তার বেটা দাঁড়ালুম সড়কী হাতে—তুমি ফটক বন্ধ ক'রে চ'লে যাবে (পুনঃ ক্রন্দন)—দুষমনের ভয়ে?

রঙ্গ। আর চেঁচাস্ নি—এই ফটক খোলা রইল। আমি চল্লুম—

ভোলাই। যাও। আমার হাতে আজ ভারি জর এসেছে—সড়কী নাচছে।

রঙ্গ। আমি যাব, আর মা ও বিবি-সাহেবকে নিয়ে ফিরব। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। উজীর সাহেব চ'লে যেতে না যেতে তাঁর কন্যাকে সেখানে উপস্থিত করতে হবে।

ভোলাই। উপস্থিত ক'রতেই হবে?

রঙ্গ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করছিস্?

ভোলাই। জিজ্ঞাসা করব না? অমন পরী যাট যা হবে—

রঙ্গ। ভোলাই—

ভোলাই। কেউ জানবে না ছোট বাবু। যে পরের জিনিষ জয় ক'রে এনেছ, তাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে বিলিয়ে দিও না।

রঙ্গ। দেব' না?

ভোলাই। কিছুতেই না।

রঙ্গ। তারপর—জাত?

ভোলাই। ভালবাসায় যদি জাত যায়, যাক—

রঙ্গ। এর ভেতর আবার ভালবাসা দেখলি কোথায়?

ভোলাই। তুমি না দেখতে পাও—আমি দেখতে পাচ্ছি।

রঙ্গ। ভালবাসা কি আমার দেখলি?

ভোলাই। তোমার না হয় তার।

রঙ্গ। তাকে দেখলি নি চক্ষে—

ভোলাই। নাই বা দেখলুম—সে যদি পেত্নী হয়, তা হ'লে সে কি করে—বলতে পারি না। তা নয় ছোট বাবু, তোমার মুখে তার কথা শুনে আমি বুঝেছি, সে জহুতের পরী। সে তোমার শক্তি চক্ষে দেখেছে। আমি কালু সরদারের বেটা—কাটখোট্টা ভোলাই—আমি তোমার শক্তির কথা শুধু কানে শুনিছি। কিন্তু, মাইরি বলছি ছোট বাবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি মেয়ে মানুষ হতুম, তা হ'লে তোমাকে খসম ক'রে ফেলতুম।

রঙ্গ। দূর বেটা।

ভোলাই। তবে কি জান ছোট বাবু, আমি মরদের বেটা মরদ। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেক মরদের ঘাড় ভেঙ্গে দিতে পারে। আমি মরদের অহঙ্কার ত ছাড়তে পারি না। কাজেই আমার এই ধকধকে কলজের ভালবাসা দিয়ে, আমি তোমার গোলামী কিনেছি। তুমি এখনি আমাকে মাতাল ব'লে গাল দেবে—নইলে ছোট বাবু এই দাঁত দিয়ে কুট ক'রে তোমার পায়ের একটি আঙ্গুল কেটে নিতুম।

রঙ্গ। হয়েছে—কাটাই হয়েছে। ভোলাই আমার কলজে কেটেছিস্। তা হ'লে এক কাজ কর, বিবিসাহেবকে আমি আনি, তুই তাকে সঙ্গে ক'রে আমাদের ঘরে নিয়ে যা।

ভোলাই। আমি?

রঙ্গ। হাঁ—তুই। পথে তোর মত প্রহরীর প্রয়োজন। তোর বড় মা আর তাকে। সেখানে দাদা একা আছেন। আমরা কে কোথায়, কিছুই জানতে না পেরে অতি বিষণ্ণ চিত্তে তিনি সঙ্গীহীন অবস্থান করছেন। আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম কিন্তু দেখা করতে সাহস করি নি। কেন বুঝেছিস্?

ভোলাই। বুঝেছি, তবু তুমি বল।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবকে দেখে অবধি মন আমার এমন হ'ল কেন?

ভোলাই। ঠিক ঠিক—দোষ নেই ছোট বাবু—

রঙ্গ। দোষ কি গুণ তা জানি না, কিন্তু মনের সে অবস্থায় আমি দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলুম না। ভোলাই, তোকে বলব কি? যে কাজ করেছি, গর্ব্বের সঙ্গে তার কথা আমি দাদাকে বলতে পারতুম। বল্লে দাদা আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আনন্দে আজ পাঠানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আমি এত ক'রেও আজ যেন চোর হয়েছি। এ চোরের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে পারছি না।

ভোলাই। (বুক ঠুকিয়া)—আমি হব, আমি হব—আমি উপস্থিত হব। তা হ'লে তুমি আর দেরী ক'র না ছোট বাবু। আজকের কাঁড়া

কেটে গেল। (সচকিতে)—ছোট বাবু, একবার দাঁড়াও ত।

রঙ্গ। কি হলো ?

ভোলাই। দীঘির পাড়ে কি যেন একটা ফিস্-ফিস্‌নি আওয়াজ শুনলুম।

রঙ্গ। ও কিছু নয়। দীঘির ধারে গাছ। বাতাসে পাতার ফাঁকে ফাঁকে লোকের ফিস্‌ফিসে কথার মত আওয়াজ হচ্ছে। তারা যদি আসে, অমন চোরের মত লুকিয়ে আসবে কি ?

ভোলাই। সাবধানের মার নেই। তবু একবার দেখে আসি।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

রঙ্গ। অগ্নি—অগ্নি! যত নেশা ছাড়ছে, ততই মনের কোন লুকান্ দেশ থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে বহ্নিশিখা বেরিয়ে আমার কল্‌জেতে এসে ধাক্কা মারছে! আর ত কল্‌জে অক্ষত থাকে না! জাতির প্রবোধ দিয়ে মনকে অনেকটা আশ্বস্ত করেছিলুম। অবস্থার পার্থক্য আলোচনা ক'রেও মনকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দিয়েছিলুম। আমি হিন্দু, সে মুসলমান। জাতিগত বিদ্বেষ, পরস্পরকে পার্শ্বে রেখেও, যেন অতি দূর দূরান্তরে নিক্ষেপ করেছে। তার উপর সে উজীর-কন্যা। আমার অবস্থায় আমি তার পিতার গৃহে সামান্য ভৃত্যের অধিকার পেতে পারি মাত্র। দাম্ভিকা পাঠানী যদি আমার দিকে নিরীক্ষণ করে, প্রভুকন্যার দম্ভমাখা করুণা ভিন্ন অন্য কিছু সমতার দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু সে প্রবোধ ত মন আর মানছে না! এ কি দেখলুম—পিতা ? জীবনে যাঁকে কখনও দেখি নি, মৃত জেনে দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, সেই পিতা আজও জীবিত! শুধু তাই নয়, উজীরের সঙ্গে সমান অবস্থাপন্ন গৌড়ের কোন পদস্থ ওমরাও ? আজ যদি আমি জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিই, পিতারই মত পূর্ব্ব-পরিচয় সমস্ত কবরস্থ ক'রে, পিতারই কথামত প্রেতের মূর্ত্তিতে তাঁর চরণপ্রান্তে পতিত হই, তা হ'লে এক দিনে আমি ওমরাও-পুত্র। তখন পাঠানী!—না—না থাক্! এ কি আত্ম হারিয়ে দেওয়া চিন্তা। তাই ত! নেশা ছাড়ছে না বাড়ছে ? আহা! সে কি সুকণ্ঠ ? পাঠানী—পাঠানী! তাই ত গোপাল! তোমার মন্দিরে আজ কাকে আশ্রয় দিয়েছ ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দলালের বাটীর সম্মুখ।

নন্দলাল ও গজানন।

গজা। ছোট বাবুর সন্ধান পেয়েছ ?

নন্দ। না। আর তাকে খোঁজ করবার সময় নেই। এখন গিন্নীর খবর বল্।

গজা। মায়ের খবর আমি কি জানি ?

নন্দ। এ কি মূর্খ! কি বলছিস ?

গজা। কিছু না জান্‌লে কি বলব!

নন্দ। (তরবারি বাহির করণ ও গজাননের কেশধারণ)—বল্ উল্লুক, গিন্নী কোথায় ?

গজা। ধৈর্য্য ধর বড় বাবু! আমাকে কাটবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বড় মা'র খবর তুমি কিছু জান না ?

নন্দ। আমি কি জানব রে হতভাগা ? তাঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য তোকে হুকুম ক'রে আমি যে চ'লে গিয়েছিলুম।

গজা। আর বাড়ীতে আসেন নি ?

নন্দ। আর কথা ক'স নি। তোর কথায় আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে।

গজা। তবু আমি জিজ্ঞাসা করব। বাবু তাঁকে তোমার স্ত্রী জেনেই না তুমি ধৈর্য্যহারা হচ্ছ কিন্তু তিনি যে আমার মা! আমি রাণী ভুবনেশ্বরীকে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী জ্ঞান ক'রে, অন্তরে বাহিরে ইষ্টদেবতার মত পূজা করি। মরতে—বিশেষতঃ তোমার হাতে মরতে আমি যে আহ্লাদের সঙ্গে প্রস্তুত! কিন্তু মার কথা না জেনে মরলে যে, মরেও আমার সুখ হবে না। বড় বাবু! সত্য সত্যই আমি মূর্খ, গাধা। তবু মা'র কথা একটু আমায় বুঝতে দাও। তার পর কাটো। পাঠান তোমাদের উচ্ছেদ করবার জন্য তোমার বাড়ী-ঘেরে দাঁড়িয়েছে আর তুমি সিংহের মতন একা নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছ, এ দেখে আহ্লাদে আমার সর্ব্ব শরীর নৃত্য ক'রে উঠেছিল। গর্ব্বে বুক পাঁচ হাত ফুলে উঠেছিল। সেই তুমি মায়ের কথায় এত আত্মহারা হ'য়ে পড়লে যে, আমার মাথার চুল টেনে ধরলে ? কখনও তোমার ক্রোধ দেখি নি, তাই তুমি তাই দেখালে ? বড় বাবু! আর আমার বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

নন্দ। গজানন! আমাকে ক্ষমা কর।

গজা। ওকি বড় বাবু! ওকথা যা বল্লে, আর ব'ল না! ফের ওরূপ কথা বল্লে, তোমাকে কাটতে সময় দেব না। তোমার সম্মুখেই আমি আত্মহত্যা করব। আমার মাথার চুল ধরেছ ব'লে আমার দুঃখ নাই। এ মাথার মূল্য কি? কিন্তু বড় বাবু, তোমার ধৈর্য্য অমূল্য!

নন্দ। তবে আর কি, চল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোনও সার্থকতা নেই।

গজা। কেন?

নন্দ। তোর বড় মা নিরাপদ জেনে, আমি আততায়ী পাঠানদের সঙ্গে একা লড়াই করব ব'লে উল্লাসের সঙ্গে ঘরে ফিরে এসেছিলুম। সে উল্লাস ত আর রইল না।

গজা। কেন রইবে না! বড় বাবু! আমি তোমার হুকুম মত তখনই এক যোল বেহেরার পাল্‌কি এনেছিলুম। এসে দেখলুম, বাড়ীতে কেউ নেই। ভিতর-বাড়ী বার-বাড়ী একেবারে জনশূন্য। তখন মনে করলুম, যাকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়ে তুমি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পার নি। নিজেই তাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারলুম তা নয়। কিন্তু তাতে তোমার উল্লাস থাকবে না কেন বড় বাবু? তুমি কি মনে করছ, মা হারিয়ে গেছে?

নন্দ। তোমার মনে কি নিচ্ছে?

গজা। আমার মনে যা নিক্, তুমি কি মনে করেছ বল না।

নন্দ। পাঠানে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

গজা। ছি ছি। ওকথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে? বড় বাবু! তুমি না রাজপুত? রাজপুতনী নিজের মর্য্যাদা রাখতে স্বামীর মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ কথা কখন কি শুনেছ? বিশেষতঃ মা ভুবনেশ্বরী। জীবন্ত মায়ের গায়ে পাঠানে হাত দেবে। তুমি বাড়ীর ভিতরটা দেখে এসেছ?

নন্দ। বাড়ীতে ঢুকেই হতভাগা ছোঁড়ার সন্ধানে অন্দরে প্রবেশ করেছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেখানে কেউ নেই।

গজা। আর একবার দেখে এস।

নন্দ। এইমাত্র শূন্য ঘর দেখে বাইরে ফিরে এসেছি।

গজা। আর একবার দেখে এস। অস্থির মনে তুমি ভাল ক'রে দেখ নি।

নন্দ। তা বোধ হয় দেখি নি।

গজা। যাও— যাও। মা হয় ঘরে নয় মন্দিরে। শিশোদীয়া কন্যা আর কোন স্থানে আশ্রয় নেয় নি।

নন্দ। তোর মন ঠিক বলছে?

গজা। শুধু মন কেন বড় বাবু, মুখও বলছে। রাজপুত! তুমি বাঙ্গলায় জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু আমার জন্ম রাজস্থান। পঞ্চাশ বৎসর তোমার পিতার সঙ্গে এ দেশে এসেছি। কিন্তু এ পঞ্চাশ বৎসরেও বাঙ্গলাকে আমি স্বদেশ মনে করতে পারি নি। তোমাকে আমি চঞ্চল দেখলুম। শিশোদীয়া কন্যাও যদি তোমার মত চঞ্চল হয়, তা হ'লে—এই যে নিশ্বাস ফেলবো—বাঙ্গালার বাতাস আর—(বক্ষে হস্ত দিয়া)—এখানে প্রবেশ করতে দেব না—তুমি দেখে এস। মা যদি না ঘরে থাকেন, নিশ্চয় তিনি গোপাল-মন্দিরে।

নন্দ। তা হ'লে তুই এখানে থাক। আমি আর একবার বাড়ীর ভিতর দেখি। সেথায় না দেখতে পাই, তোর কথা মত একবার গোপাল-মন্দিরে যাব, সেখানেও যদি বড় বউ না থাকে, তা হ'লে শোন্ গজা! তুই রইলি, আর তোর ছোট বাবু রইল, আমি আর এ মুখে ফিরব না।

গজা। তোমার এখানে জন্ম। আমার জন্ম রাজস্থান। শুধু তোমরা দুই ভাই আর বড়মার মমতায় এখানে আটকে আছি। সত্য কথা বলতে কি—বড় বাবু, এ দেশের জন্য আমার কোনও মমতা নেই। তুমি যদি না ফেরো, আমিই বা এখানে থাকবো কেন? আমার রাজস্থান বেঁচে থাক। এখানকার চর্ব্ব্য চোষ্য চাই না। সেখানকার মাটি খেয়ে আমি জীবন রাখবো।

নন্দ। সে তোমার ইচ্ছা! কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সিংহের মত আমি যে গ্রামে চলা-ফেরা করেছি, রাত্রি প্রভাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনার কথা শোনবার ভয়ে আমি যে শৃগালের মত লুকিয়ে লুকিয়ে সেই গ্রামের পথে চলব, তা জীবন থাকতে পারব না।

গজা। ওসব অলক্ষণে কথা কইছ কেন?—

নন্দ। তোর বিশ্বাসকে অবলম্বন ক'রে আমি বড় বউকে খুঁজতে চল্লুম।

গজা। যাও। কতক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করবো?

নন্দ। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত। সে সময় না ফিরি, তা হ'লে বুঝবি, আমি আর ফিরলুম না।

গজা। তবে যাও।

[নন্দলালের প্রস্থান।

তাই ত গোপাল! দম্ভের সঙ্গে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা একমাত্র রাজপুতনীরই অধিকার। বাঙ্গলায় দু'দিন বাস ক'রেই রাজপুতনীর সে অজর অধিকারের ব্যতিক্রম হবে? সে দুর্দ্দশার কথা শোনবার আগে মৃত্যু ভাল।

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ!

গজা। এ কি? বাইশ বৎসর পরে এ কি কণ্ঠস্বর! এ কি স্বপ্নে শুনলুম। না—না—আমি ত দিব্য জেগে আছি!

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ! একবার দাঁড়াও।

গজা। অ্যাঁ—অ্যাঁ। পাগল হলুম না কি, পাগল হলুম না কি! প্রভু? গুরু? রতিলাল? না —না পাগল হয়েছি। দিবারাত্রি তার কথা ভেবে ভেবে আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রতিলাল রায়ের বাটীর সান্নিধ্য।

সাবাজ ও ব্রজনাথ।

সাবাজ। কথা কইছ না কেন সখা?

ব্রজ। (মুখ ফিরাইলেন)—

সাবাজ। মুখ ফিরিও না। আমাকে দুটো তিরস্কার কর শুনি। তোমার মুখ ফেরানো সহ্য হচ্ছে না।

ব্রজ। স্বধর্ম্মত্যাগী! আপনার মুখ দর্শন করতে নেই।

সাবাজ। বেশ, আমি প্রণাম করছি। আমার প্রণামটা গ্রহণ করবার জন্যও অন্ততঃ একবার মুখ ফেরাও।

ব্রজ। আপনি কেন এলেন?

সাবাজ। দেখলুম, তুমি একান্তই আমাকে চিনতে পারলে না, তাই এলুম। গোপালের সঙ্গে প্রতারণা করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারলুম না। কপট পরিচয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইলুম। দেখলুম, তুমি কোন মতেই আমাকে চিনতে পারলে না। যদি ইচ্ছা হ'ল আমাকে তুমি চেনো। একবার মনে করলুম, তখনি তোমাকে ডাকি। অতি কষ্টে ইচ্ছা দমিত করলুম। কিন্তু যেই তুমি চোখের অন্তরাল হ'লে, অমনি বন্ধুত্বের এক প্রচণ্ড অভিমান বুকের ভিতর জলে উঠল। ভাবলুম, বাইশ বৎসর পরে তোমাকে দেখা মাত্র আমি চিনতে পারলুম, আর বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কয়েও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না? গলার স্বর শুনেও পারলে না?

ব্রজ। তুমি আর চেনবার যোগ্য নও ব'লে তোমাকে চিনতে পারি নি। আগেকার সেই শালবৃক্ষ থাকতে, তা হ'লে যতই বৃদ্ধ হও না কেন, চিনতে তোমাকে বিলম্ব হ'ত না। কিন্তু তুমি অঙ্গারে পরিণত হয়েছ। আমি যে—সেই আছি। আমার এই লোল অঙ্গ আমার সে যৌবন-প্রকৃতিকে আবৃত করতে পারে নি। যে ভালবাসায় আমি রতিলাল রায়ের কাছে আবদ্ধ হয়েছিলুম, সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ শক্তিতে তার বংশের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু বাবু, তুমি শত্রুতা সাধলে। তোমারই অত্যাচারে প্রথম সেই বন্ধন শিথিল হ'ল।

সাবাজ। না—না, বন্ধন শিথিল ক'র না। আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

ব্রজ। তা হ'লে এখনি যাও। স্ত্রীপুত্রের বিয়োগে আমি শূন্য-সংসার। তবু তোমার বিয়োগ স্মরণ ক'রে তোমারই পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করছি। তোমার পত্নী সূতিকাগারে এক সদ্য সতীর অঙ্কে এক পুত্র ফেলে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা ক'রে গেছে। তুমিও আবার সে তাল মানুষের কন্যার উপর অত্যাচার করতে এলে?

সাবাজ। তোমার মুখে তোমাদের বিপদের কথা শোনাও এখানে আসবার একটা কারণ।

ব্রজ। সবার চেয়ে বেশী বিপদ তুমি। তুমি অনেকদিন মরেছ। মহা-সমারোহে তোমার শ্রাদ্ধ হয়েছে, সপিণ্ডীকরণ হয়েছে! দু'দিন আগে অমাবস্যায় তোমার একোদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রেত পিণ্ডে মাত্র তোমার অধিকার। এখনও

তোমাতে কিছু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লে এখনি এ দেশ ত্যাগ কর। পাঠান আমাদের ধ্বংস করুক, কিন্তু তোমাকে মৃত জেনে বক্ষের রক্ত দিয়ে যে সংসারকে পুষ্ট করেছি, সে সুপ্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংসার তুমি এসে ধ্বংস ক'র না।

সাবাজ। না ব্রজনাথ, আর থাকব না। এই চল্লুম। তবে যেতে যেতে একটা কথা তোমাকে ব'লে যাব। তুমি পিছন ফিরেই শোন। তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম, আমার স্ত্রী নেই। সে মমতাময়ী আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করতে পারে নি। তবে মমতার স্থান করুণা অধিকার করেছে। তোমার কথায় বুঝলুম, আমার পুত্রবধূ সূতিকাঘর থেকে আমার সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন।

ব্রজ। করুণা কাকে বলছেন জানি না। মমতা—মমতা—এমন মমতা বুঝি কখন কোন জননীতে দেখি নি। সেই মমতার জন্য মায়ের নিত্য লাঞ্ছনা, স্বামীর কাছে লাঞ্ছনা, আমার কাছে লাঞ্ছনা, ঘরে পরে লাঞ্ছনা। পাছে পুত্রবাৎসল্যের তিল মাত্র অঙ্গহানি হয়, এই জন্য মা আমার পুত্র-কামনা করলেন না।

সাবাজ। ব্রজনাথ! ক্ষান্ত হও, যাবার মুখে বাধা দিও না। দিলে আবার আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করব।

ব্রজ। এর চেয়ে আর কি অত্যাচার করবেন? এতক্ষণ খাড়া ছিলুম, বাবু! আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

সাবাজ। মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে দেব। এবারকার অত্যাচারের ভারে মাটীতে সংলগ্ন মাথা আর তুমি উপরে তুলতে পারবে না। চোখ দিয়ে ইহজন্মে আর আকাশ দেখবার শক্তি থাকবে না। তুমি বিব্রত হবে, মা বিব্রত হবেন, বিব্রতের সংসার নিয়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হ'তে পারবে না।

ব্রজ। না—না, চ'লে যান, চ'লে যান, আর বিব্রত ক'রে কাজ নেই। আমি মরতে বসেছি, আমার বিব্রত হওয়ায় ক্ষতি নেই। আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন, আমি অনুমানে বুঝেছি। আর ব'লে কাজ নেই। পিতৃগুরু জ্ঞানে যে নিত্য আপনার পাদুকা পূজা করে, তাকে আর বিব্রত করবেন না। আপনার এক দুরন্ত পুত্রের জন্য মায়ের একদণ্ডও শান্তি নেই। আর তাকে অন্য পুত্রের ভার দিয়ে চরম অত্যাচার করবেন না।

সাবাজ। রঙ্গলালকে আমি দেখেছি ব্রজনাথ।

ব্রজ। তা হ'লে আবার এসে কেন? তুমিই ত আগে থাকতে সংসারটা চূর্ণ ক'রে দিয়েছ।

সাবাজ। হয় হোক। পুত্রবধূর মাতৃস্নেহ বসরাই গোলাপের মত আমার চোখের উপরে ফুটে উঠেছে; আমি দেখছি। ব্রজনাথ! তোমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে আমি পালিয়েছিলুম। তুমি সেই সংসার বজায় রেখেছ, তোমার দেবনিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত তরু কখনও কু-ফল প্রসব করবে না। আমি বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমি চল্লুম। আমার বংশের প্রদীপ নন্দলালকে দেখবার লোভও সংবরণ করেছিলুম, অমন সাবিত্রী তুল্য পুত্রবধূকেও দেখবার লোভ সংবরণ করেছিলুম, কিন্তু সখা, তোমার কাছে অচেনা থাকবার ক্রোধ সংবরণ করতে পারি নি। তাই এলুম—দেখলুম। ব্রাহ্মণ! আবার প্রণাম নাও, চল্লুম। রঙ্গলালকে তিরস্কার ক'র না। হোক্ সে দুরন্ত, তার অপরিচিত জনকের নামের উপর শ্রদ্ধা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার বীরত্ব দেখে গর্ব্বে বক্ষ ফুলে উঠেছে। অনুমতি কর সখা, এইবারে বিদায় গ্রহণ করি।

ব্রজ। কি বলতে চেয়েছিলেন?

সাবাজ। আর বলব না!

ব্রজ। বাবু!

সাবাজ। আর পিছু ডেকো না ব্রজনাথ, আমি সাবাজ খাঁ।

ব্রজ। আমাদের সে খাঁ বাবু? তাকে কোথায় রেখে এলেন?

সাবাজ। কেন ব্রজনাথ, আবার তাকে কেন? তবে হে কঠোর! তোমার চোখে না কি জল নেই!

ব্রজ। আপনার ওপরই রাগ। সে যে পরাণ-পুতলি। অপবিত্র স্থানে যদি ছোলা-গাছ হয়, তার ফলেও দেবতার নৈবেদ্য হয়। তার এক কথাতেই আমি বুঝেছি, সে সোনার চাঁদ।

সাবাজ। সে কোথায়, আমি জানি না।

ব্রজ। সেকি?

সাবাজ। আমি তাকে গোপাল-মন্দিরের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলুম। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। তাকে বোধ হয় রায়দীঘি কোলে ক'রেছে।

[প্রস্থান।

(গজাননের প্রবেশ)

গজা। বাবু! বাবু!

[প্রস্থান।

সাবাজ। (নেপথ্যে) গজানন! আর আমি তোর বাবু নই, আমি সাবাজ খাঁ।

(গজাননের পুনঃ প্রবেশ)

গজা। নায়েব মশাই—নায়েব মশাই!

ব্রজ। হুঁসিয়ার গজানন! এ কথা যদি মুখ থেকে বেরোয়, তা হ'লে তুই রাজপুত নোস্।

গজা। তবে আর কেন ঘোষাল মশায়, চল্লুম! বাঙ্গলার সরস বায়ু আমার সইল না।

[প্রস্থান।

ব্রজ। এ কি বিভীষিকার দৃশ্য! দেখে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু হতভাগ্য শেষকালে কি ব'লে গেল? সত্য সত্যই কি অমন সোনার পুতুলটাকে জলে ডুবিয়ে গেল না কি? আর হতভাগ্যের সংসারই দেখছি যখন ডুবতে বসলো, তখন তার একার ভাবনা ভেবে মরি কেন? পিপাসার্ত্ত মৃত্যু রায়বংশের রক্তপানের জন্য আকাশটাকে হাঁয়ের আকারে পরিণত করেছে। আমি তার কোন্ অংশ বন্ধ করবো? এ কথা কি গোপন থাকবে? মা জানবে, নন্দলাল জানবে, ছোটটা আগেই জেনেছে। গেল গেল, ডুবে গেল —রায় বংশটা বুঝি রায়দীঘির উদরস্থ হ'ল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-বাটীর সম্মুখ।

নসীরমামুদ ও জৈনুদ্দীন।

নসীর। তাই ত গোপাল, বড় যে আক্ষেপ রইলো, তোমার হাতে আমি বাঁশী দিতে পারলুম না।

জৈনু। আমি যে বাঁশী নেবো না।

নসীর। নেবে না?

জৈনু। না গুরু, শ্রেষ্ঠ অসিধারীর পুত্র আমি। অসি ফেললে বাবার মান থাকবে কেন?

নসীর। বেশ বাপ, বেশ। অসি বাঁশী মিলিয়ে নে, দেখে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হোক। বাঁশীর সুরে অসির ঝঙ্কার, অসির ঝঙ্কারে বাঁশীর সুর—শুনে আমার কর্ণ শীতল হোক। ঐ দেখ, বংশীধারী গোপাল আমার অসিধারী গোপালকে আলিঙ্গন করবার জন্য তাঁর ঘরের দ্বার উন্মোচন ক'রে রেখেছেন। যাও গোপাল, প্রবেশ কর।

নসীরমামুদের গীত॥

তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
দেলকী মকা সবকী মকীতু,
কোন্‌সা দিল হ্যায় বিসমে নাহি তু।
খোদা এক দিল্‌মে তুনে সমায়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
কেয়া মুসাএক কেয়া ইন্‌সান,
কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
যৈসা চাহা তুনে বানায়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
কাবামে কেয়া, আউর দয়েরমে কেয়া,
আগে তেরে শির সজেনে ঝোকায়া
তেরে পরাস্তাস্ হ্যায়গা সব জা
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
আস্ সেলে ফস জমীতক,
আউর জমীনসে আস্ বরীতক,
যাঁহা যাই দেখা তুঁহি নজরমে আয়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।
সোচা সম্‌ঝা দেখাভলা,
তু যৈসা নাকোই ঢুঁড় নিকালা,
আব ইয়ে সমঝ্‌মে জফরকি আয়া,
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

[নসীর মামুদের প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলা। আরে মল, এ ফিসির ফিসির বেটা কোথাও যে খুঁজে বার করতে পারলুম না

এখানেও ফিসির ফিসির? এ কি, ভূতে আওয়াজ করছে না কি বাবা! না—না—ও কি! গুড়ি গুড়ি মেরে ফটকের ভিতর ঢুকছে! কে তুই?

জৈনু। কঠোর কথা কয়ো না! কে আমি তা বলব না।

ভোলাই। তোকে বলতে হবে না, তোর বলবার আগেই তা বুঝেছি। তুই পাঠানের চর। ভিতরে কি আছে জানবার জন্য তোকে এক মজার সাজে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। কার সঙ্গে কথা কইছিলি?

জৈনু। তাও ত তোমাকে বলব না।

ভোলাই। উঃ! ছোঁড়া ত ভারি চালাক! কে তোর সঙ্গে ছিল বল্। নইলে কান পাকিয়ে ছিঁড়ে দেব। আমি কি দেখি নি মনে করেছিস?

জৈনু। তুমি ত দেখতে জান না, তুমি কেমন ক'রে তাঁকে দেখবে?

ভোলাই। উঃ! এমন চালাক ত আমি কখন দেখি নি।

জৈনু। তোর দুর্ভাগ্য তাই দেখিস্ নি।

ভোলাই। কি বল্লি?

জৈনু। সুমুখ থেকে স'রে যা বে-আদব! এত-ক্ষণের কথাতেও যখন তোর জ্ঞান হ'ল না, তখন তুই মাতাল! আর আমি তোর কথার উত্তর দেব না—(অভ্যন্তরে গমনোদ্যত)।

ভোলাই। এ দিকে কোথায় চলেছ খোকা মিঞা? এ তোদের পাঠানের মস্‌জিদ নয়, হিন্দুর মন্দির। এখানে তোর ঢোকবার অধিকার নেই! (ভোলাইর জৈনুদ্দীনের সম্মুখে গমন ও জৈনুদ্দীনের অসিতে হস্তক্ষেপ)—তাই ত! কি এ? এ যে আমাকে অবাক ক'রে ফেল্‌লে দেখছি! বালকের এত সাহস! তা হ'ক, অন্ততঃ ছোট-বাবুকে না জানিয়ে একে ত আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না! আচ্ছা, আমার কথা যদি তোমার কড়া বোধ হয়ে থাকে, আমাকে মাফ্ কর। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। ঠাকুর-বাড়ীর মালিক ভিতরে গেছেন। তিনি এখনি ফিরে আসবেন। তিনি যদি তোমায় যেতে বলেন, আমার আপত্তি নেই।

জৈনু। মিছে কথা। তুই ঠাকুরবাড়ীর মালিককে দেখিস্ নি।

(গমনোদ্‌যোগ)

ভোলাই। তবে রে বে-আদব! এই সড়্‌কি দিয়ে তোকে আমি দেওয়ালে গেঁথে ফেলব।

(সড়কি উত্তোলন। জৈনুদ্দীন অসির দ্বারা সড়কিতে আঘাত করিল, সড়কি দূরে বিক্ষিপ্ত হইল এবং ভোলাই ভূমিতে পড়িল)

জৈনু। (ভোলাইয়ের পৃষ্ঠস্পর্শ) কি ভাই? এইবারে যাব?

ভোলাই। যাও হজরত! তবে একটি কথা ব'লে যাও। ঘাড় ধরতে গিয়েছিলুম। ধরতে গিয়ে ঘাড় গুঁজড়ে মাটীতে পড়েছি। প'ড়ে প'ড়ে এই পা ধরলুম। যদি না বল, ম'রে ম'রেও তোমার পা ধ'রে থাকব।

জৈনু। কি বল?

ভোলাই। হজরৎ! আমি নিরেট মূর্খ। আদব জানি না, কথা জানি না। এক মাত্র বলের অহঙ্কার নিয়ে খাড়া ছিলুম, তাও আমার আজ চূর্ণ হয়ে গেল। মূর্খকে ছলনা ক'র না। সত্য বল, তুমি কে?

জৈনু। তাই ত ভাই, এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন করলে!

ভোলাই। তবে কেমন ক'রে ভিতরে যেতে পার যাও।

জৈনু। তুমি কি কিছু অনুমান করেছ?

ভোলাই। আমি যা করবার করেছি; তুমি বল।

জৈনু। কাউকেও বল্‌বে না?

ভোলাই। মূর্খ—কথার ঠিক কোন কালেই রাখি নি। বলব না, এ কথা হলফ্ ক'রে বলতে পারি না।

জৈনু। পা ছাড়।

ভোলাই। বলবে না?

জৈনু। বলব! বলব! যখন বলেছি, তখন তুমি নিশ্চন্ত হও। তবে তুমি আগে বল, তুমি আমাকে কি মনে করেছ?

ভোলাই। এই ভারি গোল বাধালে।

জৈনু। বল—বল।

ভোলাই। আমি মাতাল, আমার কি চোখের মুৎ আছে?

জৈনু। বল ভাই, বল। আর আমি দেরি করতে পারব না। মন্দির আমাকে টান্‌ছে।

ভোলাই। তুমি গোপাল।

বৈজু। কি ক'রে বুঝলে ভাই?

ভোলাই। তুমি হাঁ কি না, আগে বল।

বৈজু। আমার এখন ওই নাম।

ভোলাই। কি বল্লে, আবার বল, আবার বল। আমি মাতাল ব'লে যেন আমাকে তামাসা ক'র না।

বৈজু। তামাসা নয় ভাই, বাবা আমাকে ওই নামে ডেকেছেন। গুরু আমাকে ঐ নাম দিয়েছেন। আমি—(নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) গোপাল! গোপাল! গোপাল!

[প্রস্থান।

ভোলাই। যাক্ বাবা, জন্ম সার্থক হয়ে গেল। পাকের ছেলে হ'য়ে সাধু ছোট বাবুর সঙ্গের গুণে আজ আমার গোপালের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেল। আমি ধন্য—আমি ধন্য! নেশা আবার ঘেরে এলো। তবে থাক্ ফটক, তুই আপনাকে আপনি আগ্‌লাতে থাক। আমি ফাঁকে ফাঁকে চোখবুজে গোপাল গোপাল ক'রে আর একটু নেশা ক'রে নি। গোপাল—গোপাল,—গোপাল! এক এক নামে এক একটি পিপের মদ যেন চাপ্ বেঁধে ঢুকে আছে। আর দাঁড়াতে পারি না। যার বাড়ীর ফটক, সে নিজে আগ্‌লাক্—আমি শুয়ে চোখ বুজে কেবল দেখতে থাকি—গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

চতুর্থ অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

সাবাজ ও সহবৎ।

সহবৎ। তাই ত হজুরালি, অমন অপূর্ব্ব পুত্র প্রথম-দৃষ্ট পিতার স্নেহ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াল, আপনি তাকে নিরাশ ক'রে পালিয়ে এলেন?

সাবাজ। অপূর্ব্ব? তুমিও বলছ অপূর্ব্ব? আমি বলছি তোমার অপূর্ব্ব! তোমার কথায় সে যুবকের পরিচয় হবে? না। একবার দেখা, মুহূর্ত্তের জন্য দেখা—তবু আমিই তোমাকে বলছি—সে অপূর্ব্ব! কিন্তু সহবৎ! পিতা ও পুত্রের মিলন-রহস্যটা কি অদ্ভুত অপূর্ব্ব সেটা তুমি দেখলে না?

সহবৎ। বিলক্ষণ দেখলেম হজুরালি!

সাবাজ। সর্ব্বত্র শুনেছ, সর্ব্বত্র দেখেছ, স্নেহ চিরদিনই আকর্ষণ করে, কিন্তু আজ প্রথম দেখলে সেই স্নেহ তড়িৎ-প্রবাহের মত চক্ষের নিমেষে আমাকে কতদূরে নিক্ষেপ ক'রে দিলে। এতদূর যে, আর আমি তার সমীপস্থ হ'তে পারব না।

সহবৎ। আপনার অবস্থা দেখে আমার কান্না আসছে।

সাবাজ। আর আমার অবস্থা স্মরণ করতে না করতে আমার প্রবল হাসি আসছে। সহবৎ! তোমাকে সন্তানের মত দেখি। স্বহস্তে আমি তোমাকে মানুষ করেছি। আমি যাতে হাসি, তুমি তাতে কাঁদবে কেন? পুত্রকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বৎসরের আমার রহস্যময় জীবনের ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে। গোপালের মন্দির-চূড়া ভাঙ্গবার প্রতীকারের জন্য আমি সরদিয়া ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, যদি না প্রতীকার ক'রতে পারি ত আর দেশে ফিরে আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখাব না! গৌড়ে গেলুম। ওমরাহের কাছে আবেদন করলুম, বাদশার কাছে আবেদন করলুম, কেউ আমার আবেদনে কর্ণপাত করলে না। শুধু কর্ণপাত করলে না না সহবৎ, যার কাছে গেলুম, তার কাছে তিরস্কার মাত্র আমার লাভ হ'ল। বারংবারের লাঞ্ছনার শেষে গোপালের উপরেই আমার দারুণ ক্রোধ জন্মে গেল। ভাবলুম, যে নিজেরই আশ্রয়-মন্দির রক্ষা করতে অপারাগ, তার আশ্রয় গ্রহণ করবার ফল কি? সেই সময়েই এক ফকীরের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে নূতন সংসার। সুন্দরী পাঠান-কন্যার রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তাকে বিবাহ করলুম। তারপর অসংখ্য ঘটনা! কি আর বলব? মান, যশ, প্রতিষ্ঠা ভারে ভারে এই ভাগ্যবান্ সাবাজকে আশ্রয় করলে। কি বল সহবৎ—ভাগ্যবান্! নিজেকে ভাগ্যবান্ বলব না?

সহবৎ। আর আপনাকে বলতে হবে না! আপনি শিবিরে চলুন।

সাবাজ। সহবৎ, আমার কথা শুনে তুমি আমাকে গাগল মনে ক'র না। আমি সত্য সত্যই ভাগ্যবান্। শুধু ভাগ্যবান্ কেন, আমার ভাগ্যের তুলনা নেই। আমি পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ ক'রে গেছি। অপূর্ব্ব গুণময়ী পুত্রবধূ ত্যাগ ক'রে গেছি। পিতৃপরায়ণ, তখনকার একমাত্র পুত্র, রতিলালের এক মাত্র বংশধর পরিত্যাগ ক'রে গেছি। শেষে ইহজন্মের মত গোপালকে ত্যাগ ক'রে গেছি। তবু—তবু আমি ভাগ্যবান্। আমি গোপালকে পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু এখন দেখছি গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। আজ বাইশ বৎসর পরে তার মন্দির চূর্ণ দেখবার জন্য আমাকে সে নিমন্ত্রণ ক'রে সর্‌দিয়ায় নিয়ে এসেছে।

সহবৎ। ও সব কথা ছেড়ে দিন হুজুরালি।

সাবাজ। এক দিন আগে এলুম না কেন—এক দিন পরে এলুম্ না কেন? ঠিক্ সেই দিন? যে দিনে মন্দির চূর্ণ করবার কথা উঠেছে, সেই দিন এলুম? যেমন এলুম, যেমন সরদিয়া-প্রান্তে পা দিলুম, অমনি শুন্‌লুম? সহবৎ। তুমি মুসলমান, আমার চ'ক্ষে খাঁটি মুসলমান। তোমাকে বলছি—শুনে তুমি তৃপ্তি পাবে ব'লে বলছি—শোন, এ মন্দির চূর্ণ দেখতে এখন আমার কোনও দুঃখ নেই।

সহবৎ। মন্দির চূর্ণ হবে আপনাকে বল্লে কে?

সাবাজ। আহা শোন—কথায় বাধা দিও না। আমি সত্য সত্যই বলছি, কোনও দুঃখ নাই। ভাঙুক—ভাঙুক! শুধু মেদিনীপুরের পাঠান কেন, সমস্ত পাঠান—যারা আজ আশ্চর্য্য ভাবে এখানে সমবেত হয়েছে, তারা সকলে একত্র হ'য়ে এ মন্দির চূর্ণ করুক, আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তা দেখব। তবে একটা আশ্চর্য্য কথা শোন, রঘুপতির উত্তর-কোশল আর যদুপতির মথুরাপুরী কতকাল মাটীর গর্ভে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের অধিপতির রামকৃষ্ণ নাম কই, কাল ত কোনও ক্রমে বিলয় করতে পারলে না! সে চিন্ময় নামের চিন্ময় ধাম অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে আজও পর্য্যন্ত জগতে কিরণ বিতরণ করছে সহবৎ! তোমরা মৃন্ময় মন্দির ভাঙতে পার, গোপালের মৃন্ময় আধার ভাঙতে পার, কিন্তু চিন্ময়—গোপালকে ত ভাঙতে পারবে না।

সহবৎ। এ সব কথা কেন তুলছেন? পাঠানে আপনার এ মন্দির আর ভাঙছে না।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন।

সাবাজ। তুমি বল্‌লেই আমি বিশ্বাস করব? আর গোপাল যে আমার এক চিরহিতৈষী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে এত বড় নিমন্ত্রণ কথাটা শুনিয়ে দিলে, সেটাকে অবিশ্বাস করব?

সহবৎ। না ক'রে কি করবেন? যে জন্য আপনার পুত্রের উপর পাঠানের ক্রোধ হবে, সে গোলমাল মিটে যাচ্ছে!

সাবাজ। কি রকম, কি রকম?

সহবৎ। আপনার পুত্র উজীর-কুমারীকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। কোথায় তাঁর পিতা?

সহবৎ। খোদার বিচিত্র মর্জি! আজ তাঁরই ইচ্ছায় উজীর সাহেব আপনার ঘরে অতিথি।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এই যে বল্‌লুম হুজুরালি! আপনি দেখতে ইচ্ছা করেন? চলুন দেখিয়ে আনি।

সাবাজ। যে ব্যক্তি আমার চির শত্রু, সেই আমার পুত্রের ঘরে অতিথি!

সহবৎ। আর পুত্রের ঘর বলছেন কেন? আপনি যখন ফিরে এসেছেন, তখন সে আপনারই ঘর।

সাবাজ। আমার ঘর? সোনার চাঁদ ছেলে—প্রথম দেখা—বুকের কাছে এলো, আলিঙ্গন করতে পারলুম না! জ্যেষ্ঠ পুত্র—রামের মতন গুণবান্, পুত্রবধূ—সতী সীতার মত গুণবতী—তাদের আড়াল থেকেও দেখ্‌তে সাহস করলুম না! ছোট ছেলে—মাতৃবিয়োগের পর থেকে যে এক দণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না, সে আমার মুখে গোপালের নাম শুনে পাগলের মত গোপাল ধর্‌তে ছুটে গেল! আমি ধর্‌তে গিয়ে পেছিয়ে এলুম! আমার ঘর?

সহবৎ। হুজুরালি! রাত্রি প্রভাতে সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। আমি রঙ্গলাল বাবুকে সমস্ত কথা বলেছি। আগে উজীর-কন্যার কপাট মিটে যাক্। এখনি তিনি ফিরে এসে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধান কর্‌বেন।

সাবাজ। তাই ত! কোথা থেকে উজীরও সরদিয়ায় এসে জুটলো? তাই কি না এই রাত্রেই? এক দিন আগে নয়, এক দিন পরে নয়? প্রভাতেও

নয়? সহবৎ! তুমি বুঝতে পারবে না, এ আমাদের নারদের নিমন্ত্রণ—মন্দির আর থাকে না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সহবৎ। হুজুরালি! একটু আড়ালে চলুন! আপনাকে এখানে কোন পাঠান দেখে, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

সাবাজ। উজীর-কুমারীকে যে দিন ছেলে রক্ষা করলে, সেই দিনেই উজীর এসে অতিথি হ'ল!

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

(অনুচরগণ সহ যুদ্দা খাঁ ও পাঠান সরদারের প্রবেশ)

যুদ্দা। যদি পারবেন না, সে কথা বললেই ত হোত, আমি নিজে রায়-গুষ্টিকে বুঝে নিতুম।

সর। পারব না, এ কথা আপনাকে বললে কে? তবে সেনাপতির দোস্‌রা হুকুম না এলে পারব না।

যুদ্দা। রাত ত শেষ হ'তে চললো, আর হুকুম কবে আসবে? আপনাদের সেনাপতি মাঝে প'ড়ে ব্যাঘাত না দিলে আমি নিজেই এতক্ষণে সব কাজ শেষ ক'রে ফেলতুম। দু'হাজার খিলিজি পাঠান অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আমি তাদের হুকুম দিতে পারলুম না।

সর। বেশ ত, কাল দেবেন। একটা তুচ্ছ মৌজাদার মারতে এত ব্যস্ত কেন খাঁ সাহেব?

যুদ্দা। কাল তাদের হুকুম দিয়ে ফল কি? কাল রায়েরা কি আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে?

সর। না থাকে উপায় নেই। একটা মাছি মারতে আমরা যে এই রাত্রিতে লুকিয়ে কামান পাতবো, তা পারবো না। কাল আমাদের এক একটা সেপাই তলোয়ারের চোটে দশ দশটা মোগলের মাথা নিয়েছে। সেই আমরা এক জন নগণ্য মৌজাদারকে শাস্তি দিতে রাত্রিকালে চোরের মত মাথা গুঁজে যে এতদূরে এসেছি, এতেই আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

যুদ্দা। নগণ্য আপনারা বলছেন। তারা ত আপনাদের নগণ্য বলে না। তা যদি তারা বোধ করত, তা হ'লে উজীর-কন্যাকে তারা চুরি করতে সাহস করত না।

(অনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সর্‌দার এখানে আছেন?

সর। কি খবর?

সৈনিক। জলদি আসুন। আমরা মন্‌সব্‌দারকে খুঁজে পাচ্ছি না।

সর্‌। সে কি?

যুদ্দা। আর খুঁজে পেয়েছ! তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়েছে।

সর্‌। খবরদার খাঁ সাহেব।

সৈনিক। না—না ওঁকে কিছু বলবেন না। তাই আমাদের সন্দেহ। মন্‌সবদার জীবিত নেই। উজীর-কন্যার শোকে মন্‌সবদার হয় ত এ বুনো দেশের কোথাও অসাবধান হয়েছিলেন। শয়তানেরা ওঁকে সেই সুযোগে মেরে ফেলেছে।

সর্‌। আর তোমরা?

সৈনিক। মন্‌সবদারের পর আপনি। আপনার হুকুম না পেলে ত আমরা কিছু করতে পারি না।

সর্‌। দুশো কামান একেবারে বারুদ পূর্ণ ক'রে প্রস্তুত রাখ। যান খাঁ সাহেব, আপনি ঘরে যান। সরদিয়াকে ভূমিসাৎ করতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

[সরদার ও সৈনিকের প্রস্থান।

যুদ্দা। ইয়া আল্লা! আবার আশা! শোন ভাই সব, এই ফাঁকে যদি তোরা উজীর-কুমারীর সন্ধান করতে পারিস, তা হ'লে লোক পিছু হাজার টাকা বক্‌সিস্‌। সন্ধান কর্‌—চুপে চুপে—যেন কেরাণী পাঠান না জানতে পারে। একবার তাকে কোনও ক্রমে ঘরের ভিতর ঢোকাতে পারলে, আর দুনিয়া তার সন্ধান পাবে না। ভাই সব! আমি তোমাদের পিছনের বল ঠিক করতে চললুম।

[সকলের প্রস্থান।

সাবাজ। শুন্‌লে সহবৎ?

সহবৎ। ও কম্‌বখত যুদ্দা খাঁ কি করবে? আপনার পুত্রের সহায় যে সব বীর দেখে এলুম, তারা ওরূপ দশ হাজার পাঠানের যোগ্য। কিন্তু ওরা কি এতই হীন-বুদ্ধি হবে যে, প্রচণ্ড মোগল সৈন্য ক্রোশ পিছনে জেনেও, এইখানে ব'সে বারুদ-গোলা গুলোর অপব্যয় করবে?

সাবাজ। (হাস্ত) দশ ক্রোশ পিছনে তোমাকে কে বললে? পিঠে এসে চেপেছে। হতভাগ্যরা এতই মোহগ্রস্ত যে, তা বুঝতে পারছে না।

সহবৎ। এ সব কি বলছেন?

সাবাজ। এই ঝাড়খণ্ডের পার্শ্বে এসে পড়েছে। মাঝে শুধু একটি জঙ্গলের ব্যবধান। কাঁসাইয়ের কবাট মিটিয়েছে! শুধু এই কলাইকুণ্ডার জঙ্গল। যদি ঘুণাক্ষরে তারা বুঝতে পারে আমরা এত নিকটে ছাউনি ক'রে আছি, তা হ'লে এইখানেই পাঠান রাজত্বের হেস্ত-নেস্ত হয়ে যায়।

সহবৎ। তা হ'লে কি হবে হুজুরালি?

সাবাজ। যে সব কথা তোমার ভাই-বেরাদারদের মুখে শুনলুম, তাতে কি হবে আর জানতে ইচ্ছে হয় না। সহবৎ! সহবৎ! বিশ্বাসঘাতক হব?

সহবৎ। দোহাই দোহাই—ও কথা বলবেন না। অন্ততঃ এ গোলাম জীবিত থাকতে বলবেন না।

সাবাজ। তা হ'লে যাও, উজীর যদি সত্যই আমার বাড়ীতে অতিথি, আমি তাঁকে এক চিঠি দিই, এখনি গিয়ে তাঁকে দিয়ে এস। সেই সঙ্গে এক হলোয়ার, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে এক গাছে পেয়েছি, সেটাকে দেখে উজীরের ব'লে বোধ হয়েছে। চ'লে এস, বিলম্ব ক'র না?

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখস্থ সোপান।

কলিবেগম।

(গীত)

এ মোর নূতন বীণা বেঁধেছি নূতন তারে।
জেগেছে নূতন প্রাণ, ভেসেছে নূতন গান,
কি এক নূতন সুরে॥
নূতন বাসনা জাগে,
কি নবীন অনুরাগে!
খুলেছি হৃদয়-দ্বার, আনিতে ঘরে
কি জানি কেমন মোর প্রাণ-বঁধুয়ারে॥

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

রঙ্গ। এ কি, বেগম-সাহেব, আপনি যে একা!

কলি। বা! বা! কে-ও বাবু-সাহেব? আপনিও যে একা!

রঙ্গ। আমার কথা পরে বলছি। আপনি আগে বলুন, যাঁর হাতে আপনাকে সঁপে দিয়ে গেছি, তিনি ত আপনাকে ফেলে যাবার পাত্রী ন'ন।

কলি। তিনি আমাকে ফেলে যান নি। আর যদি আমি চিরদিনই তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চাই, আমার বিশ্বাস, চিরদিনই আমাকে কাছে রাখবেন। এমন দয়াময়ী আমি জীবনে কখনও দেখি নি। ফেলে গেছেন আপনি।

রঙ্গ। আমি ত আপনার পিতার অনুসন্ধানে যাবার জন্ত আপনার কাছে বিদায় নিয়ে গেছি বিবিসাহেব!

কলি। আপনি আমার পিতার সন্ধান পেয়েছেন।

রঙ্গ। কেমন ক'রে বুঝলেন? আমি এ কথা ত এখনও কাউকে বলি নি।

কলি। বিস্মিত হবেন না। আপনি বিস্মিত হচ্ছেন দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনি সত্যবাদী। যখনই আপনাকে ফিরতে দেখেছি, তখনই বুঝেছি, পিতার সন্ধান না নিয়ে আপনি ফেরেন নি।

রঙ্গ। তাঁকে পেয়েছি।

কলি। পেয়েছেন, ভালই হয়েছে। আপনার আমাকে রক্ষার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে ঘুচে গেছে। যা আসুন, তাঁকে আপনি স্থাননির্দ্দেশ ক'রে দেবেন। যা নিয়ে যান, তাঁর সঙ্গে যাব। নইলে আমি নিজেই যাব বাবু-সাহেব!

রঙ্গ। আমার নিয়ে যাওয়ায় কি আপত্তি আছে?

কলি। আমার আপত্তি নেই। পূর্ব্বেই ত বলেছি, আমার পিতার আপত্তি আছে। তাঁর সঙ্গে যদি ওমরাও থাকেন, তাঁদের আপত্তি আছে। বিশেষতঃ এক জন আমীর যদি তাঁর সঙ্গে থাকেন, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়ায়, তাঁরই বিশেষ আপত্তি হবে।

রঙ্গ। তিনি কি আপনার—

কলি। কেউ নন।

রঙ্গ। বিবি-সাহেব। বিদায়-মুখে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অনুমতি করুন।

কলি। বলুন।

রঙ্গ। আগে বুঝেছিলেম আপনি কুমারী।

কলি। না বাবু-সাহেব, আমার স্বামী আছেন।

রঙ্গ। আছেন ?

কলি। খুব আছেন। (উদ্দেশে বারংবার সেলাম করণ) তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

রঙ্গ। তিনি কোথায় ?

কলি। এ কথা কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন ?

রঙ্গ। উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আপনার যাওয়ায় তাঁরই বিশেষ আপত্তি হ'তে পারে।

কলি। যে আমীরকে আমি উদ্দেশ করলুম, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল।

রঙ্গ। স্বামী থাকতে ?

কলি। মূর্খ রাজপুত! পাঠান কে এতই মর্য্যাদাহীন ?

রঙ্গ। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বিবি-সাহেব বড় হেঁয়ালি। শেষ কথাটার এক বর্ণও বুঝতে পারলেম না।

কলি। বুঝে কাজ নেই, চ'লে যান। মা আসছেন। আপনাকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, তিনি দুঃখিত হবেন।

রঙ্গ। তাই ত! আমি আপনার এত কাছে! মাফ করুন, অন্যমনস্কে মর্য্যাদার ব্যবধান রাখতে পারি নি।

(রঙ্গলাল পিছাইতে লাগিলেন—কলিবেগম তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন)

এ কি বিবি-সাহেব! আপনি আবার কাছে আসছেন কেন ?

কলি। আমি আপনার কাছে থাকলে মা দুঃখিত হবেন না। আমি তাঁর কাছে মন্ত্র পেয়েছি।

রঙ্গ। ওঃ! তা হ'লে আমার এখানে থাকতে আপনারই বিশেষ আপত্তি!

কলি। তবে থাকুন।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কলি!

কলি। কি মা ?

ভুবনে। পাঠান আবার মেদিনীপুরের দিকে চ'লে গেল। আমার স্বামীকে দেখবার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে এই উপযুক্ত সময়। কে-ও—রঙ্গলাল ? তুমি বর্দ্ধমান গিয়েছিলে ?

রঙ্গ। গেলে কি এখনি ফিরে আসতে পারতেম ? বর্দ্ধমান এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ।

ভুবনে। পঞ্চাশ ক্রোশ! তুমি আমাকে ত দূরের কথা কও নি ? এত দূরের কথা বললে আমি কখনই তোমাকে যেতে অনুমতি দিতেম না। বেশ, তবে এখনি ফিরে এলে কেন ? পথ থেকে বেরিয়ে দূরের স্মরণেই কি তোমার সঙ্কল্পচ্যুতি হ'ল ?

রঙ্গ। না, পথেই বিবি-সাহেবের পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ভুবনে। নিশ্চিন্ত। তবে আর কি ? মাকে তুমি তাঁর কাছে উপস্থিত কর।

রঙ্গ। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয় নি। আমি লুকিয়ে তাঁর পরিচয় জেনেছি।

ভুবনে। এ রকম করবার প্রয়োজন ?

রঙ্গ। যে অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সে অবস্থায় তাঁর পরিচয় নেওয়া আমি ভাল বোধ করি নি। তিনি বিপন্ন। পরিচয় গোপন ক'রে পথ চলছেন।

ভুবনে। তিনি আছেন ?

রঙ্গ। আছেন। দেওয়ানজী তাঁকে আমাদের কাছারী-বাড়ীতেই আবদ্ধ করেছেন।

ভুবনে। কলি! এঁর সঙ্গে যাওয়া তুমি ভাল বিবেচনা কর, না আমার সঙ্গে যাওয়া ভাল মনে কর ?

কলি। কাছারীবাড়ী এখান থেকে কত দূর ?

ভুবনে। ক্রোশ দুই হবে।

কলি। আমি নিজেই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া ভাল মনে করি।

ভুবনে। সেটা যে হ'তে দিতে পারব না মা!

কলি। সঙ্গে দাসী দাও।

ভুবনে। রঙ্গলাল! তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

রঙ্গ। (অবনতমস্তকে) না।

ভুবনে। সঙ্কোচের সহিত বলছ কেন ? তাঁর দেখা পাও নি, না দেখা করতে সাহস কর নি ?

সঙ্কোচ কেন মূর্খ! বল, আমি তাঁর সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়েছি।

রঙ্গ। নেশার মুখে তাঁকে অন্বেষণ করেছিলেম। খুঁজতে খুঁজতে যখন নেশা ছেড়ে গেল, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে আমার ভয় হ'ল।

ভুবনে। তাঁর খবর পেয়েছ?

রঙ্গ। তা পেয়েছি। এখন বোধ হয়, তিনি বাড়ীতে।

ভুবনে। একা?

রঙ্গ। বোধ হয়।

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে কি তোমার দেখা করতে ইচ্ছা আছে?

রঙ্গ। ইচ্ছা ছিল—সাহস ছিল না, এইবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভুবনে। তা হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না, এখনি যাও। যদি এখনও যেতে ইতস্ততঃ কর, তা হ'লে তোমাকে 'মা' বলতে যে নিষেধ করেছিলুম, তাতে আমার আর আক্ষেপ থাক্‌বে না।

রঙ্গ। স্বামী আছে! স্বামী আছে! আর কেন, এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

কলি। সন্তানের উপর আজ এত কঠোর কেন হ'লে মা!

ভুবনে। জিজ্ঞাসা ক'র না মা! আমার উত্তর তোমার শুন্‌তে বড়ই কঠোর হবে।

কলি। কোমলতাময়ি! একবার কঠোর হও, দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর চক্ষে অঞ্চল দান)

শিশোদীয়া কন্যা! আমি তোমার পরলোকগত সতী-সঙ্গিনীদের তেজোদৃপ্ত মুখশ্রী তোমার মুখে প্রতিফলিত দেখতে এসেছি। তোমার চক্ষের জল দেখতে আসি নি।

ভুবনে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের পরিচয় দিয়েছ কি?

কলি। পরিচয় দেবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল—দিই নি। অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করেছিলেম।

ভুবনে। তুমি ধন্য! আর তোমার সঙ্গ যদি এই সামান্য ক্ষণের জন্যও পেয়ে থাকি, তা হ'লে আমিও ধন্য।

কলি। বললে প্রতীকার নেই। নিরর্থক তাঁকে কষ্ট দেওয়া ব'লে বলি নি। আমার ভাগ্যে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। মনঃপ্রাণ যখন আপনার সন্তানকে সমর্পণ করেছি, তখন ঠিক জেনো মা, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি, আমি তাঁর। সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও অন্য পুরুষ আমার ইঙ্গিত আকর্ষণ করতে পারবে না।

ভুবনে। তুমি সতীকন্যা সতী। তোমাকে আর কোনও কথা আমার বলবার নেই। অতি কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখচুম্বন করতুম।

কলি। মা মা! তোমার গোপালের প্রসাদ খেয়েও কি এ মুখে পবিত্রতা এলো না?

ভুবনে। ওঃ! তুমি বড় বলেছ—(হস্ত দ্বারা কলির চিবুক স্পর্শ ও চুম্বন) গোপাল! গোপাল! গোপাল! এ বালিকা যে তোমারই চরণামৃত—আকাশ থেকে তোমার চরণে ঝ'রে পড়া নির্ম্মাল্য, কিন্তু বিধিলিপি—এমন রত্ন হাতে পেয়েও বুকে ধরতে পারলুম না—নিক্ষেপ করতে হ'ল!

কলি। মা! হৃদয় কাতর হয়ে আসছে। বিলম্ব করলে কাঁদব। আমাকে যত শীঘ্র পার বিদায় দাও।

ভুবনে। বিদায়—এ কথা কেমন ক'রে মুখে আন্‌বো মা? মা! গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে তুমি সঙ্কল্প নিয়ে সতীধর্ম্ম গ্রহণ করেছ। যেখানে যে অবস্থায় থাক, আমারও যদি সতীত্বের অভিমান থাকে, আমি মুক্তকণ্ঠে গোপালকে শুনিয়ে বল্‌ছি, তুমি রাঠোরকুলবধূ—আমার মা। তুমি কাঁদবে? আমি কাঁদছি! শুধু আমি কাঁদছি? আমার গোপাল কাঁদছে। শোন প্রিয়তমে! গোপালের ঘরের দ্বার রোধ করতে গিয়ে শুনি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে গোপাল মন্দির-হৃদয় কাঁপিয়ে তুলেছে।

কলি। বল কি মা, গোপালের আমার প্রতি এত করুণা?

ভুবনে। করুণা কি কলি—প্রেম! তুমি যে সতী! গোপাল সৎপুরুষ। তুমি আজ তার ঘরে অতিথি। তুমি চ'লে যাবে, বিরহভয়ে গোপাল ব্যাকুল হয়েছে। মিথ্যা বলি নি মা! প্রথমে শোনবার ভুল মনে করলুম! তখন আবার শুনলুম—আবার শুনলুম। মা! সে কি মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস! গোপাল ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। তবু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বুক বেঁধেছি।

কলি। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। এক জন দাসী দাও। রাত্রি থাকতে থাকতে সে আমাকে পিতার কাছে রেখে আসুক।

ভুবনে। এই যে, দাসী তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কলি। ও কি বলছেন মা!

ভুবনে। কিছু অন্যায় বলি নি! সন্তানের দাস্ত রস মায়ের মত কে কোথায় আস্বাদন করেছে? সূতিকা ঘর থেকে যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেম, তুমি তাকে মনে মনে পতিত্বে অঙ্গীকার করেছ! বিধাতার ইচ্ছায় তোমাদের উভয়ের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তা ব'লে তোমাকে আমি বক্ষের কাছে পেয়ে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আর মুখের দিকে চেয়ো না, দ্বিরুক্তি ক'র না, আমার অনুসরণ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গোপাল-বাটীর সম্মুখ।

ভোলাই।

ভোলাই। গোপাল—গোপাল! বা! গোপাল। বা! মেরে ফেলে চ'লে যাচ্ছিলে ভাই, সে যে আমার ছিল ভাল। এ যে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই বোলে আদর ক'রে আমার দফা রফা ক'রে গেলে! খোদার নাম নিয়ে গোপালকে আগলাতে এলুম, গোপাল পেয়ে গেলুম। কোথা থেকে কি ক'রে সড়্কির মুখে গোপাল-কমল ফুটে উঠলো। বিঁধতে গেলুম, কমল লাফিয়ে বুকে এলো। হা আল্লা! তার মৃণাল এমন ক'রে বুকে বিঁধে গেছে যে, কালু সরদারের সড়কিও হাজার খোঁচা দিয়ে তাকে বুক থেকে তুলতে পারবে না। বাবা! গোপাল-মদে এমন নেশা? মদের সৌরভে এমন আকুল ক'রে দিয়েছে যে, ইহজন্মে আর যে ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইব, তারও উপায় নেই।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বাড়ীর কোথাও তারে দেখতে পেলুম না। বাগান-বাড়ীতে পেলুম না। একমাত্র আশা—মন্দির। কিন্তু একা এতক্ষণ সে কি মন্দিরে আছে? এই যে মন্দিরের ফটক খোলা! তবে কি আর সে আছে?—কে তুমি?

ভোলাই। চোখ চাইতে পারছি না, তবে কথাতে বুঝেছি, তুমি বড় বাবু। সেলাম বড় বাবু, সেলাম।

নন্দ। কেও—ভোলাই?

ভোলাই। আজ্ঞে।

নন্দ। তুই এখানে কি করছিস্?

ভোলাই। এই ত হুজুর দেখতেই পাচ্ছ... ছোট বাবু আমাকে ফটক আগলাতে রে... গেছে।

নন্দ। তা বুঝি এমনি ক'রে আগলাচ্ছ?

ভোলাই। আজ্ঞে এমন সুবিধার পাহারাদারী আমার জীবনে কখন ঘটে নি।

নন্দ। আঃ—মাতাল!

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল নই। গোপাল-মদে মাতাল। উঃ! গোপাল-ম... এত নেশা?

নন্দ। ছি ভোলাই—অমন বাপের না... ডোবালি!

ভোলাই। আমার বাপের নাম কি হুজুর?

নন্দ। দূর বেটা, দুঃখের উপরও হা... আনালি।

ভোলাই। কিসের দুঃখ, তোমার কি... দুঃখ? হাসো—হাসো, কেবল হাসো। আ... ছিলুম নকল ভোলাই, এখন হয়েছি খাঁটি। গোপা... মদে আমার বাপের নাম পর্যান্ত ভু... দিয়েছে।

নন্দ। তোর বড়-মা এর ভিতরে আছে... বলতে পারিস?

ভোলাই। তোমার কিসের দুঃখ? ব... গোপালের মা—তুমি—গোপালের বাপ।

নন্দ। যা বল্লুম, শুনতে পেলি?

ভোলাই। শুনেছি—গোপালের মা—... তাঁর নাম শুন্‌বো না? সেলাম—গোপালের... সেলাম।

নন্দ। (স্বগত) বেটা প্রচণ্ড মাতাল হয়ে... ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি?

ভোলাই। গোপাল—গোপাল—গোপা... গোপালের বাপ, গোপালের মা—গোপাল...

আমাকে ভাই বলে, আমিও তোমাদের ছা। তা হ'লে যা ভোলা, বাবার পায়ের কাছে গড়িয়ে যা।

নন্দ। দূর হতভাগা, দূর। আর তোর পাহারাদারী করতে হবে না, ঘরে যা। তোর পিয়ারের বাবু কোথা?

ভোলাই। ভিতরে ঢুকেছিল। তার পর কি বলব হুজুর?

নন্দ। মদ খেতে গেছে?

ভোলাই। গোপালের বাপ্ কি না।—অন্তর্যামী। কথা মুখ থেকে বেরুতে না বেরুতে ধ'রে ফেলেছে।

নন্দ। হাঁ রে ভোলাই!

ভোলাই। হুজুর!

নন্দ। ছোটবাবু যে মেয়েটিকে এনেছে—

ভোলাই। ছোট-মা'র কথা বলছ হুজুর?

নন্দ। দূর হ—উঠে যা (ভোলাই নন্দলালের পা ধরিল) পা ছেড়ে দে ভোলাই। রাগে বলছি নি—উঠে যা—তোর বাপের কাছে যা। পথে কোথাও থাকিস্ নি।

ভোলাই। কেন হুজুর?

নন্দ। এখনও পাঠানের ভয় যায় নি। এখনও তাদের আক্রমণ করবার সম্ভাবনা আছে। তোকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে তারা মেরে ফেলবে।

ভোলাই। মেরে ফেলবে? আমাকে? (উঠিয়া বসিল) আমি গোপালের পাইক—আমাকে পাঠানে মেরে ফেলবে? বল কি হুজুর? গোপালের বাপ হয়ে তুমি এই কথাটা বললে! পাঠান ত এসেছিল। কই—ভোলাকে মারতে পারলে না?

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি রে?

ভোলাই। পাঠান ত এসেছিল—

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি? কালু সর্দারের বেটা! পাঠান এলো, তুই চুপ ক'রে ব'সে রইলি!

ভোলাই। ব'সে কি হুজুর, শুয়ে—সে কি ছোট বড় পাঠান, চোখ বুজেই বুঝলুম, এমন এমন পালোয়ান। এলো, খোলা ফটক দেখে ঢুকতে গেল, আর ভোলা মিঞার একটি মর্ম্মভেদী কথা শুনে হুড়্ হুড়্ ক'রে পালালো। হুজুর! আমি তোমার গোপালের সঙ্গে আজ লড়াই করেছি। হেরে মরেছি—তা হোক, হেরে হেরেও তাকে হটিয়ে দিয়েছি। শেষকালে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই ব'লে খোসামুদি কত।—বাপ। সে কি আক্রেসিয়াব, না দুনিয়ার রাজা পালোয়ন রোস্তম?

নন্দ। তবেই ঠিক হয়েছে! এ কিছু দেখতে পায় নি। বড় বউকে ঠিক ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। রঙ্গলাল যাকে ধ'রে এনেছিল, মুদা খাঁ বোধ হয়, তাকেও ফিরে পেয়েছে। পাঠানের প্রতিশোধ নেবার যে চূড়ান্ত কাজ গোপাল মূর্ত্তি-চূর্ণ—তাও বোধ হয়, তারা শেষ করেছে।

ভোলাই। বাপ্! তুমি আক্রেসিয়াব না রোস্তম্? তোমার নাম উচ্চারণ করতে না করতে পাঠান পালোয়ান পালিয়ে গেল।

নন্দ। ভোলাই! সত্য ক'রে বল, তোর কোনও সঙ্কোচ করতে হবে না, সত্য বল্, তোর বড়-মা ভিতরে আছে কি না?

ভোলাই। কি ক'রে জানব হুজুর! তাঁকে ঢুকতেও দেখি নি, বেরুতেও দেখি নি! এই সবে চোখ মেলছি। তোমার হাঁটু পর্য্যন্ত দৃষ্টি উঠেছে। দেখছি, তোমার হাঁটু কাঁপছে, না, আমার দৃষ্টি কাঁপছে?

নন্দ। মহাত্মা কালুর পুত্র হয়ে তুই এমন পশু, তা আমি জানতুম না।

ভোলাই। (দাঁড়াইয়া উঠিল) বড়-বাবু! এতক্ষণে নেশা ছুটল।

নন্দ। আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তোর নেশা ছুটলেই কি আর না ছুটলেই কি! যা উল্লুক, এ ফটক আগলাবার কাজ তোর হয়ে গেছে। এখান থেকে চ'লে যা।

ভোলাই। বড় বাবু! বড় বাবু! কড়া কথায় পাক বাপের খাতির রাখে না।

নন্দ। ভোলাই! তোর বড়-মা'র চিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। আমাকে ও খাতির দেখাবার তোর প্রয়োজন নেই। যদিও এখনি তোকে আমি টুকরো ক'রে রেখে যেতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না। তুই আমাকে এইখানে এই গোপালের ফটকে শুইয়ে রেখে যা, আমি কোড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত তোর বিরুদ্ধে তুলব না। (ভোলাই নন্দলালের পদ ধরিল) হয়েছে হয়েছে ওঠ্। তোর সঙ্গে কথা কাটাবার আমার সময় নেই। ক্ষমা করলুম—ওঠ্। আরে গেল—হতভাগা ছাড়। তুই কালুর বেটা, কালু আমার রঙ্গলালের ওস্তাদ—আমার ভাই।

ভোলাই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড়-বাবু! অধম পাইকের পেটে গোপাল-মদ সইল না। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কখনও তোমার হাঁটুর ওপর চোখ তুলিনি, আজ তোমার মুখের ওপর চেয়ে জবাব দিলুম! আমাকে কেটে ফেল।

নন্দ। আর কাটতে হবে না ওঠ্।

ভোলাই। বাবা শুন্লেই আমাকে কেটে ফেল্‌বে।

নন্দ। আরে হতভাগা, এ কথা আমি কি তোর বাবাকে বলতে পারি?

ভোলাই। তুমি বলবে কেন, আমি নিজেই বলব। বাবা যেমন শুনবে, আমি তোমার মুখের ওপর জাবাব দিয়েছি, তখনি কেটে ফেল্‌বে, তার পর পুত্রশোক সামলাতে না পারে কাঁদবে।

নন্দ। খবরদার! যদি আমাকে ভালবাসিস, তা হ'লে কখনও এ কথা তাকে বলিস নে।

ভোলাই। তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, গোপাল-মদ আমার পেটে সইবে।

নন্দ। গোপাল-মদ কি?

ভোলাই। আমি বলি, আর মদের তুমি পিপেটাকেই পেটে পুরে দাও।

নন্দ। দূর হতভাগা।

ভোলাই। বল সইবে। বল—

নন্দ। সইবে, সইবে।

(ভোলাই দাঁড়াইল ও সড়কি অন্বেষণ করিয়া তুলিল)

ভোলাই। তা হ'লে বড়-মা মন্দিরে আছে কি না একবার দেখে এস, আমি ছোট বাবুকে খুঁজতে চল্লুম।

——

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

ভুবনেশ্বরী।

ভুবনে। আর ভাবতে পারি না। আর ভাবতে গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। পাঠানী মা, বিদায়। তোকে ঘরে রাখতে অন্যায় সাহস আমি কিছুতেই করতে পারি না। রাখতে গেলে আমার কুঁড়ে ঘরের যা কিছু সঞ্চিত ধন এক পলকে মিলিয়ে যায়। গোপাল! রায়বংশকে কেবল রহস্য করতেই কি তুমি ওই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করেছিলে। রহস্যের পর রহস্য—এত দিনের চেষ্টায় কোনও রকমে প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। নিয়ে অভাবকে ভাব ক'রে দিন কাটিয়ে আসছিলুম। কিন্তু শেষে এ কি করলে? কোথা থেকে কি ক'রে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় পথ দিয়ে এ কি বিচিত্র অতিথি আমার ঘরে ধ'রে নিয়ে এলে? তোমার এ রহস্য আমি সহ্য করব না। কিন্তু—মনে কথা তুলতেই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। তবু পাঠানীকে বিদায় দেব। গোপাল, তোমার এক রহস্যে সন্তোজাত শিশু কোলে ক'রে বন্ধ্যা পুত্রবতী হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্যে এক মুসলমানী বধূ ঘরে পুরে আমি আবার বন্ধ্যা হ'তে পারব না।

(কলির প্রবেশ)

কি গো? এত দেরী ক'রে এলি যে? গোপালের সঙ্গে কি কথা কইছিলি না কি?

কলি। কথাই কইছিলুম। তুমি বললে, গোপাল অঘটন ঘটাতে পারে, পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করাতে পারে। কিন্তু তার আগে একবার বলেছিলে, আমার ও তোমার পুত্রের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল সাগরের ব্যবধান। তাই গোপালকে জিজ্ঞাসা করছিলুম, গোপাল! এই সাগর শুকিয়ে তুমি চলাচলের একটা সুগম পথ ক'রে দিতে পার না?

ভুবনে। তা হ'লে আমার পুত্রকে পাবার তুমি আশা রেখেছ?

কলি। সে কি মা! অবস্থার তীব্র রহস্যে স্বামীকে পাওয়া অতি অসম্ভব জানি, কিন্তু তা ব'লে আশাকে পরিত্যাগ করব কেন?

ভুবনে। না মা, যদি সতীত্বের অভিমান রাখি তোমাকে আশা-ত্যাগের কথা বল্‌তে পারি না। ক্ষণপূর্ব্বে আমি নিজের স্বামীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম। সেই স্বামী আসছেন একবার অন্তরালে যাও, অন্তরাল থেকে তাঁকে ভাল ক'রে দেখে নাও। যখন ডাকব, তখন কাছে এস।

কলি। কেমন ক'রে তাঁকে অভিবাদন করব?

ভুবনে। কেন মা, তোমাদের যেমন রীতি সেলাম করবে।

কলি। না না। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ। তোমার তিনি স্বামী। আমি গোপালকে সেলাম করেছি। বালক দেখে করেছি। তাঁকে করব না। জলদি বল, কি করব?

ভুবনে। আমি যেমন ক'রে গোপালকে প্রণাম করেছি। হাঁটু গেড়ে ভূমিতে মাথা স্পর্শ করাই আমাদের দেবতা ও গুরুজনকে অভিবাদনের রীতি।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এ তুমি কি করলে বড়-বউ? তোমাকে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে গেলুম, তুমি কি না ইচ্ছা ক'রে আমাকে বিপদগ্রস্ত করলে! তোমার জন্য গো-বেচারা গজানন আমার কাছে লাঞ্ছনা খেলে।

ভুবনে। আমি ত যাচ্ছিলুম। যাবার সময় তুমি বংশের কথা তুললে কেন? তুমি রাঠোর, তুমি শত্রুভয়ে ঘর ত্যাগ করলে না, আমি শিশোদীয়া কন্যা—ত্যাগ করব? রঙ্গলাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

নন্দ। সে বেঁচে আছে?

ভুবনে। দেখা করে নি?

নন্দ। না।

ভুবনে। আমার এত অনুরোধ সত্ত্বেও সে দেখা করলে না?

নন্দ। না। দেখা? সেই মূর্খ টাকে খুঁজতেই আমি আত্মরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলুম না। যাক। এখনি চ'লে এস। কি তোমার অন্যায় সাহস! এই দোর-খোলা মন্দির-বাড়ীতে একা তুমি কেমন ক'রে ব'সে আছ? পাঠানের প্রকৃতি আমি বুঝতে পারছি না। শুনলুম, অস্ত্রধারী কতকগুলো পূর্বেও একটু আগে ফটকের কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে। বোধ হয় তারা বুঝেছিল, এর ভিতরে কেউ নেই। কেউ আছে জানলে, বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তারা ফিরে যেত না। যতই সাহসিনী হও, শিশোদীয়-কন্যা একা তোমার এরূপ সময় সাহস ভাল হয় নি!

ভুবনে। একা কোথায়? কলি!

(কলির প্রবেশ)

নন্দ। আমি ত বুঝতে পারছি না—কে ইনি, কেটি?

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। বড় বাবু! বড় বাবু! শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। এ কি! এ কি? মা? তুমি আছ? আচ্ছা বেশ করেছ—বেশ করেছ। তেতো বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে তোমাকে ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে হুকুম করেছিলুম। তুমি যে যাও নি, বেশ করেছ। সঙ্গে উটি কে?

ভুবনে। মা! ইনি আমার স্বামী। আর এই আমাদের বংশের সুহৃৎ—তেজোময়িত ব্রাহ্মণ—ঋষি গুরু বশিষ্ঠ।

(কলির উভয়কে প্রণাম করণ)

ব্রজ। হাঁ মা? এই ইনি?

নন্দ। এই ইনি?

ভুবনে। ইনিই।

নন্দ। অভিবাদনের এরূপ রীতি তুমি কোথা থেকে শিক্ষা করলে মা?

ব্রজ। সম্মুখে মা দাঁড়িয়ে, কে শিখালে এ কথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয় বড় বাবু? উজীর-কন্যা।

নন্দ। উজীর-কন্যা? (অভিবাদনোদ্যোগ)

ভুবনে। (নন্দের হস্ত ধরিয়া) সেলাম পরে ক'র! আগে নায়েব-মশায়ের কথা শোন।

ব্রজ। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য ক'রে বল, তোমার মর্য্যাদা অটুট আছে?

কলি। আছে জনাবালি! আমার এক রক্ষীর সঙ্গে আমি কটক যাচ্ছিলুম। এই গ্রামেরই সন্নিকটে একটা জঙ্গলে তার অপঘাত মৃত্যু হয়। আমাকে নিঃসহায় বুঝে এক দুর্বৃত্ত পাঠান-সর্দার আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। এঁর পুত্র—শুধু হাতে জনাবালি—বীরের কন্যা হ'য়েও এরূপ বীরত্ব আমি দেখি নি। দেখি নি, বলার মূল্য নেই—শুনি নি। শুধু হাতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।

নন্দ। হাঁ বড় বউ! হতভাগাটা এলো না—এলো না? আমার সঙ্গে দেখা করলে না! রঙ্গলাল! রঙ্গলাল!

ভুবনে। ব্যাকুল হয়ো না। এখন এ কন্যাকে কি করব বল।

নন্দ। কি করব নায়েব ম'শায়?

ব্রজ। কি করতে চাও মা?

ভুবনে। সে কথা বলুতে আমার ত অধিকার নেই ঠাকুর। তবে রাজপুতানা হ'লে বলুতে পারতুম। বীর্য্যবতী নারী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের গর্ব্ব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাও আফগান জয় ক'রে পাঠানপতির কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন! এ আপনাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাঙ্গলা। ক্ষত্রিয়ের এ বাঙ্গলার সমাজে কতটা অধিকার আছে জানি না।

ব্রজ। মা! উজীর-কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি করতে চান।

ভুবনে। আপনিই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজ। মা! পিতার কাছে ফিরে যেতে চাও, না এখানে থাকতে চাও।

কলি। স্থান আমি মনে নির্দ্দেশ করি নি। পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতে চান, সেখানে থাকব। এখানে রাখতে চান, থাকব। তবে যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, সর্ব্বদাই আমি মনে করব, আমি রাঠোর-কুলবধূ। এঁর সন্তানই আমার স্বামী।

ব্রজ। এঁর সন্তান যদি আপনাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে না চান?

কলি। পত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করা তাঁর সাধ্য কি? আর কুলবধূরূপে ঘরে রাখতে আপনাদেরই বা সাহস কি? আজ যিনি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কাল হবেন যিনি বাঙ্গালীর দণ্ড-মণ্ডের বিধাতা, সেই প্রসিদ্ধ পাঠান বীর জুমির খাঁ আমার পাণিপ্রার্থী।

ব্রজ। তাদের সে অবস্থা আর নেই। পাঠান স্থানচ্যুত, শক্তিহীন।

কলি। তা আমি জানি। তথাপি যে শক্তি তাদের এখনও অবশিষ্ট আছে, তাতে এক জন ক্ষুদ্র মৌজাদারের ঘর ধূলিসাৎ করতে তাদের কিছুমাত্র সময় লাগবে না।

ব্রজ। তা হ'লে এর পর যখন তুমি গৌড়ে বাদশার সিংহাসনের পার্শ্বে বসবে, তখনও কি মনে করবে তুমি রাঠোর-কুলবধূ?

কলি। মা! এঁকে বশিষ্ঠ না কি একটা বল্লেন? তুমি যখন বল্লে, তখন আমি বুঝেছিলুম, বশিষ্ঠ কথাটার মানে জ্ঞানী। মা! তা হ'লে এই জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দাও।

ব্রজ। সত্যি! ওঁকে আর বোঝাতে হবে না। তোমার কথাতেই বুঝেছি। তুমি কি, বোঝবার জন্যই এতগুলো প্রশ্ন করলুম।

ভুবনে। ঠাকুর, গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে, আমি এই বালিকাতে আজ সতীতেজের স্ফুরণ দেখেছি।

ব্রজ। তা হ'লে মা-লক্ষ্মীকে ঘরে রাখ।

ভুবনে। আপনি তা হ'লে কি করবেন?

ব্রজ। তোমার পুত্রের বৌ-ভোজের দিন মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন আমিই সর্ব্ব প্রথম মুখে তুলব।

নন্দ। উজীর-পুত্রি। তোমাকে ভ্রাতৃবধূ ব'লে গ্রহণ করলুম। ক্ষুদ্র মৌজাদার হ'লেও আমি রাজপুত। তোমার গর্ব্বের কথাও সেই সঙ্গে গ্রহণ করলুম। তোমাকে গৃহে রাখতে যদি আমার গৃহ ধূলিসাৎ হয়, তাও স্বীকার, তবু তোমাকে আমি রাখব।

ভুবনে। তা হ'লে আপনারা অনুমতি করুন, রঙ্গলাল ডাকাতের উপর ডাকাতি করেছে, সে আনা ত ঠিক আনা হয় নি, মাকে তার পিতাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

নন্দ। পিতা? বাঙ্গলার উজীর? তাঁকে কোথায় কেমন ক'রে দেখিয়ে আন্‌বে?

ব্রজ। তত্র কি বড় বাবু! তোমার কাছারী-বাড়ীতে আজ বাঙ্গলার বাদসাহীকে আবদ্ধ করেছি।

নন্দ। বিচিত্র! বিচিত্র! তা হ'লে যাও মা, এঁর সঙ্গে, পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে এস। বাঙ্গলা বুঝি আজ রাজপুতনার অভিনয় দেখতে বাধ্য হয়েছে। নইলে এরূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা সকলের একত্র সমাবেশ কেউ কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না।

ভুবনে। চল ছোট বউ, আমাদের বাপের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

কাছারী-বাটীর প্রাঙ্গণ

জুমির ও সুলেমান।

জুমির। বজ্জাতি! আমাদের থাকা পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মাতব্বরি চলবে না।

সুলে। বুঝতে পেরেছ জুমির খাঁ? একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের নায়েব আমাদের চোখের উপর বন্দী ক'রে গেল।

জুনিদ। আপনার কন্যার জন্য আমার এই দুরবস্থা!

সুলে। একটা তুচ্ছ বালিকার মোহে তোমার এই দুরবস্থা?

জুনিদ। সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করতে পারি, তবু আপনার কন্যার মোহ পরিত্যাগ করতে পারি না। সৈন্য-সংগ্রহের নিমিত্ত আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আপনার কন্যার দুরবস্থা শুনেই আমার মস্তিষ্ক একেবারে বিচলিত হয়ে গেল। খিলিজি পাঠান তিন্‌শ' বৎসর এ দেশে বাস ক'রেও জাতির মহত্ত্ব বিস্মৃত হয় নি। এক অজ্ঞাত-কুলশীলা পাঠান-কন্যার মর্য্যাদা তারা নিজের ঘরের ইজ্জত মনে ক'রে তার রক্ষার সঙ্কল্পে অস্ত্র ধরেছে, আর আমি শুনে চুপ ক'রে থাকব? কালে যে এক দিন সমস্ত বাঙ্গলার অধীশ্বরী হবে, একটা ঘৃণিত বৃদ্ধ কাফের তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, এ কথা শুনে আমি কিছুতেই মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে পারলুম না। কোথা থেকে এসেছি, কি করতে এসেছি, এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত ভুলে গিয়েছিলুম। দুরাত্মাকে যে যেখানে তার আত্মীয় স্বজন আছে—সকলকে নাশ করতে নিজের ফৌজকেই হুকুম করব মনে মনে স্থির করেছিলুম। হায়! কুক্ষণে সে সময় আপনার কথা স্মরণে এলো। তা যদি না হ'ত এতক্ষণ সব কার্য্য আমার নিষ্পন্ন হয়ে যেত। দুরাত্মাদের শাস্তি হোতো, আপনার কন্যার উদ্ধার হোতো, আর বিক্রমশালী নূতন পাঠান-সৈন্যের সাহায্যে এতক্ষণে আমার প্রভুভক্ত সহচরেরা রাজা বীরবল্লের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত করতো। মোগল-সৈন্য হয় বন্দী, নয় সমূলে ধ্বংস হোত।

সুলে। বল, এখনও যদি মোগলকে আক্রমণ করবার তোমার সময় থাকে, তা হ'লে সাবাজ খাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যত শীঘ্র পার তাদের আক্রমণ কর। আমি তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি।

জুনিদ। আর আপনি?

সুলে। আমাকে মুক্ত দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ো না, আমি আমার প্রিয় তরবারিকে যখন হস্তচ্যুত করেছি, তখন আমার মুক্তি অসম্ভব। তুমি যদি মুক্তি চাও, বল!

জুনিদ। আপনার তরবারি আমি যদি আনিয়ে দিই?

সুলে। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কন্যাঘাতী দেখবে কেন?

জুনিদ। বলেন কি?

সুলে। কন্যাকে জীবিত দেখতে আর আমার ইচ্ছা নেই! জুনিদ খাঁ! যে মর্য্যাদার অভিমান মঙ্গোলী বংশের একায়ত্ত ছিল, তা সমুদিয়ার অনুর্ব্বর প্রান্তরে মৃত্তিকাসাৎ হয়েছে। আমার কন্যাকে এর পর তুমি রাজ্যেশ্বরী করলেও সে মর্য্যাদা আর ফিরে আসবে না। তরবারি ফিরে পেলে কন্যাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

জুনিদ। তা হ'লে যদি পারেন, আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

সুলে। মুক্ত হয়ে কি করবে?

জুনিদ। সর্ব্বাগ্রে আমি আপনার কন্যার উদ্ধার করব।

সুলে। আর বাঙ্গলা?

জুনিদ। তার পর বাঙ্গলা উদ্ধার করতে পারি, বহুত আচ্ছা! না পারি, অন্য ব্যবস্থা। আমার পিতৃব্য সুলেমান কেরাণী পথে হাঁটতে হাঁটতে বাঙ্গলাটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আমিও সেই রকম আপনার কন্যাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হিন্দুস্থানের পথে হাঁটবো,—দেখবো, আমিও তাঁর মত কোনও একটা জায়গা কুড়িয়ে পাই কি না।

সুলে। আমি যদি তোমাকে কন্যা না দিই?

জুনিদ। হুজুরালি! আপনাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে উত্তেজিত করবেন না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।

সুলে। যদি না দিই?

জুনিদ। আপনার এখন কথার মূল্য কি? না দেন, ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র আপনাকে জানাব। তার পর আপনার কন্যা গ্রহণ করব।

সুলে। তা ঠিক বলেছ। আমার কথার এখন মূল্য নেই। আমি স্থানচ্যুত, মোগল যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আমার শক্তির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখে নি। কিন্তু তথাপি জুনিদ খাঁ, আমার তরবারির মূল্য আছে।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। খোদাবন্দ! এ তলোয়ার কি আপনার

সুলে। জুনিদ খাঁ! তরবারি স্মরণ করতেই তরবারি এসেছে।

জুনিদ। এসেছে—আমাকে কোতল করুন। আমি জীবিত থাকতে আপনার কন্যার লোভ পরিত্যাগ করবো না। তার একটি কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না।

সুলে। তরবারি কোথায় পেলে সর্দার?

কালু। এক ওমরাও এটাকে এনেছেন। আপনার কাছে পাঠিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে দেখার অপেক্ষায় আমাদের কাছারীবাড়ীর দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুলে। তাঁকে নিয়ে এস।

[কালুর প্রস্থান]

এখনও বল, যুদ্ধ ক'রে দিই।

জুনিদ। আপনিও ত বন্দী।

সুলে। আমি এখন আমারই কাছে বন্দী—আর কারও কাছে নয়। সুলেমানের হাতে তার চির প্রিয় "আফ্‌তাফ"—ফিরে এসেছে।

জুনিদ। বলুন আপনি কন্যাকে বিনষ্ট করবেন না?

সুলে। কন্যার লাঞ্ছনা আর গোপন রইল না। অনেক কান হয়ে গেল। এর পরে কি তুমি তার সর্বনাশের কথা আমাকে শোনাতে চাও? হৃদয় এখনি ভেঙ্গে আসছে। এর পরে মৃত্যু। না—না, মৃত্যুর পূর্ব্বে তনুর দেহে বুঝি তার দুর্দ্দশার কাহিনী আমাকে শুনতে হবে। তা হবে না—তা হবে না। জুনিদ খাঁ! কন্যার দুঃখ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদাভিমান কথাটাও দেশমধ্যে প্রচারিত হোক।

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সুলে। সহবৎ খাঁ!

সহবৎ। গোলাম হুজুরালি! আমার হুজুর আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

সুলে। এ তলোয়ার তুমিই এনেছ?

সহবৎ। ঝাড়গ্রামের নিকট একটি গাছে আমার প্রভু এটাকে ঝুলতে দেখেছিলেন। তিনি একে দেখে বুঝেছেন এ আপনার তরবারি।

সুলে। আমি এখানে আছি, তিনি জান্‌লেন কি ক'রে?

জুনিদ। এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হবে না। আপনি চিঠি পড়ুন।

সহবৎ। কেও জুনিদ খাঁ? হুজুরালি, সেলাম। এ পত্র আপনিও পাঠ করুন।

জুনিদ। উজীর সাহেবের পাঠ হ'লেই আমার জানা হবে।

সুলে। তুমি যা ভেবেছিলে তাই। সাবাজ খাঁও শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। তিনি পত্রপাঠ আমাদের উভয়কেই নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে মোগল শিবির আক্রমণ করতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ চ'লে গেছে। তবে এখনও সুযোগ একেবারে যায় নি, এখনও আশা আছে। শত্রু ক্লান্ত, তার উপর ঝাড়খণ্ড সুরক্ষিত করবার তারা এখনও অবকাশ পায় নি। সুতরাং এখনও পাঠানের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। এ সুযোগ ছাড়লে আর হবে না।

জুনিদ। সহবৎ খাঁ! তোমার প্রভুকে সেলাম দিয়ে বোলো, আমি উঠেছি।

সুলে। সাবাজ খাঁকে আমারও সেলাম দিয়ে বোলো, আমিও উঠেছি। তবে এই একমাত্র তরবারি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই।

সহবৎ। আমার প্রভুর সেটা অবিদিত নেই। তিনি বলেছেন, সে জন্য উজীর সাহেব যেন ব্যাকুল না হন। তাঁর সৈন্যের অভাব হবে না।

সুলে। আমি ত তাঁর সৈন্য নিয়ে তাঁকে দুর্ব্বল করবো না।

সহবৎ। তাঁর একটি সেপাইও আপনি পাবেন না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রভু আমাদের উদার মহৎ হ'লেও, আমরা সেরূপ উদার মহৎ নই। তাঁর প্রতি আপনার আচরণ তিনি ভুলতে পারেন। আমরা ভুলব না।

সুলে। তোমাদের প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হলুম। তা হ'লে জুনিদ—

জুনিদ। আমি ত আগেই উঠেছি জনাবালি।

সহবৎ। আপনি অগ্রসর হ'ন্। আমি উজীর সাহেবের ফৌজের ব্যবস্থা করি। [প্রস্থান।

জুনিদ। জনাবালি! আমার যুক্তি?

(কালুর প্রবেশ)

সুলে। সর্দার! তোমার প্রভুর ফেরবার অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা যে এখনি যুক্তি চাই।

কালু। খোদাবন্দ! আপনি ত কখনই বন্দী হন্ নি। নায়েব মশাই ব'লে গেছেন, যখনই আপনাদের যাবার অভিরুচি হবে, তখনই আপনারা চ'লে যাবেন।

সুলে। তা হ'লে জুনিদ খাঁ, তুমি অগ্রসর হও। আমি আমার অচেনা অজানা ফৌজের প্রতীক্ষা করি।

(জুনিদ খাঁ কিছুদূর অগ্রসর হইলে
কলিবেগমের প্রবেশ)

জুনিদ। এ কি!

কলি। জুনিদ খাঁ, জলদি একটু তফাৎ হও। আমার সঙ্গে জেনানা।

সুলে। তাকে বাইরেই থাকতে বল। প্রয়োজন বোধ করি, আমি তাকে ডাকবো। তুমি কাছে এস। জুনিদ খাঁ। তুমি যাও।

জুনিদ। দোহাই জনাবালি, আমার প্রতি দয়া করুন।

সুলে। মূর্খ পাঠানের স্বাধীনতা একটা তুচ্ছ বালিকার চেয়ে অনেক গুণে মূল্যবান্।

জুনিদ। আমি যাব না। যদি যাই, আপনার কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুলে। তবে দাঁড়াও (তরবারিতে হস্ত দান)।

জুনিদ। মোঙ্গোলী—আমি জীবিত থাকতে না।

সুলে। তুমি তবে মৃত।

(উভয়ের অসি-যুদ্ধ
জুনিদের হস্ত হইতে অস্ত্র পতন)

জুনিদ। (সুলেমানের পদ ধরিয়া) দোহাই জনাবালি, আমার সম্মুখে হত্যা করবেন না।

সুলে। তবে এই অস্ত্র নিয়ে চ'লে যাও।

জুনিদ। অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

সুলে। তা হ'লে দাঁড়াও, কন্যাকে অগ্রে হত্যা ক'রে পশ্চাতে তোমাকে হত্যা করবো। আশা করেছিলুম, তোমা হ'তে এক দিন না এক দিন বঙ্গে রমণী-শক্তির পুনরুদ্ধার হবে। এখন বুঝেছি, হবে না। তোমারও মৃত্যু শ্রেয়ঃ। অপেক্ষা কর। এর পর যে লোকে বলবে, এক মোঙ্গোলীর জন্য রাজপুত-রাজ্যের ধ্বংস হ'ল, সে কলঙ্ক রাখবো না। যার মোহে তুমি আজ জাতিগর্ব্ব বিস্মৃত হচ্ছ, তোমারই চোখের সম্মুখে আগে তাকে দুনিয়া থেকে সরাই। তার পরে তোমাকে সরাব। নতুবা জুনিদ খাঁ,—এখনও পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, তুমি স্থানত্যাগ কর।

জুনিদ। আমি স্থান ত্যাগ করবো না।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

কলি। এসো না মা, এসো না। এ মৃত্যুর লীলা-ভূমি। জীবনময়ী তুমি—এখানে পদার্পণ ক'র না।

ভুবনে। এ কি মা কলি, এরই মধ্যে ভুলে গেলি। মন্দিরের চূড়ায় ব'সে তোতে যে আমি সতীশক্তির স্ফুরণ দেখেছি। এইটুকু পথ আসতেই কি তা হারিয়ে ফেললি? সতি। এক স্বামী ভিন্ন জগতের সমস্ত জীবই সতীর সন্তান। মৃত্যুও সেইরূপ সন্তান। সতী মৃত্যুকে সন্তান জ্ঞানে শিশুর মত তাকে অঞ্চলে ঢেকে ঘুরে বেড়ায়।

কলি। তবে দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে আমার মৃত্যু দেখ।

সুলে। কে ইনি?

কলি। পরিচয় দেবার ত অবসর দিলেন্ না। আর পরিচয়ে প্রয়োজন নেই।

ভুবনে। আমিও আপনার কন্যা। পিতা। কি অপরাধে আমার ভগিনীকে হত্যা করছেন, এ কন্যাকে বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?

সুলে। জুনিদ খাঁ। কিছুকালের জন্য পার্শ্বের ঘরে অবস্থান কর। আর যদি যেতে ইচ্ছা কর, এই অস্ত্র নাও—এখনও সময় আছে, চ'লে যাও।

জুনিদ। আমি যাব না জনাবালি।

(অন্তরালে গমন)

সুলে। আমি নির্ব্বংশ হ'তে যাচ্ছিলাম। কে মা তুমি এসে বাধা দিলে?

ভুবনে। কি অপরাধে ভগিনীকে হত্যা করবেন?

সুলে। অপরাধ? বালিকার বর্ত্তমান অবস্থাই তার অপরাধ! এ অবস্থায় ওকে আমি রাখতে পারি না।

ভুবনে। ওর কি মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা করছেন?

সুলে। পূর্ব্বে করেছিলুম। কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় পেয়েছে জানি না। তবে তোমাকে দেখে, আর তোমার কথা শুনে বুঝেছি, তোমার আশ্রয় পেয়ে কন্যার মর্য্যাদা শতগুণে বেড়েছে।

এমন অপূর্ব্ব অমৃতময় কথা আমি আর কখন শুনি নি।

ভুবনে। (যোড়করে নমস্কার) এ কন্তার গর্ব্ব, না তার পিতার গর্ব্ব ?

সুলে। আর ব'ল না মা, আর ব'ল না! হাত আমার অবশ হয়ে আসছে। তবু আমি কন্তাকে কাটবো, এ কন্তা জীবিত থাকলে পাঠান-রাজ্য-ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ভুবনে। এ কন্তার সঙ্গে পাঠান-রাজ্যের কি সম্বন্ধ জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে, এক সতী কন্তার তুলনায় সারা দুনিয়াটা মূল্যহীন। দুনিয়া ভাঙলে আবার গড়ে। পিতা! সতীত্ব ভাঙলে আর গড়ে না।

সুলে। তবু আমি কাটবো। কন্তাকে রক্ষা করি, এমন স্থান আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বংশের ওই বালিকাই একমাত্র অবশিষ্ট। যাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব মনে করেছিলুম, তাকে এ কন্তা দিতে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

ভুবনে। পিতা! আমার ভগিনী আমাকে দিন। চির-কুমারী রেখে আমি ওর সেবা করবো।

সুলে। এইবার তোমাকে পাগলিনী বলবো। ওর যদি পরিচয় গোপন থাকতো, তোমাকে দিতে পারতুম। পরিচয় প্রকাশ হয়েছে। মঙ্গোলী বংশের মর্য্যাদার তুলনায় আমিও সারা দুনিয়াটা শোলার মত হালকা মনে করি। বিশেষতঃ বাদশা পর্য্যন্ত এ কন্তাকে পাবার প্রত্যাশী। তুমি নিয়ে রাখতে পারবে কেন! কলি! ঈশ্বর স্মরণ কর।

(জুনিদের পুনঃ প্রবেশ)

জুনিদ। আল্লার দোহাই, কাটবেন না।

সুলে। এত কথা শুনেও আবার যদি তুমি কাঁদতে এসো, তা হ'লে বুঝব, জুনিদ খাঁ, তুমি মনুষ্যত্বহীন।

ভুবনে। সর্দ্দার! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত থেকে কন্তাকে উদ্ধার করতে পারবে না ?

কালু। কেন পারবো না, হুকুম করলেই পারি।

ভুবনে। তবে রক্ষা কর।

সুলে। এসো, রক্ষা কর। (উভয়ের অসিযুদ্ধ)
(কালুর পতন)

কালু। মা মা! এ যে স্বয়ং রোস্তম। আমি ত পারলুম না!

সুলে। কি মা লয়লী ? আর কেউ তোর আছে ?

ভুবনে। রঙ্গলাল ? এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

সুলে। কে হে তুমি ?

রঙ্গ। আজ্ঞে হুজুরালি, আমি।

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই জিঘাংসু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর। যদি পার, আমি এই কন্তা তোমাকে দান করবো।

রঙ্গ। দানের লোভ কেন দেখাচ্ছ মা ? বিবি সাহেবকে রক্ষার যে আদেশ করেছ, সেই আদেশ আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভুবনে। কেন যথেষ্ট রঙ্গলাল! তোমাকে কোলে পেয়ে একদিন বন্ধ্যা নিজেকে পুত্রবতী মনে করেছিল। শুধু স্তন্যপান করাতে পারি নি। কিন্তু সেই পালনের গর্ব্ব আজ অনুভব করলুম। বুলবুল, তিলোত্তমার রূপ নিয়েও এ মুসলমানী তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে নি। আজ আমি তা পুরস্কার দেবার জন্ত দাঁড়িয়েছি। এই তীরন্দাজ অস্ত্রধারী বৃদ্ধের হাত থেকে এই কন্তাকে উদ্ধার ক'রে তুমি তাকে গ্রহণ কর।

রঙ্গ। ওঁর যে স্বামী আছেন।

ভুবনে। মূর্খ! বালিকার কথার অর্থ বুঝতে পার নি। ওঁর স্বামী আছেন। রঙ্গলাল, সে আর কেউ নয়, তুমি।

কলি। বৃথা পেষণ ক'র না জুনিদ খাঁ, উনি আমার স্বামী।

সুলে। কি বললি কম্বখতি ?

কলি। যা বলবার বলেছি, আপনি শুনেছেন।

সুলে। সুবেদার মোনাইম খাঁর ঘরে তোকে প্রবেশ করতে দিলুম না। দিলে আমিই বাঙ্গালার মালিক হ'তে পারতুম। বাঙ্গালার ভাবী সুলতান এই যুবককেও তোকে দিলুম না। দিলে হয় ত এক দিন তোকে রাজ্যেশ্বরী দেখতে পেতুম। সেই আমার সমুখে তুই বললি, এই ক্ষুদ্র নগণ্য হিন্দু যুবক তোর স্বামী ?

কলি। যতক্ষণ রসনার কথা বলবার শক্তি থাকবে, ততক্ষণ বলবো স্বামী। যখন বনের মধ্যে নিঃসহায় বুকে বলপূর্ব্বক পাঠান-দস্যু আমাকে ধরে

নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনি? আর কোথায় ছিলেন এই ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বর? এই মহাপুরুষ একা নিরস্ত্র—পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানকে বিধ্বস্ত ক'রে আমাকে রক্ষা করেছেন। না করলে এই অস্ত্র নিয়ে আপনি কন্যার গলার কাছে ধ'রে আজ এই মর্য্যাদারক্ষার অভিনয় দেখাতে পারতেন না। দু'দিন মাত্র কন্যার শোকে অশ্রু বর্ষণ করতেন। আর ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বর দিন দুই আমার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়ে অন্য কোন রমণীকে সিংহাসনপার্শ্বে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। আর আমি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটা ঘৃণিত নারকীয় অন্তঃপুরে আমরণ বন্দিনী হয়ে থাকতুম। তখন সূর্য্য পর্য্যন্ত আমার অস্তিত্ব জানতে পারতো না।

জুনিদ। এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কলি। তোমার বিশ্বাস না হ'লে আমার কোনও ক্ষতি নেই জুনিদ খাঁ! যে বংশের কন্যা আমি, সে বংশের এই মহান্ প্রতিনিধি যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন, তা হ'লে আমি ক্ষতি বোধ করবো।

সুলে। ব'লে যাও—আমি বিশ্বাস করছি।

কলি। সে অদ্ভুত বীরত্ব আমি দেখেছি। কাছে ব'সে বাক্যালাপ করেছি। ওঁর চরিত্রের মহত্ব অনুভব করেছি। রূপ দেখেছি। সে রূপ হৃদয়ে লুকিয়েছি। যেখানে লুকিয়েছি, অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করলেও আপনি সে স্থান খুঁজে বার করতে পারবেন না।

ভুবনে। বাবা, অস্ত্র কোষবদ্ধ করুন। পিতা হ'লে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকেও আনন্দ আশ্রয় করতে দেখলে নিশ্চিন্ত হই। বেশী বলতে পারছি না, তবে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আর যে কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, সেই উভয় কুল স্মরণ ক'রে আপনাকে বলি, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে এ যুবককে ক্ষুদ্র নগণ্য দেখে নিরর্থক অন্তর্দাহনায় নিজেকে জীর্ণ শীর্ণ করবেন না। আপনার তুলনায়, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য হ'তে পারি, কিন্তু পিতা, অতি ক্ষুদ্র তৃণের অগ্রভাগে একটি যে অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু অবস্থান করে, সে তার সেই ক্ষুদ্রতার আবরণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়ে রাখে। এই জেনে অভিমান ত্যাগ ক'রে নন্দিনীকে আমার এই দেবরের হাতে সমর্পণ করুন।

সুলে। রঙ্গলাল! আমার কন্যা তোমাকে দান করলুম, গ্রহণ কর।

কলি। জুনিদ খাঁ! ক্ষুব্ধ হয়ো না, সহোদরার যা ভালবাসা, সে সমস্ত আমি তোমাকে দান করবো। (জুনিদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।)

সুলে। কিন্তু তোমাকে যৌতুক দেবার যোগ্য আমার কিছুই নাই। এই—এই (অস্ত্র প্রদর্শন) একমাত্র অবলম্বন, বংশানুক্রমিক মঙ্গোলী মহাবীরগণের দুস্প্রাপ্য ধন—এই অসি তোমাকে প্রদান করলুম। কলি! আমার অধিকার থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেনে রাখ, আমা হ'তে বাঙ্গলার মঙ্গোলী বংশের শেষ। মা! এই পিতা-পুত্রীর শেষ মিলন। আজ হ'তে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর স্মরণে এনো না।

[প্রস্থান।

কলি। না পিতা, যত দিন জীবিত থাকবো, তত দিন আপনি আমার সুমুখে আছেন মনে করবো।

জুনিদ। রঙ্গলাল বাবু! মতিহীন বৃদ্ধ তোমাকে এই কন্যা দিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু এতে পাঠান-জাতির মাথা হেঁট হ'ল। পাঠান তো এ অপমান সইবে না! তুমি এ কন্যাকে রাখতে পারবে?

ভুবনে। সে বিষয়ে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। বাবা! রাজপুত, কুলবধূকে কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয় জানে। যদি চিতোরের ইতিহাস আপনার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন প্রশ্ন করতেন না। আলাউদ্দীন—দেবী পদ্মিনীর লোভে চিতোর জয় করতে এসে, শুধু চিতোরের দগ্ধ-মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল, কোনও রমণীর অঙ্গে হাত দিতে পারে নি।

জুনিদ। বাবু-সাহেব!—তা হ'লে আমাকে হত্যা করুন।

রঙ্গ। হত্যা? আপনাকে? আমাদের গৃহে আপনি অতিথি। ছিঃ হুজুরালি, আমাকে অন্য কোন প্রকারে গালি দিন।

জুনিদ। এ কথা পাঠানেরা শুনলে নিরস্ত করতে আমারও ক্ষমতা থাকবে না। তাই বলছি, আমাকে হত্যা করুন।

(অস্ত্রত্যাগ)

রঙ্গ। (জুনিদের অস্ত্র কুড়াইয়া হস্তে দান) এই নিন্। এই আমার উন্মুক্ত বক্ষ। মা যদি ব্যাকুল

হন, জীবনে প্রথম বুঝবো উনি আমার মা ন'ন্। স্ত্রী যদি ব্যাকুল হন, তা হ'লে বুঝবো মঙ্গোলী সাহেবের কন্যা ওঁর লোকাপবাদ। উনি রাঠোর কুলভুক্ত হবার অযোগ্য। আপনি এই বক্ষে অস্ত্র পুরে আপনার মর্ম্মবেদনা দূর করুন।

জুনিদ। মর্ম্মবেদনা! না বাবু-সাহেব! বালিকার প্রতি অগাধ ভালবাসার কল্পনায় তার দুরবস্থার চিন্তায় যে মর্ম্মবেদনা আমার হয়েছিল, এখন তার কণামাত্রও আমাতে নাই। তোমার ব্যবহার দেখে, আর মা, তোমার মুখে রাজপুতনারীর সতীত্ব-গৌরবের কথা শুনে বুঝলুম, বালিকার পক্ষে এই রাজপুতের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কলি! তুমি আমাকে সহোদরার ভালবাসা দিতে এসেছ, আমাকে তাই দাও। আমার সহোদরার অভাবই পূর্ণ কর। মা! মর্ম্মবেদনা এক দিকে যেমন ঘুচে গেল, অন্য দিকে তেমনি রাশি রাশি ধেয়ে এলো। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ-সুলতানা এক জন তুচ্ছ মৌজাদারের ঘরে আবদ্ধ হয়েছে শুনলে দাম্ভিক পাঠান কখন চুপ ক'রে থাকবে না। কথা গোপন থাকবে না, তারা শুনবে আর যেমন শুনবে, অমনি আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও বালিকার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রবল বন্যার মত সরদিয়া গ্রাম তারা প্লাবিত ক'রে চ'লে যাবে। আমি পাঠান। ইচ্ছা না থাকলেও তাদের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবো না। তার একমাত্র প্রতীকার (সহসা কটিদেশ হইতে ছোরা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)—এই।

ভুবনে। (জুনিদকে ধরিয়া) জুনিদ! জুনিদ! বাপ্! এ কি করলে?

জুনিদ। ছেড়ে দাও মা, ছেড়ে দাও! বাঙ্গলার পাঠান-রাজত্ব ধীরে ধীরে লোক-অগোচরে এই কুটীরে সমাধিস্থ হোক!

(পতন ও মৃত্যু)

ভুবনে। রঙ্গলাল! এই মহিমামণ্ডিত রক্ত স্তূপের সম্মুখে একবার পত্নীর হস্ত ধর। রাজপুত-পত্নী! এইবারে তোমার মর্য্যাদা।

—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবির।

মোনাইম খাঁ, টোডরমল ও ব্রজনাথ।

টোডর। সমস্ত ফৌজ নিয়ে যেতে হবে?

ব্রজ। যদি পাঠানরাজ্যের ভিত তুলে দিতে চান, তা হ'লে সমস্ত। নইলে পাঠানের জড় মরবে না। রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে বহুকাল আপনাদের কষ্ট পেতে হবে।

টোডর। পাঠান ফৌজ এ দেশে আছে?

ব্রজ। আছে? আছে কি রাজা—আপনাদের বড় ভাগ্য, তারা আজ ব্রজ ঘোষালের খর্পরে পড়েছিল। নইলে আছে কি না আছে, আজ তারা আপনাদের ভাল ক'রে দেখিয়ে দিত। মোগল সৈন্যকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। আপনাদের বাঙ্গলাজয়ের আশা এইখানেই শেষ হয়ে যেত। বড় ভাগ্য, মাঝখানে এই বুড়ো হাড়ের বেড়া পড়েছিল। লড়াইয়ের বারো আনা আমি জিতে দিয়েছি। বাদবাকিটুকু আপনারা শেষ করুন।

মোনা। রাজা! ইতো বাউরা হ্যায়।

ব্রজ। আপনিও কি আমাকে বাউরা মনে করেছেন রাজা?

টোডর। না।

মোনা। তুমি যে রকম আরব্য উপন্যাসের মত কথা বলছ, তাতে তুমি হয় পাগল, না হয় পাঠানের চর।

ব্রজ। পাগল বল্লে, কি ক'রে প্রতিবাদ করব হুজুর? তবে চর যে নই, তা এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি না যান, তা হ'লে এইখানেই আপনাদের বন্দী করব। তা হ'লে কেমন ক'রে এসেছি, আপনাদের দেখাতে দেখাতে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে নিয়ে যাব। দু'ধারে আপনাদের ফৌজ দাঁড়িয়ে—আপনাদের সেলাম করবে, কিন্তু আপনাদের অবস্থা যে কি কেউ জানতে পারবে না। (ইঙ্গিত)

মোনা। বাঃ বাঃ? কি সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

টোডর। কি যুবক! তুমি আমাদের দু'জনকে বন্দী করতে এসেছ?

রঙ্গ। বন্দী করতে আসিনি রাজা, নিমন্ত্রণ করতে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছি। মৃত্যু নিমন্ত্রণ করে, জীব সে নিমন্ত্রণ খেতে এগিয়ে যায়। মৃত্যু এক জায়গায় ব'সে আছে। সম্মুখে নিমন্ত্রণলুব্ধ পথিকের প্রান্তর। জীব কখনও সেখানে একা আসে, কখন দল বেঁধে পাতা পেতে বিরাট ভোজে সারি সারি ব'সে যায়। মৃত্যু ব'সে দেখে— স্বস্থান থেকে এক পদও স্থান-পরিবর্ত্তন করে না। সেই ভোজের পরিচর্য্যা করতে কোথা থেকে কত কি এসে মৃত্যুকে সাহায্য করে। রাজা, সেই মৃত্যুর ভোজের উৎসব দেখবার জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

টোডর। যদি না যাই?

রঙ্গ। মৃত্যুর নিমন্ত্রণ—তার আদেশ ব'লেই মানবেন।

ব্রজ। কি হুজুর? এর কথায় নিমন্ত্রণ রাখবেন, আরও লোক ডাকব?

মোনা। এরূপ আহাম্মুখ আর কত?

ব্রজ। আজ্ঞে আরও একশ। স্ফূর্ত্তি করতে করতে আমরা হাজার তাঁবু অতিক্রম ক'রে চ'লে এসেছি। আমরা সেলাম দিলুম, তারাও সেলাম দিলে; ভিন্ন জাতীয় লোক নিয়ে আপনাদের সৈন্য। সমস্ত রাত্রির জাগরণে সকলেই ক্লান্ত; সুতরাং সকালে তাদের ঘুমন্ত চোখের উপর দিয়ে একশ' পলকের ফাঁকি দিয়ে আসা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়।

মোনা। বুঝেছি বৃদ্ধ! তুমি অসামান্য বুদ্ধিমান্। কিন্তু বুঝতে পারছি না, পাঠানের উপর তোমার এত আন্তরিক ক্রোধ হলো কেন?

ব্রজ। সে কথা এখানে জিজ্ঞাসা করবেন না! এখন কার্য্যসিদ্ধির গর্ব্বে সব ভুলে গিয়েছিলুম। ... মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। যদি সসৈন্য আসতে চান—এখনি আসুন। পাঠান-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ... হবেন! যদি তা না করতে চান, তা হ'লে ... করুন হুজুর, যা বলেছি তা করব।

মোনা। আর করতে হবে না। বৃদ্ধ! আমরা তোমার কাছে পরাভব স্বীকার করছি।

ব্রজ। (বারংবার সেলাম) তা হ'লে হুজুর, এই যুবককে আমি আপনার আশ্রয়ে নিক্ষেপ করলুম। এর আত্মীয়-স্বজন আজ বিপন্ন। ক্ষুদ্র এক ... সবংশে মৃত্তিকাসাৎ করতে সমস্ত পাঠান আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! যদি ফিরে গিয়ে তাদের দেখতে পাই, তা হ'লেই এ জয় আমার সার্থক। নইলে—(চক্ষে বস্ত্রদান)

টোডর। কাঁদবেন না! আপনার এই অদ্ভুত শক্তিতে আমাদের বিস্মিত ক'রে কেঁদে ব্যাকুল করবেন না। কিন্তু জানতে বড় কৌতূহল হয়েছে। সামান্য মৌজাদারকে ধ্বংস করতে পাঠান—

ব্রজ। রাজা! ঈশ্বরের রাজ্যে অতি সূক্ষ্ম বীণার তারেই জীবন-মরণের গান জেগে উঠে। যখন জানতে কুতূহলী হয়েছেন, তখন গোপন করব না। ঘটনাচক্রে উজীর-কন্যা কলিবেগম এই যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছেন।

মোনা। কি বল্লে? আর একবার বল।

ব্রজ। হুজুর! আবার কি আপনার অবিশ্বাস হচ্ছে?

মোনা। ব্রাহ্মণ! স্বয়ং সম্রাট তাকে লাভ করলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

ব্রজ। তিনি আজ রতিলাল রায়ের পুত্রবধূ।

মোনা। আমি তাকে পুত্রবধূ করতে পারলে, তার জন্য সাম্রাজ্য বিনিময় করতে পারি।

টোডর। তোমরা কি?

রঙ্গ। রাঠোর।

টোডর। উজীর-কন্যা?

রঙ্গ। রাঠোর-কুলবধূ!

টোডর। কুলবধূর মন্ত্র পেয়েছে?

রঙ্গ। নইলে একমাত্র সঙ্গি-সহায় তাকে বনপ্রান্তে রেখে এখানে আসতে পারতুম না, রাজা!

ব্রজ। হুজুরালি! সেই পাঠান-কন্যার দেহের চারি পাশে এখন যে বিশাল বহ্নির আবরণ, তাকে স্পর্শ করতে গেলে, আপনার সাম্রাজ্য ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে হাহাকার করবে।

মোনা। নিশ্চিন্ত হও যুবক! গত যুদ্ধে আমি পুত্রহীন হয়েছি। তোমাকেই পুত্রের আদরে অভ্যর্থনা করছি। রাজা! প্রস্তুত হ'ন—আপনার অনুমানশক্তিকে আমি সেলাম করি। আপনারই সেনাপতিত্বে আজ পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ব্রজ। যুদ্ধের জন্য বেশী আয়াস করতে হবে না। আগেই পাঠানের গর্দ্দান গেছে। জুনিদ খাঁ এই বৃদ্ধের জন্যই আত্মহত্যা করেছে, উজীর বুঝি এতক্ষণ তীর্থের পথে। মাথা-শূন্য পাঠান-সৈন্য কবন্ধের মত নৃত্য করছে। (দূরে কামানধ্বনি)

ওই—ওই—আসুন—আসুন, কবন্ধধ্বংসের এমন সুবিধা আর পাবেন না, আসুন—আসুন—আসুন। সূর্য্যদেব উঠে দেখুন, ক্ষুদ্র সরদিয়া পাঠান-রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে মাটীর ভিতরে ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রতিলালের বহির্ব্বাটী।

সহবৎ।

সহবৎ। প্রভুর এ জীবন-যন্ত্রণা দেখার চেয়ে, মনে হচ্ছে, স্বজাতির কামান-নিক্ষিপ্ত গোলায় বুক দিয়ে মরা আমার ছিল ভাল! কই হুজুরালি?

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। দেখেছ?

সহবৎ। দেখেছি। সব স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, কেউ নেই। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হিন্দু ধর্ম্মনাশ-ভয়ে গোশালা গো-শূন্য করেছে।—বাড়ীর সব আস্‌বাব অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে প'ড়ে আছে। ঘরের সকল দ্বারই একরূপ উন্মুক্ত।

সাবাজ। তবে নেই—নেই—কেউ নেই।

সহবৎ। কেউ নেই—এখানে ত নেই-ই, গ্রামে একটা এমন চোর পর্য্যন্ত নেই যে, এই অপূর্ব্ব সুযোগে এসে রায়দের সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যায়। এক চোরের কার্য্য করেছি আমি,—শুধু আপনার জন্য। যে কার্য্য কখন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। বিধর্ম্মী হয়ে হিন্দুগৃহস্থের অজ্ঞাতসারে তার অন্দরে প্রবেশ করেছি।

সাবাজ। তুমি সন্তান—তুমি সন্তান! ঈশ্বর যদি সুযোগ দিতেন, তা হ'লে তোমাকেও আমি এই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতুম। সহবৎ, প্রেম যার নিজস্ব সম্পত্তি—তার নাম হৃদয়। জাতিধর্ম্ম নিয়ে তার নাম নয়। যে তার অধিকারী, তার নাম মানুষ।

সহবৎ। যাক, আর বিলম্ব করবেন না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখে আপনার পরিবার-বর্গ গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। মন্দিরে যখন প্রবেশ করতে আপনার সাহস নাই, তখন এই স্বজনপরিত্যক্ত গৃহে আপনি প্রবেশ করুন। এই আপনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সমস্ত পাঠান-সর্দ্দার আপনার অনুসন্ধান করেছে। তাদের অভিপ্রায় আপনাকে এই গ্রাম-ধ্বংসকারীদের নেতা করবে। সে দুর্ভাগ্য আসবার আগে আপনার মৃত্যু হোক। মৃত্যু—যে প্রিয়জনের মত আপনাকে সম্মান দেখাবে, সে আসুক। এসে আপনার ঘরকেই আপনার সমাধিস্তূপে পরিণত করুক।

সাবাজ। ঠিক্—ঠিক্! শান্তির লোভে ঘর ছেড়ে দূর-দূরান্তরে ছুটে গিয়েছিলুম, নিশ্চিন্ত বসবা ব'লে পাহাড়ের উপর ঘর রচনা করেছিলুম। সেই দূর, হতাশার প্রচণ্ড করপেষণে নিকট হ'য়ে গেল। পৃথিবীর মর্ম্মচাঞ্চল্যের পাহাড় আমার সে আশ্রয়-গৃহকে নিয়ে মাটীর ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু আমার সেই পুরাতন—এখনও চির-নূতন সৌন্দর্য্যে আমাকে কোলে নেবার জন্য করুণা-মাখা স্থির ইঙ্গিত নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে! যাও, সহবৎ, এইবারে তুমি চ'লে যাও। কটকে গিয়ে সেই হতভাগ্য সুলতানকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'লো আমি পুত্রদ্রোহী, পত্নীদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী হয়েছি, কিন্তু প্রভুদ্রোহী হই নি।

সহবৎ। যদি পৌঁছিতে পারি বলব। হুজুরালি, সেলাম। মর্ম্মতন্ত্রী ছিঁড়ে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। জাতির সমস্ত দোষ জেনেও আপনার পুত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে আমি জাতদ্রোহী হ'তে পারলুম না। (দূরে কামানধ্বনি) ওই তারা আপনার কাছারী বাড়ী ভূমিসাৎ করেছে। যদি তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারিত এই উপযুক্ত সময়।

[প্রস্থান।

সাবাজ। বাস্তুদেবতা! আমি আবার তোমার কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। কিন্তু মা, তুমি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত ক'রে তোমার প্রিয়জনের—আমার পুত্র ও পুত্রবধূর পুনরাগমনপ্রত্যাশায় দুরে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে রেখেছ। করুণার নেত্র একবার নামাও মা। ধর্ম্মত্যাগী কাঁদতে জানে না! কিন্তু তার মর্ম্মের রোদন হৃৎপিণ্ডের প্রতি পরমাণু ক্ষে ক'রে ফোয়ারা তুলছে। ভাবময়ি! এ চোখ দেখে না। সে আজ আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত জমাটবাঁধা প্রস্তর গোলকের মত কঠোর। কিন্তু তার স্পর্শে উত্তাপে লৌহহৃদয় বিগলিত হয়!

[প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরী ও কলির প্রবেশ)

ভুবনে। যাও মা, শ্বশুর-ঘরে একবার প্রবেশ না ক'রে যখন তুমি শান্তি পাচ্ছ না, তখন সে শান্তিতে বাধা দিতে আমাদের আর অধিকার নেই। যাও, তোমার পতি-গৃহের সন্ধান ব'লে দিয়েছি; একবার সেখানে ব'সে এসো। মৃত্যু দূর থেকে ঈর্ষ্যার নিনাদ করছে। সে আমাদের আসবার আগে এ ঘরকে গ্রাস করতে পারলে না। যাও, বিলম্ব করো না। তোমার ভাসুর ফিরে না আসতে আসতে ফিরে এস। আমি সঙ্গে যেতে পারলুম না; গেলে বুঝি আর ফিরতে পারবো না।

কলি। কেন মা, আর ফেরবার দরকার কি?— এসো না—তোমাদের চিতোরের মত অগ্নি-কুণ্ড ক'রে তার ভিতরে দু'জনে ব'সে তার নারী-গৌরবের গল্প করি।

ভুবনে। আছে—আছে! আমরা পুত্রহীন! শ্বশুরের বংশ রক্ষার প্রত্যাশা নষ্ট করতে ধর্ম্ম আমাদের বাধা দিচ্ছে। মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, ততক্ষণ তোমাকে মরতে দেব না। বিজয়লব্ধ মণি তুমি, তোমাকে রাখবার লোভ আমরা সহজে ছাড়ব না।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বড় বউ! গোপালমূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করতে পারলুম না। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আমি গোপালকে স্পর্শ করি নি। বিশেষতঃ বাবার দেহত্যাগের পর এক দিনও গোপালের মুখ ভাল ক'রে দেখি নি। আজ হঠাৎ পারব কেন? নাট-মন্দিরের কাছে যেতে না যেতে—মন্দিরের মাথার উপর আমার দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখামাত্র, বুকের ভিতর কতকালের ছাইচাপা আগুন হাজার হাজার জিহ্ব শিখা নিয়ে দপ ক'রে জ্বলে উঠলো। আর এগুতে পারলুম না।

ভুবনে। আমারও তাই! আপদ্ধর্ম্ম মনে ক'রে, আমি নিজেই ব্যাকুল হ'য়ে গোপালকে কোলে করতে ছুটেছিলুম। যেতে যেতে মন্দিরের মাথার উপর আমারও দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখি, ভাঙ্গা-চূড়ার ঠিক নীচেতে চাঁদ এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি মনে হ'ল, তাকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে তার সমস্ত হাসি লুটে নিয়ে, ভাঙ্গা মন্দির আমাদের রাঠোর নামের উপর পরিহাস সারা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে মর্ম্মভেদী পরিহাসকে সম্মুখে ক'রে আর আমি এগুতে পারলুম না।

নন্দ। কোথায় কি অবস্থায় যে বাবার দেহ ত্যাগ হ'ল, কিছুই জানতে পারলুম না।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। আর দেরী করছ কেন বড় বাবু! আমরা পাঁচ। আমরা দুষমনের গোলা দেখে পিছুবো না। তোমাদের নিরাপদে রেখে স্ফূর্ত্তি ক'রে গোলার মুখে বুক দেবো! তাতে বাধা দিচ্ছ কেন বড় বাবু?

ভুবনে। তা বল্লে যে আমি যাব না কালু! মরতে হয় এক সঙ্গে মরব।

কালু। বেশ, সন্তানদের উপরে তোমার যদি এতই মমতা মা! তা হ'লে—জলদি ক'রে এস।

নন্দ। যাও বড় বউ! বৌমাকে নিয়ে এস। যদি মিছামিছি মরবার প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লে আর বিলম্ব করা কেন?

কালু। বিলম্ব ক'র না মা, বিলম্ব ক'র না। ভোলাই!

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

মায়ের সঙ্গে তুই থাক।

[কালু ও ভুবনেশ্বরীর প্রস্থান।

নন্দ। ভোলাই! তোর বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে হাতে সড়কি।

নন্দ। হাতে সড়কি কি আমি দেখতে পাচ্ছি নে? বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে খুঁজে দেখি!

নন্দ। আবার মদ এনেছিস্ ভোলাই!

ভোলাই। দোহাই বড় বাবু, মদ নয়, জীবন এনেছি। নেশা ছাড়ছে, আর ভয় হচ্ছে! গোপাল আমার পিঠে হাত দিয়েছে, এখনও যেন সে মধুর পরশ পিঠে মাখানো রয়েছে। তাই ব'লে আদর ক'রে ডেকেছে। এখনও যেন সে মধুকথা কানের ভিতর ঝঙ্কার তুল্‌ছে। কিন্তু আর থাকে না। নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের ছবি আমার চোখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বাবু! হুকুম কর।

নন্দ। তাই ত ভোলাই! বার বার তোর কথা শুনে আমারও যে মাতাল হ'তে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভোলাই। বড় বাবু, হুকুম কর, ছিপি খুলে ফেলি।

নন্দ। মুসলমান হয়ে গোপালের প্রতি তুই যে ভালবাসা দেখাচ্ছিস্, হিন্দু হ'য়ে গোপালের সেবক ব'লে পরিচয় দিয়েও আমি গোপালকে যে সে ভালবাসার কণাও দেখাতে পারি নি।

ভোলাই। খুব দেখিয়েছ। সড়কি দিয়ে বিঁধতে গিয়ে আমি অধম পাক যদি গোপালের আদর পাই—এতকাল ক্ষীর, ননী, ছানা খাইয়ে তুমি গোপালের ভালবাসা পাবে না? বড় বাবু! হুকুম কর। কখন খাও নি, এর একটু পেটে পড়তে না পড়তে তোমার নেশা হবে। বাদ-বাকিটুকু আমি প্রসাদ পাই।

নন্দ। তবে অপেক্ষা কর্। তোর বড়-মা ছোটমার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন দেখি।

(ভুবনেশ্বরীর পুনঃপ্রবেশ)

নন্দ। একি বড়-বউ? অমন ক'রে আসছ কেন?

ভুবনে। বুঝতে পারছি না। আমাদের অনুপস্থিতিতে পাঠান বুঝি বাড়ীতে প্রবেশ করেছে।

কলি। (নেপথ্যে) মা! মা।

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) এ কি ব্যাপার বড়-বউ! সত্যই ত পাঠান! কিন্তু ছোট বৌমা তার হাত ধ'রে নিয়ে আসছে যে!

(কলি ও সাবাজের প্রবেশ)

কলি। ভয় নেই মা! ইনি আমার পিতৃতুল্য। শৈশবে এঁর কোলে আমি কত নৃত্য করেছি, আমি বলতে পারি না! আপনাদের অনুমতি, ইনি হুকুম করলেই, এখনি সমস্ত পাঠান আমাদের আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত হয়।

ভুবনে। (সাবাজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম)।

নন্দ। করলে কি বড় বৌ? জীবনের জন্ত ঘৃণিত বিধর্ম্মীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মহাত্মা রতিলাল রায়ের নাম ডুবিয়ে দিলে!

ভুবনে। প্রথমে দেখে চিন্‌তে পারি নি। অপরাধ—অপরাধ—অপরাধ। অনেক দিন—অনেক দিন—আমি তখন বালিকা, শ্বশুরের ঘরে নবাগত। দু'দিন শ্বশুরের ঘর করতে এসেই দেখি পাঠান গোপাল-মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গছে। সমস্ত গৃহটা মুহ্যমান। আপনি শোকে উন্মত্ত। তারপর, আর দেখি নি—আর দেখি নি।

নন্দ। আপনি! কে—কে? বাবা? বাবা! গুরু—ইষ্ট—ধর্ম্ম?

(পদতলে পতন)

সাবাজ। নন্দলাল! নন্দলাল! নন্দলাল!—

(মূর্চ্ছা)

নন্দ। (উঠিয়া) বড়-বউ! বড়-বউ! বুকে যে বিষম বেদনা ধরলো, আর ত বেশীক্ষণ বাঁচব না।

ভুবনে। আমি কি করব বল।

নন্দ। সে কি? আবার কি করবে বড়-বউ! এ বাইশ বছরের ভিতরে একদিনও এমন সৌভাগ্য আসে নি। গুরুর বাহিরের রূপ দেখে ভয় পাচ্ছ কেন? সর্ব্বরূপে সর্ব্ব অবস্থায় পিতা—পিতা। শুশ্রূষা—শুশ্রূষা কর।

সাবাজ। (উঠিয়া) না মা—আমি সুস্থ হয়েছি।

নন্দ। পিতা! পিতা! এইবারে আশীর্ব্বাদ করুন, গোপালকে বুকে ধ'রে যেন মরতে পারি। আপনারই জন্ত অভিমানে আমি তার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়ে ফিরে এসেছি। আর ত গোপাল অভিমান করবার উপায় রাখলে না!

সাবাজ। যাও নন্দলাল! (নন্দলালের প্রণামানন্তর বেগে প্রস্থান) যাও মা, তোমরাও যাও। আমি সুস্থ হয়েছি,—আমি সুস্থ হয়েছি।

ভুবনে। না না ছোট বউ! তুমি থাক। শ্বশুরের শুশ্রূষা করবার ভাগ্য আমি তোমাকে দিয়ে গোপাল-মন্দিরে চল্‌লুম। ভগিনি, এখন তুমি আমার অন্তর্যাতনা বুঝতে পারবে না। পিতৃলোকে আছেন জেনে বহুবার যাঁর উদ্দেশে আমি স্বামীর হাতে শ্রাদ্ধের পিণ্ড তুলে দিয়েছি, কল্পনার সে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির এ কালিমাময় প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পারছি না। ভোলাই! (ভোলাইয়ের প্রবেশ) তোর কাছে আমার মা রইল। মায়ের কাছে আমার মৃত শ্বশুরের রাঠোর-গর্ব্বের পেটিকা আগলে থাক্—আগলে থাক্।

[প্রস্থান

কলি। ভোলাই! ভিতরে যা।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান

হজুরালি! রাঠোরের অতিথিসৎকারের রীতি

আমি জানি না। আমার শ্বশুর মহাত্মা রতিলালের গৃহে আপনার কিরূপ অভ্যর্থনা করব?

সাবাজ। পেয়েছি পেয়েছি। রতিলালের কুললক্ষ্মি! রাঠোর-গৃহের যোগ্য অভ্যর্থনা পেয়েছি। তবে একবার দাঁড়াও। শৈশবে এই কোলে চঞ্চলা পাঠানী বালিকার নৃত্য দেখেছি। আর আজ একবার গর্ব্ববিস্ফুরিতেক্ষণা নিশ্চলা রাঠোর কুল-বধুর মূর্ত্তি দেখি।

[সাবাজের প্রস্থান ও কলির দরজা বন্ধ করণ।

তৃতীয় দৃশ্য

গর্ভ-মন্দির।

জৈমুদ্দীন।

জৈমু। গোপাল! এত রূপ ভাই আমাকে কেন দেখালে। মুষ্টির ভিখারী আমি, আমার সুমুখে বাদশার ভাণ্ডার! আমি যে কোন্ রূপ ছেড়ে কোন্ রূপ নেবো, তা বুঝতে পারছি না। চক্ষু কাল হলো। ধর গোপাল, আমাকে ধর। নইলে দুনিয়া আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

(গীত)

বদন-চাঁদ কোন্ কুঁদারী কুঁদিল গো
কেবা কুঁদিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ
কেমন করে,
কেমনে ধৈরয ধ'রে থাকি।

(প্রতিধ্বনি)

গোপাল! গোপাল! আমি যে তোমাকে কাটবো বলেছিলুম। আমাকে দেখে তুমি হাসলে! এত ভালবাসা আমার জন্য তুমি ওই পদ্মপলাশ চক্ষু দুটির পল্লবে লুকিয়ে রেখেছিলে! চেয়ো না, অমন কোরে কটাক্ষে ইঙ্গিত পূরে আমার পানে চেয়ো না। দোহাই! আমি বেয়াদবী কোরে অনেক দূরে এসেছি। ওই সাহস দিয়েছে, তাই এসেছি। নইলে আসতে পারতুম না। চেয়ো না ভাই, অমন কোরে চেয়ো না। আমি তা হ'লে আর এখানে থাকতে পারবো না। এখনি তোমাকে জড়িয়ে ধরব। তবু চেয়ে আছ? তবে আর আমার দায় দোষ নেই।

(গীত)

নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোনায় মুড়িত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন চাঁদের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে।

(প্রতিধ্বনি)

এ কি? আমাকে এ কারা তামাসা করছে! মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো মেয়ে এই ঘরের কোণে কোণে লুকিয়ে আছে। তারা আমাকে চেনে না ব'লে তামাসা করছে। দাও গোপাল, তুমি তাদের আমার পরিচয় দিয়ে দাও। ব'লে দাও ভাই, ব'লে দাও, আমরা দুটি ভাই। আমারও বাবা রতিলাল রায়।

নেপথ্যে। (অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে) পেয়েছি—পেয়েছি।

জৈমু। না না! এ কারা কথা কইলে?

নেপথ্যে। খবর দে—খবর দে—জল্‌দি—।

জৈমু। এ কি গোপাল! কেঁপে উঠলে কেন ভাই?

নেপথ্যে। এই ঘরে—এই ঘরে।

জৈমু। এ কারা কথা কইছে! কথা শুনে এদের মতলব ত ভাল বোধ হচ্ছে না।

নেপথ্যে। আর যাবে কোথা! হুজুরকে খবর দে।

জৈমু। তাই ত গোপাল? তুমি যে আবার কাঁপলে! (পাদপীঠে উঠিয়া গোপালকে ধারণ) এখনও কাঁপছ! তা হ'লে ত আর সন্দেহই নেই। যারা আস্‌ছে, তারা নিশ্চয়ই দুষমন। ভয় কি গোপাল, ভয় কি ভাই! আমি অস্ত্র ধরতে জানি। আমিও তোমার মত বালক বটি, কিন্তু আমি পাঠানী মায়ের পেটে জন্মেছি। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই আমার অস্ত্রব্যবসায়ী। আমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারীর প্রিয়তম শিষ্য! সেই গুরুদত্ত অস্ত্র আমার সঙ্গে আছে, ভয় কি!

নেপথ্যে। ঠিক—ঠিক এই ঘরে। খবর দে, জল্‌দি—জল্‌দি।

জৈমু। তবু কাঁপছ! তবে এস ভাই, তোমাকে আমি আগে লুকিয়ে রাখি। ভয় কি আমার কলিজা, ভয় কি? দুষমন্ তোমাকে ছুঁতে পারবে না! তুমি

বাঁশীর গোপাল, আয় আমি ভাই, অসির গোপাল। তারা এসে আমাকে দেখবে—তোমাকে দেখতে পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-সংসর্গ চত্বর।

পাঠানগণ।

১ম পাঠান। আমি ভিতর থেকে কথা শুনেছি।

২য় পাঠান। আমিও শুনেছি দোরে কান পেতে। বলছে—"পরাণ কেমন করে"। এতটুকু সন্দেহ নেই।

(মুন্দা খাঁর প্রবেশ)

হুজুর! সন্ধান পেয়েছি।

মুন্দা। চুপ, গোল করো না। আমিও টের পেয়েছি। আস্‌তে আস্‌তে গলার সুর শুনেছি। শুনেই বুঝেছি, এই মন্দিরেই বদমায়েস রঙ্গলাল বেগম সাহেবকে পুরে রেখে গেছে। এমন মিঠে গলা আমি উমেরে কখন শুনি নি। এই সুযোগ—রায়েরা প্রাণভয়ে সরদিয়া ফেলে পালিয়েছে। রায়েদের উপর উত্তেজিত করতে যে কথা কেরাণী-সর্দারকে বলেছিলুম, খোদার মর্জ্জিতে তাই সত্য হয়ে গেছে। মতিহীন রাজপুত জুনিদ খাঁকে একলা পেয়ে কাছারী বাড়ীতে পুরে গুম্‌খুন করেছে। পাঠানরা জান্‌তে পেরে রাগে অন্ধ হ'য়ে কাছারী-বাড়ীর উপর কামান দাগ্‌ছে। কামানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ না? এইবারে তারা রায়েদের বাড়ী মন্দির কবরে দিতে আস্‌ছে। জুনিদ খাঁর ফৌজ বিবি-সাহেবের খবর জান্‌তে না জানতে; এই বেলা সরদিয়া জনশূন্য। গাঁয়ের যেখানে যে কেউ ছিল, সব পালিয়েছে। এই বেলা—এই বেলা! এই সুযোগ গেলে আর হবে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

কুটীল কুন্তল, কুসুম কাছনি
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ-বৌমুলী
কুন্দকোরক হাস রে।

১ম পাঠান। হুজুর!

মুন্দা। জল্‌দি জল্‌দি। কল্‌জে কেটে টুক্‌রো, হ'ল। নিয়ে আয়। বক্‌সিস্—হাজার—দু-হাজার—দশহাজার।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

বেদীপার্শ্বে জৈনুদ্দীন।

জৈনু। আর ভয় কি! গোপাল, তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে এসেছি যে, তুমি নিজে না ধরা দিলে, এক গুরু ভিন্ন আর কেউ তোমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। কিন্তু গোপাল! ও রূপ দেখেও যে আঁখির পিপাসা গেল না। গোপাল! ভাই! কি কোমল অঙ্গ তোমার! একবার বুকে ক'রে এ জ্বালার বিরাম যে হ'ল না।

(গীত)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরশ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

(নেপথ্যে—দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

তাই ত! মনে ছিল না ত! দুষমন—গোপালকে মারতে আসছে। (বেদীর উপরে উঠিয়া) মা! মা! যে স্তন্যপান করিয়ে আমাকে গোপাল দেখবার চোখ দিয়েছ, আমার হাতে গোপালের শত্রুনাশের বল দিয়ে সেই স্তন্যমাহাত্ম্য পূর্ণ কর।

(পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পা। উঃ! কি অন্ধকার!

২য় পা। তাই ত রে ভাই, কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। মশাল না এনে ত বড় অন্যায় করেছি।

১ম পা। বাইরে বেশ ফর্শা হয়েছে। এই ভিতরে যে এত অন্ধকার, তা কি ক'রে জানবো! ওরে দেখ, দুটো মাণিকের মত কি যেন জ্বলছে!

২য় পা। ওই রায়দের ঠাকুর রে! ওই গোপাল

(মুদ্দা খাঁর প্রবেশ)

মুদ্দা। কি রে? তোরা দেরি করছিস কেন। উঃ! কি অন্ধকার!

১ম পা। হুজুর! কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, কি হবে?

মুদ্দা। হা আল্লা! তবে ত সব মাটী। মশাল—মশাল। আল্লা! একটা মশাল! তাই ত অন্ধকারে জল জল করছে ও কি রে?

২য় পা। হুজুর! ওই ঠাকুরের দুটো চোখ।

মুদ্দা। বা! বা! কেয়া রে—কেয়া রে!

১ম পা। হুজুর! হুজুর! আছে—আছে। বিবি-সাহেব আছে। নিশ্বাসের শব্দ—শুনতে পেয়েছি।

মুদ্দা। বিবি-সাহেব! আর বৃথা লুকিয়ে কষ্ট পাও কেন! তোমাকে না নিয়ে ত যাব না। বেরিয়ে এস। আমি এই জেলার মালেক! মেহেরবাণী ক'রে বাইরে এস। তবু আসছ না? মনে করেছ রঙ্গলাল তোমাকে রাখতে পারবে? তবে শোন। তার এই মন্দিরের চূড়া আমরাই চূর্ণ ক'রে দিয়েছি।

১ম পা। হুজুর! ঠাকুরের চোখ যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠলো!

মুদ্দা। তবে র'স্ তো। ঠাকুরের চোখ দুটোর রফা আগে রফা করি। আছাড় মেরে পুতুলটাকে মাটীতে গুঁড়িয়ে দিই।

১ম ও ২য় পা। হুজুর! হুজুর! ঠাকুর নড়ছে!

মুদ্দা। য়্যাঁ—য়্যা—তাই ত—তাই ত!

১ম ও ২য় পা। পালিয়ে—পালিয়ে—এ কেয়া তাজ্জব! এ কেয়া তাজ্জব!

[উভয়ের পলায়ন।

মুদ্দা। ফেলে যাসনি—ফেলে যাস্‌নি—আমি যাব। অন্ধকার—অন্ধকার। পথ দেখতে পাচ্ছি না।

জৈষু। (লম্ফ প্রদানে অবতরণ) এই যে একেবারে লম্বাপথ দেখিয়ে দিচ্ছি। (অস্ত্রাঘাত, মুদ্দা খাঁর পতন) পর-বিদ্বেষী মূর্খ পাঠান। এক দিন অকারণে তোর বাপ এই মন্দিরের চূড়া ভেঙে, আমার বাপের কলিজায় ছোরা মেরেছিল, এত দিন পরে তোকে মেরে শোধ নিলুম।

নেপথ্যে। দোহাই নন্দলাল বাবু! দোহাই! আগেই মরেছি। মরাকে মেরো না!

জৈষু। এ কি! ভাই? নন্দলাল ত আমার ভাই! তাই ত—ওই যে! বাবার মত মূর্ত্তি। কিন্তু আমি ত দেখা দিতে পারব না। পরিচয় দিতে যাব না। আমি ত দেখা দেবো না।

[অন্য দিক্ দিয়া প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। কই? গোপাল—গোপাল কই? গোপাল! গোপাল! কোথায় তুমি?—এ কি। কে তুমি?

মুদ্দা। নন্দলাল বাবু!—আমি!

নন্দ। আমি? (মুখ নিরীক্ষণ) এ কি! খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। ক্ষমা—নন্দলাল বাবু, ক্ষমা। আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ধ'রে আমরা পিতাপুত্রে নিরীহ তোমাদের উপর যে অত্যাচার ক'রে আসছি,—আজ তার প্রতিফল।

নন্দ। কে আপনাকে মারলে খাঁ সাহেব?

মুদ্দা। তোমাদের গোপাল।

নন্দ। আমাদের গোপাল! গোপাল কে?

মুদ্দা। তোমাদের গোপালকে তুমি চিন্‌লে না নন্দলাল বাবু! আমি চিন্‌লুম! তুমি কে গোপাল বললে! ননীর মত কোমল বালক। অতি অত্যাচারে পাথরে প্রাণ এসেছে! অচল গোপাল সচল হয়েছে। অস্ত্র ধ'রে আমাকে কেটেছে!

নন্দ। পাঠান! আপনি আমার অপেক্ষা ভাগ্যবান্। গোপাল আপনাকে না কেটে যদি আমাকে কাটতো, তা হ'লে সে আরও ভাল কাজ করতো। আমি নরাধম। হিন্দু নাম আমার প্রতারণা। আসুন—আপনি আমার কাঁদে উঠুন।

মুদ্দা। না না! আমার দিন শেষ—যেতে দাও—ক্ষমা।

নন্দ। তা হ'তে পারে না।

[মুদ্দা খাঁকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দিরাভ্যন্তর।

নন্দলাল।

নন্দ। বড়-বউ! বড়-বউ! গোপাল আমাকে কাপুরুষ দেখে হেয়জ্ঞানে নিজেই অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা

করেছে। ক'রে এ পাপ মুখ দেখতে হ'বে ব'লে মন্দির ছেড়ে চ'লে গেছে।

(জৈমুদ্দীনকে কোলে লইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কেন যাবে। যেতে দেয় কে? এই নাও রক্তাক্ত অসি। তোমার সচল গোপালকে ধ'রে এনেছি।

নন্দ। তাই ত! কোথা থেকে কেমন ক'রে ধ'রে আন্‌লে বড়-বউ?

ভুবনে। দেখছ—দেখছ? বুঝতে পারছ না?

নন্দ। বা! বা! বড়-বউ! আবার যে রঙ্গলাল বালক হ'য়ে তোমার হাত ধ'রেছে।

জৈমু। আমি ত পরিচয় দেবো না।

নন্দ। তোমার পরিচয় দিচ্ছি। তুমি আমার ভাই। রতিলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

ভুবনে। পরিচয় দিতে চাইলেও ত আমরা পরিচয় নেবো না। নিতে আমাদের সাহস নেই। শুধু ভাই বললে কেন গোপাল! তুমি ভাই, বাপ, পিতামহ। আমার শ্বশুর যা করতে পারেন নি, আমার স্বামী যা পারেন নি, তাই তুমি করেছ। এরা পারলে না দেখে গোপাল। তুমি আমার পাঠানী মায়ের গর্ভে স্থান নিয়ে সচল হয়ে এখানে ফিরে এসেছ।

জৈমু। দুষমন পাছে গোপালের গায়ে হাত দেয়, তাই আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

ভুবনে। কই লুকিয়েছ! এই যে আমি তপ্ত বুকের প্রতি পরমাণুতে গোপালের শীতল দেহ স্পর্শ করছি।

জৈমু। আমি পরিচয় দেবো।

ভুবনে। আমি ত নেবো না। দিতে এলে, কানে আঙুল দিয়ে থাকবো।

জৈমু। (অস্ত্র নিক্ষেপ ও বাহু দিয়া ভুবনেশ্বরীর গলদেশ বেষ্টন) মা! মা! আমি তোমার ছেলে।

ভুবনে। জন্ম-জন্মান্তরের হারানিধি! আর একবার বল্।

জৈমু। মা! মা! বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমার কোলে শুয়ে ঘুমুবো।

ভুবনে। দাঁড়িয়ে দেখছ কি স্বামিন্! রঙ্গলালকে পুত্র বলতে পার নি। গোপাল পুত্র বুকে ধ'রে অপুত্রক নাম দূর কর।

নন্দ। আয় বাপ! আয় ব্রহ্ম-গোপাল—বুকে আয়।

ভুবনে। এইবারে চ'লে এস।

নন্দ। চল চল। (নেপথ্যে ভীম কোলাহল ও কামানধ্বনি) বড় বউ, আর ত যাওয়া হ'ল না। (মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন) ওই ফটক ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'ল। বিরাট ধূলিরাশি আকাশমার্গে উঠে নবোদিত সূর্য্যকে ঢেকে ফেল্‌লে। অন্ধকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ ডুবে গেল।

ভুবনে। গোপাল! গোপাল!—এ কি ঘুম গোপাল!

(কোলে গ্রহণ)

নন্দ। ওই মন্দির-দ্বারে ঘা পড়লো। ওই যাবার পথ রুদ্ধ হলো।

ভুবনে। ব'সে পড়, ব'সে পড়। (জৈমুদ্দীনকে কোলে শয়ন করাইয়া উপবেশন) গোপালকে ঘেরে ব'সে পড়। যশোদার স্নেহ! একবার বুকে আয়, আমি আমার গোপালকে আচ্ছাদন করি।

(কোলাহল—মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন ও মন্দির-ভঙ্গ)

(পুনঃ কোলাহল)

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার পাঠান। পালা পালা (কামান-গর্জ্জন) দুষমন মোগল এসে পড়েছে কামান দাগছে—পালা—পালা।

(রঙ্গলালের বেগে প্রবেশ)

রঙ্গ। দাদা! দাদা! দেখা করতে এসেছি মা! মা! মোগলের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জলেশ্বরের রাণী রাজাকে ডেকে দাও, সনন্দ চরণে রেখে বর চাই ডেকে দাও মা, একবার ডেকে দাও। পাঠান পালিয়েছে। স্তূপভেদ ক'রে বাইরে এসে পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর।

(মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন)

(কলির প্রবেশ)

কলি। এ কি ছোট বাবু! মাথায় হাত দিয়ে বসেছ যে!

রঙ্গ। সমস্ত শেষ হয়ে গেছে! মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই।

কলি। তা আমিও দেখছি। কিন্তু স্তূপ আছে। আর সেই স্তূপের ভিতরে আমার নবজীবনদায়িনী মা আর তাঁর মহান্ স্বামী আছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা গোপালকে কোলে ক'রে স্নেহসম্ভাষণে ডাকবার জন্য বিরাট আকাশের একটি কণার প্রত্যাশায় তোমার কল্পনার মুখের পানে চেয়ে আছেন।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। তাই ত দেখি, সব বৃথা হ'ল! দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না। দাদা!

কলি। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট মা!

কলি। তোর কাছে এখনও সে বোতল আছে?

ভোলাই। আছে মা, আছে। (বোতল বাহির করিয়া) বড় বাবু প্রসাদ ক'রে দেবে ব'লে চ'লে গেল, আর এলো না। আর ত একে স্পর্শ করতে পারলুম না!

কলি। আমাকে দাও।

ভোলাই। এই নাও! এই নাও! মাটিতে আর একে রাখতে ভরসা করছি না। যখন চোখ বুজি, তখন দেখি গোপাল নিজে মন্দিরের ভিতরে-বাইরে আনন্দে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। আর এখন নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমি গোপালকে দেখতে পাচ্ছি না, তার মন্দির দেখতে পাচ্ছি না।

কলি। ছোট বাবু! যদি মা বেঁচে থাকেন? যদি তোমার ভাই এখনও জীবিত থাকেন?

রঙ্গ। এ কি বলছ! এই বিশাল স্তূপ আর আমি একা। সবুদিয়া জনশূন্য।

কলি। এই নাও ছোট বাবু!

রঙ্গ। এ নিয়ে কি করব?

কলি। পান কর। কাল প্রাতঃকালে যখন তুমি পান করেছিলে, তখন তোমাতে আমি কিশিয়ায়ের বীরত্ব দেখেছিলুম। এখন দেখছি নেশা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে অপূর্ব্ব বীরত্ব চ'লে যাচ্ছে। তুমি দেখছ সবুদিয়া শূন্য। কিন্তু আমি ত দেখছি না। ছোট বাবু! আমি দেখছি, এক লাখ লোক আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটু মাদকতার অভাবে সে লক্ষ জন-শক্তি আজ কার্য্যহীন। নাও, পান কর। (হস্তে বোতল দান)

রঙ্গ। (বোতল নিক্ষেপ ও কলির হস্তধারণ) তবে এস ছোট-বউ। ও মাদকতায় আর আমার প্রয়োজন নেই। ভোলাই! দেখে আয়, স্তূপমধ্যে একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকারও প্রবেশের পথ আছে কি না। (ভোলাইয়ের আগমন) এস শক্তি! তোমার অমিয়ময় আঁখির দীপ্তি আগে থাকতেই আমার মস্তিষ্ক মাদকতায় ভরিয়ে দিয়েছে। এইবারে এই কোমল করাঙ্গুলির প্রান্ত দিয়ে মাদকতার প্রবাহ আমার ধমনীপথে ছুটে আসুক। হৃদয় তীব্র-জীবন-স্পন্দনে নৃত্য করুক, দেহ একবার মত্ত দেব-মাতঙ্গের মত বলীয়ান্ হোক।

কলি। আর আমার যে হৃদয়ের রাজা, তার সিংহাসন-তল থেকে বাদশা তার সিংহাসন-গর্ব্ব কুড়িয়ে নিয়ে যাক্।

রঙ্গ। দেখতে পেলি ভোলাই?

ভোলাই। এই একটা খিলেন ভেঙ্গে পড়েছে, এইখান দিয়ে একটু ফাঁক আছে।

রঙ্গ। ঠিক্—ঠিক ভোলাই, এই ত ছিল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশদ্বার! স'রে আয় ভোলাই, স'রে আয়।

ভোলাই। কেন ছোট বাবু?

রঙ্গ। এই পথ দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করব।

ভোলাই। (খিলানের মুখ পরীক্ষা ও তুলিতে বলপ্রয়োগ) সে কি ছোট বাবু, এ তো পাহাড়ের ভার যেন।

রঙ্গ। কই দেখি। (মাটিতে বক্ষ দিয়া ও খিলানে পৃষ্ঠ দিয়া উত্তোলন) ছোট বউ! এইবারে যাও, মা আর দাদাকে খুঁজে এসো।

(মন্দির মধ্যে কলির প্রবেশ)

কলি। ছোট বাবু! মাকে পেয়েছি। কিন্তু মা তো নেই।

রঙ্গ। (হস্তদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হইল) দাদা?

কলি। হায়! তাঁকেও পেয়েছি। কিন্তু তিনিও জীবিত নেই।

রঙ্গ। চ'লে এসো—জলদি চ'লে এস—

কলি। পেয়েছি—পেয়েছি।

রঙ্গ। কি পেয়েছ? (স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিল)

কলি। গোপাল!

রঙ্গ। নিয়ে এসো—জল্‌দি নিয়ে এসো।

ভোলাই। নিয়ে এসো ছোট মা, নিয়ে এসো!

রঙ্গ। জল্‌দি—জল্‌দি।

(মূর্চ্ছিত জৈনুদ্দীনকে কোলে লইয়া
কলির বহিরাগমন)

ভোলাই। গোপাল! গোপাল!—এস গোপাল!

কলি। এ কি! ছোট বাবু, এ যে তোমার ভাই!

রঙ্গ। ভাই?

কলি। আমার পাঠানী শাশুড়ীর গর্ভজাত সন্তান!

রঙ্গ। নিয়ে যাও—ছোট-বউ! গোপাললালকে নিয়ে যাও। বংশ রক্ষা কর! বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর কেন, তুমিও এস।

রঙ্গ। ছোট-বউ! বড়-বউ আমাকে যে মাতৃ স্নেহে শৈশবে বুকে তুলে মানুষ করেছিলেন, তুমিও সেই স্নেহে গোপাল বালককে মানুষ কর—বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর তুমি?

রঙ্গ। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট বাবু! কি করলে?

রঙ্গ। চির জাগ্রত প্রহরী হ'য়ে—গোপালকে, তার মাকে রক্ষা—

কলি। ছোট বাবু, বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস।

রঙ্গ। দেবি! মাকে উদ্ধার কর্‌বার লোভে তোমার মুখ দেখে পাহাড় মাথায় তুলেছিলুম। মা নেই, তোমারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না—পাহাড় চেপে ধরেছে—আর বেরুবার উপায় নেই! মা! মা! মা!

(স্তূপ সম্মুখে ভোলাই ও কলির
বারংবার মস্তক অবনমন)

যবনিকা

মিডিয়া

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

আল মনস্থর	...	...	...	তুর্কীর সুলতান।
সমসের	...	...	...	ঐ উজীর।
ফেরান	...	...	...	সুলতানের দেহরক্ষক।
বুলবন মাবুদ	} ...	...	...	ঐ ওমরাওদ্বয়।
এলাহী	...	...	...	গ্রাম্য সর্দ্দার।
জিবার	...	...	...	বিজ্ঞান-সাধক।

কৃষকগণ, ওমরাওগণ, চর।

স্ত্রী

মিডিয়া	...	...	...	গ্রীক-রাজকন্যা।
সৌলত	...	...	...	এলাহীর স্ত্রী।
লুনা	...	...	...	ঐ পৌত্রী।

কৃষকরমণীগণ, গ্রীসঙ্গিনীগণ, বিজলী-সঙ্গিনীগণ।

মিডিয়া

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীগ্রামস্থ শস্যক্ষেত্র।

গ্রাম্য রমণী।

(গীত)

দিলচোরী ভই মেরি ননদিয়া।
আঁখমে বাণ জোড়ি, জান উথাড়ি
মুলুক হামারি ছোড়ি দিয়া।
হাত জোড় করি মিনতি করিনু হাম,
শ্রবণহি পরশ না গেল।
যব দূর গেলা বঁধু, ময় সে কুলবধূ
পুনঃ তঁহি দরশ না ভেল।
তব্ তক্ থির নেহি হিয়া ননদিয়া,
মেরি আঁখিয়া রোয়ে রোয়ে লালিয়া॥

(কৃষকের প্রবেশ)

১ম, কৃ। এই, আজ আর তোদের মাঠে কাজ কর্‌তে হবে না—ঘরে চ'লে আয়।

১ম, র। কেন?

১ম, কৃ। কেন, যে যার ঘরে গিয়ে শুন্‌তে পাবি।

২য় র। তুই কাকে বল্‌ছিস্?

১ম কৃ। সকলকেই বলছি—এ কি আর বেছে-গুছে বল্‌ছি, সকলকে এক-সাপটা বল্‌ছি। কেউ আর আজকে মাঠে থাকতে পাবি নি।

১ম, র। আবার তোরা কারও সঙ্গে লড়াই বাঁধালি না কি?

১ম, কৃ। ও বাঁধাবাঁধির খবর আমি রাখি না। মোড়ল তোদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে আমাকে হুকুম করেছে, তাই তোদের বল্‌তে এসেছি। যা, আর দেরী করিস্ নি, ঘরে যা। সেখানে যা জান্‌বার, জান্‌তে পাবি।

১ম, র। মোড়ল যখন হুকুম করেছে, তখন কিছু না কিছু গণ্ডগোল বেঁধেছে। তবে চল্—মাঠের ফসল আজ মাঠেই পড়ে থাক্।

[রমণীগণের প্রস্থান।

(কৃষকগণের প্রবেশ)

২য়, কৃ। কি রে, সব জায়গায় খবর দিয়েছিস্?

১ম, কৃ। আর ছুটো একটা মাঠ বাকী আছে—

২য়, কৃ। যা,—জল্‌দি তাদের খবর দিয়ে আয়।

[১ম কৃষকের প্রস্থান।

৩য়, কৃ। রাজার ইয়াররা শীকার কর্‌তে আস্‌ছে; এ খবর তুই কোথায় পেলি?

২য়, কৃ। গাঁয়ের পর গাঁ খবর চালাচালি হয়ে গেল। রাজার কতকগুলো বাছা বাছা দাসো মোসাহেব—গাঁয়ে গাঁয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। গেরস্ত মেয়ে ছেলে সব ভিন্ন গাঁয়ে সরিয়ে দিয়েছে। দোকানী-পসারী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে পালিয়েছে।

৩য়, কৃ। তা হ'লে আমাদেরও মেয়েছেলে-গুলোকে ত গাঁ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত?

২য়, কৃ। উচিত কি—এখনি দে—ঘরে স্ত্রীলোকের নামের গন্ধ পর্য্যন্ত রাখিস্ নি।

৩য়, কৃ। থেকেই বা লাভ কি—রাজার সঙ্গে বিবাদ ত চল্‌বে না—অথচ অন্যায় দেখলে চুপ ক'রে থাকতেও ত পার্‌ব না।

২য়, কৃ। তা হ'লে গাঁয়ে থাক্‌বে কে?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। শুধু আমি থাক্‌ব। আর কারও থাক্‌বার দরকার নেই।

[তৃতীয় ও দ্বিতীয়ের প্রস্থান।

এলাহী। কোন কিছু গোল বাধুক, আমি থাকতে সাবধান হওয়ার দোষ নেই।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। হাঁ দাদা, লড়াই বাঁধবে নাকি শুনতে পাচ্ছি?

এলাহী। ঠিক লড়াই নয়, আর বাঁধলেই বা করবি কি? রাজার সঙ্গে ত আর লড়াই চলবে না! কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস চলে? যাক, আর দেরী করিস্ নি, আমার এ ছাড়া দোসরা কাজ আছে, এই বেলা সেরে ফেলি।

লুনা। হাঁ দাদা, সকলে চলে যাবে, আর তুই একা থাকবি?

এলাহী। আমি না থাকলে গাঁ রক্ষা করবে কে?

লুনা। জোয়ান জোয়ান মানুষ সব পালাচ্ছে, তুই কোন্ সাহসে থাকবি?

এলাহী। এই কলুজের সাহস।—এ বয়স পর্য্যন্ত জানতঃ কখন অন্যায় করি নি। আর যদিই না জেনে খোদার কাছে অপরাধ ক'রে থাকি, খোদা শাস্তি দিতে হয় দেবে। কোথায় পালিয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকব, লুনা? এইটুকু জেনে এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ পিছনে রেখে পালাই নি। আজও পালাব না।

লুনা। আমি কি করব?

এলাহী। তুই আর তোর দিদি ওদের সঙ্গে চলে যা। আজ রাত্তিরের মত ইলদিজে গিয়ে থাক্, এ দানাগুলো চ'লে গেলে কাল ফজেরে আবার আসিস্!

লুনা। আমি যদি থাকি?

এলাহী। থাকবি!

লুনা। কেন, তুমি কি থাকতে নিষেধ কর?

এলাহী। থাকতেও বলি না, নিষেধও করি না,—কলুজের জোর থাকে, থাক। তবে যদি থাক, আমাকে আশ্রয় ক'রে থেকো না।

লুনা। তোমাকে আশ্রয় ক'রেই থাকবো। তবে আমার জন্য তোমাকে বিপদে পড়তে দেব না —এটা নিশ্চয় জেনো দাদা! আশ্রয়- তুমি আমার প্রাণ আশ্রয় নও। তুমি বেঁচে আছ মনে হ'লেই আমি বাদশার সঙ্গীদের আমার কাছ থেকে দূর ক'রে দিতে পারি। কিন্তু যে তোমার আশ্রয়ে নেই, সে কারও আশ্রয়ে নেই, একা বনের ভিতরে পাহাড়ের ধারে আপনাকে আপনি নিয়ে বাস করে, সে যদি গাঁয়ে থাকতে পারে, আমি থাকতে পারব না কেন?

এলাহী। তাই ত, তাই ত লুনা, মিডিয়ার কথা যে ভুলে গিয়েছিলুম।

লুনা। তাই কি সে যেমন তেমন মিডিয়া— তার রূপের কি তুলনা আছে। তার রূপ দেখলে ইচ্ছা হয়, বিনি মাইনেয় তার ঘরে বাঁদী হয়ে থাকি।

এলাহী। মনে ছিল না। লুনা, তোর যাওয়া হ'ল না? মিডিয়া ত গাঁ ছেড়ে কোথাও যাবে না। যা, এখনি যা,—আমার নাম ক'রে এখনি তাকে ধ'রে আমাদের ঘরে নিয়ে আয়, আমি আর সব মেয়েছেলে-গুলোকে ইলদিজে পাঠাবার যোগাড় ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লুনা।

লুনা। ওরা সব মনের আনন্দে গান গায়— যেথা সেথা ছুটে যায়—পাখীর মত নাচে। আমি দেখি, আর মলিন মুখে ব'সে থাকি। ওরা আমায় ডাকে, কাছে পেলে আদর করে, ভালবাসার কত নিদর্শন সুমুখে ধরে—আমি কিন্তু তা গ্রহণ করতে পারি না—মনের সঙ্গে মিশতে পারি না—ওদের মত গাইতে পারি না।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। কি ভাই লুনা, এমন ক'রে ছুটে আসছিস্ কেন?

গীত।

কোন্ দেশে কোন্ সোনার বাগানে।
ফুটেছিলি গোলাপ-রাণী, ভেসে এলি বানে।
ঘুমন্ত দরিয়া কূলে,
ফেলে রেখে গেছে কূলে,
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি এনেছি তুলে,
সুবাসে ধরেছে নেশা, পড়েছি টানে॥

লুনা। এখানে আর এক লহমাও থাকিস্ নি, চ'লে আয়।

মিডিয়া। কেন?

লুনা। সে সব বল্‌বার সময় নেই। শুন্‌তে হয়, পরে শুন্‌বি।

মিডিয়া। কোথায় যাব ?

লুনা। আমাদের ঘরে। দাদা ব'লে দিলে,—"মিডিয়াকে যেখানে দেখতে পাবি, সেখান থেকেই ধ'রে নিয়ে আস্‌বি।"

মিডিয়া। আমি যাব না।

লুনা। না বল্‌লে শুন্‌বো না, আজ আর কিছুতেই নিষেধ মান্‌বো না।

মিডিয়া। কারণ কি, না জান্‌লে কোনও উত্তর দিতে পার্‌ব না।

লুনা। দুষ্ট রাজার দুর্দ্দান্ত ওমরাওগুলো বনে শীকার করতে এসেছে। অনেক দৈত্য দানা। দাদা ক্ষেতে কাজ করতে করতে দেখেছে, দেখেই সকলকে সাবধান করতে ছুটে এসেছে। তোর ঘরের দোর দিয়ে চ'লে গেছে। সেথা তোকে দেখতে পায় নি। সেই জন্ত আমাকে পাঠিয়েছে।

মিডিয়া। তোমার দাদাকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, তাঁর স্নেহ প্রদর্শনে আমি ধন্ত হলুম, কিন্তু আমি তাঁর হুকুম রাখতে পার্‌লুম না।

লুনা। এ কথা শুনেও যাবি না !

মিডিয়া। না লুনা, যাব না।

লুনা। তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি ?

মিডিয়া। পাগল হব কেন ?

লুনা। দেখতে পাচ্ছি হয়েছিস্, আর কেন ? নইলে দুর্দ্দান্ত বাদশা আসছে শুনে, এখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস !

মিডিয়া। তুইও ত দাঁড়িয়ে আছিস্ !

লুনা। আমার পিছনে বল আছে। আমি আর তুই কি এক ?

মিডিয়া। আমারও পিছনে বল আছে।

লুনা। কই, কে তোর্ বল ? এক বাপ ছিল, তা' সেও ত ম'রে গেছে। কই আর কাউকে ত দেখি নি।

মিডিয়া। আছে বই কি,—পিছনে বল না থাকলে, কি সাহসে একা এই বনের ভিতরে, লোকালয় থেকে কত দূরে বাস করি। তবে সে বল চক্ষের বিশেষ জ্যোতি না থাকলে দেখতে পাওয়া যায় না।

লুনা। সে কি বল, বল্ না শুনি।

মিডিয়া। হৃদয়-বল ব'লে একটা জিনিস আছে শুনেছিস ?

লুনা। আচ্ছা, সে চোখে সুর্‌মা দিয়ে দে[খা] যাবে। আর শোনাশুনির দরকার কি ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওই রে, এই দিকেই আস্‌ছে—চ'লে আয়।

মিডিয়া। তুই যা লুনা, ঘরে যা—

লুনা। কিছুতেই যাবি নি ?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। কই লুনা। কোথায় তুই ? আ[রে] ম'ল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্ ?

লুনা। তা কি ক'র্‌ব—এ ছুঁড়ী যে কিছুতে[ই] যেতে চায় না।

এলাহী। আজ যাব না বল্‌লে চল্‌বে না মিডিয়া, আজ আমি তোকে নিয়ে যাব।

মিডিয়া। আমি যে যেতে পারব না।

এলাহী। সে কথা আমি শুন্‌ব না।

মিডিয়া। আমার যাবার যো নেই।

এলাহী। কেন ?

মিডিয়া। পিতার নিষেধ, মৃত্যুকালের প্রতিশ্রু[তি] —পার্‌ব না।

এলাহী। তোর বাপ পাগল ছিল !

মিডিয়া। না এলাহী, বাপ আমার জ্ঞা[নী] ছিলেন।

এলাহী। (হাস্য) জ্ঞানী ছিল !

মিডিয়া। দুনিয়ার এক ব্যক্তি ছাড়া আর কে[উ] তাঁর তুল্য জ্ঞানী ছিল না।

এলাহী। সে ব্যক্তি বুঝি তুমি ?

মিডিয়া। না বৃদ্ধ, আমি নই। তিনি জগৎ[-] প্রসিদ্ধ জিবার।

এলাহী। আরে আল্লা—সেটা ত একটা বে[হদ্দ] পাগল ছিল। চিরকালটা কেবল কিমিয়া কিমি[য়া] —সোনা সোনা—আর অমর হবার দাওয়াই খুঁ[জে] মরেছে।

মিডিয়া। সেই পাগল ওস্তাদ, এই দুজনে[র] অভাবে দুনিয়া এমন দুটি মাণিক হারিয়েছে, হাজা[র] বছরের ভিতর সে মাণিক মেলে কিনা সন্দেহ।

এলাহী। পাগলের বেটী পাগলী—নে চ[লে] আয়। রাজার দানো মোসাহেবগুলোর হাতে প'[ড়ে] কেন বেইজ্জত হবি—এই বেলা মানে মানে আ[মার] কুঁড়েতে আড্ডা নে।

মিডিয়া। নিতে হয়, এর পরে না হয় নেওয়া যাবে।

এলাহী। তা হ'লে আজ আর নয়?

মিডিয়া। আজ কিছুতেই নয়।

লুনা। আ মর্, মিছে কথা কাটাচ্ছিস্ কেন? নে, আমার সঙ্গে আয়।

মিডিয়া। আজ কিছুতেই নয়। আজ পিতার জ্ঞানের পরীক্ষা। দুনিয়া এক দিকে, আর আমি এক দিকে।

এলাহী। তা হ'লে মানে মানে যাবি নি?

মিডিয়া। হুঁসিয়ার বৃদ্ধ; আমি গ্রীক দুহিতা। যে গ্রীক, সে তুর্কীর সাহায্যে রক্ষা পেতে চায় না। এলাহী, আমার আত্মরক্ষার প্রয়োজন, আমি চ'ললুম।

(নেপথ্যে কোলাহল)

এলাহী। নে লুনা, চ'লে আয়। ও কম্বক্তির মতলব ভাল নয়।

[মিডিয়ার প্রস্থান।

এলাহী। কি করব লুনা?

লুনা। করবার আর কি আছে দাদা—আমি ত কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

এলাহী। তবে যাক্, দূর হ'ক। চ'লে আয়। ও কম্বক্তির মতলব ভাল নয়।

লুনা। তাই মনে হচ্ছে। কম্বক্তি মনে করেছে, বাদশাকে রূপে ভুলিয়ে বশ ক'রবে।

এলাহী। (হাস্য) ঠিক তাই লুনা, ঠিক তাই—নইলে আমি প্রাণের আবেগে তার ধর্ম্মরক্ষা করতে এলুম—কম্বক্তি আমার সঙ্গে এলো না। (হাস্য) রূপের বাদশা—দুনিয়ার মালিক—সে বনের জানোয়ারকে কি বেগম করবে মনে করেছে?—ভুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবে—ধর্ম্ম খাবে—তার পর কস্‌বী ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দেবে। রাণী হবে ব'লে যারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী এসেছে—এসে ধর্ম্ম বেচে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেছে। নে আয়। রূপ! তাদের তুলনায় তোর রূপ!—যা, দূর হ'য়ে যা! যাবি—ধর্ম্ম হারাবি—কাঁদতে কাঁদতে বনে আসবি। কিন্তু বেইমানী, তুমি যেই হও—তখন তোমাকে আমি এ অঞ্চলে আর আসতে দেব না। ইমান হারিয়ে তুমি যে আমার গাঁয়ের হাওয়া খারাপ ক'রে দেবে, তা হবে না—তখন চুলের মুঠি ধ'রে—আর—

লুনা। উঃ—উঃ!—আমি—আমি!

এলাহী। তুই—লুনা—তুই? মিডিয়া মনে ক'রে তোর চুল ধরেছি?

লুনা। চুলের মুঠি ধ'রে কি করবে—মা'রবে? হাঁ দাদা—মিডিয়াকে কি মা'রবে?

এলাহী। এতই ভুল করলুম যে, তোর চুলের মুঠি ধরলুম!—কি ব'ললে লুনা? মিডিয়া কি ব'লে গেল? "আমার বাপ জ্ঞানী!" ঠিক ত লুনা, মিডিয়া ত ঠিক ব'লে গেল! তার বাপ যথার্থই দেখছি জ্ঞানী! জ্ঞানীর মেয়ে জ্ঞানী—এই বনের রাণী। আমি চাষা—নিরেট মূর্খ—তাকে সাজা দেবার কথা মনে আনতে, তোকে সাজা দিয়ে বসলুম!

লুনা। পরের মেয়ে, তাকে সাজা দেবার দরকার কি দাদা?

এলাহী। পরের মেয়ে—ও কথা বলিস্ নি লুনা—মিডিয়া পরের মেয়ে নয়।

লুনা। তবে কার মেয়ে?

এলাহী। এখন আমার মেয়ে! শুনলি নি তার বাপ জ্ঞানী। দুনিয়া থেকে তাড়া খেয়ে কোথা থেকে এখানে এসেছিল—এক বছর রইল, তার পর মেয়েকে একা রেখে—লুনা—লুনা—গাঁয়ের বাইরে বড় একটা পা দিই নি, দুনিয়ার সেরা রূপ কি তা জানি না—কিন্তু লুনা, মিডিয়াকে দেখে মনে হয়, এ রূপ বুঝি দুনিয়ায় নেই—বেহেস্তে নেই—সেই মেয়েকে একা রেখে, বৃদ্ধ বিদেশী দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছে। জ্ঞানী—শুনলি নি? ব'ললে, জ্ঞানী! কেন সে বনে এল, কেন সে মেয়েকে এখানে রেখে চ'লে গেল? সে জানে যে, এখানে এলাহী আছে। রাজার আশ্রয়ে সে মেয়েকে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি—তাই এই চাষার কাছে রেখে গেছে। দুনিয়া ছাড়বার সময় নিশ্চয় মনে মনে ব'লে গেছে—"এলাহী! আমার মিডিয়াকে তোমার কাছে রেখে গেলুম।" নে, আয় দিদি ঘরে যাই—ঘরে বসি, ব'সে ভাবি—মিডিয়া আমার ঘরে এলো না—এত সাধলুম এলো না। কেন এলো না—এত সাধলুম এলো না। কেন এলো না—কেন এলো না—কেন এলো না!—

লুন। দাদা! আমাকে আর একবার ছেড়ে দাও।

এলাহী। না, এখন ছাড়ব না। (নেপথ্যে কোলাহল) ওই আসছে—অত্যাচারী রাজার

অত্যাচারী ওমরাও—মিডিয়ার কুঁড়ে ঘর—গাঁয়ে ঢুকতেই তাদের চক্ষে পড়বে! তারা সেই ঘরে ঢুকে দেখবে, গাঁ থেকে দূরে, জন-প্রাণীর অগোচরে, দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। লুনা, জ্ঞানীর মেয়ে কেমন ক'রে ইজ্জত বজায় রাখে, আমি একবার দেখব। তার পর তোকে ছাড়ব।—য', এখন ঘরে যা, এই লাঙ্গল নিয়ে যা—ঘরে গিয়ে তোর দিদিতে আর তোতে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাক। যতক্ষণ না ফিরবো, ততক্ষণ দরজা খুলিস্ নি।

(গীত)

সে যে বসে আছে কাছে আপনার।
ঘেরে আছে তারে, তারই মন ব্যথা,
তাহারই কাহিনী সজনী তার॥
কোথা হ'তে এল কে জানে,
ফুটেছিল কোন্ কাননে,
সারা বেলা থাকে বিজনে সে বসে, মুখ পানে
চেয়ে কার,
সে বোঝে, সে জানে, সে কয়, সে শোনে,
বাহিরে লুকিয়ে দুনিয়ার॥

তৃতীয় দৃশ্য

শৈলতল।

মিডিয়া।

মিডিয়া। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। পাঁচ বৎসর এই বনভূমে আমি একা। আমাকে সুখী কর্‌বার জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা ছুটে আসে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে পারি না ব'লে তারা এসে এসে ফিরে যায়—মলিন মুখে ফিরে যায়। হতাশ হ'য়ে তারা আমার কাছে আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। লুনা কেবল আমাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে না। আর পার্‌লে না এলাহী। আজ আমার বিপদ বুঝে আবার আমার কাছে ছুটে এসেছে। আমি সাহায্য নিতে চাই না ব'লে, বৃদ্ধ কৃষক মনোভঙ্গে ফিরে যায়—সময়ে সময়ে ক্রোধে তার মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমি তা দেখি, কিন্তু দেখেও তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি না। পারি না—কেন? প্রচণ্ড দম্ভ—রাজ্যেশ্বর পিতা আমাকে আশ্রয় দিতে পার্‌লে না, ক্ষুদ্র কৃষক আমাকে আশ্রয় দিবে কি! পিতা—আমার জ্ঞানী পিতা—আজন্ম আমাকে একাকিনী থাকতে শিক্ষা দিয়েছেন—রাজকন্যা, প্রাসাদের মধ্যে বাস ক'রেও আমিও সঙ্গী পাই নি। সঙ্গীর মধ্যে ছিলেন একমাত্র পিতা—সেই পিতা আমাকে এই বনভূমে নিরাশ্রয় রেখে চ'লে গেছেন। ব'লে গেছেন, মিডিয়া আমার গুরু ছাড়া আর কারও আশ্রয় গ্রহণ কর না। কিন্তু কোথায় গুরু? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার তাঁকে দেখেছিলুম—আর তাঁকে—আমি কেন—পিতা পর্য্যন্ত দেখেন নি। পিতা মৃত্যুকালে গুরুকে দেখবার জন্য বিস্ফারিত নেত্রে দেহত্যাগ করেছেন। সে অতিবৃদ্ধ কি আজও বেঁচে আছে? যদি থাকে, আমি কেমন ক'রে তার আশ্রয় নেব? এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা রাজ্যহারা, আমি পিতৃহারা—সে কেমন করে আমাকে খুঁজে পাবে? আমি একান্ত সঙ্গিহীন—আকর্ষণ-মন্ত্র জানি না ব'লে পশুপাখীও আমার কাছে আসে না। কেবল থেকে থেকে মনে হয়, আকাশভেদী ধূসর শৈল এই নিরাশ্রয়াকে বুক দিয়ে যেন আবৃত ক'রে রাখে—তারাদীপ্ত তরঙ্গ-বক্ষে কৃষ্ণসাগর যেন আমার পানে প্রহরীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আমি নিরাশ্রয়—বজ্রব্যাপী কর্কশতার মধ্যে যদি এখনও পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে কোমলতার একটিমাত্র বিন্দুও লুক্কায়িত থাকে, তা হ'লে শুন গিরিরাজ, আমি নিরাশ্রয়। স্মরণাতীত কালের কোন করুণাময়ের আবদ্ধ অশ্রুজলে যদি তোমার লবণাম্বুদেহ সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হ'লে শুন কৃষ্ণসাগর, আমি নিরাশ্রয়।

(গীত)

আজি ভাসায়ে দিলাম অকূলে।
যেখানে যা ছিল আশা, ভালবাসা, মরম-মূলে।
হৃদয়ের তার ছিঁড়িছে আমার,
কেন আঁখি হ'ল তার কি ভুলে,
মন না মানি, কেন কি জানি, কি মধুর বাঁশী,
শ্রবণে দুলে।

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। গা, গা—আবার গা—আবার গা—
শুনি।

মিডিয়া। কে তুমি?

জিবার। আবার গা—আবার—দূরের ক্ষীণ-কণ্ঠ—শুনে পিপাসা মিটিল না—আবার গা'—শুনি।

মিডিয়া। কে তুমি?

জিবার। পাঁচ বৎসর মনুষ্যকণ্ঠ শুনি নি, জীবের স্বর পর্য্যন্ত কানে প্রবেশ করে নি—নিজে কথা ক'য়ে নিজে শুনে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছি—সেই আমি শ্রবণ-ভিখারী—গা গা—আর একবার গা,—শুনি।

মিডিয়া। কেও—তুমি! গুরু!

জিবার। গুরু! কে তুই—কে তুই—আমার ইজিয়াস? প্রিয় শিষ্য—জ্ঞানীর শিরোমণি—ইজিয়াস?

মিডিয়া। ইজিয়াস নেই।

জিবার। নেই! ইজিয়াস নেই! গেছে—এরই মধ্যে চ'লে গেছে! আমার ফেরবার অপেক্ষা করলে না! আমি যাকে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেব ব'লে—এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর—দুরন্ত অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এলুম—সে ইজিয়াস নেই! যাক, তার রাজ্য?

মিডিয়া। নেই—প্রবলপ্রতাপ সম্রাট আল্-মনসুর তা অধিকার করেছে।

জিবার। রাজ্য গেছে!—আচ্ছা যাক। তার কন্যা?

মিডিয়া। আছে।

জিবার। কোথায় আছে?

মিডিয়া। এই আপনারই সম্মুখে—

জিবার। তুই—তুই ইজিয়াস-কন্যা মিডিয়া? তুই আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস্! একবার দেখা—তবু তুই আমাকে চিন্‌তে পেরেছিস মিডিয়া? বল মিডিয়া, বল মিডিয়া—আছে, আমার ইজিয়াস বেঁচে আছে—এমন মেয়ে যার, সে মরে নি। পাঁচ বৎসর—একাকী দুনিয়ার অভ্যন্তরে—মানুষের স্মৃতির বাইরে—আগে পাছে অন্ধকার—আশে পাশে অন্ধকার—উপরে নীচে—উঃ! মিডিয়া, কি অন্ধকার! অন্ধকার পান করেছি, অন্ধকার গায়ে মেখেছি—অন্ধকারের বিছানা ক'রে অন্ধকারের বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়েছি—এখনও প্রতি লোমকূপে রাশি রাশি অন্ধকার ঢুকে আছে—

মিডিয়া। তবু আপনি বেঁচে আছেন?

জিবার। মনে হচ্ছে আছি! অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দেখি, সুমুখে কৃষ্ণসাগর। মুখ দেখলুম, নিজেকে চিন্‌তে পারলুম না। সর্ব্বাঙ্গে হাত দিলুম—আছি কি না আছি বুঝতে পারলুম না। শেষে তোর গান আমার কানে ঢুকলো, তখন মনে হ'ল আমি আছি। তুই আমাকে দেখলি, চিন্‌লি—এখন মনে হচ্ছে আমি আছি। গা—মিডিয়া, আবার গা—আর একবার শুনি—শুনে, আমি আছি বুঝে নিশ্চিন্ত হই। তোর পিতার মমতায় পঞ্চবর্ষ আমি স্বরচিত অন্ধকারে—দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে—আলোক-লাঞ্ছিত দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বাস করেছি। দুনিয়ার আমি, এই রাগে আমি আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছি। তুই গুরু ব'লে না চিন্‌লে আমাকে আমি ব'লে আমার বিশ্বাস হ'ত না। গা—মিডিয়া—গা—আর একবার গা—এমন মধুর স্বর তোর কণ্ঠে লুকানো ছিল মিডিয়া!—গা—আর একবার গা।

মিডিয়া। আর গাইব না।

জিবার। আর গাইবি নি! আমাকে দেখে কি তোর উল্লাস নিবে গেল?

মিডিয়া। নিবে গেল! আবার কেন এলে গুরু? তোমার আশাপথ চেয়ে চেয়ে পিতা বিস্ফারিত নেত্রে দেহত্যাগ করেছেন। তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আজ সবে মাত্র আমি হতাশ হয়েছি। হতাশার পর মুহূর্ত্তে এক নূতন আনন্দ লাভ করেছি! সে আনন্দে, জীবনে সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত আমার কণ্ঠ থেকে স্ফুরিত হয়েছে। যে দণ্ডে জেনেছি জগতে আমার কেউ নেই, সেই দণ্ডেই সুর-লয়ে আশ্বাসবাণী আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছে।

জিবার। ঠিক মিডিয়া—ঠিক?

মিডিয়া। এই বাণীই এখন থেকে আমার সহচরী। এই শৈলতল এখন থেকে তার লীলাস্থল!

জিবার। ঠিক মিডিয়া—ঠিক? (তীব্র দৃষ্টিতে মিডিয়ার পানে চাহিল)

মিডিয়া। কি দেখছেন গুরু—আমি মিডিয়া কি না তাই দেখছেন?

জিবার। (হাস্য) সেই মিডিয়া!

মিডিয়া। না।

জিবার। সেই কমল-পলাশ তুল্য কোমল—সেই দূর-গগনের চিরকল্পিত তারকা-প্রতিভার মত উজ্জ্বল—সেই মিডিয়া। আমি একবার তোর মুখ দেখেছি—আবার পাঁচ বৎসর পরে আজ দেখলুম—তুই সেই মিডিয়া!

মিডিয়া। না গুরু! আর একবার দেখুন, ভাল ক'রে দেখুন—আজ আমি এই যুগান্তদর্শী শৈলের কাছে কঠোরতা, আর এই পদতলস্থ বন্ধুর অধিত্যকার কাছে সহিষ্ণুতা উপহার পেয়েছি।

জিবার। ঠিক পেয়েছ?

মিডিয়া। ঠিক পেয়েছি। আর আমার দুনিয়ার কারও জন্য মমতা নাই।

জিবার। ঐশ্বর্য্যে?

মিডিয়া। সে মমতা ত পাঁচ বৎসরের তীব্র দারিদ্র্যের পেষণে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

জিবার। জীবনে?

মিডিয়া। তা থাকলে, সিংহ-নিষেবিত এই গভীর অরণ্যে, এই শিলাতলে ব'সে গান গাইতে পারতুম না।

জিবার। রূপে?

মিডিয়া। গুরু, পাঁচ বৎসর আপনি অন্ধকারের পূজা করেছেন। যদি এমন কোন অন্ধকার আপনার অধিকারে থাকে, যা গায়ে মাখলে, কৃষ্ণসাগরের সমস্ত জলেও তা ধৌত করতে না পারে, আমাকে দিন—এখনি দিন। আমি আপনার সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে, এ ছাই রূপকে দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিই। যে চিরন্তঃখী, তার আবার রূপ কেন?

জিবার। কি বল্‌লি, রূপ কেন? আমার প্রাণের ইজিয়াস—তার কন্যার রূপ থাক্‌বে না! খবরদার, আর এমন কথা বলিস্ নি!—সুধু রূপ—চিরযৌবনার রূপ—মিডিয়া তোকে আমি যদি অনন্ত যৌবন, অটুট রূপ দিতে না পার্‌লুম, তবে ইজিয়াসের গুরু ব'লে আমার কিসের অহঙ্কার?

মিডিয়া। অনন্ত যৌবন, অটুট রূপ নিয়ে আমি কি ক'রব?

জিবার। নেচে গেয়ে আমাকে ভোলাবি—জগৎকে ভোলাবি।

মিডিয়া। তুমি ক' দিন থাক্‌বে গুরু?

জিবার। যত দিন তোর অভিরুচি, তত দিন থাক্‌ব।

মিডিয়া। গুরু, আপনি যে অন্ধকার থেকে এসেছেন, সেই অন্ধকারে ফিরে যান।

জিবার। কেন মিডিয়া?

মিডিয়া। আপনাকে পাগল জ্ঞানে, আপনার প্রতি আমার অভক্তি আসছে। (নেপথ্যে—কোলাহল)

জিবার। কিসের কোলাহল মিডিয়া?

মিডিয়া। দুর্দ্দান্ত আল্‌মন্‌সুর, তার দুর্বৃত্ত সহচর সঙ্গে এই বনে মৃগয়া করতে এসেছে।

জিবার। আল্‌মন্‌সুর। সেই ত তোর পিতার রাজ্য গ্রাস করেছে?

মিডিয়া। পিতার রাজ্য গ্রাস করেছে—এখন আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

জিবার। তুই আল্‌মন্‌সুরকে দেখেছিস্?

মিডিয়া। না।

জিবার। দেখ বি?

মিডিয়া। যদি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারতুম, তা হ'লে দেখতুম।

জিবার। যদি নেবার ব্যবস্থা করি?

মিডিয়া। আপনি? বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে? কম্পিত-দেহ স্থবির। অন্ধকারের পুনরাশ্রয় নিতে, আপনি এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করুন। পিতার আদেশে পাঁচ বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় একাকিনী এই পার্ব্বত্য অরণ্যে বাস করছিলুম। নিরাশ্রয় বালিকা বোধে এক করুণাময় কৃষক আশ্রয় দিতে এসেছিল। আমি তাকে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি। কৃষ্ণ-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে এখনি আমাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গুরু, আপনার অপেক্ষায় ছিলুম, এখন আপনাকে দেখে আমি নিরাশ হয়েছি।

জিবার। যদি পারি?

মিডিয়া। কেন আমাকে শুদ্ধ পাগল করবে? তুমি চ'লে যাও।

জিবার। বল মিডিয়া, আল্‌মন্‌সুরকে জাহান্নমে পাঠিয়ে, আমার প্রিয় শিষ্যের অকালমরণের প্রতি-শোধ নিই। বল্‌লি নি, বিশ্বাস হ'ল না? যে আমার আশ্রয় নিতে যদি তোর লজ্জা হয়—আমাকে বাঁচা!

মিডিয়া। কেমন ক'রে বাঁচাব?

জিবার। একটু জল দিয়ে।

মিডিয়া। (স্বগত) তাই ত! ঘরে ত এক ফোঁটাও জল নেই। জল আন্‌তে হ'লে আমাকে নিশ্চয়ই ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগের সম্মুখে পড়তে হবে।

জিবার। দিতে পার্‌বি না?

মিডিয়া। রসুন, একটু ভাবি।

জিবার। বেশ, তুই ভাব। ততক্ষণ আমি শুই। যদি-না উঠি, তা হ'লে আমাকে তোর পিতার কবর-পার্শ্বে আশ্রয় দিস।

মিডিয়া। (স্বগত) পিতৃগুরু—সম্মুখে তৃষ্ণায় পানীয়ের অভাবে মরবে? (প্রকাশ্যে) না হয়তো, শয়ন করবেন না। কুটীরে জল নেই—ঝরণা থেকে আমি জল নিয়ে আসি।

[মিডিয়ার প্রস্থান।

জিবার। ইজিয়াস—ইজিয়াস—তোমার কন্যাকে পেয়ে, তোমার জন্য শোক করবার আমি অবসর পেলুম না! আল্‌মন্‌সুর্‌ আর আমি—মিডিয়া, আমার প্রাণের প্রাণ ইজিয়াস-নন্দিনী মিডিয়া! তোকে একপাশে আর জগজ্জয়ী আল্‌মন্‌সুরকে একপাশে রেখে দুনিয়াকে দেখাব, বিজ্ঞানবলে পাশববলে কত প্রভেদ! দেখাব—তোকে দিয়ে দেখাব—দুনিয়া দেখবে। দেখলে আমার বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্থক হবে। (নেপথ্যে কোলাহল) তাই ত, গোলমালটা এই দিকেই আসছে না? তবে কি সত্য সত্যই পাষণ্ড বাদশা মিডিয়াকে একাকিনী মনে ক'রে তার প্রতি অত্যাচার করতে আসছে?

(বুলবনের প্রবেশ)

বুল। বস্‌! এতক্ষণ পরে খুঁজে বার করেছি। বেশ, বিবিজান বেশ, এমন দেদো পাহাড়ের গর্ত্ত থেকে পাপিয়ার তান ধরতে হয়? সমজদারে এ তান শুনলে ব'সে আছাড় খায় যে বিবি! কি ক'রে যে তোমাকে খুঁজে বা'র্‌ করেছি, তা' যদি তুমি শোন, তা হ'লে বুঝবে, প্রাণটা আমার আগেই তোমার গায়ে ছুড়ে মেরেছি। শেষে তোমার গানের রশির সঙ্গে বেঁধে ঝুলতে ঝুলতে পাহাড়ে উঠেছি।

(মাবুবের প্রবেশ)

মাবুব। বিবি কোথায় হে? এ যে বাবা!

বুল। আরে ম'ল! বাবা?

মাবুব। বাবা ব'লে বাবা, এ যে আদম বাবার আদি পুরুষ। বয়সের গাছ-পাথর নেই।

বুল। তাই ত! ও বুড়ো ইয়ার, তুমি এইখানে ব'সে লুকিয়ে পাপিয়া বিবির পিলু বারোয়াঁর তান কাটছ!

জিবার। তোমরা কে বাবা?

বুল। চোপ—বাবা কি রে শালা—তোমার বাবা হ'তে হ'লে চা'র হাতে ডালে ঝুলতে হয়!

মাবুব। তোমার আগে কি আর মানুষ আছে?

বুল। নে, বল্‌—এখানে যে গান গাচ্ছিল, সে কোথা গেল? হাঁ ক'রে মুখের দিকে চাচ্ছ কি—ব'লে ফেল মিঞাজান—

মাবুব। ভয় নেই—ব'লে ফেল মিঞাজান। আমরা শুধু আল্‌টপকায় দুটো গান চেকে নেব—

বুল। ভয় নেই, তোমার জাবরের বখরা নেব না।

জিবার। (স্বগত) দেখছি এ দুর্বৃত্তেরা মিডিয়ারই অনুসন্ধান করেছে। বালিকাকে দেখলে এরা তার ইজ্জত রাখবে না। শক্তি-ভাণ্ডার আবিষ্কার ক'রে দুটো দুর্বৃত্ত পশুর হাতে আমার মিডিয়ার লাঞ্ছনা দেখ্‌ব?

বুল। মনে করেছ কি, বল্‌বে না?

জিবার। যদি না বলি?

বুল। (জিবারের গলা ধরিয়া) না বল্‌লে এই—

মাবুব। থাক্‌ থাক্‌—বুড়ো মানুষ—

জিবার। ছেড়ে দাও, বুঝেছি—বল্‌ছি। (স্বগত) হতভাগারা কার গলা ধরেছে তা ত জানে না। এখনি যে দুটোকে তুচ্ছ কীটের মত অঙ্গুলির টিপে মেরে ফেলতে পারি, তা বোঝবারও শক্তি এদের নেই। আমাকে দুর্ব্বল মনে ক'রে আক্রমণ করতে এসেছে,—আমার হাসি পাচ্ছে।

বুল। হাঁ বাবা, পথে এস।

জিবার। (স্বগত) আমার ওপর অত্যাচার ক'রে যেন বেঁচে গেল। কিন্তু মিডিয়ার গায়ে হাত ঠেকানটি পর্য্যন্ত যে সহ্য করতে পারব না।

মাবুব। কি বাবা, আবার বুঁদে গেলে যে!

জিবার। আর বলাবলি কি—কোথায় সে আছে, দেখিয়েই দিইগে চল।

বুল। চল।

মাবুব। এই ত ইয়ারের মতন কথা—দেখিয়ে দাও—তার পর বকশিস নাও।

জিবার। বেশ, চল।

[সকলের প্রস্থান।

(কলসী মস্তকে মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। নিত্য সহচর দুঃখ এখন আমার এক-মাত্র সুখের নিদান হয়েছে। এখন অন্য সঙ্গে আমার সুখ নাই। তাই লুনাকে সঙ্গে রাখি না, গ্রাম্য

বালিকাদের কাছে আস্‌তে দিই না। এলাহীর অনুচর হবার কাতর আবেদন উপেক্ষা করি। হে স্থবির! তবে কিসের আস্বাদ দিতে পাঁচ বৎসর পরে কম্পিত-কলেবরে আমাকে দেখা দিতে এসেছ? পাগল না হ'লে আর কেহ এ আশ্বাসবাণী আমাকে শোনাতে সাহস করত না! এত উন্মত্ত তুমি, তুমি আমাকে দুর্দ্ধর্ষ আলমনসুরের প্রতিপক্ষ করতে চাও! নাও গুরু, জলপান কর। তাই ত! কই গুরু?—পিপাসার উন্মত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বৃদ্ধ কি কোন দিকে ছুটে গেল?—না না—ও কি? বৃদ্ধকে অপমানিত করতে করতে ও কারা যাচ্ছে? বুঝতে পেরেছি। ওরা সব পাপিষ্ঠ বাদশার সঙ্গী—আমারই অন্বেষণে এসেছে; আমারই জন্য ওরা বৃদ্ধকে লাঞ্ছনা দিচ্ছে। তাই ত, কি করি? পিতা যাঁর নামের উপর আমাকে সমর্পণ ক'রে সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই গুরু আজ পাপিষ্ঠদের হাতে লাঞ্ছিত। জরাজীর্ণ স্থবির আপনাকেই রক্ষা করতে অশক্ত, আমাকে কেমন ক'রে রক্ষা করবেন? রক্ষা—আর রক্ষা—কোথা রক্ষা—পিপাসার্ত্ত গুরু প্রহারে জর্জ্জরিত। তাই ত বৃদ্ধকে আপাততঃ রক্ষা করতে হ'লে আমি এখানে আছি, পাপিষ্ঠদের জানাতে হয়—তার পর? এখনি ত আমার পিছনে ছুটবে!—কোথায় যাব! কার আশ্রয় নেব?—মেরে ফেল্‌লে—পিতার গুরুকে মেরে ফেল্‌লে! ওগো—ওগো! বৃদ্ধকে মেরো না—আমি এখানে (নেপথ্যে ঐ—ঐ)।

(বুলবনের প্রবেশ)

বুল। পেয়েছি—তোমায় পেয়েছি—

(মনসুরের প্রবেশ)

মন। ফিরে এস, ছোটবার প্রয়োজন নেই।

বুল। জাঁহাপনা! এক অপূর্ব্ব সুন্দরী! হুকুম করুন, তাকে এনে আপনাকে উপহার দি।

মন। প্রয়োজন নেই।

বুল। আমাদের জ্ঞানে এরূপ সুন্দরী আর কখনও দেখি নি।

মন। তা' হ'ক, তবু প্রয়োজন নেই।

বুল। প্রয়োজন নেই?

মন। না। সুন্দরী এনে এনে আমি ক্লান্ত হয়েছি। যে উদ্দেশ্যে সমস্ত দুনিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আমি রাজপ্রাসাদে আনিয়েছিলুম, তা সিদ্ধ হ'ল না। যা' চেয়েছিলুম, তা' পেলুম না। এখন বুঝেছি, দম্ভের উপর আত্মনির্ভর ক'রে, আমার তাকে—কি বলব—তাকে পাবার চেষ্টা করা বৃথা। অন্বেষণে হতাশ হ'য়ে, শীকারের ছল ক'রে, আমি আজ এখানে এসেছিলুম। ছদ্মবেশে দেখতে এসেছিলুম, আমার নাম প্রজার হৃদয়ে কি ছবি অঙ্কিত করেছে। কি ছবি অঙ্কিত করেছে, তা তোমরাও দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পূর্ব্বাহ্নেই গ্রামবাসী সব ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। সুতরাং মন থেকে সুন্দরী আনয়নের ইচ্ছা একেবারেই উন্মূলিত কর। হুঁসিয়ার—আর কোন রকমে যেন দরিদ্রের বিভীষিকার কারণ হয়ো না। সুন্দরীর অন্বেষণ রেখে নিকটে যদি কোথাও সুপেয় জল পাও, নিয়ে এস। এ জনশূন্য স্থানে ঘুরে ঘুরে আমি তৃষ্ণার্ত্ত!

বুল। যো হুকুম জাঁহাপনা। আমরা জলের অন্বেষণে চল্লুম। [প্রস্থান।

মন। মূর্খ! আমি যা'কে চাই, তাকে তো এখানে কোথা পাবি? যার অন্বেষণে দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করছি, যাকে লুকিয়ে রেখেছে মনে ক'রে, আমি এক এক ক'রে সহস্র রাজ্য পদানত করেছি—যাকে দ্বিতীয়বার দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে সিন্ধুনদের পশ্চিমোপকূল হ'তে ইস্পাহানের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত উপঢৌকন দিয়েছে, তবু তাকে দেয় নি—সে কি এত নিকটে—আমার রাজধানীর ছায়ার ভিতরে অবস্থান করে! যাক্—রূপের পিপাসা মিটেছে। এখন জলের পিপাসা। জল—জল—কই জল? না—এ ত জল নয়। এ যে বালুকা-প্রান্তরে প্রতিফলিত বিশাল কৃষ্ণসাগরের যাতনাপূর্ণ লবণাম্বুরাশি। এক... সহচরদের কাছে রূপের পিপাসা গোপন ক'রে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম, জলের পিপাসাও গোপন রাখব—চুপি চুপি জলের সন্ধান করলুম—কোথাও পেলুম না। প্রিয়তমাকে খুঁজলুম, খোঁজা আমার বিফল হ'ল? জল খুঁজলুম—বিফল হ'ল। কোথাও আমার পিপাসা মেটবার জল নেই। চারিদিকে জল, চারিদিকে কৃষ্ণসাগরের বিশাল লবণাম্বুরাশি—তথাপি আমার পিপাসা মেটবার জল নেই। [প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত—সম্মুখে কৃষ্ণসাগর।

ফেরান।

ফেরান। তাই ত, কোন স্থানেও ত জাঁহাপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এ কি বিপদ! দুরাত্মা জেনে যাকে হত্যা করতে এসেছিলুম, এখন তার প্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লুম যে!—এই যে—এই যে—কোথায় ছিলেন জাঁহাপনা?

মন্। কেউ চিন্‌তে পারে নি—কেমন না-ফেরান?

ফেরান। আজ্ঞে না সম্রাট, চেনা ছেড়ে যে দেখেছে, সেই আপনাকে একটা বাজে ওমরাও মনে করেছে!

মন্। ব্যাপার বুঝলে কি?

ফেরান। সে ত আপনিও বুঝেছেন সম্রাট। আমি আপনাকে কিছু ব্যাকুল দেখছি।

মন্। আমাদের আগমন-বার্ত্তা শুনে আগে থাকতেই লোক সকল গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। যে ক'টা গ্রামের মধ্য দিয়ে এলুম, সবগুলো জনশূন্য! যদি পিপাসায় মরি, তা হ'লে এক ফোঁটা জল দেবার লোক নেই। সম্মুখে বিশাল কৃষ্ণসাগর লবণাক্ত জল-তরঙ্গে আমাকে আবাহন-রহস্য করুছে। ফেরান, দেখছ না? যেন বলছে—"তৃষ্ণার্ত্ত সম্রাট! পিপাসা মেটাতে চাও, আমাতে ডুব দাও! আমার উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে তোমার রাজ্য—আমি তোমার রাজ্য-প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে তড়াগ মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছি। সাগর নাম এখন আমার অপমান—মনঃ-ক্ষোভে আমি কৃষ্ণমূর্ত্তি। রাজা, সাগরের গর্ব্ব হারালুম, কিন্তু তড়াগের গর্ব্বও ত পেলুম না? আমার লবণাম্বুরাশি নিত্য আমারই হৃদয় ক্ষার করুছে। সম্রাট! তোমার আকাশস্পর্শী অহঙ্কার নিয়ে আমার জলটাকে সুপেয় করতে পার? যদি পার, প্রথমে আমাকে আমি সেই জল উপঢৌকন দিই, তুমি আকণ্ঠ পান কর।"

ফেরান। সহসা এরূপ ভাব মনে উঠল কেন সম্রাট?

মন্। বুঝতে পারছ না, আমি তৃষ্ণার্ত্ত। এমন ...ল যাত্রা আমার জীবনে আর কখনও হয় নি। আর একটা শশকও হত্যা করতে পারলুম না। অথচ সারাদিনের বৃথা পর্য্যটনে তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রাম সব পরিত্যক্ত, একবিন্দু জলদান করবারও লোক নেই। সাগরের তীর থেকে আরম্ভ ক'রে যতদূর দেখা যায়, তত দূর পর্য্যন্ত পর্ব্বত-মালা। কোথায় যে তার করুণার ধারা লুকিয়ে রেখেছে, তা দেখতে পেলুম না।

ফেরান। সম্রাট! গোলামকে একটা কথা বল্‌তে হুকুম দিন।

মন্। বল।

ফেরান। মানুষ যত বড় শক্তিমান হ'ক, তার শক্তির মূল্য নেই।

মন্। আজ তা বুঝতে পেরেছি।

ফেরান। শুধু বোঝাই কি আপনার সার হবে?

মন্। না, এবার থেকে ভাল হবার চেষ্টা ক'রব—চেষ্টা করব কেন,—হব!

ফেরান। তা যদি হন সুলতান, তা হ'লে এখনও আপনার সাম্রাজ্যের মূর্ত্তি ফিরে যায়। কিন্তু হওয়া অসম্ভব।

মন্। কেন?

ফেরান। আপনি ভাল হ'তে পারেন—পারেন কেন—যখনই আপনার ভাল হবার প্রবৃত্তি হয়েছে, তখনই বুঝেছি, আপনি ভাল হয়েছেন। কিন্তু আপনার দুর্বৃত্ত পারিষদ?

মন্। তারা কি ভাল হবে না?

ফেরান। আপনার সাম্রাজ্যে কোটি কোটি প্রজা আছে, কিন্তু কাফির আছেন কয়জন!

মন্। আমি পূর্ব্বপ্রবৃত্তি ত্যাগ করলে তারা ত্যাগ করবে না?

ফেরান। তারা প্রবৃত্তি ত্যাগ করবে! দুর্ব্বলতা-বালুকার উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছেন। সে আপনার ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখন তার এক দিক মেরামত করতে গেলে সমস্ত ইমারত ভূমিসাৎ হবে! ত্যাগ ত তারা করবেই না, লাভের মধ্যে তাদের ভাল করতে গেলে আপনার প্রাণ যাবে—রাজ্য যাবে।

মন্। আমাকে ভাল হ'তে হ'লে যে তাদের দমন করতেই হবে।

ফেরান। তাদের দমন না হ'লে আপনার ভাল হওয়া মিছে।

মন্। ফেরান, উপায় স্থির কর।

ফেরান। পথে উপায় এক কথায় ত দাঁড়িয়ে স্থির হবে না। রাজধানীতে ফিরে চলুন।

মন্। প্রাণ যাবে? প্রাণ ত যায়—আর এক ঘণ্টার মধ্যে জল না পেলে আমি বাঁচব না!

ফেরান। এত পিপাসা?

মন্। এত পিপাসা। তবে এই পিপাসা আমার গুরু। আজ যদি বাঁচি, তা হ'লে এই পিপাসাকে স্মরণ ক'রে আমার দুর্বৃত্ত ওমরাওদের শাসন করব।

ফেরান। জাঁহাপনা, শুভ অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আপনার সহায়তা করতে আসছে। এই দেখুন, আকাশে বিজলীভরা মেঘ। আপনার কথা শুনতে পেয়ে, আপনাকে দেখতে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। আর এক ঘণ্টার দেরী সইবে না। এখনি মুষলধারে জল আসবে।

মন্। দেখে পিপাসা বেড়ে গেল। ফেরান, ঐ পর্ব্বত-শিখরে উঠে মেঘের কাছ থেকে একটু জল নিয়ে এস। জল—জল!

(গাগরী হস্তে জনৈক ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওম। জল—জল—জাঁহাপনা জল পেয়েছি।

মন্। ভাই, আমার প্রাণ বাঁচাও।

ওম। এই নিন্ পান করুন, জাঁহাপনা তাজ্জব ব্যাপার! এ জল আপনার পায়ের কাছেই লুকুন ছিল।

মন্। (স্বগত) পায়ের কাছে ছিল! তা হ'লে যে রূপতৃষ্ণায় আমি সারা দুনিয়ায় ছুটোছুটি করেছি, সে রূপ্ ত আমার কাছে—ঘরের কাছে—থাক্‌তে পারে। মৃত্যুমুখে পড়তে পড়তে প্রাণ ফিরে এল। অন্ধকারমুখে পড়তে পড়তে কি আলোক ফিরে আস্‌বে না?

ফেরান। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা? তাই ত! তৃষ্ণায় সম্রাট জ্ঞানশূন্য হ'লেন না কি?—জাঁহাপনা!

মন্। হুঁ—জল দাও—বড় পিপাসা—ছাতি ফেটে যাচ্ছে—জল দাও।

ফেরান। এত তৃষ্ণায়, এতজল পান করলে, প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন।

মন্। চোপরও উল্লুক—জল—জল।

ফেরান। এ রকম গাগরী ক'রে জল খাওয়া আপনার জীবনে কখন ঘটে নি; আপনি গাগরীর জল খেতে জানেন না। যদি দুর্ভাগ্যবশে জল আপনার উদরস্থ না হয়, তা হ'লে হর্ষ-বিষাদে এখনি আপনার প্রাণ যাবে।

মন্। এখানে ত পাত্র নেই—কেমন ক'রে খাব?

ফেরান। আপনি অঞ্জলি পাতুন, আমি তাতে ধীরে ধীরে জল ঢেলে দিই।

মন্। অঞ্জলি? সে আবার কি?

ফেরান। ভুলে গেছি সম্রাট, অঞ্জলি ভিখারীর সম্পত্তি, সম্রাটের নয়। কি ক'রে অঞ্জলি পা'তে হয়, আসুন আপনাকে দেখিয়ে দি। (মনসুরের দুই হস্ত একত্র করিয়া) নিন, আমীর সাহেব, ধীরে ধীরে অঞ্জলিতে জল নিন।

মন্। কি, হাত জোড় করব, ভিক্ষা?

ওম। (স্বগত) আঃ! শালার বান্দা এত ফাঁকড়াও তুলতে পারে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'তে যাচ্ছে, এ শালা বিদেশী, হ'তে দিলে না দেখছি।

ফেরান। তা হ'লে দোহাই জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি গাছের পাতায় পাত্র প্রস্তুত করি।

[ফেরানের প্রস্থান।

ওম। ভিক্ষা কিসে জাঁহাপনা! আপনার রাজ্য—নদী, সাগর, পর্ব্বত—এখানে যা আছে, সব আপনার। এ গোলাম আপনার—ভিক্ষা কার কাছে সম্রাট?

মন্। না—না। ফেরান! জলদি পাত্র প্রস্তুত কর। জীবনের জন্য আলমনসুর তার নফরের কাছে হাতজোড় করবে? ফেরান—জলদি—বড় পিপাসা!

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। গোলাম পাত্র প্রস্তুত ক'রে এনেছে জাঁহাপনা! এইবারে ব'সে নিশ্চিন্ত হয়ে জল পান করুন।

মন্। তোমাদের কাছে কি ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাব, বলতে পারছি না! দাও ভাই, এইবারে আমাকে জল দাও। তোমাদের সম্রাটের প্রাণরক্ষা কর। (ঠোঙ্গা হস্তে মনসুর উপবেশন করিলেন।) ব'স—একটু বিলম্ব—একটা কথা। যে ব্যক্তি জল দিয়েছে, তাকে কি পুরস্কার দেবে বলেছ?

ওম। জাঁহাপনা, জল ত কেউ দেয় নি।

মন্। সে কি! তবে এ গাগরী কোথা পেলে?

ওম। পাহাড়ের তলায় এই জলপূর্ণ গাগরী পেয়েছি।

মন্। র'স—র'স—ক্ষণেক অপেক্ষা কর। কার গাগরী জান না?

ওম। আজ্ঞে না।

মন্। কেন রেখে গেছে জান না?

ওম। না জাঁহাপনা!

ফেরান। এর আবার জানতে বাকী কি আছে জাঁহাপনা! আপনার ওমরাওদের এমনি সুনাম যে, সঙ্গীদের আগমন-বার্ত্তা শুনেই কোন কুলবালা গাগরী ফেলে পালিয়েছে। ও কি! উঠ্ছেন কেন সম্রাট্?

মন্। যাও গোলাম, যেখান থেকে গাগরী এনেছ, এখনই সেই স্থানে গাগরী রক্ষা ক'রে এস। নির্ব্বোধ! অপহৃত বস্তু দিয়ে তোমার সম্রাট প্রভুর প্রাণরক্ষা করতে এসেছ!

ওম। জাঁহাপনা, বুঝতে পারি নি, চিন্তা ক'রবার অবকাশ পাই নি। বুলবন ও মাবুব খাঁ আপনি তৃষ্ণার্ত্ত শুনে ঝরণার অনুসন্ধানে পর্ব্বতগাত্রে উঠেছিলেন।

ফেরান। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে—পর্ব্বতগাত্রে আমি একটা কুটীর দেখেছি। দু'জন অপরিচিতকে পাহাড়ে উঠ্তে দেখে কুটীরবাসী গাগরীর মমতা পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে।

মন্। এই গাগরীর যে অধিকারী, সে যদি আমার মত তৃষ্ণার্ত্ত হয়?—পিপাসা—এই পিপাসা? উঃ! উচ্চারণে মৃত্যুফল। যাও, গাগরী নিয়ে চ'লে যাও। হুঁসিয়ার, একবিন্দু জল যেন ভূমিতে না পড়ে, এক ফোঁটা জল বৃথা নষ্ট না হয়! এস ফেরান, জল —জল—ফেরান জল।

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। কে গা—কে গা তুমি জল জল ক'রে চেঁচাচ্ছ?

ফেরান। এস মা—এস মা—আমার এই বন্ধু পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ—একটু জল দিয়ে তার প্রাণরক্ষা কর।

দৌলতী। এস বাবা, কাছে এস—আমি একে বুড়ী, তাতে ভয়ে গুঁড়িসুঁড়ি! আমার সোয়ামী আর নাতনী মাঠে গিয়েছে। আর বাদশার দানা গাঁয়ে ঢুকেছে। গাঁয়ের লোক গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে —আমার বুড়ো আর একমাত্র নাতনী প'ড়ে আছে। ওগো, বুড়োর জন্যে খানা পানি মাঠে নিয়ে গিয়েছিলুম গো! মাঠে গিয়ে দেখি কেউ নেই!

মন্। বেশ, মা জল দাও—আমি জলপান ক'রে তোমার স্বামী ও পৌত্রীকে খুঁজে এনে দিচ্ছি।

দৌলতী। দেবে বাবা, দেবে? বুড়ীর প্রতি দয়া করবে? এই নাও বাবা, জল খাও—খেয়ে পাত্র এইখানেই ফেলে রাখ—আমি একবার দেখি! ও বাবা তারা বাদ্শার দানা—তারা চোখ থাকতেই কানা—গরীব দেখবে না, বল্লে শুন্বে না—ও গো আমার কি হ'ল গো!

[ফেরানের হস্তে জল দিয়া প্রস্থান।

(পাত্র মুখের কাছে তুলিলেন)

[ওমরাওয়ের প্রস্থান।

(ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি)

(দণ্ডহস্তে জিবারের প্রবেশ)

জিবার। এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হয়েছি। দে খোদা, আমার পিপসা মিটিয়ে দে। পাঁচ বৎসরের অন্ধকার ভোগের পর আলো দেখলুম। এখন আলোয় এনে আমাকে অন্ধকার দেখাস্ নি— আমার পাঁচ বৎসরের কঠোর সাধনা পণ্ড করিস্ নি। ঠিক হয়েছে—মিডিয়া জল আন্তে গিয়ে ধরা পড়েছে।—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে আমি এক ফোঁটা জলের জন্য ব্যাকুল হয়েছি?

ফেরান। জল হাতে ক'রে স্থির হ'লেন কেন?

মন্। বৃদ্ধ কি বলে শোন।

জিবার। মরি—এক ফোঁটা জলের জন্য মরি।

মন্। ফেরান—এই জল বৃদ্ধকে দাও—আমি এখনও এক ঘণ্টা বাঁচব—কিন্তু দেখছ না বৃদ্ধ আর বাঁচে না! প্রাণ ওষ্ঠ ছেড়ে আকাশে ভেসেছে— বৃদ্ধ তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

জিবার। জল—জল—এক ফোঁটা জল—দে আকাশ! জল দে।

মন্। জলদি জলদি ফেরান—বৃদ্ধ গেল।

ফেরান। অ্যাঁ—এ কি! জগতের চক্ষে ঘৃণিত আলমনহর, এ কি!

মন্। জল—এক ফোঁটা জল। আকাশ! এক ফোঁটা জল দে। আমি আবার কার ভিক্ষাদত্ত জল খাব! চাতকের তৃষ্ণা। দারুণ পিপাসায় ম'লেও সে দুনিয়ার নদনদীর কাছে জল ভিক্ষা করে না—এক ফোঁটা মেঘের উপহারের জন্ত আকাশ পানে চেয়ে থাকে। আয়, মেঘ আয়, আমি দুনিয়ার মালিক—এই প্রাণ নিয়ে দুনিয়াকে পদানত করেছি। তা হ'লে দে কাদম্বিনী—উল্লাসধ্বনি পূর্ণ অম্বর থেকে আমাকে এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু উপহার দে।

[প্রস্থান।

জিবার। আমি আজ এই প্রাণ নিয়ে বিব্রত হয়েছি। যদি বাঁচি, যেমন শক্তির উৎস আবিষ্কার করেছি, তেমনি প্রাণের উৎস আবিষ্কার ক'রে দুনিয়াতে ঢেলে দেব—দুনিয়ার জীবকে অমর করব।

ফেরান। বৃদ্ধ! জল পান কর।

জিবার। জল—এনেছ—দাও। আগে প্রাণ বাঁচাও—তারপর কি নেবে নাও।

ফেরান। কিছু নেব না—তুমি প্রাণ বাঁচাও।

জিবার। আঃ—প্রাণ বাঁচালে—বৃদ্ধ মনে ক'রে দয়া করলে? বেশ, দুনিয়া যা' দেখে নি, আমি সেই জিনিষ তোমাকে উপহার দেব।

ফেরান। যাও বৃদ্ধ—অতি মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে, এই ক্ষণস্থায়ী মূল্যহীন জীবন লাভ করেছ। পুরস্কারে কাজ নেই, চ'লে যাও।

জিবার। নিলি না—বেশ, যদি কখন তোর পুরস্কার নেবার ইচ্ছা হয়—আসিস্। দেব—দেব—প্রাণ বাঁচিয়েছিস্—দেব। বা, বা, আয় ধারা বর্ষণ আয়—আঃ—এলি—আয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজলী আয়—গুরুর আজ্ঞা—আমার এই দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ কর্। আয়—আয়—দুনিয়ার গর্ভে আবদ্ধ শক্তি আকাশে উঠেছিস্—তাই কি তোর এত হাসি? আয়—আয়—অত রাগ করিস নি—আয় আয়—ধীরে ধীরে আমার দণ্ডে আয়। ওই মিডিয়া পাষণ্ডদের হাতে প'ড়ে কাতর কণ্ঠে কাঁদছে—আয় আয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পার্বত্য পথ।

মিডিয়া।

মিডিয়া। এমন ঝড় বৃষ্টি তুচ্ছ ক'রেও শয়তানেরা আমার দিকে ছুটে এসেছে। ঝড় থামল—বৃষ্টি গেল, তবু পাষণ্ডদের অনুসরণের বিরাম হ'ল না। এইবারে আমাকে ঘেরাও ক'রে ধরলে, আর পালাবার পথ নেই। তা হ'লে আর ছুটব কেন, বসি। এই একমাত্র গুল্মাবরণ অবলম্বন ক'রে এইখানে একটু বসি। যাদের কাছে আশ্রয় পাবার আশা ছিল, তারা আমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। লতা, লতা! তুই আমাকে আশ্রয় দিতে পারবি?

(এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। আমি এখনও তোকে আশ্রয় দিতে পারি। বল্ মিডিয়া, বল্—আমি গরীব চাষা ব'লে আমাকে হীন মনে করিস্ নি। বুড়ো ব'লে ঘৃণা করিস্ নি—বল্ মিডিয়া, বল্—একবার বল্—

মিডিয়া। তাই ত, গ্রীককন্যা হয়ে হীন তুর্কীর কাছে ইজ্জত দেব? গুরু রক্ষা করতে পারলে না, তবে কে রাখ্‌বে? এই বৃদ্ধ দরিদ্র কৃষক এলাহী?

এলাহী। তুর্কী ব'লে আমাকে ঘৃণা করিস্ নি। আমিই তুর্কী, আমার মমতা ত তুর্কী নয়। বা, বাঘে প্রাণিহত্যা করে, কিন্তু মা, তার বাচ্ছার প্রতি মমতা ত প্রাণিহত্যা করে না।

মিডিয়া। কি বলব?

এলাহী। বল্—"এলাহী আমাকে আশ্রয় দাও।"

মিডিয়া। বলা যে বৃথা হবে।

এলাহী। না মিডিয়া, হবে না।

মিডিয়া। তুমি দুর্বল অশক্ত কৃষক, আমি জেনে শুনে কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করব?

এলাহী। বলতে পারবি না?

মিডিয়া। না।

এলাহী। তা হ'লে মরাই সাব্যস্ত করলি?

মিডিয়া। তাও ত পাচ্ছি না এলাহী, হাতে অস্ত্র নেই।

(নেপথ্যে কোলাহল

এলাহী। অস্ত্র আছে, এই নে। নে কপটি যদি ইজ্জত রাখতে চাস্, তা হ'লে আত্মহত্যা কর্—

নইলে শয়তানে ছোঁবার আগে আমিই তোকে মেরে ফেলব।

(অস্ত্র বাহির করিতে করিতে বুলবন ও সহচরগণের প্রবেশ ও এলাহীকে ধারণ)

বুল। নে, শালার ভোজালি কেড়ে নে।—শালা চাষা, তুমিই আমাদের এতক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারছিলে? বা বা! এত রূপ—এত রূপ!

মিডিয়া। কই এলাহী—শয়তানে স্পর্শ করে—আমাকে হত্যা কর।

এলাহী। না, অসময়ে মর্‌তে খোদা তোকে দুনিয়ায় পাঠায় নি। খোদা! মিডিয়ার ধর্ম্মরক্ষা করতে গরীব চাষার অন্তর ব্যাকুল হয়েছিল—আমার বেয়াদবীর শাস্তি হয়েছে।

বুল। শাস্তি কোথায় হয়েছে উল্লুক!—শাস্তি হবে—বা, বা! কি অপূর্ব্ব রূপ পর্ব্বতগহ্বরে লুকিয়ে রেখেছিলে! সুন্দরি, প্রথমে আমি নিজের জন্য তোমার অনুসরণ করেছিলুম। তখন তোমার মুখ দেখি নি—এখন দেখে বুঝলুম, তুমি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদশার শয্যাশায়িনী হবার উপযুক্ত। আমি তাঁর ভৃত্য—সুতরাং তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার অনুসরণ কর। যদি না কর, বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করব। শাস্তি হয়েছে কই উল্লুক! কাকে আজ অকারণ ঘুরিয়েছিস্, তা জানিস্? নে, উল্লুককে বেঁধে—হাত-পা বেঁধে—পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে ফেলে দে।

এলাহী। খোদা, তুমি রক্ষা কর, মিডিয়ার ধর্ম্মরক্ষা কর।

মিডিয়া। দোহাই তোমাদের, নিরাশ্রয় জেনে দয়াপরবশ হয়ে বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা করতে এসেছিল। দোহাই—সদাশয় কৃষককে পরিত্যাগ কর—হত্যা ক'র না।

বুল। বল, বিনা আপত্তিতে সঙ্গে যাবে?

মিডিয়া। না শয়তান, না।

বুল। তবে দে, কম্বক্তকে এখনি ফেলে দে।

এলাহী। দে, আমায় ফেলে দে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু—কিন্তু—না না, এরা শয়তান, শুন্‌বে না—খোদা তুমি শোন—

বুল। হাঁ হাঁ—গড়াতে গড়াতে শোন—

সকলে। শোন, শোন।

মিডিয়া। হা ঈশ্বর! নিরাশ্রয়ের কি কেউ নেই?

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। আছে—গুরু—গুরু—গুরু আছে—ভয় কি? মা আমার, ভয় কি?

(বুলবন ও সহচরগণকে দণ্ড স্পর্শ করাইলে সহচরগণের কতক পড়িল—কতক পলায়ন করিল।)

মিডিয়া। তাই ত—এ কি, গুরু, গুরু—তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা!

জিবার। আবার কে? আবার কে? হা! হা! এ পাশবিক বল নয়—বিজ্ঞান-বল—অস্ত্র এখানে ফুল-দল, বাণ এখানে পুষ্পবর্ষণ। কেমন, অস্ত্র ধরবে? পশু, বৃদ্ধ দেখে, দুর্ব্বল দেখে গলায় হাত দিয়েছিলে। সে হাত অস্ত্র ধ'রে রাখতে পারলে না! নাও, বালিকা দেখে নিঃসহায় মনে ক'রে যেমন ছুটে ধরতে এসেছিলে, তেমনি এই তোমাদের দেহে চিরদিনের চিহ্ন বহন কর। চিরজীবনের জন্য অশক্ত হও! আজিকার কার্য্যের স্মৃতি চিরদিনের জন্য তোমাদের মনে জাগরূক থাক্।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

গুহা।

(গীত)

শক্তি-সঙ্গিনীগণ।

অধরে অধরে রেখেছি ধ'রে, আশার কোমল বাণী।
কিরোনাক পাছে, ধীরে এস কাছে, তোমারে শুনাব রাণী॥
নিরাশ প্রাণের অমিয় বিন্দু, যা কিছু ধ'রেছ চক্ষে,
বসিয়া সকলে, নয়নের তলে, আমরা ধরেছি বক্ষে।
ফুল কিসলয়ে ঢেকেছি তখনি শত নৃপতির মণি।
যতনে এনেছি তোমারই ঘরে তোমারে সাজাতে রাণী

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। মিডিয়া! দুনিয়ার মালিক এক দিকে, আর তুই এক দিকে। রমণী! জগজ্জননীর অংশরূপা —যেখানে তোর অপমান, সেখানে জগজ্জননীর অপমান—এ অপমানের শোধ মানুষকে নিতে হয় না—মা নিজে নেন। পাপিষ্ঠ আলমন্সুর! না, থাক—আমি তাকে দেখি নি, আমি তার চরিত্র জানি নি—তবে থাক্। জানে মা; জান্‌বে মিডিয়া—মায়ের বাঁদী, এই শক্তি-ভাণ্ডারের মালিক্‌নী! পাঁচ বৎসর অন্ধকার ভেদ ক'রে এই ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি। মানুষ যে দুনিয়ার পৃষ্ঠ নিয়ে দম্ভে উন্মত্ত হচ্ছে, আমি সেই দুনিয়ার কেন্দ্র অধিকার করেছি। লোকে দুনিয়ার পিঠে চ'ড়ে মারামারী কাটাকাটী কর্‌ছে, আর আমি কেন্দ্রে ব'সে হাসছি। যাক্, হাসি-কান্নাও আজ থেকে আমার শেষ হ'ল। নে মিডিয়া নে। এ দুর্ভর শক্তিভার আর আমি বহন কর্‌তে পারছি না। এ ভার তোর পিতাকে দেব ব'লে সঙ্কল্প ক'রে ধরণীগর্ভ থেকে বেরিয়েছিলুম। তোর পিতাও এ ভার সহ্য কর্‌তে পার্‌ত না ব'লে, আগে থাক্‌তে আমাকে লুকিয়ে দুনিয়া থেকে স'রে গিয়েছে। উঃ! স'রে গিয়েছে। না, মৃত্যু চুরী করেছে। থাক্‌লে, মৃত্যু, আজ আমি একবার দুনিয়াকে দেখিয়ে তোর সঙ্গে যুদ্ধ দিতুম—ইজিয়াসকে তোর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতুম। তুই আমার প্রিয় শিষ্যকে চুরী করেছিস্। তুই চোর—মৃত্যু তুই চোর—আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর্‌তে পারিস নি! যাক্—নে মিডিয়া তুই নে—কামিনীকাঞ্চন-সেবী এ শক্তির ভার সহ্য কর্‌তে পারত না—তুই পারবি। নে মিডিয়া নে। চেয়ে দেখ, কবি এইখান থেকে সুর নিয়ে গান গায়, সমর-বিজয়ী এইখান থেকে শক্তি নিয়ে যুদ্ধ জয় করে। শিল্পীর ছবির ছাঁচ এই ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। মন্ত্রীর মন্ত্রণা-বুদ্ধি এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে। নে মিডিয়া নে—আমার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফল তোর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

(মিডিয়ার ও এলাহীর প্রবেশ)

এলাহী। বাপ! কি অন্ধকার! আর পারলুম না।

[প্রস্থান।

মিডিয়া। উঃ! কি অন্ধকার! গুরু গুরু—কই তুমি?

জিবার। আয়—আয়, ভয় কি।—এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি পাঁচ বৎসর ধ'রে এই অন্ধকার ভোগ করেছি বেটী, তুমি এক লহমা তা ভোগ কর্‌তে পারবে না।—তুমিই এখানে আসবার যোগ্য। অযোগ্য এ অন্ধকার ভেদ কর্‌তে পারে না। এস এস—দেখছ,—দেখতে পাচ্ছ,—অন্ধকারের পর আবার আলোক—স্নিগ্ধ আদিত্য-জ্যোতিঃ পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাস কর্‌ছে—দেখতে পাচ্ছ?

মিডিয়া। হজরত! আমি কথা কইতে ভয় পাচ্ছি। তুমি আমাকে সাহস দিয়েছিলে, আমি তাই এখানে আস্‌তে পেরেছি। রাশ রাশ অন্ধকার আমার ঘাড়ে পড়েছে—নাকে মুখে চোখে অন্ধকার ঢুকেছে। হজরত! জ্ঞানহীনা নারী—আমি কি দেখব?

জিবার। ভয় নেই, জ্ঞানী ইজিয়াসের আদেশে যখন তুমি পাঁচ বৎসর একাকিনী অবস্থান করেছ, তখন একমাত্র তুমিই এখানে আসবার উপযুক্ত। আর ভয় নেই—অন্ধকারের পরে আলো পেয়েছ—এ স্নিগ্ধ জ্যোতি নয়ন থেকে আর অপসৃত হবে না। মিডিয়া—মিডিয়া এইবারে এই ধারপথ অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হও।

মিডিয়া। প্রতিশ্রুত হও—যদি ভয় পেয়ে পথ থেকে ফিরে আসি, তা হ'লে এ বাঁদীকে ত্যাগ কর্‌বে না।

জিবার। আ! রাক্ষসী। শক্তিতে অবিশ্বাস কর্‌লি, এত অন্ধকার ভেদ ক'রে কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখলি।

মিডিয়া। বল, আর আমাকে ত্যাগ কর্‌বে না?

জিবার। ফিরবি কেন?

মিডিয়া। যদি ফিরি?—যদি অপারগ হই? গুরু, অসম-সাহসে অন্ধকার ভেদ করছি—এলাহী কেঁপেছে—ভয়ে ফিরে গেছে। আমি কিন্তু তোমার এই হিমশৈলের মত অটল। কিন্তু এখানে প্রবেশ ক'রে আমার গা কাঁপছে—মনে হচ্ছে আজ দুনিয়াকে বুঝি ফিরতে পার্‌ব না। বল—বল—গুরু—আমাকে আর ত্যাগ কর্‌বে না।

জিবার। শোন্ রাক্ষসী, শোন্—তোকে ত্যাগ কর্‌বার আমার আর যো নেই। কিন্তু

দোহাই মিডিয়া, আমার এ অধিকারের উপর তুমি অত্যাচার ক'র না। দ্বারপথে চরণ দেবার পূর্ব্বে একবার প্রতিজ্ঞা কর। বল, যত দিন জীবন থাকবে, তত দিন পর্য্যন্ত শেষ দেখার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌ব না।

মিডিয়া। প্রতিজ্ঞা করলুম—শক্তি থাকতে শেষ না দেখে ফিরব না।

জিবার। তবে যাও, এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। বা! বা!

জিবার। কি দেখছ?

মিডিয়া। অগাধ রজত-কাঞ্চন।

জিবার। এগিয়ে যাও—

মিডিয়া। শৈলপ্রমাণ মণি-মাণিক্য।

জিবার। এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। এ কি গুরু—আর যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুঝতে পেরেছি কি এক অপূর্ব্ব রত্ন এই গুপ্তভাণ্ডারে নিহিত রয়েছে। তার জীবিতবৎ কিরণমালা চারিদিকে প্রসৃত হ'য়ে সমস্ত স্থানকে সুবর্ণস্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

জিবার। সে গুপ্ত রত্নের নাম পরশমণি—দুনিয়ার প্রভাহীন প্রস্তররাশি যার অঙ্গস্পর্শের অপেক্ষায় অনন্তকাল ধ'রে পৃথিবী-পৃষ্ঠে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এগিয়ে যাও।

মিডিয়া। আর দেখবার কিছু নেই।

জিবার। অনুভবের?

মিডিয়া। সমস্ত—মানবের চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্পত্তি—অগাধ অনন্ত। বক্তার ভাষা, বিজয়ীর বল, রাজনৈতিকের কৌশল—মানবের যা নিয়ে গর্ব্ব, অহঙ্কার,—সে সমস্তের মূল অনন্ত অনুভবে এখানে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। মধুরতাপূর্ণ বসুন্ধরে! এত মধু হৃদয়-ভাণ্ডারে পূরে অতৃপ্ত বাসনালতার অতি তুচ্ছ ফলরাশি মানবকে উপঢৌকন দিয়ে তোর অক্ষবিহারী সন্তানগুলাকে কেন মা এতকাল ধ'রে প্রতারিত ক'রে রেখেছিস্?

জিবার। দেখেছ?

মিডিয়া। দেখেছি—জগতের সমস্ত বিভিন্ন শক্তিবিকাশের মূলে এক অপূর্ব্ব অপরিচ্ছিন্ন শক্তি-প্রবাহ—অক্ষয়, অব্যয়, অনন্ত—চিরোজ্জ্বল প্রাণপূর্ণ সত্য—কবি এই স্থান থেকে গান গায়, শিল্পী এই স্থান থেকে কল্পনার তুলি হাতে ক'রে জগতে অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাশি বিলিয়ে দেয়।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। আর এগুতে পার্‌ব না—গা কাঁপছে।

জিবার। চ'লে এস।

মিডিয়া। তার পর কি আছে গুরু? দূর থেকে বিচিত্র ছবির আভাস দেখে সর্ব্বশরীর আমার থর থর ক'রে কেঁপে উঠেছে।

জিবার। তার পর কি আছে আমি জানি না। এর পর কি আছে জানতে তোমার আমার সমান অধিকার। মানুষকে অমর করবার জন্য সোমরসের অন্বেষণে আমি এই গুহামধ্যে প্রবেশ করেছিলুম। ওই পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরেছি। তোমাকে এই গুহার ভার দিয়ে আমি আবার তার অন্বেষণে ছুটব। যত দিন না পাই মিডিয়া তত দিন আমার বিশ্রাম নাই।

মিডিয়া। যদি পাও—আমায় দেবে?

জিবার। সে কথা বলতে পার্‌ব না। যার মর্ম্ম জানি না, যা দেয় কি অদেয় বুঝি না—তা তোমাকে কেমন ক'রে দিতে প্রতিশ্রুত হব!

মিডিয়া। করুণাময় গুরু আশীর্ব্বাদ কর, যা দিয়েছ, আমি যেন তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি।

জিবার। আশীর্ব্বাদ এই বিজলীদণ্ড—নাও—হাতে নাও। নিয়ে পাপিষ্ঠ আলু মনস্থরকে সমরে আহ্বান কর। রণক্ষেত্রে বিজয়ামূর্ত্তি ধারণ ক'রে সমস্ত দুনিয়ার নরনারীকে অভয় দাও। স্বজাতির মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মিডিয়া। এই বিজলীদণ্ডের কি গুণ—আমাকে ব'লে দিন।

জিবার। যার প্রতি রুষ্ট হবে, তাকে এই দণ্ড স্পর্শ করালে সে তোমার ইচ্ছামত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যার প্রতি তুষ্ট হবে, সে তোমার ইচ্ছামত লাভবান্ হবে। শত্রুনিক্ষিপ্ত বাণ তোমার অঙ্গে পতিত হ'তে এসে এই দণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে আবার শত্রুর কাছে ফিরে যাবে। রোগী রোগমুক্ত হবে, বিয়োগী শান্তি পাবে। মানবজীবনের সুখ দুঃখ এখন একমাত্র তোমার ইচ্ছার উপর স্থাপিত হ'ল।—কিন্তু—

মিডিয়া। কিন্তু কি?

জিবার। কিন্তু।

মিডিয়া। কিন্তু কি হজরত?

জিবার। মিডিয়া, আমার কাছে কোন কথা গোপন ক'র না।

মিডিয়া। আর মিথ্যা বল্‌বার আমার ক্ষমতা নেই।

জিবার। আর একবার বল—আল্ মন্‌সুরকে দেখেছ?

মিডিয়া। দেখি নি!

জিবার। তার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?

মিডিয়া। সে পাপিষ্ঠ।

জিবার। তার উপর ক্রোধ?

মিডিয়া। দুর্জ্জয়।

জিবার। তার উপর প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠিত হবে না?

মিডিয়া। যদি না নিতে পারি, তা হ'লে বুঝবেন, এত শক্তি আপনি অতি অযোগ্য পাত্রীকে দান করেছেন।

জিবার। কখনও কোন পুরুষের রূপে আকৃষ্ট হয়েছ?

মিডিয়া। কই, স্মৃতিতে ত আন্‌তে পার্‌ছি না। না—না—

জিবার। না কি?

মিডিয়া। এক জন।

জিবার। এক জনের রূপে আকৃষ্ট হয়েছ?

মিডিয়া। আকৃষ্ট—আকৃষ্ট।—আমি দেখেছি।

জিবার। তার পর?

মিডিয়া। আর দেখি নি।

জিবার। কোথায়?

মিডিয়া। মিরিবামের প্রাসাদ-শিখরে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে দেখেছিলুম।

জিবার। কে সে জান?

মিডিয়া। না।

জিবার। তা হ'লে দণ্ড গ্রহণের পূর্ব্বে আমার শেষ কথা শ্রবণ কর। যত দিন পর্য্যন্ত তুমি অন্তরে বাহিরে কৌমার্য্য রাখতে সক্ষম হবে, তত দিন পর্য্যন্ত তুমি অজেয়। কিন্তু মিডিয়া যে দণ্ডে তুমি চিত্তের বিচলন অনুভব কর্‌বে, সেই দণ্ডেই দণ্ড পরিত্যাগ ক'র। প্রেমাস্পদের দেহস্পর্শমাত্র দণ্ডে আর শক্তির কণাপর্য্যন্ত অবস্থান কর্‌বে না। নির্ম্মোক-ত্যাগিনী ফণিনীর ন্যায় তখন তুমি ক্ষুদ্র বালকেরও বধ্য। নাও, বুকে এই অপূর্ব্ব দণ্ড গ্রহণ কর। চির জীবনের সাধনায় এই দণ্ড মধ্যে বিজলী বেঁধেছি—বিশ্বনাশী শক্তিকে বন্দিনী করেছি। নাও, আকাশবাসিনী চপলাকে ধরণীতে বিচরণ কর্‌তে দেখে মানব ম্যনবী ধন্য হ'ক। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুটীর-সম্মুখ।

এলাহী।

এলাহী। বাপ! এ কি! এ কি অন্ধকার। অন্ধকার জানতুম চিরকাল চোখই চাপে। ও বাবা, এ যে নাকে ঢোকে, পেটে ফাঁপে, কানে ফর্‌ফর্ করে, গায়ে জড়ায়।—আরে ম'ল, এ যে দেখছি মাকড়সার জালের মত ছেড়েও ছাড়ে না। (অন্ধকার গাত্র হইতে দূর করিবার অভিনয়)

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। এই যে, এই যে—দাদা! তুমি এখানে! —তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান্ হয়েছি। এ বিষম ঝড়ে যে যার ঘরে মাথা গুঁজে প্রাণরক্ষার জন্য খোদার নাম নিচ্ছে, আর তুমি সমস্ত ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে মিডিয়ার কুঁড়ের দোরে দাঁড়িয়ে আছ!

এলাহী। কেও—লুনা? এলাহীকে খুঁজতে এসেছিস্! তোর দাদা মরেছে কি বেঁচে আছে, দেখতে এসেছিস্?

লুনা। তাই ত, বেইমানী! যে তোমাকে রক্ষা কর্‌তে আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে পাগলের মতন ছুটে এল, শয়তানদের হাতে প'ড়ে আমার কি হবে একবার ভাবলে না, আমার সেই দাদাকে এই ঝড়-বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড় করিয়ে নিজে মজা ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকে আছ! মিডিয়া বেইমানী দোর খোল্!

এলাহী। চুপ কর্—গোল করিস্‌নি লুনা— গোল করিস্ নি।

লুনা। আর ভয় কি—দানারা ঝড়ের তাড়ায় পালিয়েছে।

এলাহী। পালিয়েছে--বস্--আমিও পালিয়েছি—

লুনা। পালিয়েছ কি?

এলাহী। খুব পালিয়েছি—শালার অন্ধকার তাড়া দিয়েছিল—চেপে মার্‌বার যোগাড়ে ছিল— লুনা, বড় কড়া জান, তাই বেঁচে গেছি।

লুনা। অন্ধকার তাড়া দিয়েছিল কি? তুমি এ পাগলের মতন কি বল্‌ছ?

এলাহী। চুপ—গোল করিস্ নি। সাড়া পেলে আবার তেড়ে আস্‌বে। আমার কড়া জান, তাই আমাকে গিল্‌তে পারে নি—তোর কচি প্রাণ এক-বার পুরলে আর বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌বি নি। নে লুনা, কানে গোটা দুই ফু দে—এক শালা বাচ্ছা আঁধার কানের ভেতরে ঢুকে আছে—আরে শালা চোখ ছাড়ে ত কান ছাড়ে না। দে—দে—দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

লুনা। মিডিয়া—বেইমানী মিডিয়া—দাদাকে আমার কুঁড়ের দোরে ঝড়-বৃষ্টিতে দাঁড় করিয়ে পাগল ক'রে দিলি! এই কি তোদের জাতির আচরণ—মিডিয়া—মিডিয়া! এ কি দাদা, এই যে দোর খোলা—ঘর খালি—অন্ধকার—

এলাহী। এই সর্ব্বনাশ কর্‌লে, অন্ধকার? যা, বেঁচেও বাঁচা হ'ল না।

লুনা। মিডিয়া কোথায়?

এলাহী। আর কোথায় লুনা, অন্ধকারে তাকে খেয়ে ফেলেছে—পালা পালা লুনা, ওই অন্ধকার আবার আসছে। জটার মতন গেঁটে ও গরিলার মতন বেঁটে, ওই ঘুটঘুটে, চিটচিটে অন্ধকার এখনি তোকে ধর্‌বে, গালে ফেল্‌বে, ঢোঁক গিলবে, আর বাঁচতে পার্‌বি নি।

লুনা। মিডিয়া—মিডিয়া, কোথায় গেলি? আয় ভাই আয়—দাদা তোর শোকে পাগল হ'ল—আয় ভাই আয়। হাঁ দাদা, শয়তানে কি মিডিয়াকে ধ'রে নিয়ে গেছে?

এলাহী। শয়তান পালিয়েছে—এ অন্ধকার। দানাগুলো ত ভাল ছিল, শুধু ঘাড় ধরেছিল। এ শালার অন্ধকার ঘাড়, পিঠ, নাক, কান, মাস, হাড়, কিছু ছাড়ে নি। সে অন্ধকার মিয়ার একটি ছোট টি যেমন ছুঁলে, আর বাপ্—ব'লে—পড়ি কি মরি রে—দানা মিয়ারা ছুট দিলে—এক দানা অন্ধকার কে তরোয়াল দিয়ে কাটতে গেল; তাতে লাভ ক দানা মিয়া খাড়া ছিল খোঁড়া হ'ল। অন্ধকার কে ছুঁলেই যখন এই, তখন আমি ত অন্ধকারে াই খুঁড়িছি। মিয়ার অন্ধকার খেয়ে পেট ফুলে য়ে। লুনা, তোর দিদিকে গিয়ে বল, সে যদি লার পাঁচন তৈরী ক'রে আমাকে খাওয়াতে , তা হ'লে আমি ঘরে যাই, নইলে এইখান থেকে আমি তোদের কাছে বিদায় নি।

লুনা। কোথায় যাবে?

এলাহী। যাবার কি আমার যো আছে? দুনিয়া অন্ধকার—এখানে একটু আধটু যা আলো ছিল, তাও নেই। লুনা, লুনা, মিডিয়া-দীপ নিবে গেছে, আঁধারে তাকে গ্রাস করেছে। এই আমি, এই কুঁড়ের দোরে মাথা দিয়ে শোব, যত দিন পর্য্যন্ত না মরণের অন্ধকারে চোখ বুজে যায়, তত দিন পর্য্যন্ত মিডিয়া মিডিয়া ব'লে কাঁদব।

লুনা। মিডিয়া, মিডিয়া! কোথা ছিলি, কেন এসেছিলি, কেন দেখা দিলি? শেষে আমাদের কাঁদবার জন্য রেখে চ'লে গেলি? মিডিয়া, মিডিয়া।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। এই যে, এই যে সই।

লুনা। এসেছিস্ মিডিয়া, এসেছিস্! দাদা তোর শোকে পাগল হয়েছে।

মিডিয়া। এলাহী!

এলাহী। চোপ্, আগে গা টিপে দেখ, ওটা অন্ধকারের ডেলা—

মিডিয়া। না এলাহী, না ধর্ম্মবীর, আমি সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে, তোমার নিঃস্বার্থ সেবার পুরস্কারস্বরূপ তোমার নন্দিনীরূপে আবার তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। এলাহী আমার সেলাম নাও। তোমার লুনাতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান ক'র না। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?

এলাহী। না মিডিয়া, না। অন্ধকারেও কথা কয়। কখন মিডিয়ার মতন কয়, কখন আবার সেই অন্ধকার মিয়ার গলার সুরে—না মিডিয়া, না।

মিডিয়া। আবার অন্ধকার? অন্ধকার জয় করেছি। এখন থেকে আলোকময়ী প্রকৃতি ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর মত, নিত্য কোমল কটাক্ষে আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে ইঙ্গিতমাত্রে আমার সম্মুখে নৃত্য কর্‌বে। এলাহী, নির্ভয় হও, এখন থেকে তুমি আমাকে লুনার পার্শ্বে স্থান দাও। আলোক পেয়েছি; কিন্তু স্নেহের তরঙ্গ বহুকাল অনুভব করি নি! পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা ধরণীর ঐশ্বর্য্য পেয়েও স্নেহের অভাব ভুল্‌তে পার্‌ছে না। তোমাকে তুকী ব'লে অবজ্ঞা করেছি। এখন বুঝেছি, যে মানুষ, সে

তুর্কীও নয়, গ্রীকও নয়; মানবত্বই তার ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই তার জাতীয়ত্ব।

এলাহী। এতক্ষণে অন্ধকার ছাড়ল! গরীব চাষা বুঝতে পারে নি, সে তোকে অসহায় মনে ক'রে রক্ষা কর্‌তে গিয়েছিল। অন্ধকারে ডুবিয়ে হজরত আমাকে জ্ঞান দিয়েছে। জ্ঞান দিয়েছে, যে সহায়হীন, খোদা তার সহায়। চল্ মিজিয়া, পাঁচ বৎসর তোকে আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে পারি নি। আজ একবার ঘর আলো করবি চল।

মিজিয়া। তবে চল্ সই!

লুনা। ও কথা বলিস্ নি মিজিয়া, আমি তোর বাঁদী।

মিজিয়া। শতবার বল্‌ব, সহস্রবার বল্‌ব। তুই বাঁদী? তুই চিরস্বাধীনা অমরবাঞ্ছিতা করুণা। তোর স্নেহেই এই পাঁচ বৎসর আমি পিতৃশোকের প্রবল পীড়নেও প্রাণধারণ করেছিলুম, নে সই, আলিঙ্গন দে।

লুনা। তুই যে কি হয়েছিস্ বল্‌লি।

মিজিয়া। আমি অনন্ত-ঐশ্বর্য্যের রাণী হয়েছি।

লুনা। তোকে জড়াতে যে আমার সরম হচ্ছে!

মিজিয়া। কিন্তু তোমার মত রত্ন না পেলে সে মণিভাণ্ডার আমার অসম্পূর্ণ।

(লুনাকে আলিঙ্গন করিল)

এলাহী। যাক্, অন্ধকারের ভুঁড়ি এইবারে ফেঁসে গেল।

লুনা। আর তবে দেরী কেন ভাই, চল আমরা ঘরে যাই।

(লুনার গীত)

কোন্ দেশে কোন্ সোনার বাগানে।
ফুটেছিলি গোলাপ-রাণী ভেসে এলি বানে॥
ঘুমন্ত দরিয়া ভুলে, ফেলে রেখে গেছে কূলে,
কুড়িয়ে পেয়েছি আমি এনেছি তুলে—
সুবাসে ধরেছে নেশা, পড়েছি টানে॥

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য-পথ।

ফেরান্ ও মন্‌সুর।

ফেরান্। সমস্ত ঝড়-বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেল। উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে আপনি ক্ষুব্ধা প্রকৃতির সমস্ত প্রকোপ সহ্য করলেন। ধন্য আপনার সহিষ্ণুতা—ধন্য আপনার সাহস!

মন্। না ফেরান্, ধন্যবাদ সমস্ত তোমার প্রাপ্য। তুমি নীরবে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই বিষম ঝড়ের আক্রমণ সহ্য করেছ। অন্ধকার তোমার মুখের প্রসন্নতা আমার কাছে গোপন কর্‌তে পারে নি। বেশ ফেরান্, বেশ!

ফেরান্। না জাঁহাপনা, এ অসমসাহসিকতায় গোলামের গর্ব্ব কর্‌বার কিছু নেই। আমি পর্ব্বতের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলুম। একাকী থাক্‌লে এতক্ষণ আমাকে যে কোন লোকের ঘরে আশ্রয় নিয়ে থাক্‌তে হ'ত। সত্য কথা জাঁহাপনা, এরূপ সাহস আমি জীবনে এক মহাপুরুষ ছাড়া, অন্য কোন ব্যক্তির দেখিনি।

মন্। কে তিনি ফেরান্?

ফেরান্। তিনি কে! না জাঁহাপনা, এখন বল্‌তে পার্‌ব না। তবে সম্রাট যখন জান্‌তে চেয়েছেন, তখন উপযুক্ত অবসরে এক দিন বল্‌ব! এখন আর এখানে দাঁড়াবেন না। সর্ব্বাঙ্গ আপনার জলে সিক্ত। সম্রাট্! যে দণ্ডে আপনি ভাল হবার সঙ্কল্প করেছেন, সেই দণ্ডেই প্রকৃতি অঞ্জলি পুরে আপনাকে জীবনপূর্ণ জল উপহার দিয়েছে।

মন্। অত্যাচারী আল্-মন্‌সুরকে হত্যা কর্‌বার জন্য আকাশ বিদ্রোহী হয়েছিল।

ফেরান্। কিন্তু হত্যা করতে এসে, তার নূতন মূর্ত্তি দেখে, প্রভঞ্জন মস্তক অবনত ক'রে উপঢৌকন দিয়ে চ'লে গেছে। এখন প্রকৃতি শান্ত। এখন আপনি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর্‌লে, আপনার পক্ষে ক্ষুণ্ণ হবে না।

মন্। বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে।

ফেরান্। ঐ সম্মুখে একটি আলো জ্বল্‌ছে। আসুন, ওই আলোক লক্ষ্যে চ'লে যাই।

মন্। কিন্তু যেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

ফেরান্। কেন জাঁহাপনা?

মন্। এই রাত্রিতে—এই অবস্থায়—কোন দরিদ্রের গৃহের শান্তিভঙ্গ কর্‌ব!

ফেরান্। যথার্থই যদি প্রকৃতি মানুষের প্রতি করুণা ক'রে তাদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন, তা হ'লে দুনিয়ার অনেক ভার লাঘব হয়।

মন্। তা হ'লে আমাকেও ত প্রকৃতির দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না

ক'রে তৃষ্ণার্ত্ত আমাকে জল দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছে। এত বজ্র ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হ'ল, কই একটাও ত আমাকে সামান্যমাত্রও বিভীষিকা দেখালে না?

ফেরান। আপনি যদি ঝড়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভাল হবার সঙ্কল্প না কর্‌তেন, তা হ'লে আজ আপনার ভাগ্যে কি হ'ত বল্‌তে পারি না। আপনি অনেক সাধু গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করেছেন।

মন্। এক জনেরও না। রাজা, রাজ্য-শাসন করেছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেছি।

ফেরান। অনেক সতীর সতীত্ব নাশ করেছেন।

মন্। এক জনেরও না।

ফেরান। কি বল্‌ছেন সম্রাট। জগতের সীমান্ত পর্য্যন্ত আপনার দুর্নাম প্রসৃত হয়েছে।

মন্। তা হ'ক, আমি এক জনেরও সতীত্ব নাশ করি নি। আমি আমার প্রাসাদে রমণী আনিয়েছি, দেখেছি, শেষে অর্থ দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এ হস্ত আজ পর্য্যন্ত কোনও যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করে নি। সেই জন্য এই বাহু বিশ্ব-বিজয়ী। এই বাহুদ্বয় অস্ত্রভয়েই প্রকৃতি আজ তৃষ্ণার্ত্তের কাছে জল উপঢৌকন নিয়ে এসেছে, বজ্র আঘাত কর্‌তে এসে পালিয়েছে। অত্যাচার করি নি, কিন্তু ফেরান, অনেক অত্যাচারের কারণ হয়েছি। মৎকর্ত্তৃক আনীত অনেক রমণী আমার দুরাত্মা সহচরগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছে।

ফেরান। এ বিচিত্র আমোদ অনুভব কেন করেছেন সম্রাট্?

মন্। কেন করেছি? কেন করেছি? ফেরান! হৃদয়ের উত্তাপে,—দেহের উষ্ণতায়, এই দেখ আমার শিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হ'য়ে গেল!

ফেরান। এ কি বিচিত্র! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্! এত জ্বালা আপনি হৃদয়ে পুরে রেখেছেন!

মন্। এত জ্বালা হৃদয়ে পুরে রেখেছি! এই সব দুর্দ্দান্ত সহচরগুলোকে দমন করি না। তারা আমাকে কত জ্বালা দিতে পারে! এই জন্য লোক-নিন্দাকে গ্রাহ্য করি নি। সে আমাকে কত জ্বালা দিতে পারে!

ফেরান। গোলাম কি একটু ইতিহাস শুন্‌তে পায় না?

মন্। বেশ, শোনাব। তুমিও যখন সেই অসমসাহসিক মহাপুরুষের কথা বল্‌বে, তখন শোনাব। এই মর্ম্মজ্বালা স'য়ে যদি আর কেহ জীবন ধারণ ক'রে থাক্‌তে পারে, তাকেই আমি বীর বলি—তার কাছেই কেবল আমি মস্তক অবনত করি।

ফেরান। কৌতূহল-বশে সহস্র ক্রোশ দূর হ'তে দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট্ আল-মন্‌সুরকে দেখতে এসেছিলুম—

মন্। দেখ্‌তে এসেছিলে, না হত্যা করতে এসেছিলে?

ফেরান। যদি না বলি?

মন্। তা হ'লে বুঝব, প্রাণভয়ে তুমি আমার কাছে সত্য গোপন কর্‌ছ।

ফেরান। বেশ, তা যদি বলি, বলুন আপনি আমাকে শাস্তি দেবেন!

মন্। শাস্তি দেবার হ'লে প্রথম দিনেই দিতুম।

ফেরান। প্রথম দিনেই দিতেন! প্রথম দিনে আমাকে দেখে হত্যাকারী ব'লে কি আপনার সন্দেহ হয়েছিল?

মন্। ফেরান! আমার রোজ-নামচা আছে—রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখাব।

ফেরান। কি লেখা আছে বলুন!

মন্। ব্যাকুল কেন যুবক। রাজধানীতে ফিরে নিজের চক্ষে দেখো!

ফেরান। জাঁহাপনা, চির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। গোলামের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মন্। তবে দেখ। (ফেরানের খাতা দর্শন ও কম্পন) এখন কাঁপছ কেন ফেরান?

ফেরান। জিঘাংসু জেনেও আপনি আমাকে শরীররক্ষী নিযুক্ত করেছেন, গোলামকে এত ভালবাসা দিয়েছেন!

মন্। ভালবাসা দিই নি, দিতে পার্‌বও না। ভালবাসা এক জনকে দিয়েছি—ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দিয়েছি। নিজেকে পর্য্যন্ত দিই, এমন এক বিন্দুও অবশিষ্ট রাখি নি।

ফেরান। ও কথা বল্‌বেন না, দোহাই হজরত, ও কথা বল্‌বেন না। ভালবাসার নিরুদ্ধ উৎস বুঝি কার ভাগ্যে এক দিনের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। দুনিয়ার দুর্ভাগ্যে তা আবার অবরুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অনন্ত—অনন্ত অন্তঃসলিল প্রস্রবণ। এক দিন

খুলবে। শুনুন সম্রাট্। এক দিন এ ভালবাসা অনন্ত স্রোতে দুনিয়া ভাসিয়ে ছুটে যাবে।

মন্। স্বপ্ন দেখো না ফেরান্।

ফেরান। এই আমি, যথার্থই জাঁহাপনা, হত্যা কর্‌তে এসেছিলুম, দুনিয়াকে নিষ্কণ্টক কর্‌বার জন্য পাপিষ্ঠ আল্-মন্‌সুরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে এসেছিলুম, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, সেই আমিই দুনিয়ার চক্ষে এই নিরুদ্ধ স্রোত উন্মুক্ত ক'রে দেব।

মন্। থাক্, কে এক জন আলো নিয়ে এই বনে প্রবেশ কর্‌ছে!

(আলোক হস্তে লুনার প্রবেশ)

লুনা। যদি কেউ এই বনের ভিতরে পথ হারিয়ে থাক, তা হ'লে উত্তর দাও।

ফেরান। এই দিকে।

মন্। চুপ, রমণী দেখছ না।

ফেরান। জাঁহাপনা! আশ্রয় দিতে এসেছে।

মন্। আরে মূর্খ, রমণীর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌ব কি! এই বুদ্ধিতে তুমি আমার প্রেমের উৎস উন্মুক্ত কর্‌বে? হুঁসিয়ার, আল্-মন্‌সুরের সহচর হবার যদি অভিমান রাখ, তা হ'লে আর কখনও এ নীচ অভিলাষ মনে স্থান দিও না।

ফেরান। বেশ, দেব না।

লুনা। যদি কেউ পথ হারিয়ে থাক, উত্তর দাও। এই যে—এই যে! তোমরা এমন পাগল! এত ডাকছি, তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ!

ফেরান। তুমি কাদের অনুসন্ধান করছ?

লুনা। যে কেউ অন্ধকারে নিরাশ্রয়, তাকে খুঁজছি। চ'লে এস, জল্‌দি চ'লে এস। দূরে সিংহের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। এখনি লোকালয়ে আস্‌বে। আর দেরী ক'র না—চ'লে এস।

মন্। তুমি যাও।

লুনা। আমার সঙ্গে যাবে না!

মন্। এ গাঁয়ে কি পুরুষ নেই?

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। পুরুষ থাক্‌বে না কেন? তবে রমণী রাজার কতকগুলো রমণী সঙ্গী গাঁয়ে এসেছে। পাছে পুরুষ দেখ্‌লে ভয় পায়, তাই আমরা রমণী তাদের আশ্রয় দিতে এসেছি। না, না—তুমি! তুমি! তুমি!

মন্। খোদা, বাক্য দাও।

মিডিয়া। (দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া পলায়ন)।

মন্। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া)।

ফেরান। রমণী—রমণী—হুঁসিয়ার, প্রতিজ্ঞা-কারী বীর—হুঁসিয়ার! চকিতা, সন্ত্রস্তা, পলায়নপরা বালিকার পশ্চাতে ছুটবেন না, ছুটবেন না!

মন্। না, এই ছোটার অবসান করছি।

ফেরান। ও কি? ও কি?

মন্। (স্বীয় পদে অস্ত্রাঘাত করিয়া ভূপতিত) ফেরান, আমাকে ধর।

ফেরান। (ছুটিয়া মনসুরকে ধরিলেন) এ কি কর্‌লেন প্রভু?

মন্। পাষণ্ড,—অসংযত—সঙ্কল্পরক্ষায় অপারগ, —কাপুরুষ মন্‌সুরকে শাস্তি দিলুম। নইলে দুনিয়ার কোনও শক্তি ঐ বালিকার অনুসরণে তাকে বিরত কর্‌তে পার্‌ত না।

ফেরান। কি কর্‌লে বাতুল সম্রাট্? পদখানা দেহ থেকে আর একটু হ'লে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যেত।

মন্। বিচ্ছিন্ন হয় নি! ফেরান, এ হাতে আর শাসন-দণ্ড ধরা কর্ত্তব্য নয়, হাত আমার দুর্ব্বল হয়েছে।

ফেরান। কিছু হয় নি, আপনি গোলামের কাঁধে ভর দিন। সুন্দরি!

লুনা। (মন্‌সুর সম্মুখে নতজানু) রাজা! আমাদের ঘরে যাবে?

মন্। এ অবস্থায় কেমন ক'রে যাব?

লুনা। এ আমি দেখতে দেখতে সারিয়ে দেব।

ফেরান। বল কি?

লুনা। আমার কাছে এমনই দাওয়াই আছে, সে দাওয়াই দিলে হাড় পর্য্যন্ত জুড়ে যাবে—ঘায়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।

মন্। এমন দাওয়াই আছে?

লুনা। আছে। না যদি পারি, ওই তলোয়ার আমার গলায় মেরো।

ফেরান। সম্রাট্! অনুমতি করুন।

মন্। আমি রাজার পরিচয় নিয়ে কেমন ক'রে যাব?

লুনা। আমি বল্‌ব না। আমাকে খোদা জানিয়েছেন। খোদা আর কাউকে জানায়, সে জানবে, আমি বল্‌ব না। অন্ধকারে সিংহ আস্‌বে রাজা!

মম্। চল মা! আমি জননীর আশ্রয় গ্রহণ করি।

ফেরান। দাম্ভিক সম্রাট্! জননীর আশ্রয় জন্মের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, একবার বলুন, রমণীর আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

চতুর্থ দৃশ্য

জিবার।

জিবার। সন্দেহ—মস্তিষ্কভেদী সন্দেহ! আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, সব কি বৃথা হবে? মিডিয়া কি পারবে না? সারা দুনিয়াকে করতলগত ক'রে আমার বিজ্ঞানের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না! খুব পারবে। আমি তার মুখ, চোখ, চিবুক, হাসি, সব দেখেছি। হতাশার পর মুহূর্ত্তে যে উল্লাসময় সঙ্গীতে সে কৃষ্ণসাগরের তরঙ্গমালা চুম্বিত করেছিল, তা শুনেছি। তার নীরব আবেদন,—ইঙ্গিতের ঝঙ্কারভরা লোচনের সঙ্কোচ-প্রসার—পূর্ণাভিমানে কোমল-হৃদয়-গত দুঃখের আবেগে ওষ্ঠাধরের তীব্র কম্পন—সব প্রত্যক্ষ করেছি। কথা অক্ষরে অক্ষরে—ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—নানা অর্থ বহন ক'রে, আমার পিপাসু শ্রবণ চরিতার্থ করেছে। আমি তাই শুনে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মায়াবিমুগ্ধ হয়েছিলুম। পারবে—মিডিয়া ঠিক পারবে। দুর্দ্ধর্ষ আল্-মনসুরকে সগণে নিহত ক'রে, দুনিয়ার গৃহবাসীকে শান্তি দিতে মিডিয়া সক্ষম হবে। তথাপি সন্দেহ, বিষম সন্দেহ। চিন্তার কম্পনের ফাঁকে ফাঁকে,—আশার পুষ্পোদ্গমের মুখে মুখে—এক দুরন্ত সন্দেহ উঁকি মারছে। বললে—দেখেছি। একবার—আর নয়। পিতার প্রাসাদের ছাদে বিচরণ করতে করতে একবার এক জনকে দেখেছি। একবার দেখেছে। কে সে, কোথা সে, জানে না। তবে ভয় কি? ঠিক পারবে, মিডিয়া ঠিক পারবে। দুর ছাই, তবু এ পাপিষ্ঠ সন্দেহ আমার মস্তিষ্কের বিন্দুগুলোকে নিয়ে এত কোলাহল করছে কেন? দেখেছে! পুরুষের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত করবার জন্য, তাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখতে তার পিতার ওপর আদেশ দিয়েছিলুম। তবু দেখেছে।

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। ঠিক পারবে, মিডিয়া ঠিক পারবে।

জিবার। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি বললি মিডিয়া, পারবি? দে, আশ্বাসবাণী দে।

মিডিয়া। কেন পারব না?

জিবার। দুর ছাই, তবু এ পাপিষ্ঠ সন্দেহ আমার মস্তিষ্কের বিন্দুগুলোকে নিয়ে এত কোলাহল করছে কেন?

মিডিয়া। এ সন্দেহের কারণ কি গুরু?

জিবার। পুরুষের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত করবার জন্য, তোকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখতে তোর পিতার ওপর আদেশ করেছিলুম।

মিডিয়া। সে আপনি?

জিবার। আমি। তবু ত তোকে পুরুষদর্শন থেকে বঞ্চিত করতে পারি নি! তবু তুই দেখেছিস্!

মিডিয়া। তবু আমি দেখেছি। কৈশোর-যৌবন-মিলনমুখে মিরিবামের প্রাসাদ-শিখর থেকে, প্রকৃতির কি জানি কি মোহ-প্রসারিণী অবস্থায়, আকাশের কি কুহক-বিস্তারী বর্ণসম্ভারে, নগর-প্রান্তস্থ শস্য-শ্যামল প্রান্তরে—দেখেছি।

জিবার। সে বড় সুন্দর?

মিডিয়া। সুন্দর! সে কি সুন্দর! গুরু, আপনার কিমিয়া শাস্ত্রে রসায়নসংযোগে কল্পনাতেও যদি কখন কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা স্মরণ করুন।

জিবার। তবে?

মিডিয়া। তবু নির্ভয়। আমি পারব। যদি দ্বিতীয়বার তাকে না দেখতুম তা হ'লে বোধ হয়, আপনাকে এ সাহস দিতে পারতুম না।

জিবার। দ্বিতীয়বার দেখেছিস্?

মিডিয়া। আজ, এইমাত্র। দেখে আমি চ'লে আসছি।

জিবার। চ'লে এলি?

মিডিয়া। তবে আর কি করব?

জিবার। কে সে?

মিডিয়া। দুর্দ্ধর্ষ আল্-মনসুরের অন্যতম সহচর। যে দণ্ডে তা' বুঝতে পেরেছি, সেই-দণ্ডেই আমার চিত্ত থেকে তার মাধুর্য্য অপসৃত হ'য়ে গেছে।

জিবার। তাকে হত্যা করলি নি!

মিডিয়া। হত্যা! সে কি। কি অপরাধে?

জিবার। হত্যা—আলবৎ—বিষম অপরাধে। যেহেতু তুই তাকে দেখেছিস।

মিডিয়া। আমি দেখেছি, তাতে তার অপরাধ!

জিবার। নিশ্চয়। যে প্রাসাদ-শিরে মিডিয়া বিচরণ করে, কেন সে তার নিকটের শস্য-শ্যামল প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল?—যা, এখনি ফিরে যা—এই বিজলীদণ্ড স্পর্শে তাকে হত্যা ক'রে এখনি আমাকে সে সুসংবাদ এনে দে।

মিডিয়া। তা পারব না।

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) সন্দেহ—সন্দেহ—

মিডিয়া। কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) মিডিয়া, এত অন্ধকার ভোগ বৃথা হ'ল!

মিডিয়া। সন্দেহ করছেন কেন?

জিবার। (মাথা নাড়িয়া) হা ঈশ্বর, আমার বিদ্যার মর্য্যাদাটা দুনিয়া আর দেখতে পেলে না? পাশবিক বলই কি প্রবল হ'ল?

মিডিয়া। এক জন নিরপরাধীকে হত্যা করলে যদি আপনার বিদ্যার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হ'লে সে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই।

জিবার। তবু তাকে হত্যা কর।

মিডিয়া। নিরপরাধকে হত্যা, এ কোন্ ধর্ম্মে শিক্ষা দিয়েছে গুরু?

জিবার। ধর্ম্মের তুই কি জানিস্? এক দেশে এক জন নিরপরাধের পঞ্জরের অস্থিতে আকাশের ভীমনাদা বজ্র রচিত হয়েছিল।

মিডিয়া। সে পঞ্জরের অস্থি কে নিলে?

জিবার। স্বর্গের দেবতা নিলে, তাইতে দুনিয়া থেকে দানবের শাসন চ'লে গিয়েছিল।

মিডিয়া। যে দেশে এই রকম নির্দ্দোষের নাশে ধর্ম্মের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, অষ্টবজ্রে তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করুক।—আমি এ রকম ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা চাই না।

জিবার। পারবি নি?

মিডিয়া। দোহাই গুরু, আমাকে অন্যায় আদেশ করবেন না।

জিবার। তবে দে, আমার বিজলী-দণ্ড ফিরিয়ে দে।

মিডিয়া। এখন দেব না। আগে সে ব্যক্তি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাক্, তখন চাইবেন, দেব।

জিবার। মিডিয়া! আর গোপন করিস্ নি, তুই তাকে ভালবাসিস্।

মিডিয়া। কই?—না।

জিবার। ঠিক বল্‌ছিস্?

মিডিয়া। ঠিক—হাঁ—না।

জিবার। যদি সে তোকে ভালবাসা জানিয়ে বিবাহ করতে চায়?

মিডিয়া। হাঁকিয়ে দেব।

জিবার। যদি না পারিস্?

মিডিয়া। তখন স্বহস্তে আমাকে বধ করবেন।

জিবার। পারলে এখনি করতুম। তা হ'লে যা বলি তা শোন্। যদি কখন তোর মনে বিবাহের পাপ অভিরুচি জাগে, প্রতিজ্ঞা ক'র, বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তার কাছ থেকে আল-মন্‌সুরের মাথাটা উপহার গ্রহণ করবি?

মিডিয়া। বল্‌লে সন্তুষ্ট হন?

জিবার। আপাততঃ।

মিডিয়া। বেশ, প্রতিজ্ঞা করলুম!

জিবার। ভাল, আপাততঃ চল্‌লুম। কিন্তু শুনে রাখ,—আমাকে কোনও কিছু গোপন করা তোমার সাধ্যাতীত—আমি সত্বরেই ফিরে আস্‌ছি।

মিডিয়া। যথা আজ্ঞা। (জিবারের প্রস্থান) নিরপরাধকে হত্যা ক'রে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে!

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। রাণী—রাণী—

মিডিয়া। রাণী কে?

লুনা। কেন তুই—সেই যে তুই বল্‌লি, আমি রাণী হয়েছি।

মিডিয়া। আমি ঐশ্বর্য্যের রাণী হয়েছি ব'লে কি তোরও রাণী হয়েছি!

লুনা। হাঁ, হাঁ—তুই হয়েছিস্।

মিডিয়া। আচ্ছা বেশ, হয়েছি—তোরও রাণী হয়েছি—তুই কৃষক এলাহীর ঘরে রাজার লোভনীয় ঐশ্বর্য্য। এখন কি করতে এসেছিস বল্?

লুনা। জল্‌দি আমাকে দাওয়াই দে—

মিডিয়া। দাওয়াই দে কি!

লুনা। যে দাওইয়ে কাটা হাড় জোড়া লাগে। জলদি দে, দেরী করিস্ নি—নইলে আমার মর্য্যাদা থাকবে না—আমার না থাক্‌লে, তোরও মর্য্যাদা

থাকবে না। কেন না, তোর জোরেই আমার জোর।

মিডিয়া। এরই মধ্যে হাড় ভেঙ্গে গেল কার?

লুনা। কার কি? নিজে খুন করে এলি, জানিস্ না!

মিডিয়া। আমি খুন ক'রে এলুম!

লুনা। দেখা দিয়ে মজিয়ে এলি, তার পর আলো নিবিয়ে ছুটলি। সে গরীবের কি অবস্থা হ'ল, তার কি কিছু খোঁজ রাখলি?

মিডিয়া। কি হয়েছে বুঝিয়ে বল্।

লুনা। তুইও ছুটলি, সেও তোর পিছন পিছন ছুটল।

মিডিয়া। তার পর অন্ধকারে পা ভাঙলো। এই ত? সেই নরাধমের জন্য তুই ওষুধ নিতে এসেছিস্!

লুনা। কথা শেষ কর্‌তে দে। তাকে ছুটতে দেখে তার সঙ্গী বল্‌লে পালিয়ে যাচ্ছে যে রমণী, তার পশ্চাতে ছোটা বীরধর্ম্ম নয়—

মিডিয়া। তাতেও দুরাত্মা নিবৃত্ত হ'ল না ব'লে বন্ধু বুঝি তার পায়ে তরোয়ারের চোট মেরেছে? লুনা, সে পাপিষ্ঠের ঠিক শাস্তি হয়েছে, তাকে ওষধ দেব না! তুই সেই বন্ধুটিকে ডেকে আন। বুঝতে পারছি, পাপ সঙ্গে এখনও তার মনুষ্যত্ব লোপ পায় নি। তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, আমি তাকে ওষধ দেব।

লুনা। তবে তুই যা খুসী বল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি—আর লোকটা এর মধ্যে ম'রে যাক্।

মিডিয়া। বুঝেছি, পাষণ্ড বাধা পেয়ে তার বন্ধুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছে।

লুনা। তোর মাথা করেছে। কথা শেষ কর্‌তে দিবি নি,—তা হ'লে কি বল্‌ব বল্।

মিডিয়া। ও! তা হ'লে বুঝেছি।

লুনা। ছাই বুঝেছিস।

মিডিয়া। এলাহী তাকে মেরেছে।

লুনা। না।

মিডিয়া। এলাহীও নয়, তবে কে? কোন সাধু তাকে নিরাশ্রয় জেনে রক্ষা কর্‌তে এসেছিল?

লুনা। সে নিজে।

মিডিয়া। নিজে?

লুনা। যখন দেখলে মন তার কিছুতেই বশে আসে না—কিছুতেই সে ছোটা থেকে ক্ষান্ত হ'তে পারে না, তখন সে নিজে পায়ে তরোয়ালের চোট মেরে অচল হ'য়ে পড়ল।

মিডিয়া। লুনা—লুনা!

লুনা। আমরা তাই দেখে অবাক্। বন্ধু বল্‌লে, কর্‌লে কি? সে বল্‌লে, বালিকার অনুসরণে কোনমতেই ক্ষান্ত হয় না দেখে, দুরাত্মাকে শাস্তি দিয়েছি, তার চল্‌বার দফা জন্মের মতন রফা করেছি।

মিডিয়া। লুনা—লুনা—

লুনা। লুনা লুনা কর্‌ছিস্ কেন? ওষুধ দে না।

মিডিয়া। দিচ্ছি। নিয়ে যা—আর সঙ্গে সঙ্গে—আমি যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়েছি—সব নিয়ে যা। তুই-ই রাণী হবার যোগ্য—আমি গুরু-রচিত কুসুমকাননমধ্যে সুপেয় জলাশয়-তীরে বাস ক'রেও গোপনে মরীচিকা কিনে এনেছি। যা হ'তে আমার সাধ্য নেই, তাই হ'তে গিয়েছি। যা হ'তে আমার অধিকার নেই, সেই চিরকুমারীর একায়ত্ত জগতের কল্যাণবিধায়িনী শক্তির লোভে গুরুকে মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত করেছি—নে লুনা, শীঘ্র নে।

লুনা। আচ্ছা সে পরে, এখন সে গরীব মরে—দাওয়াই দে।

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। লুনা!

লুনা। দে, মিডিয়া—শীঘ্র দে—দেরী দেখে তার সঙ্গী ব্যাকুল হ'য়ে আমাকে খুঁজতে এসেছে।

ফেরান। এ কি কর্‌ছ লুনা, করুণার আশ্বাসবাণী কি শেষে পাগলের প্রলাপকথায় পরিণত হ'ল?

মিডিয়া। কেন হবে! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের প্রাণ আমার অধিকারে। আমার সহচরী যার জীবনরক্ষার আশ্বাস দিয়েছে—শুনে রাখ ধীমান, সে বেঁচেছে।

ফেরান। তাই ত, তখন ত আমি দেখি নি—না দেখে আমি অনুসরণকারী হতভাগ্য বন্ধুকে তিরস্কার করেছিলুম! ভু-বিচারিণী শশিকলা! অন্তরে পাবক বেঁধে আর ক্ষণজীবী পতঙ্গগুলোকে দগ্ধ ক'র না! মা! নিরপাধের প্রাণ বাঁচাও। তার পর সরম-বসনে রূপ গোপন কর।

মিডিয়া। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, ওষধির আবহন করি।

(গীত)

মধুময় বহ রে সমীর।
ঋতু হও মধুময়, মধুময়ী প্রকৃতির ॥
ধূলা হও মধুময়, মধুময় জলাশয়,
মধুর নিলয় হও, নিশির শিশির ॥
জাগো মধু শৈলে, জাগো মধু ফুলদলে,
জাগো মধু লতিকা-মূলে :—
মধু জাগো রসে রসে, যা রে ব্যাধি দূর দেশে,
মুক্ত হও, সুস্থ হও ব্যাধিত শরীর ॥

পঞ্চম দৃশ্য

কুটীর।

ফেরান ও মন্‌সুর।

ফেরান। আরোগ্যলাভ করেছেন, জাঁহাপনা?

মন্। সম্পূর্ণ—আঘাতের চিহ্নমাত্রও নেই।

ফেরান। বড়ই ত আশ্চর্য্য!

মন্। শুধু তাই নয়। ঔষধ দেহমধ্যে প্রবেশ ক'রে দেহে নব জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছে। দেহের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়েছে। এখন আমি পূর্ব্বের চেয়ে বলিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ।

ফেরান। বালিকা তা হ'লে ত দেখছি, আপনাকে বড় ঋণী করলে।

মন্। ঋণী করলে কি ফেরান, বালিকার এ ঋণ শোধ হয় না।

ফেরান। তাই ত দেখ্‌ছি—রাজধানীতে ফিরলে এ আঘাত নিয়ে আপনাকে বড়ই কষ্ট পেতে হ'ত।

মন্। কষ্ট পেয়েও যদি আমার অঙ্গহানি না হ'ত, তা হ'লেও আক্ষেপ থাকত না। রাজধানীতে ফিরলে আমাকে এ পায়ের মায়া ত্যাগ করতে হ'ত। ফেরান, আমার প্রাসাদের সমস্ত চিকিৎসক মিলেও ঐ ছিন্নাংশ দেহে সংলগ্ন রাখতে পারত না।

ফেরান। তবে বালিকাও ভাগ্যবতী, সে আজ আপনাকে ঋণী করেছে।

মন্। মূর্খ অপ্রেমিক, বার বার ঐ কথা? একবার আমার কথা শুনেও তোমার জ্ঞান হ'ল না। নিজেকে দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য যে সুখী হব, সে ভালবাসাও আমাতে অবশিষ্ট নেই।

ফেরান। তবে সে অজ্ঞাত-কুলশীলার পিছনে ছুটেছিলেন কেন? এত আকর্ষণ যে, পায়ে আঘাত ক'রে তবে আপনাকে আকর্ষণের বেগ রোধ করতে হয়েছে!

মন্। তুমি তাকে দেখেছ?

ফেরান। আমি তখন লুনাকে দেখ্‌ছিলুম।

মন্। ঠিক!

ফেরান। বালিকাতে একটা অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য আছে—কথায় অনেকটা মাদকতা আছে।

মন্। যাক্, শুনে একটু সন্তুষ্ট হ'লুম। হৃদয়ের অনেকটা ভার লাঘব হ'ল।

ফেরান। বাহিরে একটা গরিমা আছে, অন্তরে একটা মহিমা আছে। প্রথমে দেখে তাকে আমি চাষার মেয়েই মনে করেছিলুম।

মন্। ফেরান। তুমি বালিকাকে বিবাহ কর।

ফেরান। আমি বিবাহ করব?

মন্। নিশ্চয়! আমার আদেশ।

ফেরান। আমি বিবাহ করতে চাইলে, সে বালিকা বিবাহ করবে কেন?

মন্। রাজ্য যৌতুক দেব। তাতেও না সম্মত হয়, আমার সাম্রাজ্য।

ফেরান। তাতেও যদি না হয়?

মন্। তা হ'লে দরবেশ সেজে মাথা মুড়িয়ে দুনিয়া পরিভ্রমণ কর। মূর্খ নীরস ইস্পানী রমণীহৃদয় অধিকারে এতটুকু পর্য্যন্ত সাহস নাই?

ফেরান। আর আপনি?

মন্। আমি সেই রমণীর অনুসরণ করব।

ফেরান। সমস্ত ভালবাসা যাকে ঢেলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এ কি সেই?

মন্। মনে হচ্ছে সেই। কিন্তু সে এখানে কেমন ক'রে আসবে? ফেরান, যার অন্বেষণে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছি—রাজ্যের কোন নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে মনে ক'রে, একটি একটি ক'রে শত রাজ্য জয় করেছি, সহস্র সহস্র নগর, লক্ষ লক্ষ গ্রাম ভস্মীভূত, বিধ্বস্ত ক'রে প্রকৃতির বক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছি, সেই—সেই—আল্-মন্‌সুরের শুভ্র সচল সমাধি—রাজধানীর এত নিকটে!

ফেরান। সে যদি না হয়?

মন্‌। তা হ'লে তাকেও এক রাজ্য দেব। তার-প্রিয়ের সঙ্গে সে সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করুক। তার আকর্ষণেরও ত মূল্য আছে।

ফেরান। যদি হয়?

মন্‌। ফেরান। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি নি মনে ক'র না।

ফেরান। আপনি বিশ্বজয়ী সম্রাট, আপনি তুচ্ছ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পারবেন না?

মন্‌। এ বিষয়ে আমি অনেক দিন চিন্তা করেছিলুম। প্রথমে মনে করেছিলুম, সে যদি আমার না হয়, তাকে হত্যা করব। আমার বাঞ্ছিতা আবার অন্য কার ভোগ্যা হবে! তার পর ভেবেছিলুম, আত্মহত্যা করব। একটা তুচ্ছ রমণীর হৃদয়াকর্ষণ করতে যদি একান্তই অপারগ হই, তা হ'লে সমস্ত দুনিয়ার মালিক হয়েও আমার জীবনের কোনও মূল্য নেই। সর্ব্বশেষে স্থির করেছি, যে ভাগ্যবান তার হৃদয়াকর্ষণ করেছে, আমার সাম্রাজ্য তার পাদমূলে অঞ্জলি প্রদান করে, কোন চিরতুষারসেবিত শৈল-শিখরে প্রকৃতির নির্ম্মম কঠোরতায় আত্মসমর্পণ ক'রে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে শেষ জীবন যাপন করব। আমি উপার্জ্জক—সে ভোগাধিকারী।

ফেরান। না সম্রাট্, আপনাকে তা করতে হবে না। বিশ্বজয়ী বীর! আত্মমর্য্যাদায় হতাশ হবেন না। যদি মানবত্বে আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তা হ'লে আমার স্থির ধারণা, সে কোহিনুর আপনারই জন্য ধরণীতে প্রেরিত হয়েছে। অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশে বিদ্যমান থাকতেও কমলিনী এক সূর্য্য ভিন্ন আর কারও কাছে হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করে না। আপনি নিশ্চিন্ত হন।

মন্‌। নিশ্চিন্ত হব! নিশ্চিন্ত নহি কি ফেরান! জনঘাতক-কুলের বস্ত্রাভ্যন্তরনিহিত অস্ত্রারণ্য মাঝে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিচরণ করি। জগদ্ব্যাপী অপযশের তীব্র কোলাহলে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাই। নরকের ভীমাগ্নি কল্পনার বিভীষিকায় শত লোল রসনায় আমার এই দেহ স্পর্শ করতে, আমার নিশ্চিন্ততাকে উত্যক্ত করতে পারে নি। তার জন্য আমার এই নিশ্চিন্ততা, আমার সেই প্রিয়তমা, মিরিবাসের গ্রীকরাজ-দুহিতা মিডিয়া, একবার মাত্র আমার দৃষ্টিপথে প'ড়ে আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত পরিচয়ে দুনিয়ার কোন্ সীমান্তে অবস্থান করছে। একবার চিন্তা—উঃ!—কি বিষম চিন্তা! —সহস্র ঝটিকার প্রহারে হৃদয়টাকে আলোড়িত করেছিল—তার পর—স্থির। শান্ত প্রকৃতির পুনরাবর্ত্তনে নিশ্চল সমীরসেবী কৌমুদী-বিলাসী প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় অতি স্থির জীবন নিয়ে নিরাশার নিশ্চিন্ততায় দরিদ্র আলুমনুহুর ধরণীতে বিচরণ করছে। স্বপ্ন-সলিলোত্থিত বিম্বের মত প্রিয়তমার ছায়ামূর্ত্তি গত রজনীতে আর একবার আমাকে ব্যাকুল করেছিল, কিন্তু ফেরান, আমি ত তার শান্তি দিয়েছি।

ফেরান। সম্রাট্! আমি অজ্ঞ অন্ধ! আমি আপনাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। তবে এক অনুরোধ—আপনি সে সুন্দরীর আশা পরিত্যাগ করুন।

মন্‌। পরিত্যাগ ত করেছি।

ফেরান। তার দেখার আশা পরিত্যাগ করেছেন, তার আশা ত্যাগ করেন নি। দেখতে পেলে, তদ্দণ্ডেই তাকে পাবার লোভ বেড়ে উঠবে।

মন্‌। সম্ভব।

ফেরান। কিন্তু তাকে পাবেন না। পেতে গেলে অপদস্থ হবেন।

মন্‌। অপদস্থ হব!

ফেরান। দোহাই রাজা, তার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হ'ন।

মন্‌। (ক্রোধভরে) কেন?

ফেরান। আমি এক মহাপুরুষের কথা আপনাকে বলব বলেছিলুম।

মন্‌। বলেছিলে।

ফেরান। তিনিই মিডিয়ার পিতা ইজিয়াস। তিনি আপন হ'তে অধিক শক্তিমান্।

মন্‌। চুপ রও মূর্খ, আমি তার রাজ্য কেড়ে নিয়েছি।

ফেরান। তিনি দয়া ক'রে আপনাকে রাজ্য-ভিক্ষা দিয়ে গেছেন।

মন্‌। দ্বিতীয়বার এ কথা বল্‌লে, তোমার শিরশ্ছেদ করব।

ফেরান। আমি দেখেছি।

মন্‌। কি দেখেছ?

ফেরান। তার শক্তি—যে দিন আপনার রণতরী মিরিবাসের বন্দরে উপস্থিত হয়, সে দিন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলুম। আপনার নৌ-বহর দেখে, তিনি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে

আমাকে ব'লেছিলেন—"ফেরান। আমি বৈরাগ্য গ্রহণ কর্‌ব।" আমি শুনে বিস্মিত হয়ে বল্‌লুম—"সে কি! শত্রুকে বাধা দেবেন না?" তিনি বল্‌লেন—"মৃত্তিকা-লোভী বালকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, আমি আমার বিদ্যার অমর্য্যাদা কর্‌ব না।" এই ব'লে তিনি আমাকে কতকগুলো আয়না দেখালেন। দেখিয়ে বল্‌লেন—"এই আয়নাগুলো সাজিয়ে তাতে সূর্য্যকিরণ ঘনীভূত ক'রে এখনি অতি দূর থেকে আল্-মন্‌সুরের সমস্ত জাহাজ ভস্মীভূত ক'রে ফেলতে পারি। কিন্তু কর্‌ব না—আমার বিজ্ঞানালোচনার সুযোগে ওমরাও বিদ্রোহী হয়েছে, প্রজা পাপী হয়েছে। আমি বৈরাগ্য গ্রহণ কর্‌ব।"

মন্। প্রলাপী! আমার সুমুখ থেকে চ'লে যাও।

ফেরান। আমিও তার কথা প্রলাপ ব'লে বোধ করেছিলুম! কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার কি স্মরণ নাই যে, আপনার বহরের একটি ক্ষুদ্র লোক-শূন্য তরী বিনা অগ্নিসংযোগে সহসা প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল?

মন্। মনে পড়েছে,—আমরা কেউ তার কারণ নির্ণয় কর্‌তে পারি নি।

ফেরান। মহাত্মা ইজিয়াস সূর্য্যের কিরণে তা দগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। দগ্ধ কর্‌তে কর্‌তে বলে-ছিলেন, "গ্রীক জ্ঞানী আরকিমিডিস্ এক দিন এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুর রণতরী দগ্ধ করেছিলেন।"

মন্। তিনি আমার রণতরী দগ্ধ কর্‌লেন না কেন?

ফেরান। কারণ ত বল্‌লুম—অন্য কারণ আমি জানি না। আমার মনে হয় দয়া—করুণার আধার বৃথা প্রাণি-হত্যা করতে অশক্ত হ'য়ে, বিনা যুদ্ধে আপনাকে মিরিবাম দিয়ে চ'লে গেলেন।

মন্। তা হ'তে পারে। তথাপি সে কাপুরুষ। আমি যদি তার সহরের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে ছোরার মুখে তুলে দিতুম?

ফেরান। কই, আপনি ত দেন নি? আপনি দুনিয়ার অনেক সহর ধ্বংস করেছেন; কিন্তু মিরিবামের একটি প্রাণীর কেশাগ্রও স্পর্শ করেন নি।

মন্। ফেরান ভাই—সে যে মিডিয়ার সহর—আমার পুণ্য তীর্থ।

ফেরান। তা হ'লে সে শক্তিমান্‌কে এইখান থেকে সেলাম ক'রে, তার কন্যাপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করুন।

মন্। তুমি মিডিয়াকে দেখ নি?

ফেরান। আমি কেন, আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ তাকে দেখে নি। বালিকা আজন্ম অন্তঃপুরে পালিত হয়েছে।

মন্। তথাপি তার আশা আমি পরিত্যাগ কর্‌ব না।

ফেরান। তার ওপর আজ আবার আর এক বিচিত্র ব্যাপার দেখেছি।

মন্। আবার কি?

ফেরান। এক বিচিত্র পুরুষ—

মন্। সে বুঝি ইজিয়াসের চেয়েও শক্তিমান্?

ফেরান। দোহাই প্রভু, অবিশ্বাস কর্‌বেন না। সে আকাশ থেকে বিজলী টেনে দণ্ডের ভিতর পুরে রাখে। সে মিডিয়ার রক্ষক।

মন্। মিডিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা যদি তার রক্ষাকর্ত্তে প্রহরীর কার্য্য করে, তথাপি তার আশা পরিত্যাগ কর্‌ব না।

ফেরান। আমার বক্তব্য আমি বল্‌লুম, আপনার কর্ত্তব্য আপনি করুন।

মন্। ভালবাসুক আর না বাসুক, তুমি সেই কৃষক-কন্যাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা! দেখ মা, তোমাকে আমি কিছু উপহার দেব, নেবে?

ফেরান। না লুনা, নিয়ো না। অতি অকিঞ্চিৎ-কর দান—অতি তুচ্ছ—মূল্যহীন—তুমি যা রাজাকে দিয়েছ, রাজা নিজে বলেছেন, তার বিনিময়ের বস্তু নেই।

লুনা। আমি কি দিয়েছি, আমি ত কিছু দিই নি! সত্যি সত্যি আমি ত কিছু দিই নি রাজা! ওষুধ দিয়েছে ওই ছুঁড়ী, আহার দিয়েছে ওই ছুঁড়ী, ঘরটি কেবল দাদার—আমরা অতি গরীব—ওরূপ আহার কখন চক্ষে দেখি নি।

মন্। তা হ'ক, তুমি উপহার গ্রহণ কর। যা দেব—বিনা বিচারে গ্রহণ করবে?

ফেরান। তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ—আমি জানি লুনা মূল্যহীন।

লুনা। তোমরা দেবে, দয়া ক'রে দেবে—লুনার কাছে তা তুচ্ছ হবে কেন! তবে নিতে পার্‌ব না।

মন্। না লুনা, দয়া ক'রে দিচ্ছি না, তুচ্ছ ব'লে দিচ্ছি না। তোমার প্রাপ্য—আমার ঋণ—আমার ভাণ্ডারে যা শ্রেষ্ঠ ব'লে বোধ করছি, তাই দিচ্ছি।

লুনা। আমি নিতে পারব না রাজা! আমার পিতামহ আছে।

মন্। কোথায় তোমার পিতামহ?

লুনা। তোমার দলবল গাঁয়ে আসছে শুনে, মেয়েছেলে সব ভিন গাঁয়ে পালিয়েছিল, দাদা তাদের আন্‌তে গেছে।

মন্। আমার দলবল ত গাঁ ছেড়ে যায় নি, তা হ'লে কি সাহসে তোমার দাদা তাদের ফিরিয়ে আনছে!

(নেপথ্যে কোলাহল)

লুনা। ঐ বুঝি দাদা আসছে—দাদা বক্‌সিস্ নিতে বলে, আহ্লাদের সঙ্গে নেব। যদি নিতে মানা করে, তা হ'লে নিতে পারব না। অপরাধ নিয়ো না রাজা!

মন্। শুনে সন্তুষ্ট হলুম লুনা। চল মা, তোমার পিতামহকে দেখে ধন্য হই। অপরাধ নেবার কোন কাজ করি নি। বরং তোমাদের গ্রামে এসে অশান্তির কারণ হয়েছি ব'লে আমরাই তোমাদের কাছে অপরাধী।

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। ও লুনা—পালা। দানারা একযোগে আমার ঘর চড়াও হয়েছে—আমাকে খুন করবে, লোকে লুটে নেবে—পালা।

লুনা। কি হবে মিঞা!

মন্। ভয় নেই বৃদ্ধা, কেউ তোমাদের কোন অনিষ্ট করবে না।

দৌলতী। ঠিক?

মন্। নিশ্চয়—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

দৌলতী। তা হ'লে কাঠ চেলাই?

ফেরান। নিশ্চিন্ত হয়ে—কাঠ চেলাও, গম ভাঙ্গ—ছোলা খাও।

দৌলতী। ওঃ! তোমরা বুঝি বড় দানা?

ফেরান। দানা কি—ইনি বেদানা—আর আমি আখ্‌রোট।

দৌলতী। আখ্‌রোট বেদানা—ও লুনা—তা তুই হবি কি!

লুনা। আমি তোর মতন পিণ্ডি খেজুর হব। যা, চ'লে যা।

দৌলতী। পিণ্ডি হবি কেন—দেদো গাছে ঝুল্‌বি, কলসীতে ফুল্‌বি? তাই ত বলি, মিন্‌সেও সরেছে, ঝড়ও উঠেছে—ফাঁক পেয়ে বেদানা আখ্‌রোট আমার ঘরে উড়ে পড়েছে—কিন্তু থায় কে?

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর-প্রাঙ্গণ।

এলাহী।

এলাহী। কেন এলো না, কেন এলো না—সারা দিন ভেবেছিলুম। কেন সে আস্‌বে, লুনা? দুনিয়ার মালিক তার কাছে আস্‌বে, হাঁটু গাড়বে, হাত জোড় করবে, ভিক্ষা নেবে—সে গরীব চাষার আশ্রয় নিয়ে মান খোয়াবে কেন? এখন সে আশ্রয় নেবার ছল ক'রে আশ্রয় দিতে এসেছে। ওমরাওদের সঙ্গে লড়াই, তাতে আমাকে জয় দিয়ে চাষার প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে। মিডিয়া, মিডিয়া, মা! এত ভালবাসা আমার জন্য প্রাণে রেখে পাঁচ বৎসর বিদেশীর মত দূরে দূরে স'রে ছিলি?

(দৌলতীর প্রবেশ)

দৌলতী। তাই ত, গাঁয়ে ত লোক নেই, ঝড়ে ত গাছ নেই, চালে ত খড় নেই। বুড়ো মোড়ল সেই যে কাল বাড়ী ছেড়েছে, আজও পর্য্যন্ত দেখা নেই। বাড়ীতে দু-দুটো অতিথ, এদের দেখে কে? —এক লুনা কি তাদের যত্ন করতে পারে? গরীব চাষার ঘরে কখন অতিথ আসে নি। যদিই এলো, যদিই বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়লো—তা ছাই তাদের সেবা হ'ল না! কোথায় গেল? এ রকম ক'রে বাড়ী ছেড়ে ত সে থাকে না!

এলাহী। বস্, ভেবে দেখলুম—এখন থেকে ঘাড়ে বিষম ভার পড়েছে। মিডিয়া আমার জানের সঙ্গে গেঁথে গেছে। নিজেকে বাঁচতে হ'লে মিডিয়ার জান দেখতে হবে। তার বাপ নেই, মা নেই, দুনিয়ায় কেউ নেই। দুনিয়ার রাণী হ'য়েও আমার কাছে মমতা ভিক্ষা করতে অঞ্জলি পেতেছে!

আমি সে অঞ্জলিপুরেই মমতা দেব। মিডিয়াকে পেয়ে আজ আমি চাষা হ'য়েও রাজা।

দৌলতী। এই যে মোড়ল—মনে কর্‌তে কর্‌তেই এসেছে।

এলাহী। কি খবর?

দৌলতী। ঘরে দুই অতিথ এসেছে, তাদের তত্ত্ব নে।

এলাহী। অতিথ!

দৌলতী। এক নয়, দুই! কাল রাত্তিরে—ঘুটুঘুটে আঁধারে লুনা তাদের কোথা থেকে কি এনে পরিচর্য্যা করেছে। আমাকে যেতে নিষেধ করেছে, আমি যাই নি। তুই যা, খবর নে—তীর বল্লম নিয়ে একবার বনে যা—কিছু শীকার আন্, পরিচর্য্যা কর্—

এলাহী। তা হ'লে তুই এক কাজ কর—মিডিয়াকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।

দৌলতী। মিডিয়া! সে কি আস্‌বে? এত কাল আসে নি—আজ আমি আন্‌তে গেলে আস্‌বে?

এলাহী। আসবে।

দৌলতী। সত্যি সত্যি সে আস্‌বে?

এলাহী। আলবৎ আস্‌বে—তুই আন্ গে যা—আস্‌বে, তোর ঘর আলো কর্‌বে—আন্ গে যা।

দৌলতী। যদি না আসে?

এলাহী। আস্‌বে—আস্‌বে—আস্‌বে।

দৌলতী। তুই জানিস্—আর মিডিয়া জানে। আ! আল্লা, নিজের মেয়েছেলে হারিয়ে, পরের মেয়েতে টান। মিডিয়া আস্‌বে! মা নেই, বাপ নেই, বনে বনে ঘোরে, বনেই দিন কাটায়—বুনো মেয়ে ডাক্‌লে আসে না। আমরা বুড়ো বুড়ী আড়াল থেকে আগলে আছি—সেই মিডিয়া আস্‌বে।

(বালিকাগণের প্রবেশ)

১ম বালিকা। মোড়ল, আমরা এসেছি।

এলাহী। বেশ করেছিস্—ঠিক সময়ে এসেছিস ভাই। যা, তোরা এই বুড়ীর সঙ্গে গিয়ে মিডিয়াকে নিয়ে আয়।

সকলে। চল্ বুড়ী, জল্‌দি চল্!

(গীত)

চাচী ছিল হেঁসেলে গালে পুরে পান।
চাচা ছিল গোয়ালে ঠোঁটে ভরা গান।
শিকেয় ছিল ডিমের হাঁড়ি,
তলায় ছিল ভাতের কাঁড়ি,
আড়ায় ব'সে মেনি-রাণী মিটির মিটির চান।
ঝুপ ক'রে এক শব্দ হোল,
ঐ গেল ঐ গেল গো ঐ গেল ঐ গেল—
কন্তে তাড়া উঠলো ঝড়, হেঁসেল করে মড় মড়,
চাচীর কল্‌জে ফড় ফড়, নদীই এল বান॥
আঁধার এল ঘুটুঘুটু, চাচা দিলে ছুট্,
ডিম প'ড়ে সব গড়িয়ে গেল, যেন মাণিকপীরের লুট।
মনের দুঃখে তখন চাচী বলে বাঁচি আর না বাঁচি,
গণ্ডা গণ্ডা আণ্ডা খাব যায় যাবে মোর প্রাণ।
ফিরে গেলেন ঝড়ের গোঁ (ভোজন দেখে)
ঘরে এলেন চাচার পো,
মিলে গেল চাচা-চাচী ফুরিয়ে গেল গান॥

[এলাহী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

এলাহী। তাই ত অতিথ এল—এও আমার ভাগ্যে হ'ল! এরা সেই দানাদের সঙ্গী নয় ত? খেয়েদেয়ে লুনাকে লুটে নিয়ে যাবে না ত! দূর ছাই—কু ভাবি কেন? অতিথ—অতিথ। আমি গৃহস্থ—অতিথ-সেবা আমার ধর্ম্ম—সে চোর হ'ক, ডাকাত হ'ক, দানা হ'ক, যতক্ষণ ঘরে আছে, ততক্ষণ অতিথ—ততক্ষণ সেবা। লুনা!

(লুনা, মন্‌সুর ও ফেরানের প্রবেশ)

লুনা। এই আমার দাদা।

মন্। মিঞা সাহেব, কাল জল-ঝড়ে বিপন্ন হ'য়ে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। তোমার পৌত্রী আমাদের যথেষ্ট সমাদর করেছে। আমরা ধন্য হয়েছি।

এলাহী। এস মিঞা এস—যদি মেহেরবাণী ক'রে এসেছ, তা হ'লে দুদিন থেকে যাও। লুনা! শিগ্‌গির আমার বল্লমটা দে। একটা শীকার ক'রে নিয়ে আসি।

মন্। আজ আর নয় বৃদ্ধ। যদি বাঁচি, তা হ'লে আর এক দিন। আজ আমরা বিদায় গ্রহণ কর্‌ব।

এলাহী। সে কি—বিনা সেবায় চ'লে যাবে?

মন্। সেবা! যা পেয়েছি, তা জীবনে ভুল্‌ব না। যদি তোমার এই পৌত্রীর সেবা না পেতুম, তা হ'লে কাল আমাদের জীবন থাকত না।

এলাহী। তাই ত, এটা কি রকম হ'ল!

মন্। কিছু চিন্তা ক'র না বৃদ্ধ, আমরা প্রতিশ্রুত হচ্ছি—এক দিন সুস্থচিত্তে তোমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব। হাঁ লুনা, সে কথাটা তোমার দাদাকে বল।

লুনা। দাদা, এরা যাবার সময় আমাদের কিছু বক্‌সিস্ দিতে চাচ্ছে।

এলাহী। বক্‌সিস্—কি করেছি, তা বক্‌সিস্?

মন্। যা করেছে, তার তুলনা নাই।

এলাহী। তা হ'ক—বক্‌সিস্ কি!

মন্। পুরস্কার নয়—উপহার।

এলাহী। ও একই কথা—না!

মন্। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন।

এলাহী। না। বক্‌সিস্। তুমি কি চাষা মনে ক'রে, আমাকে এত হীন ঠাওরেছ?

মন্। না বৃদ্ধ, তা ঠাওরাই নি।

এলাহী। বক্‌সিস্! বক্‌সিস্ তুমি চাও, দিতে পারি।

মন্। বেশ, আমি চাইলে দিতে পার?

এলাহী। বেয়াদব ওমরাও, গরীব মনে ক'রে তুমি আমাকে অপমান কর্‌তে এসেছ? বক্‌সিস্ তোকে কি—আমি তোদের রাজাকে বক্‌সিস্ দিতে পারি।

মন্। রাজার সুমুখে এ কথা বল্‌তে পার কৃষক?

লুনা। হাঁ—হাঁ—দাদা—দাদা!—

মন্। জল্‌দি বল, রাজার সুমুখে এ কথা বল্‌তে পার?

(মিডিয়ার প্রবেশ)

মিডিয়া। বল পারি।

ফেরান। (স্বগতঃ) ইয়া আল্লা! এ কি, এ কি! এই মিডিয়া! এই মিডিয়া—বা—বা! ভুবনেশ্বরীর রূপ-মোহ—আর ভুবনেশ্বরের দম্ভ—পরস্পরে যুদ্ধার্থে সমুদ্যত হয়েছে। এ কি দৃশ্য! স্বপ্ন আমি, এ দৃশ্য দেখ্‌তে আমি দাঁড়িয়ে আছি—বেঁচে আছি, জ্ঞানে আছি!

মন্। (স্বগত) হৃদয়ের উত্তাপ—আর মর্য্যাদার অভিশাপ—প্রাধান্য—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। যাও হৃদয়! কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রিত হও। জাগো দম্ভ! জাগো তেজ! বিশ্ববিজয়ীর অন্তরে স্থান পেয়ে নিতে যেয়ো না। (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস কর্‌ব কেমন ক'রে সুন্দরি! তুমি যদি আমার অনুপস্থিতির অবকাশে পালিয়ে যাও!

মিডিয়া। বিশ্ববিজয়ী আলমন্‌সুরের ক্ষুদ্র সহচরগণেরও এক এক জন দিগ্‌বিজয়ী বীর! আমি তাই মনে করি,—আপনি কি তাদের ক্ষুদ্র মনে করেন?

মন্। না।

মিডিয়া। তা হ'লে বীর, সর্ব্বাগ্রে আপনার যোগ্য পুরস্কার নিন্। তা হলেই আপনার বিশ্বাস হবে।

মন্। বেশ দাও।

(মিডিয়ার ইঙ্গিতধ্বনি। গ্রাম্য বালিকাগণকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বুলবন, মাবুব ও অন্যান্য ওমরাওগণ প্রবেশ করিল।)

মন্। এ কি!

মাবুব। জাঁ—জাঁ—

মন্। চোপরও উল্লুক।

ফেরান। চোপরও বন্ধু—ওদের উল্লুক বল্‌তে একমাত্র আমার অধিকার। কেন না, আমিই জাঁহাপনার প্রধান সঙ্গী। তুমি আমার ডাঁবে। (মাবুবের প্রতি) জাঁ—জাঁ—জাঁ—জান দিলে না কেন? জাঁহাপনা যদি শোনেন, তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে আমাদের দু'জনের যে গর্দ্দান যাবে।

মিডিয়া। বীরবর! এরাই সম্রাট্ আল্-মন্‌সুরের রাজ্যের স্তম্ভ। আমাকে অবলা মনে ক'রে, ফাঁকি দিয়ে লুটে নিতে এসেছিলেন, যিনি দম্ভে লাফিয়েছিলেন, তিনি আজ খঞ্জ! যিনি আমার কেশাকর্ষণে হাত বাড়িয়েছিলেন, তিনি এই স্তম্ভিতবাহু। যিনি জিহ্বা বাহির করেছেন, তাঁর রসনা আর মুখগহ্বরে প্রবেশ করে নি, যিনি মুখভঙ্গী করেছেন, তাঁর মুখ আর ভঙ্গী ছাড়েনি—এইরূপ অপরাধের তারতম্যে সকলেরই অল্প বিস্তর অঙ্গহানি হয়েছে।

মন্। যথেষ্ট পুরস্কার—এ পুরস্কার সুন্দরি, আমি বহুমানে গ্রহণ করলুম।

মিডিয়া। সন্তুষ্ট হলুম—তবে এ হতভাগ্যদের এই প্রথম অপরাধ। আর এই দুর্ভর পুরস্কার বহন ক'রে নিয়ে যেতে অক্ষত শরীরে সবে মাত্র

দুইজন। সুতরাং এবারে এদের ক্ষমা করলুম। কাপুরুষ। হও, তোমরা মুক্ত হও। কিন্তু মুক্তি-লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখ, যেখানে পর-পীড়িত দুর্ব্বল, তারই পশ্চাতে বিশ্বেশ্বরের দানবধ্বংসী শূল অবস্থান করে। যাও, মুক্ত হও। কিন্তু নির্ব্বোধ সকল! শোন, যত দিন পর্য্যন্ত চরিত্র ও চিত্ত সংশোধন করতে না পারবে, তত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের জড়ত্ব সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে না।

মন্। বৃথা মুক্তি দিলে সুন্দরি! সম্রাটের কাছে হতভাগ্যদের পরাজয় আমাকে জ্ঞাপন করতেই হবে। ওরা ত প্রাণে বাঁচবে না।

মিডিয়া। বেশ, সেই সঙ্গে এই কথাও তাঁকে জ্ঞাপন করবেন। আগে সম্রাট্ আমার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে যেন এ পাপিষ্ঠদের শাস্তি দেন—নইলে তাঁর গৌরবের প্রতিষ্ঠা হবে না। আর দুর্ব্বৃত্তের অধিপতি জীবিত থাকতে তাঁর পার্ষদের বিনাশে জগতের কিছুমাত্র ভার লাঘব হবে না।

মন্। বেশ, এ কথাও তাঁকে বলব।

মিডিয়া। যাও, এলাহী, এদের গ্রামের বাইরের পথ দেখিয়ে দাও। [মন্সুরের প্রস্থান।

(গীত)

বালিকাগণের—

বনে কেন লুকিয়ে ছিলি, ভুল ক'রে কি সাধ ক'রে।
এখন কেন ঘরে এলি, সাধ ক'রে কি ভুল ক'রে॥
এ চোখ দিয়ে দেখবো কি তোর চন্দ্রবদনখানি।
এ হাত দিয়ে ফুলের অঙ্গ ছুঁয়ে দেবো কি রাণী।
বলে' দে বলে' দে বল্ গো।
কেন করেছিলি ছল্ গো।
যদি এলি ঘরে চল্ গো, বুকে বেঁধে রেখে দেখি তোরে।
বুক ভরে কি চোখ ভরে॥

—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উজীর।

উজীর। কিছুতেই মনের সন্দেহ যাচ্ছে না। কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না যে, সম্রাট্ প্রাণে বেঁচে আছেন। অনুসন্ধানে সকল দিকেই চর পাঠালুম। সকলেই প্রায় ফিরে এল! এক জনও সম্রাটের সংবাদ আনতে পারলে না! বাকী আছে এক জন। সে ফিরে এলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। যথেচ্ছাচারিতায় সম্রাট্ দুনিয়াকে শত্রু করেছেন। কোথায় কোন্ গুপ্তঘাতক পথের পার্শ্বে লুকিয়েছিল, তার ঠিক কি! যে সমস্ত দুর্ব্বৃত্ত সহচরের বলুয়ে বিশ্বাস ক'রে জাঁহাপনা নিশ্চিন্ত ছিলেন, হয় ত তাদেরই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাঁর প্রাণ-সংহার করেছে। কিন্তু অতগুলো ওমরাও সঙ্গে গেল, তাদেরই বা কি হ'ল? তাদের মধ্যে এক জনও ত ফিরে আসতে পারত। বিষম সমস্যা—বিষম চিন্তা! সম্রাট্ নেই মনে ক'রে রাজ্য সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করব, তারও উপায় নেই। অথচ রাজা নেই, প্রজা ঘুণাক্ষরে যদি এ কথা জানতে পারে, তা হলে এক মুহূর্ত্তে দেশমধ্যে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হবে, রক্তের সাগর ঢাললেও তা নির্ব্বাপিত হয় কি না সন্দেহ।

(মন্সুরের প্রবেশ)

মন্। উজীর সাহেব!

উজীর। এই যে—ব্যাপার কি জাঁহাপনা?

মন্। আর আমি জাঁহাপনা নই—বিশ্ববিজয়ীর দম্ভ আমি আজ কৃষ্ণসাগর-তীরের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সমাধিস্থ ক'রে এসেছি।

উজীর। বলেন কি?

মন্। ওই ত তার সাক্ষী দেখলেন! আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত সহচররা ত আপনার কাছে আমার পরাজয়-বার্ত্তা ঘোষণা ক'রে গেল!

উজীর। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখি নি। কিন্তু প্রভু, ভৃত্যকে ক্ষমা করুন, তাতে আমার দুঃখ না হয়ে উল্লাস হচ্ছে। যদিই এই সকল আবর্জ্জনাময় পরিচ্ছদ সম্রাট্ আল্মন্সুরের অঙ্গ থেকে অপসৃত হয়, তা হলে মেঘমুক্ত প্রভাকরে দেখে দুনিয়াবাসী আবার সুখী হবে। প্রারম্ভে আপনি প্রজার চক্ষে যে অপূর্ব্ব মনোহর মূর্ত্তি ধরেছিলেন, সম্রাট্ আল্মন্সুর, প্রজা আজও তা বিস্মৃত হয় নি। সেই হতভাগ্যদের মধ্যে এ গোলামও এক জন। সেইরূপ আবার দেখবার প্রত্যাশায় শত অপমান সয়েও এ বৃদ্ধ সম্রাটের গোলামী করছে। মিরিবামের ক্ষুদ্র গ্রীকরাজ্য দরবেশের পদে আপনার এই দশা। এক আল্-মন্সুর গেছেন,

আর এক আল্-মন্‌স্থর ফিরে এলেন। হুজুর, ব্যাপার কি ?

মন্। আর আমি আল্-মন্‌স্থর নই।

উজীর। সে কথা জীবন থাকতে বল্‌তে পার্‌ব না।

মন্। তা হ'লে আমারই সঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন দিন। আমি আমার ভৃত্যসকলের সহচর হ'য়ে বেঁচে এসেছি। আল্-মন্‌স্থর এ পরিচয় দিলে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে পার্‌তুম না।

উজীর। এ আপনি কি বল্‌ছেন ?

মন্। আমি কিছু অতিরিক্ত বলি নি। এখন আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ব। বিষম সমস্যায় বিজ্ঞ উজীরের পরামর্শপ্রার্থী।

উজীর। আমার ?

মন্। আপনার। এতকাল নিই নি ব'লে আপনার মনঃক্ষোভ হ'তে পারে। আল্-মন্‌স্থরের দম্ভ—যতকাল সে প্রয়োজন বোধ না করে, ততকাল সে কারও কাছে কোন পরামর্শ গ্রহণ করে না। কিন্তু আল্-মন্‌স্থরের বুদ্ধি—সে আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে নি—আপনার অমর্য্যাদা করে নি।

উজীর। সেই জন্যই গোলাম শত চেষ্টাতেও আপনার সঙ্গ ছাড়তে পারে নি।

মন্। সম্রাট্ জান্‌তো এক দিন না এক দিন আপনার পরামর্শের প্রয়োজন হবে। আর যখন প্রয়োজন হবে, তখন এই বৃদ্ধ উজীর ভিন্ন আর কেউ সে পরামর্শ দিতে পার্‌বে না।

উজীর। বৃদ্ধের অযথা সুখ্যাতি কর্‌বেন না প্রভু! পরামর্শ নিতে চাইতেন না ব'লে মনে এতদিন অভিমান ছিল, আজ ভয় হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনাকে বুদ্ধি দেয়, এমন বুদ্ধিমান্ দুনিয়ায় নেই।

মন্। আছেন, আমার উজীর। আমি চাটুকার নই।

উজীর। কি হয়েছে গোলামকে বলুন।

মন্। মিরিবাম-জয়ের অভিলাষে নগরের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানবার জন্য এক দিন আমি তার প্রাসাদ-সন্নিহিত-প্রান্তরে ছদ্মবেশে বিচরণ কর্‌ছিলুম। সেই সময় প্রাসাদের শিরে এক সুন্দরী আমার নয়নপথে পতিত হয়। তাকে সেই একবার মাত্র দেখেছিলুম,—

উজীর। প্রভু! ওরূপ ভাবে বললে সম্বৎসরেও আপনার বলা শেষ হবে না। আমি বল্‌ছি শুনুন—

মন্। আমার মনের কথা আপনি কি ক'রে বল্‌বেন ?

উজীর। আমার যতটুকু বুদ্ধি, তাই অবলম্বন ক'রে অনুমানে বল্‌ব, যেখানে ভুল হবে আপনি সংশোধন ক'রে দেবেন।

মন্। বলুন।

উজীর। মিরিবামের প্রাসাদের শিরে আপনি একটি রমণী দেখেছিলেন। দেখেছেন একবার—দেখেই মুগ্ধ হয়েছেন—পাবার জন্য রাজ্য আক্রমণ করেছেন—রাজ্য পেয়েছেন, কিন্তু তাকে পান নি।

মন্। না। প্রাসাদ অধিকার ক'রে দেখি প্রাসাদ জনশূন্য।

উজীর। শেষ তার অন্বেষণে দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছেন। দুনিয়া পেয়েছেন, তবু তাকে পান নি। অনেক দেশ থেকে অনেক সুন্দরী আপনার প্রাসাদে আনিয়েছেন; যদি তার ভিতরে আপনার আকাঙ্ক্ষিতের মুখ দেখতে পান। একটিকে দেখবার জন্য অনেক দেখেছেন—দুনিয়াবাসীর বিরাগ-ভাজন হয়েছেন—তারা জেনেছে যে, আপনার মত চরিত্রহীন সম্রাট্ আর নেই—এ দুর্নাম একের লোভে আপনি সহ্য করেছেন।

মন্। উজীর সাহেব!

উজীর। সম্রাট্! আপনার উজীর পর্য্যন্ত প্রতারিত হয়েছে। আপনি তাকে পর্য্যন্ত আপনার অবস্থা বুঝতে দেন নি। যার জন্য এত করেছেন, এতকাল পরে তাকে পেয়েছেন।

মন্। পেয়েছি ?

উজীর। পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে বালকের ন্যায় আপনি আমার কাছে সেই আনন্দ-সংবাদ শোনাতে এসেছেন।

মন্। এ কি উজীর, আপনি আমাকে রহস্য কর্‌ছেন ?

উজীর। প্রভুর সঙ্গে গোলাম রহস্য কর্‌বে ?

মন্। তবে, পেয়েছি বল্‌ছেন কেন ? বরং পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। পেতে গিয়ে আমার সমস্ত সহচর জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে এসেছে।

উজীর। কই, আপনি ত হন্ নি ? আপনি ত বেশ অক্ষত-শরীরে ফিরে এসেছেন।

মন্। আমিও তাকে ধর্‌তে গেলে ওই অবস্থাপন্ন হতুম। সে বাঘিনী আল্-মনসুরের রক্ত-পিপাসিনী—পাবার নয়।

উজীর। আপনার সহচরদের দুর্দ্দশা দেখে ভয়ে তাকে ধরতে ক্ষান্ত হয়েছেন?

মন্। তা হই নি—তবে তাকে ধর্‌বার অবকাশ পাই নি। কেমন ক'রে তাকে ধরব, সেই পরামর্শ জান্‌তেই আপনার কাছে এসেছি।

উজীর। তাকে আপনি দেখেছেন?

মন্। দেখেছি! শুধু দেখেছি কেন—কথা কয়েছি। বাঘিনী সদম্ভে আল্-মনসুরকে সমরে আহ্বান করেছে!

উজীর। আল্-মনসুরকে করেছে, কিন্তু তার সহচর আপনাকে ত করে নি।

মন্। সমরের অযোগ্য—তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে করে নি।

উজীর। প্রেমাস্পদ ব'লে করে নি।

মন্। (হাস্য) আপনি ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

উজীর। তা হ'লে আমাকে পদচ্যুত করুন।

মন্। প্রেমাস্পদ! আমি!

উজীর। আপনি—দ্বিতীয় ব্যক্তি নয়।

মন্। (স্বগত) তাই ত, উজীর বলে কি?

উজীর। ভাবছেন কি—আপনি তাকে দেখেছেন, আর সে কি আপনাকে দেখে নি?

মন্। (স্বগত) তাই ত। তাই কি প্রথম দর্শনে আমাকে দেখে সে দীপ নির্ব্বাপিত ক'রে পালিয়েছিল?

উজীর। এখনও কি আমাকে ক্ষিপ্ত বলে বোধ হচ্ছে?

মন্। উজীর, কেমন ক'রে তাকে পাব?

উজীর। তার বল কি?

মন্। কি জানি কি বল—ফেরাস্ বলে, বিজ্ঞান বল। অবলা একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের সাহায্যে এই বীরগুলোকে দেখতে দেখতে বালকের মত শক্তিহীন ক'রে ফেল্‌লে। প্রথমে তাদের যা দুর্দ্দশা করেছিল, তা আপনি দেখেন নি। কি জানি সহসা তার কেন দয়া হ'ল, তার দণ্ডস্পর্শে আবার তারা পূর্ব্বাবস্থা কতক ফিরে পেয়েছে।

উজীর। দয়া নয় জাঁহাপনা—প্রেম। আপনিও যেমন তাকে পুনর্দ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, সেও সেইরূপ আপনাকে দেখেছে—দেখে পুনর্দ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

মন্। তাকে কেমন ক'রে পাব উজীর? যদি সে আমাকে দেখে থাকে, কিন্তু সে আমাকে জানে না! আমাকে ভালবাসলে আল্-মনসুরের তাতে লাভ কি? সে আল্-মনসুরের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ করেছে।

উজীর। আপনি আল্-মনসুরের যোগ্য সহচর—আপনি যুদ্ধ দিন—সুন্দরীকে জয় ক'রে সম্রাট্‌কে উপহার প্রদান করুন।

মন্। তা হ'লে সৈন্য সামন্ত নিয়ে সুন্দরীকে বন্দিনী কর্‌তে যাব না?

উজীর। স্বপ্নেও ও কথা মনে আনবেন না। লোক নেবেন না, অস্ত্র হাতে করবেন না সম্রাট্! অস্ত্রের জয় আপনার সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে—প্রেমের জয় অবশিষ্ট আছে, তাতেই জয়ী হউন।

মন্। উজীর, আমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

উজীর। খোদা চিরদিন আপনার মর্য্যাদা রেখে এসেছেন, আজও রাখবেন—ভয় কি জাঁহাপনা!

মন্। মর্য্যাদা থাক্‌বে—অবশ্য থাক্‌বে—এখন সাহস হচ্ছে। কেন না, মত্ততার অবস্থায় অনেক গর্হিত কার্য্য করেছি; কিন্তু জ্ঞান-তরুর মূলোৎপাটন করি নি। আমি উজীরকে ধ'রে রেখেছি। উজীর সাহেব! এক দিকে সম্রাটের মর্য্যাদা, অপর দিকে তার প্রেম—এক দিকে দুনিয়া গ্রাসের দম্ভ—অপর দিকে একের জন্য দুনিয়া বিলিয়ে দেবার প্রাণ—দুয়ে যুদ্ধ বেধেছে। আপনি এ দুয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করুন। সে যত বড় মায়াবিনীই হ'ক, এখনি শক্তির ফুৎকারে তার আশ্রয়স্থানকে ধূলিকণার মত উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু দেব না—কেন দেব না—সে প্রচণ্ড ফুৎকার আল্-মনসুরকে শুদ্ধ দুনিয়ার পারে উড়িয়ে দেবে। সচিবপ্রধান! পাব না জেনে নিশ্চিন্ত হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিলুম। একরূপ নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। সহসা মধুরতাময় নিশ্চিন্ততা মুখে তাকে দেখেছি—দেখে উন্মত্ত হয়েছি।

উজীর। জাঁহাপনা, ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত জেনে নিশ্চিন্ত হ'ন। সম্পদের প্রারম্ভে তাঁকে পেয়ে পাছে কর্ম্মহীন অলসতায় আপনি আত্মসমর্পণ করেন, তাই রাণী তাঁর অন্বেষণে আপনাকে দিয়ে দুনি

জয় করিয়েছেন। দুনিয়া জয় হয়েছে, এবারে তার শাসনকর্ত্তাকে শাসন করতে জগদ্ধাত্রীরূপিণী আমাদের গৃহে আগমন করছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

আল্-মন্‌সুর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত কৃষকবালাগণ।

(গীত)

আমরা সহরে হয়েছি রাতারাতি।
সোনার খড়ে ছাইব কুঁড়ে, আগোড়ে বাঁধবো হাতী।
গোলাপ জলে রাঁধবো ভাত,
কেওড়া দিয়ে ধোব হাত,
হীরের ছায়ে মাজবো দাঁত, জ্বালব মালাই বাতি॥
চড়ব দুম্বো ভেড়ার জুড়ি—হড়ঘড়ি,
গদীর ওপর বসে খাব একটি টাকার মুড়ী,
তুড়ি দিয়ে তুলব হাই,
কথায় কথায় রেগে কাঁই,
আসবে, বসবে, তুষবে নবাব খাজাখানের নাতি।
থাকবে ঘেরে হাজার বাঁদী, ধরবে মাথায় ছাতি॥

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। এস মা, সরম ক'র না। নিঃসঙ্কোচে তোমরা এখানে প্রবেশ কর। ঠিক হয়েছে। খোদা, তোমার অপার মহিমা! বিশ্ববিজয়ী দাম্ভিক রাজার দর্প চূর্ণ করতে কতকগুলো চাষাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে পাঠিয়েছেন। এস মা, রাজা তোমাদের সকলকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

আল্‌মনসুরের রত্নাগারের সম্মুখ।

মনসুর ও লুনা।

লুনা। রাজা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য!

মন্। এ সব তোমারই মনে ক'রে প্রবেশ কর।

লুনা। ঐশ্বর্য্য! তুমি যে, ঐশ্বর্য্য দেখতে জান না, লুনা। আমি যৎসামান্য জানি—তাতে এই বুঝেছি, এত ধন-রত্নে পূর্ণ হয়েও এই প্রাসাদ তোমার দাদার কুটীরের সমকক্ষ হ'তে পারে নি।

লুনা। ও তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না যে রাজা!

(উজীরের প্রবেশ)

মন্। উজীর সাহেব! যার কথা ক্ষণপূর্ব্বে বলেছি, এই সেই বালিকা। যার কাছে সম্রাট প্রাণের জন্য ঋণী।

উজীর। সম্রাট যার কাছে ঋণী, আমরা তার গোলাম।

লুনা। আমি ত বলেছি রাজা, সে আমি নই।

মন্। সে তুমি যা বল, কিন্তু আমি জানি, তুমি। আর জেনেও তোমাকে বলছি শোন। আমি তোমাদের কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলুম। প্রত্যুত্তরে এলাহী যা বলেছে শুনেছ?

লুনা। শুনেছি।

মন্। আমি তোমার পিতামহের কাছে পুরস্কার চাইব।

লুনা। যদি দাদা তোমার মনের মতন পুরস্কার দিতে না পারে?

মন্। আমি রাজা—অপরাধীর শাসনকর্ত্তা। যদি দিতে না পারে, এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জন্য আমার কাছে তার কি প্রাপ্য তুমিই বল।

লুনা। আমার তা হ'লে কি হবে?

মন্। তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমার সাম্রাজ্য নাও।

লুনা। দোহাই রাজা, আমি রাজ্য চাই না, আমি দাদার প্রাণ চাই।

মন্। উজীর সাহেব! বাইরে এক বৃদ্ধ কৃষক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে নিয়ে আসুন।

[উজীরের প্রস্থান।

লুনা। আমার কথা শুনলে রাজা?

মন্। বিচার—লুনা বিচার—রাজ্য দিতে পারি, কিন্তু যত দিন রাজ্যে আছি, তত দিন বিচার দিতে পারি না।

(উজীর ও এলাহীর প্রবেশ)

উজীর। এই ইনিই সাহান শা আল্‌মনসুর—দূর থেকে জাঁহাপনাকে এই রকম ক'রে কুর্ণিস কর।

(এলাহীর তথাকরণ)

মন্। এলাহী, আমাকে চিন্‌তে পার?

এলাহী। আজ্ঞে জাঁহাপনা—(চারিদিক নিরীক্ষণ)

লুনা। চিন্‌তে পার্‌ছিস না দাদা? যে আমাদের ঘরে অতিথি হয়েছিল।

এলাহী। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

মন্। এখন বুঝতে পেরেছ এলাহী, আমি কে?

এলাহী। পেরেছি।

মন্। তার পর?

লুনা। আমার কথায় উত্তর দিবি দাদা, না নিজে দিবি?

এলাহী। তুই উত্তর দে, আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

লুনা। কি রাজা, কি বল্‌বে বল?

মন্। শোন্‌বার আগে আমার রত্নাগারটা একবার নিরীক্ষণ কর। উজীর সাহেব!

উজীর। উন্মুক্ত কর্‌ছি জাঁহাপনা!

(দ্বার উন্মুক্ত করণ)

এলাহী। ইয়া আল্লা, এ কি!

মন্। দেখছ লুনা?

লুনা। চোখ ঝল্‌সে গেল যে রাজা!

মন্। এই আমার ঐশ্বর্য্যের একাংশ। আমার অধিকৃত সাম্রাজ্যের ভিতরে, নদ-নদী রত্নাকরে, ধরণীগর্ভে, ভূধরে—যেখানে যা আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত রত্ন আছে, সব আমার। এই সব দেখে যদি আমাকে পুরস্কার দেবার সাহস থাকে, প্রদান কর।

লুনা। বেশ, দেব!

মন্। সময়?

লুনা। তুমি বল।

মন্। সপ্তাহ।

লুনা। বেশ, তাই।

মন্। যদি না পার?

লুনা। কি শাস্তি বল।

মন্। বেশ, সপ্তাহ পরেই বিচারে শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌ব।

লুনা। বিচার—কি বল্‌লে রাজা, বিচার? গরীব মূর্খ চাষা, এক কথা না বুঝে বলেছিল ব'লে তুমি তাকে শাস্তি দিতে এসেছ! কিন্তু যে তোমাকে এক গাদা খোঁড়া ভাঙ্গড়ো ওমরাও বক্‌সিস্ দিলে, তার বেলায় ত বিচার কর্‌তে তরসা কর্‌লে না।

মন্। বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত তার কাছে আমার পরিচয় দাও নি।

লুনা। বোধ হয় কেন—নিশ্চয়। পরিচয় দিই নি। একবার জবান্‌সে না বলেছি, দোসরা বার হাঁ বল্‌ব!

মন্। তবে শোন লুনা। দুনিয়াতে মিডিয়ার তুল্য প্রিয় সামগ্রী আমার আর নেই। সেই আমি তোমাকে বল্‌ছি, আমার দম্ভের সম্মুখে যদি তাকেও বলি দিতে হয়, বিন্দুমাত্র দ্বিধা কর্‌ব না।

লুনা। সময়?

মন্। তুমি বল।

লুনা। ওই সপ্তাহ।

মন্। বেশ, তাই।

লুনা। যদি না পার?

মন্। তুমি ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিও।

লুনা। সেলাম রাজা! চল দাদা ঘরে যাই।

এলাহী। চল্লুম রাজা! তুমি বুঝ্‌লে আর লুনা বুঝলে, আমি হতভম্ব।

মন্। উজীর সাহেব, ফেরান্‌কে আদেশ করুন, সে যেন এদের নিরাপদে গ্রামে পৌঁছবার ভার গ্রহণ করে।

চতুর্থ দৃশ্য

মিডিয়ার কুটীর-সম্মুখস্থ পর্ব্বত।

মিডিয়া।

মিডিয়া। এ কম্পিত করে দণ্ড ধ'রে শক্তিরে অমর্য্যাদা কর্‌তে আর আমার ইচ্ছা নেই। হতভাগা নারি! তুই নিজের হৃদয় নিজে বুঝিস্ না! এই বিজলীদণ্ড হস্তে দেবার সময় গুরু যখন প্রশ্ন কর্‌লেন, —মিডিয়া! কোন পুরুষের রূপে তুমি কখন কি আকৃষ্ট হয়েছ? তখন ত হে অজ্ঞাতকুলশীল, তোমার রূপের আকর্ষণ আমি বুঝতে পারলুম না! হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুসন্ধান করলুম, কই—কোথাও ত তোমাকে খুঁজে পেলুম না! চিত্ত-ক্ষেত্রের এক নিভৃত অংশে একটু সামান্য মাত্র স্মৃতি! দেখলুম, ধরলুম, গুরুকে বললুম—তখনও ত বুঝতে পারলুম না—কি হৃদয়ভেদী আলোড়ন নিয়ে সেই স্মৃতি কথা আমার মনোমধ্যে আত্মগোপন ক'রে অবস্থান

কর্‌ছে! বহ্নিকণা তার দ্বিতীয়বার দর্শনের ফুৎকারে দিগ্‌দাহী দাবানলে পরিণত হয়েছে। এক দিকে অনন্ত ঐশ্বর্য্য—অপর দিকে মৃত্তিকা-বিলেহী দারিদ্র্য—দুইয়ের প্রবল সংঘর্ষণ—সে অনলে আহুতি দিচ্ছে। আয় লুনা আয়—তুই এ দণ্ড নে—কৃষক-কুমারীর অটুট কৌমার্য্যে তুইই এ দণ্ড গ্রহণের একমাত্র অধিকারিণী। কেও—গুরু! তাই ত গুরুই ত বটে! দেখে গা কাঁপছে! আমি তাঁর দত্ত অধিকারের অমর্য্যাদা কর্‌ছি—তাই কাঁপছে—না, কেন কাঁপবে!—রূপ—ক্ষণস্থায়ী রূপ—একটা রোগের প্রহারে যা বিকৃত হয়, তার জন্য আমি এই অপূর্ব্ব অধিকার ত্যাগ কর্‌ব?

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। কেও, মিডিয়া! এমন সময়ে—এখানে! চেয়ে আকাশ পানে!—

মিডিয়া। দিবারাত্রি গণ্ডীর ভিতর থাক্‌তে হবে, এ কথা ত আমাকে বলেন নি!

জিবার। না, তা বলি নি—কিন্তু সে কথা ত বল্‌তে হয় না। মিডিয়া! সরবৎ খেয়ে যার তৃষ্ণা মিটে গেছে, তাকে ত আর বল্‌তে হয় না, তৃষ্ণা নিবারণের পর আর জল খেও না। যার আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে, সে গণ্ডীর বাইরে কেন আসবে মিডিয়া?

মিডিয়া। তবে আপনি দুনিয়ায় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

জিবার। আমি? (হাস্য) আমি?—মিডিয়া আমি চির-বুভুক্ষিত, চির-পিপাসিত—আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটল না!

মিডিয়া। তা হ'লে ত আপনি আমাকে অসম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছেন।

জিবার। যা পেয়েছি, দিয়েছি। যা পাই নি, দিই নি।

মিডিয়া। পেলে দেবেন?

জিবার। পেলে শুধু তোমাকে কেন—দুনিয়ার মানুষকে দান কর্‌ব।

মিডিয়া। কি সে জিনিষ?

জিবার। সোমরস—অমৃত—যা দেবতারা পান করে। যার এক বিন্দু পেটে পড়লে জীব অমর হয়।

মিডিয়া। তাতে দুনিয়ার লাভ?

জিবার। লাভ নেই? বলিস্ কি মিডিয়া? জীবন-মরণের যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে, তাতে লাভ নেই?

মিডিয়া। মরণের যন্ত্রণা দেখেও জীব দম্ভ, অভিমান, হিংসা ত্যাগ কর্‌তে পারে না। অমর হ'লে সে কি হবে, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? তার পদভরে দুনিয়া টলমল কর্‌বে, দেবতা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠবে।

জিবার। ঠিক ত বলেছিস্ মিডিয়া!

মিডিয়া। লাভ কি? জীব সমান অবস্থা নিয়ে দুনিয়ায় আসে নি। কেউ দুঃখী, কেউ সুখী, কেউ ভক্ষ্য, কেউ ভক্ষক; কেউ অত্যাচারিত, কেউ অত্যাচারী। অমর দুঃখী আজীবন দুঃখ ভোগ কর্‌বে, মৃত্যু যেখানে শান্তি, সে মৃত্যু ডাকলেও সেখানে আস্‌বে না। অমর অত্যাচারী কণ্টকস্বরূপ হ'য়ে দুনিয়ার প্রতিপরমাণুকে বিদ্ধ কর্‌বে। গুরু—পিতা—যদি শান্তিজলের কমণ্ডলু ধরণীর কোন গুপ্তগৃহে লুক্কায়িত থাকে, আগে তার সন্ধান করুন।

জিবার। জ্ঞানময়ি! শিষ্যা—কন্যার মূর্ত্তি ধ'রে তুই আমাকে এ কি অপূর্ব্ব জ্ঞান দিলি! মা, মা! অমরত্বের অনুসন্ধানে মুগ্ধ হ'য়ে, এতকাল আমি কি মায়াময়ী মরীচিকার অনুসন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছিলুম! তাই ত, যদি শান্তি পাই, তা হ'লে আর অমরত্ব পাবার জন্য স্বতন্ত্র আকিঞ্চন কেন! শান্তি—শান্তি—সুখ দুঃখ শান্তি—জ্বালা যন্ত্রণা শান্তি, মৃত্যু শান্তি। যদি চিরশান্তির ভিতরেই জীব ডুবে রইল, তখন সে ত আপনা আপনিই অমর হ'ল!

মিডিয়া। গুরু, যদি পারেন, শান্তিভাণ্ডের অন্বেষণ করুন। আপনি আমাকে ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন—কিন্তু শান্তির বিনিময়ে দিয়েছেন। সংসারে একাকিনী জ্ঞানে, নিরাশার প্রথম আলাপনে যে অপূর্ব্ব শান্তি আমি লাভ করেছিলুম, গুরু, ঐশ্বর্য্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে শান্তি আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

জিবার। শান্তি নেই?

মিডিয়া। কিছু নেই—মুহূর্ত্তের জন্য নেই—চিন্তার একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গের মাথাতেও অশান্তির জ্বালাময়ী মূর্ত্তি ভেসে উঠেছে, আমাকে গ্রাস কর্‌তে আসছে।

জিবার। যাঃ! তা হ'লে কি কর্‌লুম মিডিয়া?

মিডিয়া। গুরু, আপনার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নিন্, আপনার ভুবন-শাসন দণ্ড নিন্! নিয়ে দরিদ্রা পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকার শান্তি প্রত্যর্পণ করুন।

জিবার। হুঁ! কি চাস্?

মিডিয়া। আপনার ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দিতে চাই।

জিবার। বুঝেছি—তুই সেই যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়েছিস্।

মিডিয়া। আকৃষ্ট কেন প্রভু, মুগ্ধ হয়েছি। তাকে রূপই বলুন, গুণই বলুন, প্রাণই বলুন, প্রেমই বলুন—আমি মুগ্ধ হয়েছি। এখন এ দণ্ড হাতে রাখব?

জিবার। না।

মিডিয়া। তবে গ্রহণ করুন!

জিবার। রোস্—ফিরে আসি—ফিরে আসি। কি বল্‌লি মিডিয়া, শান্তি? হুঁ শান্তি—রোস্, ফিরে আসি।

মিডিয়া। কতক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌ব?

জিবার। যতক্ষণ না ফিরে আসি।

মিডিয়া। সে কতক্ষণ?

জিবার। মিডিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিস্ নি।

মিডিয়া। (পথ আগুলিয়া) সময় নির্দ্দেশ করুন।

জিবার। বারংবার উত্যক্ত কর্‌লে মেরে ফেলব।

মিডিয়া। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না, এখনি হত্যা কর, শান্তি পাই।

জিবার। (হাস্য) ম'লে শান্তি পাই!—হয়েছে, মিডিয়া হয়েছে—শান্তি কোথায় আছে, সন্ধান পেয়েছি—আশাই অশান্তি—নৈরাশ্যই শান্তি। আমি অমর হবার ঔষধ খুঁজতে অশান্তি ভোগ কর্‌ছি, তুই একটা প্রেমের আশায় অশান্তি ভোগ কর্‌ছিস্। পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি—ঠিক পেয়েছি—আন্‌ছি, অপেক্ষা কর্—এখনি আন্‌ছি—তুই ইতি-মধ্যে তোর ভালবাসার পাত্রটাকে খুঁজে রাখ্, কাছে রাখ—ধ'রে রাখ্—আন্‌ছি—শান্তি-কমণ্ডলু আমারই কাছে, আমি ভুলে গেছি। আন্‌ছি—মিডিয়া আন্‌ছি। [প্রস্থান।

মিডিয়া। তাই ত! হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে গুরুকে কি উন্মত্ত কর্‌লুম? না, না—আনতে হবে না—ফের, গুরু, ফের। কি আনবে? আনবার কি আছে তা আনবে?

(মন্‌সুরের প্রবেশ)

মন্। আনবার জিনিষ, আছে তাই আন্‌তে গেছে।

মিডিয়া। অ্যাঁ—কে—আপনি?

মন্। আমি আবার এসেছি—বাধ্য হ'য়ে—সম্রাট্ আল্-মন্‌সুর-কর্ত্তৃক তাড়িত হ'য়ে। আস্তে আস্তে তোমাদের কথোপকথন শুনেছি। কি আন্‌তে গেছে বুঝেছ। সুন্দরি! কে তোমার প্রিয় আছে জানি না; যদি থাকে এখনি তাকে গোপন কর। বৃদ্ধ তার সংহারের জন্য মৃত্যুশর আন্‌তে গেছে। দেখতে পেলেই মারবে, তাকে হত্যা ক'রে তোমাকে নৈরাশ্যের শান্তি দান করবে।

মিডিয়া। আল্-মন্‌সুর তাড়িয়ে দিয়েছে?

মন্। তাড়িয়ে দিয়েছে। কাপুরুষ ব'লেই তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, যদি তোমার সঙ্গীদের মত আহত হ'য়ে আস্‌তে পার, তবে আমার প্রাসাদে প্রবেশ ক'র। যদি না পার, ও কাপুরুষের মুখ আমাকে দেখিও না। রমণীকে ধরতে গিয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে স্বর্ণপুষ্পভারে তোমার দেহ আচ্ছাদিত ক'রে এমন সমারোহের সহিত তোমার মৃতদেহ কবরস্থ করব যে, আজও পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোন্ সম্রাটের দেহেরও সে ভাগ্যোদয় হয় নি।

মিডিয়া। আপনি—যান।

মন্। কেন?

মিডিয়া। আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না।

মন্। কেন?

মিডিয়া। আপনি অতিথি।

মন্। তা হ'লে কেশাকর্ষণে লাঞ্ছিতার মত তোমাকে ধ'রে নিয়ে যাব। আমি এখন অতিথি নই, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী!

মিডিয়া। ধ'রে নিয়ে গিয়ে কি করবেন?

মন্। সম্রাট্‌কে উপহার দেব।

মিডিয়া। তবে আমার প্রিয়ের জন্য আপনি ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? তার ত উভয়তই মৃত্যু।

মন্। ঠিক বলেছ, তবে আমি দাঁড়াই, তোমার প্রিয়ের মৃত্যু দেখি।

(নেপথ্যে শব্দ—লুনার প্রবেশ)

লুনা। রাণী!—রাণী মিডিয়া—(মন্‌সুরকে দেখিয়া চমকিত)

মন্‌। ভয় পেও না—কি বল্‌তে চাও বল।

(নেপথ্যে—ভীষণ শব্দ)

লুনা। পালা, মিডিয়া পালা—মিঞা, তুমিও পালাও—এক বুড়ো দুনিয়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আসছে। যেখানে হাত দিচ্ছে, সেইখানেই আগুন জ্বল্‌ছে, হাতে আগুন, চোখে আগুন, মুখে আগুন। পালা, মিডিয়া পালা—গাছ পুড়ে আঙ্গার হ'চ্ছে, পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো হচ্ছে—জন্তু ম'রে ছাই হ'চ্ছে—পালা, মিডিয়া পালা।

মিডিয়া। দোহাই বীর, পালান—স্থান ত্যাগ করুন।

লুনা। পালাও—মিঞা পালাও। আমি দাদাকে সাবধান কর্‌তে চল্‌লুম—গাঁকে সাধবান করতে চললুম, আর তোমার সেই সঙ্গী—সেই পাগল মিঞাকে সাবধান কর্‌তে চললুম। [প্রস্থান।

মিডিয়া। শুন্‌লেন না।

মন্‌। না রাণী, শুনতে পারলুম না।

মিডিয়া। রাণী নই—দুঃখিনী।

মন্‌। না ইজিয়াস-নন্দিনী,—তুমি রাণী।

মিডিয়া। এ কথা আপনাকে কে বল্‌লে?

মন্‌। আমি বল্‌ছি—বিস্মিত হয়ো না—পরের কাছে শুনে বল্‌ছি না—আমি দেখেছি, তাই বল্‌ছি।

মিনিয়া। অ্যাঁ—কি বল্‌লে—দেখেছ?

মন্‌। দেখেছি, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—তোমার পিতার সৌধ-শিরে।

(নেপথ্যে শব্দ)

মিডিয়া। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হ'ল—পালাও বীর, আর এক দণ্ড দাঁড়িও না।

মন্‌। আমি পালাব কেন মিডিয়া? যে তোমার প্রিয়, তারই মৃত্যুভয়—আমার কি? তোমার প্রিয়কে যদি রক্ষা করতে হয়, আদেশ কর, রক্ষা করি।

মিডিয়া। পারবে না।

মন্‌। না পারি, তোমার প্রিয়ের সঙ্গে মরি।

মিডিয়া। তু—তু—তুমি।

মন্‌। আমি কি?

মিডিয়া। কে আপনি?

মন্‌। আমি সম্রাট্ আল্‌মন্‌সুরের একান্ত-অন্তরঙ্গ সহচর।

মিডিয়া। আমিও আপনাকে দেখেছি?

মন্‌। সে ত সেই অরণ্যমধ্যে?

মিডিয়া। না—সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—মিরিবাসের প্রান্তরে—সৌধশিরে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে দেখেছি। (নেপথ্যে-শব্দ)—চ'লে যান—যদি না যেতে চান—আমি এ স্থান ত্যাগ করব।

মন্‌। আমি অবরোধ করব, যেতে দেব না।

মিডিয়া। পথ ছাড়—প্রচণ্ড শক্তিমান বৃদ্ধ—আমার গুরু—মিথ্যা কইতে পারব না—তোমার জীবন—তোমার জীবন—

মন্‌। যাক্—আমার জীবনে তোমার মমতা দেখাবার প্রয়োজন নেই। তোমার প্রিয় কোথায় দেখাও—তার জীবন রক্ষা করি, নতুবা তোমাকে বন্দিনী করি।

মিডিয়া। তু—তু—তুমি! তুমিই আমার প্রিয়।

মন্‌। আর একবার বল—

মিডিয়া। আমি তোমাকেই জীবনে প্রথমে দেখেছিলুম—মধুর দেখেছিলুম—দেখে চোখ বুঁজেছি—আর দেখি নি।

মন্‌। শুনে ধন্য হলুম। মিডিয়া, দাঁড়াও—দাঁড়িয়ে দেখ—তোমার গুরুর হস্তে প্রাণ দিই।

মিডিয়া। না, না—নিরপরাধ, তা দিতে দেব না।

মন্‌। নিশ্চয় দেব। তুমি যার মহিমময়ী শিষ্যা, তার হাতে প্রাণসমর্পণ ভিন্ন আমার উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা নাই।

মিডিয়া। হা ঈশ্বর! এ কি বিপদে পড়লুম। —বৃথা তোমাকে প্রিয় বললুম। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার হ'তে পারব না!

মন্‌। অবশ্য হবে।

মিডিয়া। না—আমার গুরুর আদেশ—যদি আল্‌মনসুরের মাথা আমাকে উপহার দিতে পার, তবে আমি তোমার হ'তে পারি, নতুবা নয়।

মন্‌। তাই দেব।

মিডিয়া। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, এই তুমি তার অন্তরঙ্গ! স'রে যাও—

মন্‌। কখন যাব না। আমি তোমায় ধরব।

মিডিয়া। সাধ্য কি?—

[দণ্ড প্রসারণ ও ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মন্। উঃ! কি বিপ্রকর্ষণী শক্তি!—কাছে পৌঁছিতে পারলুম না! এতই পরাভব হ'ল! তবে এ পরাভব কার? আল্‌মনসুরের বন্ধু হেরে গেছে—কিন্তু এখনও আল্‌মনসুর বেঁচে আছে। তার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণে সে বিরত হবে না। কোথা যাবে? যশ, অর্থ, দুনিয়া এক দিকে, অপর দিকে তুমি—তুলাদণ্ডে ওজন করেছি—এক দিক লঘু হ'য়ে আকাশে উঠেছে—তুমি গুরুভারে ধরণীকেন্দ্রাভিমুখে—ঘোর অন্ধকার—তোমাকে পেতে বহু দিন অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছি—এখন যখন করাঙ্গুলি দিয়ে স্পর্শ করেছি—তখন ধরেছি—দুনিয়ার যেখানে যা অন্ধকারে লুক্কায়িত শক্তি আছিস্—আয়। পারিস যদি, বাধা দিবি আয়—আলমন্‌সুর তার জীবনসর্ব্বস্বকে হৃদয়ে আবদ্ধ কর্‌তে চলেছে।

[প্রস্থান।

—:•:—

পঞ্চম দৃশ্য

পর্ব্বতের নিম্নদেশ।

(নেপথ্যে কোলাহল ও শব্দ)

জিবারের প্রবেশ।

জিবার। পাখী পালাচ্ছে, পশু পালাচ্ছে, মানুষও দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। যাক্ এইবারে বনভূমি নিস্তব্ধ। ভেবেছিলুম, এ দানবী শক্তি আবিষ্কার ক'রেই আমি নিশ্চিন্ত। ভেবেছিলুম, এ আর মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর্‌ব না। কিন্তু মিডিয়া, তোর অত্যাচারে তাও আমাকে করতে হ'ল! মন যোগাতে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য তোকে দান করলুম, তাতেও তোর মন উঠ্‌ল না। একটা তুচ্ছ পুরুষের লোভে তুই সে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌লি! হীন প্রণয়ের কাছে জগতের প্রভুত্ব ছোট হয়ে গেল! দেখি তুমি কেমন ক'রে তাকে ছোট কর। শান্তিকে আয়ত্ত কর্‌তে হ'লে আশার মূলোৎপাটন কর্‌তে হবে। তোমার পিয়ারকে মেরে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে নিরাশ কর্‌তে হবে। ওই পালাচ্ছে—ওই পালাচ্ছে। আগে মিডিয়া ছুটছে, পিছনে ছুটছে তার প্রণয়ী। ওই পাহাড়ে উঠছে—মনে করেছে আমি বৃদ্ধ ছুটতে পারব না, তাই পাহাড়ে উঠলেই প্রাণ বেঁচে যাবে। ঠিক হয়েছে—আমার ক্ষমতার চূড়ান্ত দেখাবার সুযোগ এসেছে—প্রণয়ী আর প্রণয়িনীর মাঝখানের পাহাড় আমার এই বজ্র দিয়ে ভেঙ্গে দেব। বস্! ওপারে থাক্‌বে প্রণয়িনী, আর এ পারে থাকবে প্রণয়ী। সোহাগে মিলতে গিয়ে মাঝে দেখবে ফাঁক—বিশাল অতলস্পর্শ গহ্বর! বস্—তা হ'লে আর ছুটব না—অশক্ত দেহে যুবক-যুবতীর অনুসরণ কর্‌ব না। দূর থেকেই পর্ব্বত-ধ্বংসের আয়োজন করি।

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। আমাদের গাঁয়ে এসে উৎপাত কর্‌ছ কে তুমি? তোমাকে দেখে বনের জীব-জন্তু পালাচ্ছে—গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। কে তুই দানব? কোথা থেকে এলি? আমাদের শান্ত গ্রামকে ব্যাকুল কর্‌লি?

জিবার। কে তুই?

লুনা। আমি তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আসি নি। জান্‌তে এসেছি, কেন তুমি আমাদের মতন গরীব চাষার আশ্রয়-স্থানকে শ্রীভ্রষ্ট কর্‌তে এসেছ? গ্রামের মেয়েছেলে তোমার ভয়ে ব্যাকুল হয়েছে।

জিবার। তবে তুই কোন্ সাহসে আমার সুমুখে এলি?

লুনা। কেন, কাকে ভয়?

জিবার। মৃত্যুকে।

লুনা। কে দেয়?

জিবার। আমি।

লুনা। তুমি—আরে পাগল, তুমি মৃত্যু দেবার কে? মরণের হাতের কাছে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপছে—নিজের মৃত্যু রোধ কর্‌বার তোমার ক্ষমতা নেই, তুমি আবার আমাকে মৃত্যু দেবে কি? আমার নসীবে যখন মৃত্যু লেখা আছে, তখন সে আস্‌বে। মৃত্যুর গোলাম! মনিব কি তোর হুকুমে আস্‌বে?

জিবার। (হাস্য) ও সব কথা আমি জন্মকাল থেকে শুনে আস্‌ছি। ও সব বিস্তাকচকচির বুজরুকি। নে, পথ ছাড়—কেন মর্‌বি!

লুনা। আমি এই পথ আগলালুম। আমাকে মেরে ফেল—মেরে, কোথা যাবে চ'লে যাও।

জিবার। মরণ বুঝি কখন দেখিস্ নি?

লুনা। ঢের—দুনিয়ায় প্রথম পা-দেওয়া কচি ছেলে থেকে, তোমার মতন লাঠিধরা বুড়ো পর্য্যন্ত

অনেকের মরণ দেখেছি। যার সঙ্গে একবার দেখা, তারও মরণ দেখেছি, যাকে চোখ-ফোটা থেকে দেখে-দেখেও দেখার পিয়াস মেটে নি, তারও মরণ দেখেছি। হুস্‌মনের মরণ দেখেছি, দোস্তের মরণ দেখেছি, মায়ের মরণ দেখেছি, বাপের মরণদেখেছি।

জিবার। এই বয়সে এত দেখেছিস্?

লুনা। নিজের মরণ কেবল দেখা যায় না ব'লে, দেখি নি। বেশ, তুমি মরণ দেখতে ভালবাস, তুমি আমার মরণ দেখ।

জিবার। না, তোকে হত্যা করব না।

লুনা। হত্যা করবার ক্ষমতা থাকলে হত্যা করতে।

জিবার। খুব আছে—

লুনা। মিথ্যা কথা—থাকে, এখনি হত্যা কর।

জিবার। মরণের জন্য এত ব্যস্ত কেন?

লুনা। আমি ম'লেই বাঁচি। গ্রামের বাইরে একবার পা দিতে উত্তাপে পায়ের তলা দগ্ধ হয়ে গেছে। গাঁয়ের ঠাণ্ডা মাটীতে বেড়িয়ে জ্বালা নিবারণ করতে এসে দেখি, তুমি মরণের মূর্ত্তি ধ'রে, তুমি সারা দেশটাকে যেন অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছ। দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। যদি মরণ দিতে তোমার ক্ষমতা থাকে, তা হ'লে এখনি আমাকে দাও। আমি জীবন থাকতে তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না।

জিবার। মা! তোমাকে মরণ দিতে আমার ক্ষমতা নেই। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমাকে পথ ছেড়ে দাও। আমি কেবল এক জনকে মারতে এসেছি।

লুনা। কে সে?

জিবার। ওই যে যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওই যুবক ছুটছে—ওকে?

লুনা। না, ওকে কিছুতেই মারতে দেব না। আমি বেঁচে থেকে ওর মৃত্যু দেখতে পারব না।

জিবার। বেয়াদব রমণী, তোমাকে ক্ষমা করলুম ব'লে কি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনিষ্টকারীকেও ক্ষমা করব! আমার সারাজীবনের অলৌকিক কার্য্য এই বয়সের মমতায় ডুবিয়ে দেব! নে, পথ ছাড়।

লুনা। কিছুতেই না—জীবন থাকতে না।

জিবার। (হাস্য) অজ্ঞানান্ধ জীব, তোর বারবার জ্ঞানী শুনবে কেন? জীবন থাকতেই তাকে ছাড়তে হবে।

লুনা। (অস্ত্র বাহির করিয়া) কই, যা দেখি শয়তান?

জিবার। (দণ্ড স্পর্শ) কি? কেমন বোধ হচ্ছে!

(লুনার হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত)

লুনা। হাত অবশ—এখনও পা আছে।

জিবার। সে দেহ বহন করবার জন্য আছে, চলবার জন্য নয়। (শব্দ ও ধূমনির্গমন)—থাক্ বেটী, দাঁড়িয়ে থাক্। শুধু তোর চক্ষের জ্যোতি অটুট রাখলুম। দূর থেকে রমণীর অনুসরণকারী ওই দুরাত্মার মৃত্যু দেখবার জন্য অটুট রাখলুম। যে মধুর স্পর্শে তুই চলচ্ছক্তিহীন, এই রকম মধুর স্পর্শ যত দিন না পাবি, তত দিন তোর এ দেহে আর স্পন্দন আসবে না।

[জিবারের প্রস্থান।

লুনা। চক্ষু, তোমারও ত থাকবার আর কোন দরকার নেই। তাই ত, হাত উঠে না। পা চলে না! মৃত্যু দেখব? অমন রাজা—যাকে না দেখে গাল দিয়েছি, দেখে হজরৎ ব'লে সেলাম করেছি, তার মরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?—কে কোথায় আছ—আমাকে রক্ষা কর। অচল হয়ে দাঁড়িয়ে—যা দেখতে পারব না—যা দেখলে মরেও সুখ পাব না, সেই ভয়ানক, বুক-ভাঙ্গা, সেই মর্ম্ম-ছেঁড়া মরণের মরণ দেখতে পারব না। রাজার মরণ দেখতে পারব না। কে কোথায় আছ, আমাকে এই ভয়ানক অবস্থা থেকে রক্ষা কর—রক্ষা কর!

(ফেরানের প্রবেশ)

লুনা। এস ওমরাও, জলদি এস, আমাকে উদ্ধার কর।

ফেরান। কে ও লুনা? তুমি? তুমি উদ্ধার কর ব'লে চীৎকার করছ?

লুনা। ওই নাও—তোমার পায়ের কাছে অস্ত্র পড়ে আছে—হাতে ক'রে তুলে মেহেরবান্, আমার গর্দ্দানকে দু'খণ্ড কর।

ফেরান। সে কি!

লুনা। না পার, আমাকে অন্ধ কর। আমি দেখতে পারব না।

ফেরান। আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

লুনা। দেখতে পাচ্ছ না—ওই—ওই—রাজাকে মারতে চলেছে।

ফেরান। তাই ত! এ ত সেই বৃদ্ধ!

লুনা। ওই যে—সাক্ষাৎ মরণ বুড়োর মূর্ত্তি ধ'রে চলেছে।

ফেরান। নির্ভয় হও লুনা। আমি আমাদের সম্রাট্‌কে রক্ষা কর্‌ব।

লুনা। তুমি! না—না পার্‌বে না।

ফেরান। যদি পারি?

লুনা। পার, তোমার মঙ্গল, তোমার দেশের মঙ্গল—তাতে 'যদি' বল্‌ছ কেন ওমরাও?

ফেরান। বেশ, তুমি আমার সঙ্গে এস।

লুনা। আমি যে চলতে পার্‌ব না! ওমরাও—ওই বুড়ো আমাকে হাত পা অবশ ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

ফেরান। বল কি?

লুনা। রাজার মৃত্যু দেখবার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। ওমরাও, আমি অচল।

ফেরান। তাই ত, তোমার ওপর এই নিষ্ঠুরতা!

লুনা। ওই রাজাকে মার্‌তে চলেছে, আমি বাধা দিতে গিয়েছিলুম। একটা ছড়ি ঠেকিয়ে আমাকে অবশ কর্‌লে। বল্‌লে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজার মৃত্যু দেখ। যাবার সময় তামাসা ক'রে বল্‌লে—যে মধুর স্পর্শে তোমাকে অচল করলুম, যদি এই রকম মধুর স্পর্শ আবার পাও, তবেই তুমি সচল হবে। ওমরাও, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজার মৃত্যু দেখতে পার্‌ব না—আমায় মেরে ফেল।

ফেরান। নিষ্ঠুর, মর্ম্মহীন, অনাত্মবিজ্ঞান—আমি দূর থেকে তোমাকে সেলাম করি। দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্যও তুমি যদি উপঢৌকন দাও, তবু বুঝব, তোমার প্রাণের মূল্য অতি তুচ্ছ। নাও লুনা, আমার স্কন্ধে ভর দাও।

লুনা। ও কি ওমরাও, তুমি কি সময় বুঝে তামাসা কর্‌ছ!

ফেরান। না লুনা, তোমাকে রহস্য করি নি।

লুনা। আমি চাষার মেয়ে,—যে বেগম তোমার বাঁদী, আমি তারও বাঁদী হবার উপযুক্ত নই—আমি তোমার কাঁধে ভর দেব।

ফেরান। যে আমার রাজার প্রাণের জন্য কাতর হয়েছে, সে আমার হজুরাইন,—আমার রাণী। লুনা আজীবন যদি তোমাকে মাথায় ক'রে রাখতে পারতুম, তবেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করতুম। ও কি কাঁপছ কেন—লুনা—লুনা!

লুনা। তোমার কথায় আমার অবশ দেহ কেঁপে গেল। বাতাস ভারী হয়ে আমার কাঁধে পড়ল—আস্‌মান ঘন হ'য়ে আমার চোখ দুটো ঢেকে ফেল্‌লে। ওমরাও—ওমরাও—তোমার এত করুণা!

ফেরান। আদেশ কর লুনা, তোমার কম্পিত—পতনোন্মুখ দেহকে ধ'রে রক্ষা করি।

লুনা। বল—ছাড়বে না?

ফেরান। না।

লুনা। ছাড়বে না?

ফেরান। না।

লুনা। ছাড়বে না?

ফেরান। না।

লুনা। (হস্তধারণ) এ কি! যথার্থই ত মধুর স্পর্শে আমার অচল দেহ সচল হ'ল! তাই ত হে বৃদ্ধ! তুমি শয়তান, না হজরত? আমাকে শাস্তি দিতে দুনিয়া দিলে,—তুমি হজরত।

ফেরান। এস লুনা—এস আমার সর্ব্বস্ব—রাজার রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের দেবত্ব অথবা দানবত্ব পরীক্ষা করি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পর্ব্বতের উপরিভাগ।

মিডিয়া।

মিডিয়া। যাক্, এতক্ষণ পরে তার অনুসরণ থেকে নিস্তার পেয়েছি। পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ছুটাছুটি ক'রে আমারও শরীর অবসন্ন হয়েছে। অবসন্ন বীর নিরস্ত। আর সে আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু তুমি কে! দেখতে গিয়ে অন্ধ হলুম, বুঝতে গিয়ে জ্ঞান হারালুম! কে তুমি!—নীরব আগ্রহে দেখবার পরমুহূর্ত্ত থেকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আমার অনুসরণ করছ! আমি তোমাকে শক্তির অধিকার দেখিয়ে নিরস্ত কর্‌তে পারি নি—মৃত্যু-ভয় দেখিয়েও নিরস্ত কর্‌তে পারি নি। অথচ তুমি পাগল নও। আমার জ্ঞানী বৃদ্ধ গুরুর মত, তোমার নিশ্চল কমল পলাশে, ধীর বাক্যবিন্যাসে প্রত্যহ জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছ। হে মহাপুরুষ, তুমি কে? আমি জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। আর ব্যাকুল

হয়েছি বুঝতে, আমার গুরুদত্ত এই সমস্ত রত্নরাশি—এই সমস্ত শক্তি—এই দেবদুর্লভ বিজ্ঞান বল—এই সমস্ত এক দিকে, আর তুমি—তুমি—হে স্বপ্নদৃষ্টবৎ মধুরতাময় অজ্ঞাতকুলশীল!—তোমার স্নিগ্ধ লোচনের ব্যাকুল আগ্রহ, তুলাদণ্ডে এ উভয়ের মধ্যে অধিকতর গুরুত্ব কার?

(মন্‌সুরের প্রবেশ)

মন্। গুরুত্ব আমার!

মিডিয়া। তুমি এসেছ?

মন্। এসেছি—প্রেমের তুচ্ছ ইঙ্গিতে জড়শক্তির মৃত্যু দেখতে এসেছি।

মিডিয়া। আমার পাঁচ বৎসরের গমনাগমনেও অর্দ্ধপরিচিত গোলক-ধাঁধা, তুমি প্রথম পদার্পণেই পরিচিত করেছ! যেখানে লুকুলে নবাগত পাঁচ বৎসর ঘুরেও সন্ধান কর্‌তে পারে না, সেখানে তুমি বিনা সাহায্যে এসেছ।

মন্। শুধু আসি নি সুন্দরি! এবারে তোমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধর্‌তে এসেছি, আর তোমার পালাবর উপায় রাখি নি।

মিডিয়া। সে কি রকম?

মন্। যাতে আমার অনুসরণ নিষ্ফল না হয়, তাই এখানকার সমস্ত রন্ধ্রপথ পরীক্ষা করেছি। পরীক্ষায় বুঝেছি, এই তোমার শেষ আশ্রয় অনুসরণ কর্‌লে, আর তোমার পালাবার পথ নেই।

মিডিয়া। আমি মর্য্যাদা রাখতে ধরা দিতে পারব না।

মন্। আমার যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ ধরবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌তে পারব না।

মিডিয়া। আপনার ধন্য সাহস—এ সাহসের উপযোগী কিছু উপহার নিয়ে আপনি নিবৃত্ত হন।

মন্। উপহারের মূল্য জান্‌তে না পার্‌লে উত্তর দিতে পারি না।

মিডিয়া। যা আল্-মন্‌সুরের ঘরে নেই, তাই দেব।

মন্। কি বল?

মিডিয়া। অগাধ মণিকাঞ্চন।

মন্। সম্রাটেরও ধনরত্ন অপরিমেয়।

মিডিয়া। সাত রাজার ধন মাণিক?

মন্। আমার আছে—আমি আমার প্রিয়তমকে দান করব ব'লে রাজার ভাণ্ডার থেকে অপহরণ ক'রে এনেছি। এই দেখ।

মিডিয়া। পরশমণি?

মন্। তাও আছে। স্বর্ণের মূল্য লাঘব হবে ব'লে, এই দেখ সুন্দরি, আমি আমার জানুতে চর্ম্মাচ্ছাদনে তা লুকিয়ে রেখেছি।

(জানু কর্ত্তন করিয়া মণি দেখাইলেন)

মিডিয়া। অ্যাঁ! কে তুমি?

মন্। আমিই আল্-মন্‌সুর।

(নেপথ্যে ভীষণ শব্দ)

মিডিয়া। সম্রাট—সম্রাট—অমূল্য জীবন—অপূর্ব্ব জীবন—প্রেমময় জীবন—রক্ষা করুন—রক্ষাকরুন।

(প্রস্থানোদ্যত)

মন্। জীবনরক্ষার সীমা তুমি—কোথা যাবে, সুন্দরি—

(পশ্চাদনুসরণ, উভয়ে পর্ব্বতে আরোহণ করিল। ভয়ঙ্কর শব্দে উভয়ের মধ্যস্থান ভগ্ন হইল)

মিডিয়া। এখনও প্রতিনিবৃত্ত হোন, অগণ্য জীবের জীবনবিধাতা ক্ষুদ্র তুচ্ছ রমণীর লোভে জীবন বিসর্জ্জন দেবেন না। আর বৃথা অনুসরণ—মুহূর্ত্তে আপনার ও আমার মধ্যে অতলস্পর্শ গহ্বরের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেল।

মন্। সাগরের ব্যবধান হ'লেও আমি গ্রাহ্য করি না—আমি আল্-মন্‌সুর! তোমাকে খুঁজতে আমি দুনিয়া অনুসন্ধান করেছি, তোমার আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে খোদা আমাকে জগতের অধিকার প্রদান করেছেন। আমি তা তুচ্ছ মনে ক'রে, সম্ভ্রম, সুযশ সমস্ত তুচ্ছ ক'রে, তোমাকে সেই বিশ্বের উপর আসন দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। মিডিয়া! প্রেম-মূর্ত্তিতে আমার হৃদাসনের রাণী, এই আমি তোমাকে ধরতে এই অতলস্পর্শ গহ্বরে ঝাঁপ দিলুম! ঈশ্বর! তোমার নাম জয়যুক্ত হোক—প্রেমময়! তোমার নাম জয়যুক্ত হোক!

[ঝম্প প্রদান।

মিডিয়া। না, না—তোমাকে একা যেতে দেব না। প্রেম-রাজ্যের অধীশ্বর! আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নাও—তার বিনিময়ে জগতের এই অমূল্য রত্ন জগতের কোলে প্রত্যর্পণ কর।—আমি অনুসন্ধানে চল্লুম। প্রেমিকরাজ! জীবন যায় তোমার সঙ্গে যাক্—থাকে তোমার সঙ্গে থাক।

(ঝম্প প্রদান)

—

সপ্তম দৃশ্য

ভগ্নস্তূপ।

লুনা ও এলাহী।

লুনা। শুধু ধূলো—স্তূপাকারে ধূলো। পাহাড় গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেছে। গাছপালা, পাহাড়-প্রাণী—সব একাকার! তাই ত দাদা, এ কি হ'ল এ যে সব গেল।

এলাহী। কিছু যাবে না—আমার ধর্ম্মের বুদ্ধি—সে এই ধ্বংসের ভেতর থেকে লুকিয়ে বল্‌ছে—কিছু যাবে না। কেন যাবে? রাজা মিথ্যাবাদী হবে! ধর্ম্ম যাবে? কখন যাবে না। সে আমাদের কাছে বক্‌সিস্ নেবে। না দিতে পার্‌লে আমাদের শাস্তি দেবে। একবার হাঁ বলেছে—না হবে না। বক্‌সিস্ না নিয়ে মর্‌বে না। অন্ধকার মিঞা সব খেতে পারে—গাছপালা পাহাড় সব গালে পুরতে পারে, কেবল ধর্ম্মকে পারে না।

লুনা। এই পর্য্যন্ত আমি তাদের উভয়কে দেখেছিলুম। তারপর সেই আকাশভাঙ্গা শব্দে চোখ বুজে গেল। যখন চোখ চাইলুম, তখন দেখলুম—মেঘের কোলে ধূলো উঠেছে! পাহাড়, দরিয়া, জঙ্গল, সহর সব একাকার হয়ে গেছে। গ্রাম কাছে ছিল, দূরে গেল—জল কালো ছিল, লালে ভরে গেল—সঙ্গে সাথী ছিল, স্বপ্নে ডুবে গেল। তুই এলি—ধর্‌লি—কথা কইলি—লুনা ব'লে মাথায় হাত দিলি—তখন জ্ঞান ফিরে এল। চারিদিক চেয়ে দেখি, আবার যে একাকার—সেই একাকার। কোথায় রাণী, কোথায় রাজা—আর আমার সঙ্গের সাথী, যে আমার অচল দেহ সচল করেছে—কোথায় সে—কোথায় সে?

এলাহী। সব আছে—তুই দেখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ! আমার কথা সত্য কি না দেখ। আছে, সব আছে।

লুনা। আর আছে।

এলাহী। চোপ্—ও কথা মুখেও আনিস্ নি—আমি ধূলোর কণা উল্‌টে তাদের খুঁজতে চল্‌লুম। মিডিয়ার বাপ জ্ঞানী। বুকে বুকে মরণ-কালে তাকে আমার কাছে রেখে গেছে। সে মিডিয়া হারিয়ে যাবে!—না, যেতে দেব না।

(কৃষকগণের প্রবেশ)

সকলে। সর্‌দার—সর্‌দার—এই যে—এই যে—সর্‌দার বেঁচে আছে।

এলাহী। বেঁচে আছি,—এখন বাঁচাতে হবে—রাজা—রাজা—আমাদের রাজা—দুনিয়ার রাজা—আমাদের গ্রামে অতিথ হ'তে এসে বিপদে পড়েছে, তাকে খুঁজতে হবে!

১ম কৃ। আর বল্‌তে হবে না। তোমাকে দেখে ভয় ভেঙ্গেছে—আয় ভাই আয়—মোড়লের সঙ্গে আয়—অন্ধকার হাতড়ে রাজাকে খুঁজে বার করি!

এলাহী। ভয় নেই—লুনা! তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমরা মিডিয়াকে না নিয়ে ফির্‌ব না—রাজাকে না নিয়ে ফিরব না!

[এলাহী ও কৃষকগণের প্রস্থান।

লুনা। তাই ত, আমিই বা দাঁড়িয়ে থাক্‌ব কেন? মিডিয়াকে রক্ষা কর্‌তে আমিও যে—ওরাও সে। ওরা তাকে রক্ষা কর্‌তে ছুটে গেল, আমি কাঁদবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকব? আমি কি দু'মুঠা ধূলা সরিয়েও তাদের সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না?

(ফেরানের প্রবেশ)

ফেরান। ঠিক বলেছ লুনা, আমরাও চল ওদের সঙ্গে তাদের অন্বেষণ করি। চ'লে এস, জল্‌দি চ'লে এস। এক লহমাও দাঁড়িও না। এক লহমা বিলম্বে যদি রাজার অমঙ্গল হয়, তা হ'লে সারা জীবনেও তার আপশোষ যাবে না।

লুনা। হাঁ হাঁ,—চ'লে যাও, চ'লে যাও।

ফেরান। না—না—যাব না—যাব না!

লুনা। দেখছ না, পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বৃদ্ধ আস্‌ছে।

ফেরান। ঠিক হয়েছে। এস বৃদ্ধ! এত দিন পরে আমি তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি। কি ভয় নেই, লুনা দাঁড়াও। আমি আজ বৃদ্ধের শক্তি পরীক্ষা কর্‌ব!

(জিবারের প্রবেশ)

জিবার। ভেঙ্গে গেছে—ভেঙ্গে গেছে! মেল্‌বার জন্য পরস্পরে বাহু বিস্তার কর্‌লে, আর চক্ষের নিমিষে বজ্রসম কঠোর গিরি চূর্ণ হয়ে উভয়ের মধ্যে বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়ে গেল।

এ কি! কে তুমি? প্রকৃতির এই ভীষণ ধ্বংস-দৃশ্যের মধ্যে শিলাখোদিত মূর্ত্তিবৎ শিলাখোদিত প্রহরীর পার্শ্বে কে তুমি?

লুনা। তুমি যাকে নিশ্চল ক'রে রেখে এসেছিলে, সেই আমি।

জিবার। তুমি—তুমি? না, তুমি কেমন ক'রে এখানে আস্‌বে? আমি ফিরে গিয়ে মুক্ত না কর্‌লে, তোমার ত সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উপায় নেই!

লুনা। এই ত—আমি মুক্ত হয়ে এসেছি।

জিবার। কে তোকে মুক্ত কর্‌লে?

লুনা। তুমি যে মধুর স্পর্শের কথা বলেছিলে, সেই মধুর স্পর্শ।

জিবার। সত্যি কথা?

লুনা। মিথ্যা ক'য়ে লাভ কি হজরত?

জিবার। কে সেই মধুর স্পর্শ করেছে, আমাকে দেখাতে পারিস?

লুনা। এই দয়াময়। আমার দুরবস্থা দেখে আমাকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছিল; দয়া ক'রে আমার গায়ে হাত দিতেই আমি মুক্ত হয়েছি।

ফেরান। না হজুরালি—প্রেমময়। দয়া টয়া বুঝি না, এই বালিকার দুর্দ্দশা দেখে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল! কাতরকণ্ঠে প্রেমময়কে ডাকলুম—সেই চিরমধুর নাম নিয়ে বালিকাকে স্পর্শ কর্‌লুম—বালিকা মুক্ত হ'ল!

জিবার। তাই ত, এ দীর্ঘ জীবন জড়শক্তির পূজা ক'রে কি কর্‌লুম? কিসের জন্য মায়া-মমতা পরিত্যাগ করেছি? কিসের জন্য নির্দ্দয় হয়েছি? কিসের জন্য যথার্থই আমি দেবহৃদয়ে দানবত্বের প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রেমের এক ক্ষণিক স্পর্শের কাছে আমার এতকালের সঞ্চিত শক্তি মাথা হেঁট কর্‌লে! তা হ'লে এতকালের প্রাণপণ পরিশ্রমে আমি কি ধন উপার্জ্জন কর্‌লুম? কে তুমি! তুমি! তুমিই কি আমাকে জল দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে?

ফেরান। সে আমি নই।

জিবার। না তুমি—আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছিনি।

ফেরান। না বৃদ্ধ, তুমি আমার কাছে ঋণী নও। যার কাছে তুমি ঋণী, তিনি তোমারই মত পিপাসার্ত্ত হয়েও নিজের পানীয় জল তোমাকে দিয়ে তোমার জীবন রক্ষা করেছিলেন! আমি সেই মহাপুরুষের গোলাম।

জিবার। এমন মহাপুরুষ দুনিয়ায় কে? তুমি তাকে আমাকে দেখাতে পার? আমি তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেব।

ফেরান। তাকে ত তোমার পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেছে।

জিবার। পুরস্কার দিয়েছি?

ফেরান। দিয়েছ বই কি—এই পাহাড়।

জিবার। পাহাড় পুরস্কার দিয়েছি কি?

লুনা। কি আর কি? এই পাহাড় ভেঙ্গে তাকে চাপা দিয়েছ।

জিবার। চাপা দিয়েছি? না বালিকা, চাপা দিই নি। আমিও আমার অজ্ঞাতসারে প্রেমের শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছিলুম। আগে বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পার্‌ছি। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে প্রণয়ি-প্রণয়িনীকে বিনষ্ট কর্‌বার সঙ্কল্প না ক'রে, তাদের মিলনপথে ব্যবধান সৃষ্টি কর্‌বার ইচ্ছা কর্‌লুম কেন? খোঁজ—খোঁজ—আছে, আছে—নিশ্চয় তারা বেঁচে আছে। আয়, সঙ্গে আয়—বালিকা, তোকে মা বলেছিলুম, এখন দেখছি মাতৃ-নামের সঙ্গে সঙ্গে আমি তোকে অগাধ স্নেহ দান করেছিলুম, আয় বালিকা—আয়, আয়।

——

অষ্টম দৃশ্য

গুহার সম্মুখ।

মন্‌সুর ও মিডিয়া।

মন্। যে অদৃশ্য করুণা আমাকে দীনাবস্থা থেকে জগতের স্বামিত্ব দান ক'রেছেন, অগণ্য বিপদে, মৃত্যুমুখে আমার জীবন রক্ষা কর্‌ছেন, তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাসে, তাঁর নাম ল'য়ে, আমি তোমাকে ধর্‌তে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। অতলস্পর্শ গহ্বরে পড়তে, ধরণী-গর্ভে লুক্কায়িত অপূর্ব্ব রত্নাগারে অক্ষত দেহে পতিত হয়েছি—তোমাকে পেয়েছি। পূর্ণ ভাগ্য লাভ কর্‌তে, এখনও একটা বাধা অবশিষ্ট আছে। সে তোমার গুরু। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে পরাস্ত কর্‌তে না পার্‌ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বিশ্বজয়ী নই।

(জিবার, লুনা, ফেরান ও এলাহীর প্রবেশ)

জিবার। কেমন মিডিয়া, এই ত তোমার প্রণয়ী?

মিডিয়া। প্রণয়ী কেন—আমার স্বামী।

জিবার। এ কথা বল্‌বার আগে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

মন্। আমি সে প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছি। মিডিয়া আগেই বলেছে। সে তার মহত্ত্ব-মর্য্যাদা নষ্ট করে নি। বলেছে, যত দিন না অত্যাচারী আল্‌মন্‌সুরের মস্তক আপনার কাছে উপহার দিতে পারে, তত দিন পর্য্যন্ত সে আত্মদান করতে অক্ষম। এই নিন্ বৈজ্ঞানিক, আমি সেই দাম্ভিক সম্রাটের মস্তক আপনার সমক্ষে উপস্থিত করি।

জিবার। র'স সম্রাট, তবে আগে আমি তোমাকে উপঢৌকন দি। তারপর তোমার ধর্ম্ম। মিডিয়া! আজীবন প্রাণপাত ক'রে, আমি যে সামগ্রীর অন্বেষণে দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছি, সে সামগ্রী আজ তোদেরই প্রেমে আমার সমক্ষে উন্মুক্ত হয়েছে। সম্রাট আমার সাধন নিষ্ফল হয় নি। আমাকে বৃদ্ধ ও অশক্ত দেখে প্রেমময় পরমেশ্বর সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী—সেই অমৃতরসের ভাণ্ড, আমাকে দান কর্‌তে দাম্ভিক আল্‌মন্‌সুরকে আমার সাহায্যে প্রেরণ করেছেন। রাজা। এই নাও—স্বর্গীয় আলোকে, মুক্ত চক্ষে, এই গুপ্ত গুহার শেষ দ্বার মুক্ত ক'রে দিলুম। আগে বুঝতে পারি নি, এখন বুঝতে পেরেছি, দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—জড়া প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধু বর্ষণ করেন। প্রেম-বিহ্বলা দামিনীরূপে কাদম্বিনীর অলকে লীলা করেন। মাতৃরূপে সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হয়ে, জগতে শান্তি বিতরণ করেন। আয় জুনা, কাছে আয়, সপ্তাহ উত্তীর্ণ হয়, রাজাকে পুরস্কার দিবি বলেছিলি, নিজ-হস্তে তোদের মিডিয়াকে উপহার দে।

(জুনা, ফেরান ও এলাহীর প্রবেশ)

(জুনার মিডিয়াকে রাজার হস্তে দান)

এলাহী। কি রাজা, পুরস্কার মনোমত হ'ল?

মন্। এলাহী—এ আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার, আজ আমি যে অপূর্ব্ব উপহার পেলুম, সে কৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন স্বরূপ, আমার এই অন্তরঙ্গ সহচরকে তোমার পৌত্রীকে উপহার দান করলুম।

জিবার। আমিও এই মধুর মিলন মুখে প্রেমের সমক্ষে মস্তক অবনত ক'রে, বিজ্ঞানের শেষ ফল তোমাদের উপঢৌকন প্রদান করি। এই নাও, দেখ, এই জ্ঞান-প্রেমরূপিণী দেবী মিনার্ভা—এই প্রেমের মূর্ত্তিকে আদর্শ ক'রে তোমাদের পরস্পরের মিলনে চির মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা কর। জাগো মা চৈতন্য-রূপিণী—জড়-বিজ্ঞানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত সংসারে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা কর।

(পটপরিবর্ত্তন)

(মিনার্ভা দেবীর আবির্ভাব)

বিজলী-সঙ্গিনীগণ।

(গীত)

অমরা বিজলী, ঘরে ঘরে খেলি,
সোনার বরণ তনু গো,
সুর-লয় ভ'রে, দিবানিশি ঘরে,
ধরেছি মোহন বেণু গো।
কখন জননী, রমণী, জায়া,
কখন ভগিনী, তনয়া মায়া,
কভু মৃদু আলো, কভু শ্যাম ছায়া
কখন উজল ভানু গো।
দেখেও বুঝ না, বুঝেও দেখ না, এমনি মোদের রঙ্গ,
স্বজনে স্বজনে মিলন মোদের,
আঁখির পালটে ভঙ্গ,
বুঝে যদি চাও ছাড়িতে সঙ্গ, রণে যদি
চাও দিতে হে ভঙ্গ,
অমনি অঙ্গে হানে অনঙ্গ, কুসুমায়ুধ-বেণু গো॥

ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার,
পেলুম, সে কৃতজ্ঞতার
আমার এই অন্তরঙ্গ
উপহার দান কর্‌লুম।
ধুর মিলন মুখে প্রেমের
বিজ্ঞানের শেষ ফল
ান করি। এই নাও,
ী দেবী মিনার্ভা—এই
র তোমাদের পরস্পরের
তিষ্ঠা কর। জাগো মা
নের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
ী শক্তির প্রতিষ্ঠা কর।

রিবর্ত্তন)

ীর আবির্ভাব)

ঙ্গিনীগণ।

ীত)

ঘরে খেলি,
সোনার বরণ তনু গো,
নিশি ঘরে,
ধরেছি মোহন বেণু গো।
রমণী, জায়া,
, তনয়া মায়া,
লো, কভু শ্যাম ছায়া
কখন উজল ভানু গো।
ও দেখ না, এমনি মোদের রঙ্গ,
মোদের,
আঁখির পালটে ভঙ্গ,
তে সঙ্গ, রণে যদি
চাও দিতে হে ভঙ্গ,
মনঙ্গ, কুসুমায়ুধ-বেণু গো।

প্রমোদ-রঞ্জন

(রঙ্গনাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ

প্রমোদ	...	অবন্তীপুরের রাজকুমার।
রঞ্জন	...	প্রমোদের সখা।
চঞ্চল	...	আশ্রম-বালক।

স্ত্রীগণ

জয়ন্তী	...	হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
শান্তি	...	ঐ কন্যা।
মুক্তি	...	শান্তির প্রধানা সখী।
চঞ্চলা	...	আশ্রম-বালিকা।

পথিকগণ, বন-বালকগণ, অদৃষ্ট-বালিকাগণ, গিরিবালিকাগণ ও প্রেতিনীগণ।

প্রস্তাবনা

—:*:—

অদৃষ্টবালিকাগণ

(গীত)

(আমরা) কোথা থেকে আসি কোথা যাই।
ভাব দেখি হে ভাবুক সুজন বুঝিতে পার কি তাই?
ভেবে ভেবে যে জন হয় সারা,
তারি চোখে ফুটি দিনে তারা,
যেজন ভাবে না বোঝে না দেখে না শোনে না
তার গাছে গাছে সোনা ফলাই॥
কাঁটা হয়ে থাকি কেতকীফুলে,
ফণা তুলে রই তটিনীকূলে,
ঢালি সাগরের তলে তপন কিরণ,
আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসাই॥
(আমরা) হাসির ভিতরে শোকের গান,
সলিলে অনিলে শিলার প্রাণ,
শুকায়ে সাগর বসাই নগর
শিশিরের নীরে গিরি গলাই॥

প্রমোদ-রঞ্জন

প্রথম অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

বৃক্ষতল।

প্রমোদ ও রঞ্জন নিদ্রিত।

(চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রবেশ)

(গীত)

চঞ্চল। এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার,
প্রেমেতে প'ড়েছ বাঁধা জোর কেন আর॥
এস সুড় সুড়, এস গুড় গুড়,
এস খপ ক'রে, ধর লপ ক'রে,
ক'রেছি অমিয়মাখা চার।

চঞ্চলা। পাঁচ ছয় সাত আট, পাঁচ ছয় সাত আট,
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মালসাট,
এ চারে নড়ে না ফাতা,
এ টানে দোলেনা লতা,
এ বলে খোলে না কভু হৃদয়-কবাট।

চঞ্চল। সাবধান—চুপ কর্—জোর গেছে তার।
চঞ্চলা। বাসুকির টানে হারে, তুই কোন্ ছার॥

প্রমোদ। ঠিক হয়েছে। সখা এইবার অঘোর নিদ্রায় অচেতন! একে পরিত্যাগ ক'রে যাবার এই হয়েছে উপযুক্ত সময়। সংসারের সমস্ত ত্যাগ ক'রে বনে চলেছি। তখন আবার বন্ধু কেন? সংবৎসর আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। এত চেষ্টা করেছি, এত সাধ্যসাধনা করেছি, তবু সঙ্গ ছাড়াতে পারি নি। আর নয়। দেরী কর্লে হয় ত জেগে উঠবে—পালাই। রঞ্জন! ভাই আমার! ক্ষমা কর, এ বিপদ্-সঙ্কুল দেশে, এ জনহীন পার্ব্বত্য প্রান্তরে আমি তোমাকে সঙ্গে রাখ্তে পার্লুম না।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। (উঠিয়া) কি হ'ল? প্রমোদ কোথা গেল? এ কি? এই যে আমার পাশে ছিল। আমায় ফেলে পালাল নাকি? সর্ব্বনাশ! এতকাল সঙ্গে সঙ্গে রেখে, শেষ কালটায় তাকে হারালুম! পালাল? আমায় ফেলে চ'লে গেল? প্রমোদ! প্রমোদ! এ কি হ'ল? সখা! সখা!

[প্রস্থান।

চঞ্চল। তুই ঠাওরিছিস কি?
চঞ্চলা। তুই ঠাউরিছিস্ কি?
চঞ্চল। তারা ফিরে এল ব'লে।
চঞ্চলা। দুর পাগল। আর তারা ফেরেছে! এ ঘোর বনে দুই বন্ধুকে ছাড়াছাড়ি ক'রে দিলুম, আর কি তারা ফেরে?
চঞ্চল। দুর পাগলি! এই দেখ্, তাদের ফিরিয়ে আনি।
চঞ্চলা। সাবধান হয়ে কথা বলিস্, তোর ক্ষমতা নয়।
চঞ্চল। সাবধান হয়ে বলিস্, আমার ক্ষমতা।
চঞ্চলা। হা হা হা—
চঞ্চল। হা হা হা—তবে শোন্, পুরুষ টান্তে রূপ—
চঞ্চলা। আর মানুষ টানতে মায়া—তা জানিস? যদি কেউ ওদের টেনে আনতে পারে, ত সে আমি—হাঁ মা! কার ক্ষমতা?

(জয়ন্তীর প্রবেশ।)

জয়ন্তী। তোমরা দু'জনে দু'পথে যাও—দু'জনে মোহাড়া আগলে থাক। চঞ্চল, তুমি যাও রঞ্জনের দিকে। আর চঞ্চলা, তুমি যাও প্রমোদের দিকে। সাবধান। এ দুটি যেন কিছুতেই হস্তচ্যুত না হয়। তবে পরীক্ষা ক'রে আন। দেখো, আমার আদরের শান্তি ও মুক্তি যেন অমানুষের হাতে না পড়ে!

চঞ্চল। তাই ত বলি, আমি না থাকলে কি টান আসে?

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। আর আমি না থাকলে কি কাছে ঘেঁসে—হাঁ মা! ও দুটি কে মা?

জয়ন্তী। প্রমোদকুমার অবন্তীদেশের রাজপুত্র আর রঞ্জন তার আশৈশব সহচর। মানুষের ওপর অভিমানে প্রমোদ সংসার ত্যাগ ক'রে বনে এসেছে।

চঞ্চলা। মানুষের ওপর এমন অভিমান হ'ল কেন?

জয়ন্তী। আজীবন মানুষের উপকার ক'রে, তার অকৃতজ্ঞতায় দারুণ বিরক্ত হয়ে, মানুষের আর কখন কিছু করব না, এমন কি, মানুষের মুখ দেখব না ব'লে বাছাধন এই হিমালয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু মূর্খ বোঝে না যে, মানুষের ওপর রাগ করা আর ভগবানের ওপর রাগ করা একই কথা। সুতরাং তাকে শিক্ষা দিতে হবে। আর যে মূর্খ সহচর এমন নরদ্বেষী বন্ধুর সঙ্গ-প্রলোভনে এমন বিজন দেশে আসতে পারে, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে, তাকেও শিক্ষা দিতে হবে।—চঞ্চলকে একটি ঘাসের বোঝা যোগাড় করতে বল।

চঞ্চলা। ঘাসের বোঝা কেন মা?

জয়ন্তী। আমি এক কদাকারা বৃদ্ধার মূর্ত্তি ধ'রে সেই ঘাসের বোঝা নিয়ে পথের ধারে ব'সে থাকব! তাই দিয়ে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা করব। চিনির বলদ অনেকে হ'তে চায়, ঘাসের বলদ ক'জন হয়? পরের বোঝা বইতে যে ঘাসে ও চিনিতে পার্থক্য না করে, সেই ত মানুষ। যে আমার ঘাসের বোঝা মাথায় করবে, আমি তাকে শান্তি দান করবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ।

(রঞ্জনের প্রবেশ।)

রঞ্জন। না—আর কেন? সে যখন কিছুতেই আমার হ'ল না, তখন আর তার জন্য অনাহারে ঘুরে ঘুরে দেহপাত করি কেন? না, আর না—আর তাকে খুঁজছি না। এই পর্য্যন্তই তার অনুসন্ধানের শেষ। এমন নরাধম! তোর জন্য আত্মীয়, স্বজন, জন্মভূমি, সমস্ত ত্যাগ কর্‌লুম, বনে বনে ঘুরলুম, তুই সেই আমাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলি? না, আর তার চিন্তাও নয়। তারে খোঁজবার দরকার কি? সে যখন আমায় ফেলে চ'লে গেল, তখন কি আমার কি হবে একবারও ভেবেছিল? নিদ্রিত, অসহায়—অনাহারে ভীষণ বনে গাছের তলায় আমার কি বিপদই না ঘটতে পারত? গেল? চ'লে গেল? সত্যসত্যই চ'লে গেল? গেল, গেল, বয়ে গেল, ক্ষতি কি? ঘরের ছেলে ঘরেই যাই—পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাই। সে আমার ভাবনা ছাড়লে, আমি তার ভাবনা ছাড়তে পারব না? কেন পারব না? এই পার্‌লুম, এই ছাড়লুম।

[প্রস্থান।

(চঞ্চলসহ গরিবালিকাগণের প্রবেশ।)

চঞ্চল। (স্বগত) ছাড়লে বই কি, আর ছাড়তে হয় না। চঞ্চলের হাতে পড়েছ ধন, ঘরে যাবার দফা রফা। ওরে ছুঁড়িগুলো—করছিস্ কি? তোমাদের রামধনু যে মিলিয়ে গেল।

গীত।

আয় আয় রামধনু ভাই চল্লি কোথা চ'লে।
আয় ঝরে ঝরে থরে থরে থরে,
দেব চারি ধারে রঙিন রঙিন ফুলে॥
গায়ে তোর হাত দেব না, যেচে লব রূপের কণা,
ছড়িয়ে দেব দূর্ব্বাদলে ভাসিয়ে দেব জলে।
মাখিয়ে দেব তরুর ছায়, ভিজিয়ে দেব লতিকায়,
ঝরিয়ে দেব ঝর ঝর ঝর, গিরির পদতলে॥

(রঞ্জনের পুনঃ প্রবেশ)

রঞ্জন। ওগো, তোমরা কে গা?

বালিকাগণ। ওরে বাবা রে, এ কে রে!

(পলায়ন)

রঞ্জন। ভয় নেই, ভয় নেই—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তোমরা এখানে একটি মানুষ দেখেছ? ভয় নেই, ব'লে যাও না—শুধু এই কথাটি ব'লে যাও। আরে মর শোন্ না—ওরে আমি পথিক, ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক। দূর বেটী রে! যা চ'লে। করলুম কি? এতটা পথ গিয়ে আবার আমি ফিরে এলুম? কার জন্য এলুম? যার জন্য

সে যে নিষ্ঠুর মিত্রদ্রোহী! এই আমি যাতে না ফিরতে হয়, তার উপায় করলুম। এই পা চালালুম, এই ছুটলুম। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যত)

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

রঞ্জন। ওরে বাবা, এ কি? না না, এ যে একটা থপ্‌থপে বুড়ী।

জয়ন্তী। তুমি কি বাবা ক্ষুধার্ত্ত ব'লে চীৎকার করেছিলে?

রঞ্জন। করেছিলুম, এখন থেমে গেছি।

জয়ন্তী। কেন?

রঞ্জন। সে অনেক কথা। সে কথা শুনতে তোর পেরমাইয়ে কুলুলে হয়।

জয়ন্তী। ভাল, নাই বা শুনলুম; দে রামা, মানুষ দে!

রঞ্জন। এ কি কথা বুড়ী? এ কথা কেন বলছিস?

জয়ন্তী। সে অনেক কথা। সে কথা শুনতে বার-দুইচার তোমাকে আবার না ফিরতে হয়।

রঞ্জন। ভাল, নাই বা শুনলুম।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

রঞ্জন। না বাবা, এ ত বড় ভোগালে! বেশ, আমি বলছি। আমার সখা অবন্তীদেশের যুবরাজ, মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে গৃহত্যাগ ক'রে বনে এসেছে।

জয়ন্তী। কেন?

রঞ্জন। আজীবন সে ব্যক্তি পরোপকার-ব্রতে ব্রতী। মানুষের সে কায়মনোবাক্যে সেবা করেছে। দেহপাত ক'রেও সে মানুষের উপকার করেছে। এমন কি, মানুষের জন্য সে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ, পদে পদে তার অনিষ্ট ক'রে তার কৃত উপকারের পুরস্কার দিয়েছে। তাই মানুষের উপর ঘৃণায় লোকালয় ত্যাগ ক'রে সে আজ সন্ন্যাসী। পাছে মানুষের মুখ দেখ্‌তে হয়, তাই নানা বিজন প্রদেশ ভ্রমণ ক'রে সে এখন হিমালয়প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। আমি বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কাল রাত্রে দু'জনে একটা গাছের তলায় শুয়েছিলুম। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় সখা আমাকে ফেলে পালিয়েছে।

জয়ন্তী। বেশ ত, তুমিও পালাও, দেশে ফিরে যাও। সে পাগল, তার সঙ্গে তুমিও কি পাগল হবে? প্রাণে যার বৈরাগ্য নেই, তার গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানয় লাভ কি? যাও—দেশে ফিরে যাও। এই তোমার নবীন বয়স, গৃহধর্ম্ম কর গে; লোকের, দেশের, নিজের, অনেক উপকার কর্ত্তে পারবে।

রঞ্জন। থাম্ থাম্, উপদেশ্ রাখ্। এখন তুই ঘুরছিস কেন বল্?

জয়ন্তী। আমি একটি মানুষ খুঁজছি।

রঞ্জন। তোর সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাকে কি ঠাওরেছিস?

জয়ন্তী। মানুষ?

রঞ্জন। বিবেচনাটা কি হয়?

জয়ন্তী। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

রঞ্জন। কেন?

জয়ন্তী। ঐ গাছের তলায় একটি ঘাসের বোঝা রয়েছে দেখেছ? সেটিকে মাথায় ক'রে আমার বাড়ী দিয়ে আসবে?

রঞ্জন। ও বাবা! তা কেমন ক'রে পারব? তোর বাড়ী এখান থেকে কত দূর?

জয়ন্তী। একটু দূর বই কি।

রঞ্জন। ফাঁকা পথ, না জঙ্গুলে?

জয়ন্তী। মাঝামাঝি।

রঞ্জন। এবড়োখেবড়ো, না সোজা?

জয়ন্তী। সেটা লোক বুঝে।

রঞ্জন। দেখ্, তোর বোঝা আমি বইতে পারতুম; কিন্তু অনাহারে আর ঘুরে ঘুরে আমি এত দুর্ব্বল যে, অত বড় বোঝাটা নিয়ে পাহাড়ের পথে চল্‌তে সাহস হচ্ছে না। তার ওপর বুঝলি, সেই হতভাগা সখাটার জন্য আমার মনে সুখ নেই।

জয়ন্তী। ক্ষুধার্ত্ত? তা হ'লে আমার ঘরে চল না কেন?

রঞ্জন। আচ্ছা। রোস, তোর বোঝাটা একবার নেড়েচেড়ে দেখি।

জয়ন্তী। বেশ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রস্রবণ।

প্রমোদ।

প্রমোদ। যাক্, এতদিনের পর রঞ্জনের হাত এড়িয়েছি। আর আমাকে সে খুঁজে পাচ্ছে না। এ কি অত্যাচার বাবা! ভালবাসার এ কি অত্যাচার? জোর ক'রে জ্বালাতন! আমি তোর কষ্ট দেখতে পারি না, আমাকে দেখতেই হবে? তোরে পথশ্রমে কাতর দেখলে আমার মন কেমন করে, এ মন কেমন করাতেই হবে? অনাহারে শুষ্কমুখ দেখলে আমার চোখ ফেটে জল আসে, এ জল আস্‌তেই হবে? এ কি অত্যাচার বাবা? ভালবাসার এ কি অত্যাচার? কষ্ট দিতেই যদি ভালবাসার সৃষ্টি, তবে ভালবাসা! তুই দূর হ। আমি কাউকেও ভালবাসতে চাই না। রঞ্জনও ত মানুষ। মানুষের সঙ্গ করব না যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি শুধু তার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌ব? যাক্, এই ঝরণা থেকে জল ধ'রে খাই। আঃ! প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল, কি তৃপ্তি! এই তৃপ্তি! মানুষের অন্নজল ত্যাগ ক'রেই কি এই তৃপ্তি! তবে কি মানুষের সঙ্গ হ'তে চিরবিচ্ছিন্ন হ'তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেম? এই হিমালয়শৃঙ্গে, এই পার্ব্বতী প্রকৃতির কোলে চিরজীবনের জন্য বিশ্রাম পাব ব'লেই কি পরোপকার কর্‌তে শিখেছিলেম? কই মানুষ? বিদ্বান্ আছে, মূর্খ আছে, রাজা আছে, প্রজা আছে, গুরু আছে, শিষ্য আছে; মানুষ কই? সাধু আছে, চোর আছে; মিত্র আছে, শত্রু আছে; দাতা আছে, গ্রহীতা আছে, মানুষ কই? কত দেশহিতৈষী দেখলেম, কত সর্ব্বত্যাগী দেখলেম,—মানুষ দেখলেম না। বড় বড় নাম শুনলেম, ছুটে গেলেম—মানুষ দেখলেম না। আপনার জন দেখতে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলেম, দাদা, মামা দেখলেম, মানুষ দেখলেন না। দর্পণে নিজের মুখ দেখলেম, বানর দেখলেম, মানুষ দেখলেম না। সব শালা চোর—সব শালা ভাবের ঘরে চুরী ক'রে ব'সে আছে, মানুষ নেই। কি বল্লি গিরি-নির্ঝরিণি, মানুষ নেই? মানুষ নেই? না নেই। নির্ঝরিণী বল্‌ছে, প্রতি শৈলরন্ধ্রে একবাক্যে বল্‌ছে, নেই। তবে আর কেন মূর্খ, সংসারের জন্য ইতস্ততঃ কর? চল, তোমায় এই যোগিরাজ ভূতেশ্বরের শ্বশুর, সকল মূর্খের চূড়ামণি হিমালয়ের রন্ধ্রে পাথর চাপা দিয়ে রেখে যাই। নারায়ণ! আমায় রক্ষা কর! আমার রাজ্যধন, আত্মীয় স্বজন, সব গেছে। দয়াময়! স্বজনশূন্য, আশ্রয়শূন্য, জীবনে মমতাশূন্য, আশ্রয় দাও। তুমি ফেরাও ফিরব, তুমি আবার মানুষকে ভালবাসতে দাও, ভালবাসব। নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(নেপথ্যে গীত।)

যখন মন নিছি তুলে।
তখন আর কে ধরে আঁখির ঠারে,
উধাও যাই চ'লে॥

(চঞ্চলা ও বালিকাগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

ভাবছি মনে বনে বনে ফিরব উদাসে,—
ভুলেছি আপন বলা, ঘুচেছে সকল জ্বালা,
ফির্‌ব না দেশে।
চাইব না আর কারো পানে, কথা তুলব না কানে,
পরের প্রাণে প্রাণ ঢেলে দে ভাসব না জলে॥

প্রমোদ। আরে ম'ল! এ আবার কি আপদ্ জুট্‌লো? কে তোরা?

চঞ্চলা। আমরা। তুমি কে?

প্রমোদ। আমি।

চঞ্চলা। তুমি কি গা?

প্রমোদ। আ মর্ ন্যাকা ছুঁড়ী! মানুষ কি কখন দেখ নি না কি?

চঞ্চলা। ও বাবা!—মানুষ কি?

১ম বা। মানুষ!—হাঁ গা মানুষ কি গা?

প্রমোদ। আরে ম'ল!—এরা বলে কি?

চঞ্চলা। মানুষ কি একরকম জন্তু?

প্রমোদ। বা! বা! এও ত এক রহস্য মন্দ নয়! এরা মানুষ কি তা জানে না। মানুষ এক রকম জন্তু বটে—কিন্তু বড় ভীষণ জন্তু। বাঘ সিংহ দেখেছিস্?

চঞ্চলা। কত—

সকলে। কত পুষেছি।

প্রমোদ। এ জন্তু বাঘ সিঙ্গির চেয়েও ভয়ানক। বাঘ সিঙ্গি পেটের জ্বালায়, আত্মরক্ষার জন্ত প্রাণিহিংসা করে—এ সর্ব্বনেশে জন্তু সুধু আমোদের জন্তই হাজার হাজার জীবজন্তুর প্রাণ নেয়।

চঞ্চলা। ও বাবা। বল কি গো?

২য় বা। পোষ মানে না?

প্রমোদ। কিছুতেই নয়। আদরের সমস্ত সূত্র দিয়ে রজ্জু প্রস্তুত করলেও বাঁধা থাকে না, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত দিয়ে তর্পণ করলেও আপনার হয় না।

চঞ্চলা। ও বাবা!

১ম বা। তা হ'লে তারা আপনা-আপনির ভেতর থাকে কেমন ক'রে?

প্রমোদ। সেইটেই সমস্যার কথা।

চঞ্চলা। ও বাবা! এমন জন্তুও থাকে?

প্রমোদ। আর থাকে, রয়েছে ত! যে বেটা এই জন্তু গড়েছিল, মাঝে মাঝে মায়ার খাতিরে দেখতে আসে। দু' চার দিন থাকে—আর ভাব গতিক দেখে পালিয়ে যায়। কতবার এল, কতবার গেল—তবু এ বেটার জাতের কিছু হ'ল না। মারামারি, কাটাকাটি, সর্ব্বনাশ, অত্যাচার যতই বাড়ছে, ততই বেটার জাত বলে,—আমরা উঁচু হচ্ছি।

চঞ্চলা। ভাল বুঝতে পারছি না।

প্রমোদ। না পারিস, দূর হ'।

চঞ্চলা। হাঁ গা, আমাকে ঐ মাঝের ঝরণা থেকে একটু জল ধ'রে দেবে?

১ম বা। হাঁ গা ঠিক কথা, দেবে গা?

২য় বা। আমাকে দেবে?

সকলে। আমাকে দেবে—আমাকে দেবে?

প্রমোদ। বল কি? বুড়ো বুড়ো মেয়ে পাহাড়ে উঠতে পেরেছে, আর জল ধরতে পার না?

চঞ্চলা। না গো! ও খানটা যেতে ভয় করে।

প্রমোদ। কি জ্বালা! এ যে বিষম ফাঁফরে ফেল্লে। দেখ, আজ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কারও কিছু উপকার করব না। আজকে যে যেমন পারিস খেয়ে যা, কাল তোদের ঐ জল ধ'রে দেব।

চঞ্চলা। দেবে? কাল দেবে?

সকলে। আমাদের দেবে?

প্রমোদ। কাল সবাইকে দেব। আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না।

চঞ্চলা। উপকারই করবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, একটু জল দিতে দোষ কি? তাতে কি আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে?

প্রমোদ। আজ দেব না বল্লুম—যা না। কাল আসিস্। প্রতিজ্ঞা কারে বলে বুঝিস কি?

চঞ্চলা। আর বুঝে কাজ নেই। চল ভাই, চ'লে যাই।

প্রমোদ। দূর ছাই হ'ল না, কাল যদি ম'রেই যাই। কে আর আমার প্রতিজ্ঞা শুনতে গেছে। আর শুনলেই বা, তাতেই বা কি? ডাকি—না থাক্—না, ডাকতেই হ'ল। ভাববার সময় কই—চ'লে যায় যে! বলি ওরে মেয়েগুলো!

চঞ্চলা। কি?

প্রমোদ। আয় খাবি আয়, কিন্তু জল খেয়ে সুড় সুড় ক'রে চ'লে যেতে হবে। আর যদি দোসরা ফরমাস কর, তা হ'লে তোমাদেরই একদিন, কি আমারই একদিন।

চঞ্চলা। ভয় দেখাচ্ছ কেন? নাই বা খেলুম।

প্রমোদ। খাবি না কি? খেতেই হবে, বল্লি কেন? না খেলে ছেড়ে দেবে কে? (চঞ্চলার হস্তধারণ।)

চঞ্চলা। তা হ'লে আমি কাঁদব।

প্রমোদ। কাঁদবি কি? (হস্ত ছাড়িয়া) ও বাবা! কাঁদবি কি? মাপ চাচ্ছি ভাই, খাট মানছি ভাই, খা ভাই। কাল যদি ভাই ম'রে যাই।

চঞ্চলা। বলছে যখন, আজ খাই ভাই। আসতে কাল যদি আমরা না পারি ভাই।

প্রমোদ। হাঁ ভাই, খা ভাই। আমার খাট হয়েছে, এই আমি নাক কান মলছি।

১ম বা। তবে আন। (প্রমোদকুমারের জল আনিয়া প্রদান)

সকলে। তোমার জয়-জয়কার হ'ক—শান্তি-লাভ হ'ক।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। প্রতিজ্ঞা করাটা বড় অন্যায় হয়েছে। বনবালিকা ওরা—সংসারের কিছুই জানে না। মানুষের ওপর রাগ ক'রে ওদের জল-দানে বিমুখ

হচ্ছিলেম। এবার থেকে আর প্রতিজ্ঞা করব না, তবে মনে মনে সঙ্কল্প রইল, আর কারও কিছু করব না। দান ধ্যান মানুষের একটা সহজাত গুণ; কই. আমার ত তা মনে হয় না। আমার মন কলুষিত! আমি দানকে উপকার ব'লে মনে করি। তাই কি এত দুঃখ? এই সব মনঃপীড়া তবে কি আর কারও দোষে নয়, আমার নিজের দোষে? ঐ আবার একটা বুড়ী আসছে। ভাবে বোধ হয়, কোন না কোন সাহায্য প্রত্যাশা করে। না বাবা বুড়ী —তোমার বেলায় সেটি হচ্ছে না। তুমি সংসারের সব জান। অনেক ছল-চাতুরী দেখেছ, অনেক ছল-চাতুরী ক'রে তবে পাকা বিস্কুটটি হয়েছে। তোমার কাছে বোকা হচ্ছি না, তোমার কিছু করছি না। বাবা পাথর! আমায় একটু আড়াল কর ত; বেটী হন হন ক'রে আসছে, পালানটা বড় সুবিধে হচ্ছে না।

[গুপ্তভাবে প্রস্থান।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। পলাবে কোথায় ধন? এই দেখ না, তোমায় ঠেলে বার করি—দে রামা একটা মানুষ দে! দে রামা একটা মানুষ দে!

প্রমোদ। এ কি বাবা! এ যে সমস্যার নতুন ফেঁকড়া। এ মাগী! বলি ওরে মাগী! ওগো বাছা! ওগো ভালমানুষের মেয়ে! আ মর্! বেটী হন্ হন্ ক'রে গোঁ ভরে চল্লো যে? মানুষ দে।—রামা মানুষ দে।—মানুষও আবার কেউ কখন চায়? না বাবা, এর মানে না বুঝতে পারলে ত ঝরণার জল হজম হচ্ছে না।—যেতে হচ্ছে। ওরে বুড়ী। শোন্ না, শোন্ না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

(তৃণাসনে নিদ্রিত মুক্তি, চঞ্চলের প্রবেশ)

চঞ্চল। এই মুক্তি, মুক্তি!—ওরে মুক্তি!

মুক্তি। উঃ—

চঞ্চল। ওঠ্—ওঠ্—

মুক্তি। হুঁ—

চঞ্চল। ওঠ্—ওঠ্—ভারি বিপদ্!

মুক্তি। (উঠিয়া) সে কি?

চঞ্চল। চোখ মোছ, চোখ মোছ, দাঁড়া দাঁড়া, মায়ের আজ বড়ই বিপদ।

মুক্তি। সে কি—মায়ের বিপদ?

চঞ্চল। মহা বিপদ?

মুক্তি। বলিস কি?

চঞ্চল। দারুণ! আজ তোকে বে করতে হবে।

মুক্তি। বে কর্‌তে হবে?

চঞ্চল। আর দেরি করিস নি! নে মুখে জল দে। ওঠ্—ওঠ্।

মুক্তি। আমার গা মাটী মাটী কর্‌ছে! (পুনঃ শয়ন)

চঞ্চল। আরে ম'ল! আবার শুলি যে?

মুক্তি। বে কর্‌তে হবে কি?

চঞ্চল। আরে গেল, তামাসা কচ্ছি না কি!

মুক্তি। বে করতে হবে!

চঞ্চল। এখনি—নে ওঠ!

মুক্তি। এখন আমার সময় নেই!

(পুনঃ শয়ন)

চঞ্চল। কথাটা গ্রাহ্য হচ্ছে না বুঝি! তা হ'লে টেনে তুলব বলছি।

মুক্তি। (উঠিয়া) কি আপদ্! আমি ঘুমুচ্ছি —তুই আমাকে জ্বালাতন করতে এলি কেন বল্ দেখি? আমি বে করব না—

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

দেখ দেখি মা—আমি ঘুমুচ্ছি—ও কোথা থেকে আমাকে জ্বালাতন কর্‌তে এল। সকাল বেলা— মুখ ধুই নি—চোখ মুছি নি—ঘুম ভাঙে নি—বলে —"ওঠ,—বে কর্!"

জয়ন্তী। হাঁ মা! বে কর্‌তে হবে। চঞ্চল যেখানে যেতে বলবে, সেখানে যা—যা করতে বলবে, তাই কর—

[প্রস্থান।

মুক্তি। তা হ'লে ওঠ্—কোথায় যেতে হবে শীগ্‌গির চল্—আমার আর দেরি সয় না।

চঞ্চল। কোথাও যেতে হবে না—এইখানেই থাক্—হৃদয়সিংহাসন পেতে রাখ। যে পথিককে এখানে আসতে দেখবি—সে বড় পথশ্রমে ক্লান্ত—

যুক্তি। বেশ, ঠাণ্ডা যুক্তিতে আসে, হাতে ধ'রে সিংহাসনে বসাব—আর তেণ্ডাই মেণ্ডাই করে ত সিংহাসন চাপা দেব।

চঞ্চল। তা যা খুসী করিস্—কিন্তু বে করতেই হবে।

যুক্তি। এ ত কম বিপদ নয়! কোথাকার কে, কখন দেখলুম না, লোক কেমন বুঝলুম না, তাকে একেবারে বে করতে হবে?

গীত।

ছিলাম আপন নিয়ে।
গগনপানে চেয়ে চেয়ে ভুল-শয়নে শুয়ে॥
তারকার সঙ্গে মিশে, রঙ্গে গেছি উধাও ভেসে,
শূন্য প্রাণে শূন্য পরাণ দিয়ে।
নীলগগনে সোনার হাসি, ভেবেছি ধরব শশী,
সকাল হ'ল ঘুম ভাঙ্গিল,
শুনি ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে॥

আর ভেবে কি হবে, মায়ের আদেশ। কই গো, পথিক ঠাকুর! কোথায় তুমি? ঐ কি পথিক? পথিক! সুন্দর পথিক! এ সুন্দরের দাসীর অভাব কি? (অন্তরালে গমন)

রঞ্জন। কই, কে কথা কইলে?—কিসের শব্দ হ'ল! কে নিশ্বাস ফেল্‌লে? সখা! তুমি? না, এখানে সখা কোথায়? এ যে আমার অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি! এ যে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে প্রকৃতির প্রতিনিশ্বাস! আমার দুঃখে প্রকৃতির প্রাণ কেঁদে উঠল, আর সে হতভাগার প্রাণে একটুও আঘাত লাগলো না? দূর ছাই, আর তার নামও মনে আনব না।—বলছি ত, পারছি কই? তার রূপ ক্রমে ক্রমে যে আমার প্রাণ ভেঙে এল—হাত অবশ হ'তে চল্ল! ভাই প্রমোদ! দেখা আমায় রক্ষা কর! একদণ্ড তোর অদর্শনে এই পরিণাম, এই হতভাগ্য জীবনে এখনও আমায় বহু দণ্ড অতিক্রম করতে হবে? শেষে পাগল হব? ভাই প্রমোদ! দয়া ক'রে দেখা না, আর কোথায় তার সন্ধান পাব? তবে কেন—আর এ অসার জীবনে ফল কি? এ ভবযন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দাও।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। প্রভু, আমায় কি ডাকছিলেন?

রঞ্জন। এ কি! এ কি সুন্দর মূর্ত্তি!

যুক্তি। প্রভু, দাসীকে কি স্মরণ করেছিলেন?

রঞ্জন। প্রমোদ! প্রমোদ! সখা!—এইবারেই বুঝি তোমার অনুসন্ধানের শেষ। (উপবেশন)

যুক্তি। দাসীকে এতদিন ফেলে কোথায় ছিলেন?

রঞ্জন। আজ্ঞে মাতৃগর্ভে—আপনার বিরহে কাতর হয়ে এত কাল সেই স্থানেই আশ্রয় নিয়েছিলেম।

যুক্তি। আপনাকে কত খুঁজেছি—কত ডেকেছি।

রঞ্জন। আজ্ঞে শুনব কোথা থেকে?—সেখানে চোখ কান বুজে পড়েছিলুম। তার পর প্রমোদিনী, তুমি কে? প্রমোদকে খুঁজতে কোথা থেকে প্রমোদিনী বেরিয়ে পড়্‌লে?

যুক্তি। আমি আপনার দাসী।

রঞ্জন। তা ত বুঝেছি, কিন্তু নিবাস?

যুক্তি। আপনার চরণতল।

রঞ্জন। সাক্ষী?

যুক্তি। সাক্ষী—নিজের মন।

রঞ্জন। আমি আমার মনকে বিশ্বাস করি না। আমার মন বলছে, তোমার সখা অতি ভদ্র; কিন্তু আমি দেখছি, সে অতি নরাধম।

যুক্তি। তা হ'লে মনটা আমায় দিয়ে দিন, আমি তারে ঠিক ক'রে নেব।

রঞ্জন। তা হ'লে আমার সখাকে আর খুঁজতে দিচ্ছ না?

যুক্তি। আর কিছুক্ষণ খুঁজলে আপনার জীবন থাকবে না। আপনি ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত; সখ থাকে, দেহে বলসঞ্চার ক'রে অনুসন্ধান করুন।

রঞ্জন। অনুসন্ধান?—তোমায় দেখেই ত হাত-পা অসাড়। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যখন হাত-পা গুটিয়ে পেটের ভেতর ঢুকবে, তখন?

যুক্তি। তখন আপনাকে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে দেব। মন প্রাণ সব সখার উদ্দেশে ছেড়ে দেবেন।

রঞ্জন। আরে আরে মধুভাষিণী শুভাকাঙ্ক্ষিণী দাসীরূপিণী মনোমোহিনী মায়ী! এতকাল কোন্ চুলোয় ছিলি? একটু আগে আস্‌তে পার্‌লে যে সখাকে শুদ্ধ গ্রাস কর্‌তে পার্‌তিস্!

মুক্তি। আরে আরে মধুভাষী সদা-উদাসী চিরপ্রবাসী মিন্‌সে! আমি কি দ্বিচারিণী?—নাও, আর সময় নষ্ট ক'রো না, চল।

রঞ্জন। তা হ'লে সত্য সত্যই এইখান থেকেই আমার লীলা সাঙ্গ হ'ল?

মুক্তি। হ'ল বই কি! নাও, আর দেরী করো না, চল।

রঞ্জন। এখন নয়, এখন নয়! আগে ঘাড়ের বোঝাটা ফেলে আসি। এক বুড়ীর বোঝা আমি মাথায় করেছি—ঐ! আমার মাথার বোঝা কোথা গেল?

মুক্তি। যখন বোঝা ছিলুম, তখন অম্লানবদনে মাথায় ক'রে ছিলে, আর যেই মুক্তি ধরলুম, অমনি ফেলে দিচ্ছ। ছি ছি! তুমি কি রকম মানুষ?

রঞ্জন। সত্যি সত্যি, মাথার বোঝা কি হ'ল? অন্যমনে কি ফেলে দিলুম? বোঝা কি হ'ল? ওরে পাষণ্ড নরাধম সখা! তোর জন্য আমার মনুষ্যত্বও কি লোপ পেলে? পরের বোঝা মাথায় নিলুম। তোর জন্য ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কে ফেলে দিলুম!

মুক্তি। ভাবতে লাগ্‌লে কেন—আত্মহত্যা কর্‌তে বস্‌লে কেন? অনাহারে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

রঞ্জন। আরে মর, আমি যে একটা বোঝা মাথায় করেছিলুম।

মুক্তি। আরে গেল, আমি যে তাই থেকে গজিয়ে উঠলুম।

রঞ্জন। আচ্ছা চল্—একটু জল খেয়ে আসি। তারপর—আরে মর, কাজটা যে অন্যায় হচ্ছে!

মুক্তি। আরে গেল—তুমি যে সর্‌ষে ফুল দেখছ!

রঞ্জন। না, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

মুক্তি। তবে থাক—আমি আর দাঁড়াতে পারি না! ওঠ ত শীগ্‌গির ওঠ।

রঞ্জন। এ যে ভারী অন্যায় কথা। দেখ ভাই, তুমি দাসী হ'য়ে আপনাকে পেশ কর্‌লে, আর দুটো চারটে কথা কয়েই মনিব হ'য়ে হুকুম চালাতে সুরু কর্‌লে?

মুক্তি। তবে কি কর্‌তে বল?

রঞ্জন। প্রথম দর্শনে এতটা করা দেখতে শুনতে খারাপ, বুঝ্‌লে?

মুক্তি। প্রথম দর্শনে এতটা যদি না হয়, তা হ'লে আর কখন হ'ল না, বুঝলে?

রঞ্জন। এত জোর কিসে? তোমার কাছে আমার সখা আছে?

মুক্তি। সখা ধরবার ফাঁদ আছে।—নাও চল—তোমার লজ্জা কর্‌ছে বুঝতে পাচ্ছি।

রঞ্জন। ভারী লজ্জা কর্‌ছে। ও ভাই নাম জানি না, আমি যে লজ্জায় কথা কইতে পার্‌ছি না।

মুক্তি। তবে এস তোমার হাত ধ'রে নিয়ে যাই।

রঞ্জন। ওগো! আমার কি হ'ল গো? কে কোথায় আছ দেখ না—আমি যে সুড় সুড় ক'রে চল্‌তে আরম্ভ ক'রলুম?

মুক্তি। সংসার ত্যাগ ক'রে হিমালয়ে যোগ শিখতে এসেছ না?

রঞ্জন। এসেছিলুম ত—কিন্তু এ যে ভগ্নাংশ, লঘুকরণ, চক্রবৃদ্ধি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। ওগো! কে কোথায় আছ, আমায় ধ'রে রাখ না গো! ওগো আমার মতন যে অনেক জানোয়ার আছে, তবে আমায় বেছে বেছে ধর্‌লে কেন?

(মুক্তির গীত)

আমার মনটি করিয়া চুরী,
আমার প্রাণটি করিয়া চুরী,
এই আসি ব'লে, গিয়েছিলে চ'লে
এতদিন এলে ফিরি গো—
এতদিনে এলে ফিরি।
কত নিশি গেছে কত দিন,
কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বার মাস কত যুগযুগান্তর অতীতে পড়েছে ঢলি,
কত মরু গেছে কত সাগরে,
কত সাগরে শুকাল বারি,
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো,
গ'লে গেছে কত গিরি।
সারা জীবনের সাধে রচেছি ডোর,
কোথা যাবে মোর সকল-চোর?
ধরেছি যখন, বেঁধেছি তখন,
আর কি ছাড়িতে পারি গো—
আর কি ছাড়িতে পারি

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

তৃণভার লইয়া চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রবেশ ও পথিপার্শ্বে ভার রক্ষা।

চঞ্চল। কি রে পাগলি! তোর নাগর কতদূর এলো?

চঞ্চলা। সে খবরে তোর দরকার কি?

চঞ্চল। এখনও বল্—সঙ্গ নিই।

চঞ্চলা। তুই যা কর্‌ছিস্, তাই কর। নিজের চরকায় তেল দে।

চঞ্চল। আমি চরকা গোমুখীর জলে ফেলে দিয়েছি।

চঞ্চলা। বলিস্ কি?

চঞ্চল। চর্‌কা ফেলে লাঠী ধরেছি—

চঞ্চলা। বলিস্ কি?

চঞ্চল। (মুখ বিকৃত করিয়া) বলিস্ কি? তাই ত বল্‌ছি—আবার কত বার বল্‌ব? দেখগে যা, সে এখন মুক্তির পাছু পাছু ঘুর্‌ছে। এখন লাঠি দিয়ে তাড়া দিলেও নড়ে না।

চঞ্চলা। বলিস্ কি?

চঞ্চল। না, পাগলি ক্ষেপে গেছে। এখন তোর কতদূর?

চঞ্চলা। (হাস্য)

চঞ্চল। আরে মর্—

চঞ্চলা। (হাস্য)

চঞ্চল। য্যা—য্যা—এ যে কাহিল করলে!—

চঞ্চলা। আমার তিনি—(হাস্য) হৃষীকেশ। বলে হৃষীকেশ! বলে হৃদয়ের হৃষীকেশ! তোমার হৃদয়ে আমি চলা ফেরা কর্‌ছি।

চঞ্চল। বলিস্ কি, আমার হৃষীকেশ যে পেঁচ-পেঁচ ক'রে উঠছে!

চঞ্চলা। আর আমার হৃষীকেশ কেবল আমাকে নাচিয়ে তুল্‌ছে! (হাস্য) আরে গেল, কম, স্পর্দ্ধার কথা নয়! বলে হৃষাকেশ, নিজের দোষে ...ত্রের পাকে পাকে ছট্ ফট্ কর্‌ছে, যেতেও পাচ্ছে না—দাঁড়াতেও পার্‌ছে না। অথচ কথায় ...র বলা হচ্ছে হৃষীকেশ!

চঞ্চল। সত্যি, সত্যি, ব্যাপারখানা কি দেখি? তাকে আন্‌তে পার্‌লি নি?

চঞ্চলা। এই যে বল্লুম। যতই তাকে টান মারি, ততই বলে—হৃষা হৃষীকেশ! আমার হাসি পায়। হাস্‌তে হাস্‌তে তাই দড়ীটে আল্‌গা হ'য়ে যায়। আর সেও অমনি মার টেনে ছুট। রঞ্জনকে ধ'রে বড়াই করছিস। তাকে ধরা ত তুড়ীর কাজ। পড়তিস এই পাগলটার পাল্লায়, তা হ'লে টের পেতিস্।

চঞ্চল। চুপ চুপ—হৃষীকেশের দল আস্‌ছে।

চঞ্চলা। আবার হৃষীকেশ কে রে?

চঞ্চল। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? ওই যে সব পুণ্যাত্মারা। ওঁরা সব কেদারেশ্বরের তীর্থ ক'রে আস্‌ছেন। একটু আড়ালে যাই চল্ না। যা, ওঁদের পুণ্যির জোর কেমন ক'রে মাপে দেখ না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। ঘাসের বোঝা কোথায় রাখ্‌লি?

চঞ্চল। ঐ—

জয়ন্তী। তবে যা, তোরা চ'লে যা।

[চঞ্চল ও চঞ্চলার প্রস্থান।

(পথিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম প। কি ভ্রম, কি ভ্রম!—মানুষের কি ভ্রম! মন পবিত্র হ'ল না, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নিরাকার প্রেমময়ের চরণে মতি হ'ল না, চিত্তের স্বাধীনতা নাই, সাম্য-মৈত্রী ভাব নাই—শুধু পার্ব্বত্য তীর্থদর্শনে আত্মার উদ্ধার হবে? কি ভ্রম, কি ভ্রম!

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না।

১ম প। এই যে সুন্দর হিমালয় সুন্দর তরুলতা মাথায় ল'য়ে করুণাময় পরমেশ্বরের অনন্ত প্রেমের সাক্ষ্য দিচ্ছে, দয়াময়ের অপার মহিমায় ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গ চিরতুষারাচ্ছন্ন রয়েছে, এই সব দেখ, ভগবৎপ্রেমে প্রাণ পূরে যাবে!

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না।

১ম প। ঐ সকল বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে খাও, প্রাণে ভক্তি আস্‌বে। ঐ সব ফুল নিয়ে নাকে ধর, ভাবের লহর উঠ্‌বে। লগুড়াঘাতে ঐ তুষার ভঙ্গ ক'রে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিয়ে গিয়ে একটু গালে একটু মাথায় দাও, হৃদয়ে প্রেমের জমাট বেঁধে যাবে।

২য় প। এ আমাদের দেশের লোক বুঝ্‌লে না।

১ম প। প্রেমময়কে স্মরণ করতে হ'লে আগে তাঁর করুণা বোঝা চাই, পুষ্টিকর আহারে ক্ষুধার দমন চাই, সুমিষ্ট পানীয়ে তৃষ্ণার দূরীকরণ চাই, মনের মত বিহার চাই। এই সকল কাজ ভক্তি-সহকারে করতে পারলেই ঈশ্বর-জ্ঞান আপনি আসে, নতুবা ঈশ্বর-জ্ঞানের কি আর হাত-পা আছে?

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না!

১ম প। আর ভাই-ভগ্নি সকলে মিলে রসালাপে, উত্তপ্ত বক্তৃতায়, সুশীতল গানে আত্মার দৌতি চাই; তা না ক'রে তীর্থনামে পাপের আগারগুলোতে, একটা সসীম প্রস্তরখণ্ডে সেই অনন্ত অসীম প্রেম-ময় নির্ণয় ক'রে অর্থের অপব্যয়ে কি উদ্ধার আছে?

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না!

১ম প। একটা ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্রকে একমুষ্টি অন্ন দেবার যা ফল, একটা ভারপ্রপীড়িতের ভার ধারণে যে ফল, ভারতের সমস্ত তীর্থের সমস্ত মাটী-গুলোর গায়ে শতবৎসর ধ'রে অর্থ ঢাল্‌লেও তার শতাংশের একাংশও ফল পাওয়া যায় না। শান্তি চাও, মানুষ হও,—সর্ব্বভূতে দয়া কর, চিত্ত শুদ্ধ কর, অভিমান গর্ব্ব ত্যাগ কর—ঈশ্বরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর।

২য় প। এ আমাদের পোড়া দেশের লোক বুঝ্‌লে না! আপনি মহাপুরুষ।

১ম প। হাঃ হাঃ—আমি দীন, অতি দীন, অতি দীনের অত্যন্ত দীন। ঐ যে একটি দীনা-হীনা গলিতবসনা, পলিতকেশা, গলিতবেশা বৃদ্ধাকে দেখেছ, আমি ও হ'তেও দীন। ওর ভৃত্য থাকলে তা হ'তেও দীন—ওর ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য হ'তেও দীন—বর্গ দীন, ঘন দীন।

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

২য় প। ওগো বাছা, মানুষ চাচ্ছিস্?

জয়ন্তী। হাঁ বাছা!—

২য় প। মানুষ চা'স্ ত একে নে। এমন মানুষ আর পাবি না।

১ম প। চল হে ভাই, বেলা গেল, ব্রহ্মোপাসনার সময় হ'ল।

২য় প। বুড়ী কি বলে একবার শুনুন না?

১ম প। ও আর কি মাথামুণ্ডু বলবে, ভিক্ষা চায়! ভিক্ষা আমি দিতে পারি না। ভিক্ষা, ভিক্ষা, ভিক্ষা—আমাদের হতভাগ্য ভারত যে অবধি ভিক্ষা শিক্ষা করেছে, সেই অবধি দারিদ্র্যের খরস্রোতে স'া স'া ক'রে ভেসে যাচ্ছে। ভিক্ষায় অলসতার বৃদ্ধি, অলসতায় মহাপাপ—আমি পাপের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

জয়ন্তী। ভিক্ষে নয় বাবা, ঘাস্।

১ম প। ঘাস কি?

জয়ন্তী। এই বাবা গোরুর জন্যে ঘাস কেটে বোঝা বেঁধেছি—বুড়ো মানুষ, তুলতে পারছি না।

১ম প। তা আমরা কি করব?

জয়ন্তী। তুলে আমার বাড়ীতে দিয়ে আসবে।

২য় প। যাই—আমার আবার রেঁধেবেড়ে খাবার বন্দোবস্ত দেখ্‌তে হবে।

জয়ন্তী। না বাবা, আমার একটা উপায় ক'রে যাও।

২য় প। এই বাবুকে ধর, বাবু বড় দয়ালু; আমরা গরীব মানুষ, নিজের বোঝাই বইতে পারি না—আবার পরের বোঝা!

১ম প। আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তী। ও বাবা, দেরী সইবে না বাবা!

১ম প। তবে কি আমি তুল্‌ব?

জয়ন্তী। দয়া ক'রে বাবা!

১ম প। কি বল্লি? আমি তোর বোঝা বইব? এ কথা বল্‌তে তোর সাহস হ'ল?

২য় প। কেন, আপনি ত বল্লেন আমি দীন।

১ম প। মুখে বল্লুম ব'লে কি যথার্থই আমি দীন? ও বেটীর মত দু'দশটা চাকরাণী আমার বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে, আমি দীন? ওর বাপ, না হ'ক ওর ঠাকুরদাদা, না হ'ক ওর চৌদ্দপুরুষের যে কেউ এক জন, আমার বাড়ী হয় চাকরী, না হয় উমেদারী, না হয় ভিক্ষে, কিছু না কিছু একটা করেছে, আমি দীন?

জয়ন্তী। পারবে না বাবা?

১ম প। প্রেমময়কে ভুলতে হয় সে-ও স্বীকার, তবু তোর কিছু করব না।

জয়ন্তী। দে রামা, একটি মানুষ দে! (বিকট মুখভঙ্গী)

২য় প। ওরে বাবা রে।

১ম প। কি হ'ল কি হ'ল?

২য় প। এর গালের ভেতরে একটা মানুষ!

১ম প। সে কি! অসম্ভব—অসম্ভব—কোন কেতাবে ত এ রকমটা লিখছে না?

২য় প। আর লিখছে না। আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লেম—এক গাদা চুল শুদ্ধ—এত বড়—এত বড় দাঁত শুদ্ধ—এত বড় মাথা।

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

২য় প। ওরে বাবা রে, খেলে রে!—জয় রাম!

[প্রস্থান।

১ম প। দেখ ভদ্রে, আমি তোমায় রহস্য করছিলেম।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

১ম প। ওরে বাবা রে, কি করলেম রে—আমার উপর যে ভারতের আশা আছে রে।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

১ম প। ও বাবা, আবার ব্রহ্মাণ্ড দেখায় যে! জয় রাম!

[প্রস্থান।

(তৃতীয় ও চতুর্থ পথিকের প্রবেশ)

৩য় প। শান্ত, দান্ত, মধুর—এই তিন ভাব নিয়ে বৈষ্ণব। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ! চিনি যদি না খেতে পেলুম, তা হ'লে আর মজাটা কি? চিনি হ'য়ে লাভ কি? মধুরভাব যার নাই, সে কি মানুষ? শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ!

৪র্থ প। আচ্ছা আমার কি ভাব আছে?

৩য় প। খুব শান্তভাবের লক্ষণ আছে। দিন-কতক বৈষ্ণব-সেবা করলেই দাস্যভাব আসবে। আর গৌরাঙ্গের কৃপা হ'লেই দাস্যভাবটা পেকে মধুরভাবে এসে দাঁড়াবে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ।

৪র্থ প। আচ্ছা, এই স্ত্রীলোকটির মধুরভাব আছে?

৩য় প। না পরীক্ষা করলে বলব কি ক'রে—এই এঁর কথা বলছ? এত বুড়ীতে মধুরভাব থাকবার কথা প্রভু ত বলছেন না।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৩য় প। কি গো বাছা, মানুষ খুঁজছিস্?

জয়ন্তী। হাঁ বাছা।

৪র্থ প। মানুষে কি হবে?

জয়ন্তী। মানুষে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

৩য় প। মানুষে কার না প্রয়োজন? কিন্তু বাছা মানুষ মেলা বে বড়ই দুর্ঘট। শ্রীগৌরাঙ্গ!

জয়ন্তী। তাই ত দেখছি।

৩য় প। আপনার আছে কে?

জয়ন্তী। কি বলব?

৩য় প। বাবাজী?

জয়ন্তী। নেই।

৩য় প। তিনি দেহরক্ষা করেছেন? করেছেন, ভালই করেছেন। যত শীঘ্র গৌরের চরণে আশ্রয় নেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। শ্রীগৌরাঙ্গ!—মায়ের মেয়ে-টেয়ে কি আছে?

জয়ন্তী। একটি মেয়ে আছে।

৩য় প। তা হ'লে ত বিলক্ষণই মধুররস আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ! শ্রীগৌরাঙ্গ!

(গীত)

যে দেশে গিয়েছে গৌর সেই দেশেতে যাব রে,
সোনার গৌরাঙ্গ আমার কোথায় গেলে পাব রে॥
ম'লেম গৌর অনুরাগে, দংশিল গৌরাঙ্গ-নাগে,
বিষে অঙ্গ জরজর কখন ঢ'লে পড়ি রে॥

৩য় প। তা হ'লে মাইজীর আখড়াটা কোথায়? শ্রীগৌরাঙ্গ! শ্রীগৌরাঙ্গ!

জয়ন্তী। আখড়া আর কোথায় পাব বাবা?

৩য় প। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মনে করলে এক-দিনেই হবে।

জয়ন্তী। তা হ'লে আমার ঘাসের বোঝাটা ঘাড়ে নাও।

৩য় প। হাঃ. হাঃ শ্রীগৌরাঙ্গ! শ্রীগৌরাঙ্গ! ঘাস আর নিতে হবে না মাইজী, তোর এই ছেলের হরিনামের গুণে তোর আখড়া হ'তেই ঘাস আপনা আপনি গজিয়ে উঠবে।

গীত।

হরিনামের গুণে গহন-বনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরিনামের তুল্য অমূল্য ধন কি আর আছে,
সংসারে?

জয়ন্তী। (বিকট স্বরে) দে রামা, মানুষ দে।

৩য় ও ৪র্থ প। ওরে বাবা রে! এ কি!

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৪র্থ প। ওরে বাবা রে, খেলে রে।

৩য় প। পুতনে পুতনে! আমি—রক্ষা কর গৌরচন্দ্র!

(৩য় ও ৪র্থের পলায়ন ও জয়ন্তীর অনুসরণ)

(পঞ্চম পথিকের সহিত জয়ন্তীর পুনঃপ্রবেশ।)

জয়ন্তী। দে বামা, মানুষ দে।

৫ম প। দোহাই মা গন্ধেশ্বরি, আমি মানুষ নই—গোরু! পাঁচ ইয়ারে ছিঁড়ে খায়। পৈতৃক বিষয়রূপ ভাগাড়ে যখন প'ড়ে থাকি, তখন কত শিয়াল-কুকুরে যে আমাকে উচ্ছিষ্ট করে, তার সংখ্যা নেই। এখন আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে ম'রে গো-ভূত হ'য়ে বেড়াচ্ছি। হিন্দুর দেবতা মা, আমার উপর লোভ ক'রো না।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

৫ম প। হাম্বা, হাম্বা! (পলায়ন ও জয়ন্তীর অনুসরণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কানন-প্রান্ত।

চঞ্চল ও চঞ্চলা।

চঞ্চল। দেখ্‌লি—তুই এতক্ষণ ধ'রে কেবল ভেরাণ্ডা ভাজলি, আমি আমার নাগরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরপাক খাইয়ে একটু পায়চারী কর্‌তে এলেম।

চঞ্চলা। তোর ভারি ক্ষমতা!

চঞ্চল। তা ছাই এখনও বুঝতে পারলি নি?

চঞ্চলা। সে আর বোঝবার দরকার করে না।

চঞ্চল। শোন্, যখন দেখবি রাজকুমার তোর সূত্রে ছেঁড়ে ছেঁড়ে হ'ল—তখন আমায় স্মরণ করিস্, আমি তোকে বেড়াপাকে জড়িয়ে ধ'রে নিয়ে আসবো।

চঞ্চলা। আমার আকর্ষণ মায়ার আকর্ষণ। তুই কি বুঝবি পাগল? যে আমায় সৃজন ক'রেছে, সে-ও মর্ত্ত্যে এসে আমার ভয়ে অস্থির হয়।

চঞ্চল। বলিস্ কি! আমার যে কাঁপুনি এল।

চঞ্চলা। আসবে না, তুই ত একটা চোখের পালটের ওয়াস্তা।

চঞ্চল। খুড়ী, হাসি হাসি—

চঞ্চলা। দেখ্ আমায় রাগাস নি, মারা যাবি।

চঞ্চল। দেখ্ আমায় হাসাস নি, পেটে খিল ধরবে।

চঞ্চলা। তুই ক্ষুদ্র প্রাণী, সংসারে তোর কেউ নেই বলে দয়া ক'রে তোরে ছায়ায় রেখেছি।

চঞ্চল। আর ব্রহ্মাণ্ড পেটে পুরে না কি আমার মুখোমুখি—মুখশুদ্ধি করবার জায়গা নেই, তাই শুধু মনটির ওপর তোকে অতি সন্তর্পণে রেখেছি!—ওই দেখ্ রঞ্জন যুক্তির পেছন পেছন এখনও ঘুরছে। কিন্তু তোর প্রমোদ কই?

চঞ্চলা। এইবারে আমি তাকে বেঁধে আন্‌বোই আনবো!

[উভয়ের প্রস্থান।

(যুক্তি ও রঞ্জনের প্রবেশ)

যুক্তি। এই ফল রেখেছি, খাও—আমি ততক্ষণ জল আনি। খেয়ে একটু বল ক'রে বৃদ্ধার ভার মাথায় কর। তুমি যখন আমার মাথার মণি হ'লে, তখন তোমাকে দীপ্তিহীন রাখব কেন? তোমায় অ-মানুষ বলবে, এ আমি কেমন ক'রে সহ্য করব? —এই নাও ফল—আমি জল আনি!

রঞ্জন। বড় পিপাসা, জল আন। ভাল, ও মোট না মাথায় কর্‌লে কি চলবেই না?

যুক্তি। কিছুতেই না। কেমন ক'রে চলবে? পরের ভার মাথায় করতে না শিখলে ত মানুষ কি!

রঞ্জন। দেখ, ও মোট থাক্, তার চেয়ে তুমি আমার কাঁধে ওঠ, আমি বুড়ীকে দেখাই যে, আমি পৃথিবীর ভার ধরতে পারি। তা হ'লেও কি মানুষ হয় না?

যুক্তি। নাও, ব'সো পাগলামী ক'রো না। (প্রস্থানোদ্যত)

রঞ্জন। আর দেখ—

যুক্তি। আবার কেন?

রঞ্জন। এ মানুষ কি না হ'লে চলবেই না?

যুক্তি। না, কিছুতেই না। আমি সখীদের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?

রঞ্জন। ভাল ভাল, তবে যাও।—আচ্ছা দেখ—

যুক্তি। আবার কি দেখব?

রঞ্জন। তা হ'লে আর খাবার কিছু প্রয়োজন নেই, চল আগেই বোঝাটা মাথায় ক'রে রেখে আসি।

মুক্তি। না, সেটি কোন মতেই হ'তে পারে না।—দুর্ব্বল শরীর। মাথায় ক'রে আবার ফেলে দেবে, আর লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট করতে হবে।

[মুক্তির প্রস্থান।

রঞ্জন। আহা! কি সুন্দর ফল! কি সুন্দর ক্ষুধা! কি সুন্দর হাত থেকে প্রাপ্তি!—কিন্তু কি সুন্দর আমার পরিণাম! আমার সখা অনাহারে বনে বনে ঘুরতে লাগ্‌ল, আর আমি এখানে আহারের সুন্দর ব্যবস্থা করছি! না খেয়ে শুকিয়ে ম'লেও যে কারও কাছে হাত পাতে না, আমি মুখে তুলে না দিলে যার খাওয়া হ'ত না—আমার সেই সখাকে এ ফল নিবেদন না ক'রে আমি খাচ্ছি! তা হ'লে পাত্র সুদ্ধ, এই দূর হও।

(দূরে ফল নিক্ষেপ)।

(মুক্তির পুনঃ প্রবেশ)

মুক্তি। কি করলে, ফল খেলে?

রঞ্জন। গহ্বর খেয়েছে।

মুক্তি। সে কি?

রঞ্জন। দেখ, এ কাজটা বড় সুবিধে হ'চ্ছে না।

মুক্তি। আবার সুবিধে হচ্ছে না কেন?

রঞ্জন। না, এ কাজ কিছুতেই সুবিধে হচ্ছে না।

মুক্তি। আবার মাথা বিগড়াল কেন?

রঞ্জন। না, এ কাজ কোন মতেই সুবিধে হচ্ছে না।

মুক্তি। আরে গেল হ'ল কি? আচ্ছা চল, ঘাড় বোঝা তুলতে হবে না।

রঞ্জন। এই যে চলছি। শয়নে পদ্মনাভ, স্বপনে পদ্মনাভ। (শয়ন)

মুক্তি। ওকি, শুলে কেন? ওগো শুলে কেন? তোমার কি অসুখ করছে?

রঞ্জন। বেজায়—মারাত্মক।

মুক্তি। সে কি? কখন হ'ল?

রঞ্জন। তোমাকে দেখে অবধি। (নিদ্রার ভিনয়)

মুক্তি। ও কি করছ?

রঞ্জন। থাম থাম—আমি দেহরক্ষা করছি।

মুক্তি। তা হ'লে আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?

রঞ্জন। কই, যাবার গতিক ত দেখ্‌ছি না।

মুক্তি। দেখ, যাবে কি না যাবে একেবারে

রঞ্জন। দেখ, চোখ রাঙিওনা, আমি ভেব্‌রে যাব।

মুক্তি। বেশ—হুকুম কর, আমি চ'লে যাই।

রঞ্জন। বল কি, প্রথম দর্শনেই এত বশ মেনেছ?

মুক্তি। হাঁ প্রভু! বুঝতে পারছ না?

রঞ্জন। না প্রভুনি! পারলেম না?

মুক্তি। কি জ'লা! তুমি কি রকম মানুষ!

রঞ্জন। মানুষ আর রাখলি কই, বানরের অধম করলি। সখাকেও খুঁজতে দিলি নি, লোকের একটা উপকারও করতে দিলি নি।

মুক্তি। চোপ রও, সে কি আমি?

রঞ্জন। দেখ, তোমার রাগটা বড় মন্দ লাগছে না।

মুক্তি। আরে রাম বল, এ তো একটা বদ্ধ পাগল।

রঞ্জন। টিটকারীটে একটু একটু মিষ্টি লাগছে।

মুক্তি। আর এটা? (কর্ণ ধারণ)

রঞ্জন। আহা আহা। মধু, মধু।

মুক্তি। তোমার মতলবটা কি বল ত?

রঞ্জন। ভয়ে কব, কি নির্ভয়ে কব?

মুক্তি। নির্ভয়ে কও।

রঞ্জন। তবে শোন—মন দিয়ে শোন। দেখ, সখার জন্য আমি পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিলেম।

মুক্তি। তাও ত বুঝেছি, আর একটু হ'লেই ভীষণ গহ্বরে পড়েছিলে।

রঞ্জন। মনের দুঃখে মরতে যাচ্ছি, এমন সময়ে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে অতুল রূপরাশির প্রলোভন নিয়ে কোথা হ'তে এক আনন্দময়ী ফুটে উঠল।

মুক্তি। তার পর?

রঞ্জন। তার পর সে আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার কতকগুলো রহস্যের প্রেমালাপ হ'ল।

মুক্তি। তার পর?

রঞ্জন। তার পর আনন্দময়ী আমাকে একটু মধুর রকমের টান দিলেন।

মুক্তি। আনন্দময়ীর আর কাজ কি! পথশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত, বিয়োগ-কাতর—এদের সান্ত্বনা দিতেই না তার দেহধারণ! তার পর তুমি কি করলে?

রঞ্জন। আমি টানটা সইলুম।

মুক্তি। কেন?

রঞ্জন। জানি আমি, আনন্দময়ীকে একটু বেগ পেতে হবে।

মুক্তি। কেন?

রঞ্জন। জানি আমি সখা ভিন্ন এ জগতে আর কারও নই! সুতরাং আনন্দময়ী টান দিয়ে আর আমার কি অনিষ্ট কর্‌বে?

মুক্তি। বেশ।

রঞ্জন। আর এটাও বেশ জানি যে, আমার মতন জাঁকজমকবিশিষ্ট পুরুষ দেখলে কত গোমড়া-মুখী আনন্দময়ী হয়।

মুক্তি। শুনে সন্তুষ্ট হলুম।

রঞ্জন। আর ইচ্ছা করলেই অমনধারা দু'দশটা—হাজারটা—লাখোটা—আর কত বল্‌ব—এই এতটা আনন্দময়ীর পাণিগ্রহণ করতে পারি।

মুক্তি। বহুত আচ্ছা।

রঞ্জন। তার পর, একটি চক্ষের পলক না পড়তে পড়তে ঐ ঝাঁককে ঝাঁক আনন্দময়ীকে বিরহানলে ঝপাঝপ ফেলে দিতে পারি।

মুক্তি। তার পর?

রঞ্জন। এই মনে করে আমি আনন্দময়ীর সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম। চলতে চলতে দেখি না, আনন্দময়ী বিষাদময়ী হ'ল। বিষাদময়ী হ'লেন কিনা রোদনময়ী; রোদনময়ী দেখতে দেখতে জলময়ী, আর যেমন জলময়ী অমনি তরতর ক'রে সেই জলের স্রোত পাহাড় ভেদ ক'রে ছুটে গেল!

মুক্তি। আর তুমি কি হ'লে?—

রঞ্জন। আমি হয়ে গেলেম ভেবাচাকাময়, সখার অদর্শনে প্রাণটা জলছিল, সেই শীতল জলাধার দেখে বার কতক হেঁকচ পেঁকচ ক'রে উঠল; তার পর খ্যাঁচ ক'রে একটান, আর পড়াং ক'রে ছেঁড়া, যেমন ছেঁড়া অমনি পড়া। দেখতে দেখতে প্রাণ যে কোথায় ভেসে গেল, তার ঠিকানা পাচ্ছি না।

মুক্তি। এখন?

রঞ্জন। এখন আমার সব যায়—আমার সখা যায়, মনুষ্যত্ব লোপ পায়। আমি নিজের শক্তি বুঝতে পারি নি। আনন্দময়ি! রহস্য ক'র্‌তে গিয়ে আজ আমি সর্ব্বস্ব তোমায় সমর্পণ ক'রে বসেছি।

মুক্তি। তোমার কেউ যায় নি, কিছুই যায় নি,—তুমি ওঠ।

রঞ্জন। সত্যি?

মুক্তি। দেবতার সাক্ষাতে কি মিছে কথা কইছি? হৃদয়েশ্বর! তোমার সব আছে! তোমার সামগ্রী অটুট অব্যয়—সে কি নষ্ট হয়?

রঞ্জন। আর এমন হৃদয়েশ্বরীর পায়ে যথা-সর্ব্বস্ব ঢালতে মন কখন নারাজ হয়? এই নাও আমার যথা—আর এই নাও আমার সর্ব্বস্ব। মুক্তি, মুক্তি! তোমার চরণে আজ আমি আত্ম-সমর্পণ করলুম। তুমিই আমাকে রক্ষা কর।

(মুক্তির চরণে উষ্ণীষ ও উপঢৌকন দান)

(গিরিবালাগণের প্রবেশ)

গীত।

এস প্রীতির নাগর সুন্দর।
এস রমণীয়, এস কমনীয়,
এস মধুর মধুর নরবর॥
এস ফুল্লকুসুম সাজে,
আদর সোহাগ, নব অনুরাগ,
চির-আকিঞ্চন মাঝে।
এস পিপাসুলোচন প্রিয় ছবি,
নব প্রভাতের রাঙা রবি—
এস হেমবরণী মধু-যামিনীর শুধু মধু-ভরা শশধর॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

বন্যবালকগণ।

গীত।

(ভাই) আর কেন মিছে ছল।
তুমি আপনার কাছে আপনি হেরেছ
কার পরে কর বল॥
আপনা হারায়ে খুঁজে না পাও,
যারে দেখ তারে চোখ-রাঙাও,
বনের রোদন বনেই মিলায়—
সার শুধু আঁখি-জল।
পিছে যদি প'ড়ে রয়েছে মন
আগে গিয়ে কিবা ফল॥ [প্রস্থান।

(প্রমোদের প্রবেশ)

প্রমোদ। আরে ম'ল—এ পথেও মানুষের চলাচল যে রে। না, হ'ল না, এ স্থানও ত্যাগ করতে হ'ল। কিন্তু বালকগুলো গানের ছলে যা ব'লে গেল, তা ত মিছে নয়। কই মন ত আমার আয়ত্তে আসছে না। আমি যেতে চাচ্ছি, কিন্তু মন ত আমার সঙ্গে চল্‌ছে না। যাক্, বুড়ীবেটী মানুষ মানুষ ক'রে চ'লে গেছে। চ'লে গেছে না বাঁচা গেছে। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।" কি ক'রব, বুড়ার উপকার ক'রতে পারতেম, কিন্তু আর আমার প্রবৃত্তি নেই। পরোপকারে আর আমার প্রবৃত্তি নেই। আজীবন উপকারে কেবল শত্রু-বৃদ্ধি করেছি, পদে পদে নিজের অনিষ্ট করেছি। তবে আর কেন? 'উপকারে যদি মানুষের উপকারই না হয়, যদি তার মনুষ্যত্বই লোপ পায়, তবে আর কেন? যাই, কেদারেশ্বরের চরণে মায়া মমতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, হৃদয়ের কোমলতা সমস্ত অঞ্জলি দিয়ে যেখানে দুচোখ যায়, চ'লে যাই। কারও কিছু ধরব না, কারও ভাবনা ভাবব না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। আরে! এখনও রয়েছিস!

জয়ন্তী। মানুষ মেলে নি, তাই আছি।

প্রমোদ। না, এ বেটী পাগলের পাগল। সারাদিন মানুষ মানুষ ক'রে চেঁচিয়ে না খেয়ে ...টী মলি যে।

জয়ন্তী। সে খবরে তোমার দরকার কি? দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। তবে মর চেঁচিয়ে—সারাদিন কি সারাবছর—সারাবছর কি—সারাটা জীবন মানুষ মানুষ ক'রে চেঁচিয়ে ম'লেও মানুষ পাবি না!—তা হ'ল, ঘরে যা।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। মর বেটী—সৎপরামর্শ দিলুম, শুনলি নে? তবে মর—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলাভেঙে মুখে রক্ত উঠে মর। কিন্তু দেখ, যদি মুখ থুবড়ে পড়, তা ভাবছ আমি তোমার সেবা ক'রব, সেটি মনের কোণেও স্থান দিও না।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" (প্রস্থানোদ্যত)

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ! চুপ করিস কেন? চ্যাচা চ্যাচা।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

(প্রমোদের পুনঃ প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি গো বাছা, আবার ফিরলে যে?

প্রমোদ। ইচ্ছা হ'ল। ইচ্ছা হ'ল চ'লে গেলুম—ইচ্ছা হ'ল ফিরলুম। ইচ্ছা হচ্ছে, আবার চ'লে যাচ্ছি।

জয়ন্তী। বেশ, শুনে সুখী হ'লুম। দে রামা, একটা মানুষ দে।

প্রমোদ। আচ্ছা, আমি তোর ঘাস কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে পারি তুই যদি উপকার ব'লে মনে না করিস।

জয়ন্তী। সে কি গো, আমি কি অকৃতজ্ঞ, প্রাণহীনা। উপকার করলে মনে রাখবো না!

প্রমোদ। কেন মনে কর্‌ না—এ আমার ঘাস—আর আমি তোর প্রজা। তোকে খাজনার বদলে এক বোঝা ঘাস দিয়ে এলুম।

জয়ন্তী। তার চেয়ে আমি মনে করি না কেন, গরীব অনাথার ওপর কারও দয়া হ'ল না দেখে, তোমার প্রাণ কেঁদে উঠল, আর যেই প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি ছুটে এলে, ঘাসের বোঝা ঘাড়ে করলে। আর আমাকে অমনি জন্মের মতন কিনে রাখলে।

প্রমোদ। তবে তুই তাই ব'সে ব'সে মনে কর্। আর পেছন দিক থেকে বাঘ এসে ঘপাস্ ক'রে তোর ঘাড়টা ধ'রে তুলে নিয়ে যাক্। বেটী তুই বড় বদ্।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। ভাল, যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই। দেখ বাছা, মানুষ পরিচয় দিয়ে অনেক লোক আসবে, কিন্তু সাবধান, মুখ দেখে কখন ভুলিস নি। শুধু চোখে দেখলে কত দেবতার মুখ দেখতে পাবি! কেউ বা চোখে কলসী কলসী জল ভ'রে রেখেছে, কথায় কথায় উথলে দিচ্ছে। কারও বা মুখে হাসি ভরা, যেখানে সুবিধা পাচ্ছে সেইখানেই ছড়াচ্ছে। দুর্ভেদ্য আবরণের ন্যায় অন্তরের প্রতি

অক্ষর সে মানব-চক্ষের অগোচরে রেখেছে। দেখতে দেবতা—মুখ দেবতা, কিন্তু একবার ব্যবহারের অণুবীক্ষণ দিয়ে সেই মুখ দেখলে বুঝতে পারবি, কেউ নেই—তার ভেতরে মানুষ কেউ নেই! সব চোর—সব শালা চোর! রূপ, সৌন্দর্য্য, হাসি, চক্ষুজল, মধুর বচন—সব চুরি! স্বার্থের জন্য মানুষে দেবতা সাজে, ঋষি হয়—কিন্তু মানুষ নেই।

জয়ন্তী। দে রামা, মানুষ দে।

প্রমোদ। আবার বেটী, আবার "দে রামা মানুষ দে?" বলি বেটী! রামা রামা করছিস্—রামা সীতা উদ্ধারের সময় কটা মানুষ পেয়েছিল? পঞ্চবটী বনে সীতাহারা কমললোচন যখন হা জানকী ব'লে সমস্ত বনটা ছুটে বেড়িয়েছিল, মাটীতে গড়াগড়ি খেয়েছিল, পশু পাখী, গাছ-পালার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, তখন কটা মানুষ এসে তার সান্ত্বনা করেছিল? ক'জন এসে তার চোখের জল মুছিয়েছিল? বেটী! মানুষ এল না, বানর এল—বানর এসে রামকে কোল দিলে, মানুষ এল না।

জয়ন্তী। বোকা ছেলে, সেখানে কি মানুষ ছিল?

প্রমোদ। তা ত ছিলই না। এই যে তুই সারাদিনটে চীৎকার ক'রে গলা ভেঙে মলি, একটা মানুষ দেখতে পেলি নি, একবার কিছু দেবার নাম ক'রে মানুষ ব'লে ডাক দেখি—দেখবি পাহাড় ফুঁড়ে মানুষ গজিয়ে উঠেছে, দেখবি প্রতি বৃক্ষ থেকে মানুষ ঝরছে—মানুষের দে দে চীৎকারে দেখবি বন ছেড়ে ভীষণ জন্তু পর্য্যন্ত পালিয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্তী। আহা বাবা, আমার কি উপকারই করলি!

প্রমোদ। সে কি! উপকার! (চারিদিকে চাহিয়া) উপকার করলুম কি? কখন করলুম?

জয়ন্তী। ভারি উপকারই ক'রে ফেলেছিস্ বাবা!

প্রমোদ। যাঃ মাটী করেছি—সর্ব্বনাশ করেছি! কি করেছি বেটী বল ত?

জয়ন্তী। তুই আমার মনের অন্ধকার দূর ক'রে দিয়েছিস্। আর আমি মানুষও ডাকব না, ঘাসও তুলব না, এই আমি ব'সে রইলেম। আহা! বাবা, তুই দীর্ঘজীবী হয়ে থাক—কি উপকার করলি, মনের মলা ঘুচিয়ে দিলি।

প্রমোদ। তবে রে পাজী বেটী! উপকার করেছি?

জয়ন্তী। উপকার ব'লে উপকার! বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মানুষ খুঁজে খুঁজে কেবল ভূতের বেগার খেটে মরেছি—ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু করি নি, আজ আমার কি না শ্রম দূর করলি! আহা! কচি ছেলে, তার পেটে এত বুদ্ধি! এত জ্ঞান!

প্রমোদ। এখনও বলছি মুখ সাম্‌লে কথা কও। ফের বল্‌লে বিপদ ঘটবে। দেখ মা—কথায় কথায় হয় ত কি ব'লে ফেলেছি, ভুলে যা।

জয়ন্তী। ভুলে যাব? যত কাল বাঁচব মনে রাখব; তার পর, আমার যে কেউ থাকবে—সবাইকে ব'লে যাব, তারা যেন পুরুষানুক্রমে এই কথা মনে রাখে; জগৎসংসার এ কথা জান্‌তে পারবে।

প্রমোদ। বয়ে গেল—মনে করলি তাতেও বয়ে গেল, না করলি তাতেও বয়ে গেল। আর উপকার করলুম ত বেশ ক'রেই করি। (বোঝা স্কন্ধে করিয়া) নে ওঠ বেটী, ওঠ।

জয়ন্তী। চল—

প্রমোদ। কিন্তু বেটী তুমি মনে করেছ তোমার কাঁদা-কাটীতে বোঝা ঘাড়ে করলুম—

জয়ন্তী। তবে আর কার?

প্রমোদ। চুপ কর্ বেটী, এ আমার খুসী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়—গোমুখী-জলপ্রপাত।

চঞ্চলা ও গিরিবালিকাগণ।

গীত।

বহু দূর হ'তে এসেছি বঁধু,
বারেক ফিরিয়া চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পুরেছি বঁধু,
আর কেন চ'লে যাও হে॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম-সরোবর হাসির কমল তায়—
আদর হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শীকর গায়।

কতই করিব খেলা ;
প্রাণে দিব আশা, বুকে ভালবাসা,
করিব পিরীতি মেলা ॥
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু,
একবার নেয়ে লও হে ॥

[চঞ্চলার ইঙ্গিত—প্রথম বালিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

প্রমোদ। কি মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত! এই বিজন স্থানে, এই প্রকৃতির ভীষণতার আবরণে, অন্ধকারে অঙ্গ ঢেকে কা'রা গায়? প্রাণ ঐ গানের সঙ্গে মিশতে চায়। যদি মাথায় ভার না থাকত, যদি পরের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অধীনতায় না আবদ্ধ হতেম, তা হ'লে ঐ সঙ্গীতের অনুসরণ কর্‌তেম, সঙ্গীত যেথায় যেতো সেথায় যেতেম। কিন্তু সংসার-বিরাগীর—সর্ব্বসুখ-ত্যাগীর এ হৃদয়াকর্ষক সঙ্গীত কেন? প্রকৃতিসুন্দরি! অসীম শক্তিময়ি! কি তোর মনে আছে জানি না—আমার অদৃষ্টে কি আছে বল্‌তে পারি না! জোর ক'রে আমার হৃদয় কোমল কর্‌তে কেন দেবি, তোর আকিঞ্চন?

চঞ্চলা। এতদূর ত এনেছি, কিন্তু সখী আসবার মতন হয়েছে কি না, এইবারে তোমায় পরীক্ষা কর্‌তে হবে।

১ম বালিকা। বেশ।

চঞ্চলা। তা হ'লে আমি চল্লুম।

[চঞ্চলার প্রস্থান।

১ম বা। প্রেমিকবর, এই সুকুমার দেহের এত পীড়ন কেন?

প্রমোদ। কেন—এ কথা বল্‌তে বাধ্য নই। তুমি কে? এই শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ স্থান, এই নিবিড় অন্ধকার—এমন সময়ে এমন স্থানে তুমি কে,—কেন এসেছ? যদি পথভ্রমে এসে থাক, তা হ'লে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এই বোঝা ফেলে এসে তোমাকে পথ দেখাব।—আর যদি ভয় পাও, তা হ'লে আমার সঙ্গে সঙ্গে চল।

১ম বা। আমি তোমার জন্য এসেছি।

প্রমোদ। আমার জন্য এসেছ? কেন, আমারও ঘাসের বোঝা আছে না কি?

১ম বা। প্রেমিকবর, তোমার রূপগুণে মুগ্ধ, আমি আত্মহারা হয়েছি, তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌ব।

প্রমোদ। বল কি চিনিনি-মণি? তোমার মিষ্ট কথায় ঘাস শুদ্ধ যে র'সে উঠল।

১ম বা। আমি তোমাকে আদর দেব, সোহাগ দেব, এই হিমালয়-শৃঙ্গে মানস সরোবর-শতদল-সিক্ত চির-আনন্দময় ভূস্বর্গের রাজা করব। চল, সেথায় তোমায় নিয়ে যাই।

প্রমোদ। অপরাধ? আমার ভেতরে এমন কি দেখেছ যে, দেখেই তোমার প্রেম উথলে উঠল? ভাই, তুমি যেই হও, আমার কথায় রাগ ক'রো না, এমন সময় তোমার উপযাচক হ'য়ে দয়া প্রকাশে কিছু সন্দেহ হয়েছে। আমি এমন কি করেছি যে, তোমার এমন গানভরা প্রাণ আমার পুরস্কার?

১ম বা। তুমি বিশ্বপ্রেমিক।

প্রমোদ। মিছে কথা—আমি মানুষের উপর বিরক্ত হয়ে তার উপর ঘৃণা ক'রে, তার মুখ দেখ্‌তে হবে ব'লে বনে এসেছি।

১ম বা। তুমি পরোপকারী।

প্রমোদ। ছিলেম, এখন আর নয়।

১ম বা। তবে যাতে প্রবৃত্তি নেই, সে কাজ কেন কর্‌ছ? তুমি ভার ফেলে আমার সঙ্গে এস।

প্রমোদ। কি—কি বল্লি রাক্ষসি? আমি পুরুষ, আমার কঠিন প্রাণ—ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক আমি এক জনের ভার বহন করেছি, তুই নারী হয়ে সে কার্য্য কর্‌তে নিষেধ কর্‌লি?

১ম বা। অনিচ্ছায় পরকার্য্য ক'রে ফল কি?

প্রমোদ। আমি ফলপ্রত্যাশী নই।

১ম বা। সে বৃদ্ধা ডাকিনী—তার কার্য্য ক'রে অনিষ্ট বই ইষ্ট নেই, তুমি আমার সঙ্গে এস।

প্রমোদ। সেখানে অনিষ্ট মৃত্যু—আর তোর কাছে আমার যা অনিষ্ট তার তুলনা কোথায় রাক্ষসি? আমার আত্মার ধ্বংস হবে—তোর মানস-সরোবরের জল-শীকরে আমার অঙ্গ গুড়ে ক্ষার হবে—তোর শতদল-সৌরভে আমার হৃদয়ে শেল বিধবে। যা, দূর হ'য়ে যা! কঠিনে! তুই নারী হ'য়ে, একটা বৃদ্ধা—অশক্তা বৃদ্ধা, তার উপকার কর্‌তে নিষেধ করলি; এই তোর অগাধ প্রেম? মায়াবিনি, দূর হ—আমি তোর কথা শুনবো না।

১ম বা। আমি তোমাকে অনন্ত সুখ দেব—চির-যৌবন দেব—দাসী হ'য়ে আমার এই অগাধ প্রেমের অধিকারী করব—আমি দেবনন্দিনী।

প্রমোদ। তুই পিশাচী, তোর ভূস্বর্গ ভূকম্পে চূর্ণ হ'ক, তোর অনন্ত যৌবনে আগুন লাগুক, তোর অগাধ প্রেম পুড়ে যাক ;—তুই দূর হ'।

১ম বা। প্রেমিকবর! মাথা তোলো—আমার মুখ দেখ—আমার মুখ দেখ্‌লে সব ক্লেশ দূর হবে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণাময় পথে আর তোমার চ'লতে প্রবৃত্তি হবে না। প্রেমিকবর, আমি সুন্দরীর রাণী।

প্রমোদ। ওরে বুড়ী! তোর ঘাস লুটে নিলে।

জয়ন্তী। (নেপথ্যে) কে র‍্যা!

১ম বা। ওগো ডেকো না গো, সে ডাইনি গো!

প্রমোদ। ডাইনি—ডাইনি—ক্ষীরখণ্ড—ক্ষীরখণ্ড! মাখন, মাখন।

১ম বা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো—আমি পালাচ্ছি গো।

[প্রস্থান।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি বাবা, ভয় পেয়েছ?

প্রমোদ। কই বেটী তোর ঘর কই?

জয়ন্তী। এই যে এসে পড়েছি বাবা, আর একটু চল না।

প্রমোদ। আবার চল না কিরে বেটী—আর চ'লব কোথা?

জয়ন্তী। এই যে এই পথ।

প্রমোদ। এই পথে? তা হ'লে এবার আমাকে খড়া বেয়ে উঠ্‌তে হবে?

জয়ন্তী। তা না হ'লে উঠ্‌তে পারবে কেন বাছা? দেখ্‌ছ না গড়ানে। নাও চল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ও কি, আমার পানে অমন ক'রে কটমট ক'রে চাইলে কেন?

প্রমোদ। তবে রে বেটী। (বোঝা ফেলিবার চেষ্টা) এ কি, এটা পিঠে আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছিস নাকি?

জয়ন্তী। নাও, আর মিছে সময় নষ্ট ক'রো না, চল আর দূর নেই।

প্রমোদ। দূর নেই দূর নেই ক'রে, এই বিষম ভার আমার পিঠে চাপিয়ে এই দুর্গম পথের কত দূর নিয়ে এলি, এখনও আমার সঙ্গে চাতুরী খেলছিস! কষ্ট দিতেই যদি তোর আনন্দ, তা হ'লে বুড়ী আমাকে মেরে ফেল, তা না হ'লে বল্‌ বাড়ী ঘর আছে কি না?

জয়ন্তী। বাড়ী নেই ত কি পথে পথে বেড়াচ্ছি! ঐ যে আমার বাড়ী। ঐ যে পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপরে ঐ যে গোমুখী। যে গোমুখী দিয়ে সুরধুনীর স্রোত পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে প্রথম প্রান্তরে পড়েছে, অস্তগামী রবিকিরণ-স্পর্শে মহেশ্বরের সুবর্ণ জটার ন্যায় ঐ যে গোমুখীজল-প্রপাত, তার পাশে ঐ যে দেবদারুকুঞ্জ—তার উত্তরে ঐ যে একটা হ্রদ—যে হ্রদের তীরে চামরী গরুর পাল চর্‌ছে—ঐ দেখ না।

প্রমোদ। দেখছি, তুই ব'লে যা না।

জয়ন্তী। তার উত্তরে একটা কুঙ্কুমের মাঠ, তার উত্তরে দাড়িম্বকানন, তার পরেই আঙ্গুরলতার কুঞ্জ—তার পরেই একটা ছোট তড়াগ, সেই তড়াগের তীরে একটি সুন্দর মালঞ্চে বেড়া আমার বাড়ী।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করলি কি, থামলি কেন, ব'লে যা, ব'লে যা, তার পর?

জয়ন্তী। আমার বাড়ী, আবার তার পর কি?

প্রমোদ। এত শীগ্‌গির তোর বাড়ী? তার পরে অনেক জিনিষ প'ড়ে রইল যে। উত্তর মহাসাগর প'ড়ে রইল, সুমেরু বাকী রইল, যমের বাড়ী প'ড়ে রইল। করিছিস কি, এত কাছে বাড়ী ক'রে ফেলেছিস?

জয়ন্তী। বড় কি কষ্ট হচ্ছে?

প্রমোদ। পৃথিবীর উপর এত স্থান থাকতে পাহাড়ের উপর ঘর বেঁধে ম'রেছ কেন?

জয়ন্তী। আমিও ভাবি কি জান বাছা, পৃথিবীতে এত পাহাড়-পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, গাছ-পালা থাকতে তোমাদের দেশের লোক সহর গাঁয়ে বাস করে কেন? দিব্য গাছে উঠে ফল খাবে, তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফাবে। যাক সে কথা। এখন কি করবে বল? এইটুকু যদি তুলে না দাও, তা হ'লে এতটা পথ আনা না আনা দুইই সমান। সোজা রাস্তায় আমি নিজেই ব'য়ে আনতে পারি।

প্রমোদ। কতকগুলো ঘাস আমার পিঠ থেকে ফেলে দে, তা না হ'লে আমি উঠতেই পারব না।

জয়ন্তী। সে কি গো! ওকি কথা বল গো! আমি সারাদিন না খেয়ে এই ঘাস জোগাড় করলেম, আর তুমি ফেলে দেবে?

প্রমোদ। আমি ম'লে তোমার ঘাস তুলবে কে?

জয়ন্তী। তা হ'ক গো তাতেই হ'ক—প্রাণ যায় আবার প্রাণ হবে—তোমার মতন মানুষ যায় মানুষ পাব, কিন্তু এমন কচি কচি ঘাস যে আর পাব না গো। ভাল কথা মনে পড়েছে—এখানে যে এক আঁটি কাঠ রেখে গিয়েছিলেম, কোথা গেল? যাঃ কোথা গেল? কেউ চুরি করলে নাকি? না, এই যে আছে। র'সো বাবা, এ গুলোও পিঠে বেঁধে দিই। এ গুলো বোঝার উপর শাকের আঁটি—নাও চল—মেয়েরা আমার জন্য হা পিত্যেস ক'রে ব'সে আছে।

প্রমোদ। তবে তুই আর খড়া বেয়ে কষ্ট ক'রে এতটা উঠতে যাবি কেন? তুইও বোঝার উপর শাকের আঁটিটে, তার উপর গজগিরিটে হয়ে ব'সে যা! উঃ! কি বলব, বোঝা নিয়ে নড়তে পারছি না, তা না হ'লে বোঝার সঙ্গে বেঁধে, মাঝখান পর্য্যন্ত না উঠে, বোঝার সঙ্গে তোকে ছেড়ে দিতেম। গড়াতে গড়াতে তাল পাকিয়ে পাহাড়ের তলায় পড়তিস—তবে আমার রাগ যেত।

জয়ন্তী। বটে! আমাকে মেরে ফেলতে আমাকে শুদ্ধ নিয়ে উঠতে পার, আর আমার উপকার করতে শুধু বোঝাটা নিয়ে উঠতে পার না। আরে ছিঃ! এমন উপকারী তুমি? না বাছা, ভুলে দিচ্ছি, আর তোমায় আমার উপকার করতে হবে না, আমার যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে—দে মা, একটা মানুষ দে!

প্রমোদ। চটিস কেন বেটী—বোঝা কাউকেও দেব না, ম'রে যাই তবু মরণ-ধরণ ধ'রে থাকব। ভগবান্ এলে তাঁকেও হাঁকিয়ে দেব। কিন্তু বেটী তোর কি প্রাণ? সামান্য কতকগুলো পশুর জন্য তোর আশ্রিত একটা লোককে এত কষ্ট দিলি, এটা মনে ক'রে আমি কি একটু অভিমানও করতে পারব না? আমার কি সংসারে আহা দেবার কেউ নেই? বল বেটী তুই কি? বল তুই কে?

জয়ন্তী। আহা আমি করব—আহা করব গো? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি—আমি কে? (হাস্য)

প্রমোদ। একি বিকট হাসি?—তুই কখন মানুষ ন'স—তবে কে তুই?

জয়ন্তী। হাঃ হাঃ হাঃ। এখনও আমি কে চিন্‌তে পার নি? আমি ডাকিনী! আমি রাজকুমারের মাংস কখনও খাইনি ব'লে তোমাকে ধ'রে এনেছি। বাছা, আমার কি স্নেহ-মমতা আছে!

প্রমোদ। আরে বেটী তা আগে বলিস নি কেন, তার জন্য এত কৌশল কেন? আমাকে বল্লেই ত হ'ত। আমি শুধু আসতেম না, কতকগুলো মশলা সঙ্গে ক'রে আনতেম।

জয়ন্তী। মশলা? আমার ঘরে সুন্দর মশলা আছে, তার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত। মৃগনাভি আমার গৃহপ্রাঙ্গণের ধুলো, জাফরান জঙ্গল, কুঙ্কুমের গাছ আমার গরুতে খায়, গুজরাটী এলাচের জ'লে আমি ভাত রাঁধি, আমায় আবার তুই কি মশলা দিবি বাপধন? নে চল্।

প্রমোদ। তা হ্যাঁ ডাইনী মাসী, আমার মাংসের কি কি ক'রে খাবি বল্ দেখি?

জয়ন্তী। কত কি করব—বাকী যা থাকবে, তাতে কাঁচা তেতুল দে পটপটে ক'রে অম্বল রেঁধে খাব।

প্রমোদ। আর বলিস নি বেটী—আর বলিস নি—শুনে আমার মুখে জল আসছে। তবে চল্, শীগ্‌গির চল্—বল হরি হরিবোল! ডাইনী মাসী, রহস্য করছি না—আমার অস্তিত্ব লোপ ক'রে দে—আমার সংসারের বাতাস সইল না—জ'লে মলেম—জ'লে মলেম।—মায়া-মমতাশূন্য হৃদয়ে সংসারে বিচরণ করার চেয়ে মরা ভাল। ডাইনী মাসী, আমার হাড় খা, মাস খা—খেয়ে এই দগ্ধ প্রাণ গোমুখীর জলে মিশিয়ে দে। নে আয়, তোর হাত ধ'রে নিয়ে যাই। হরিবোল, হরিবোল!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

রঞ্জন।

রঞ্জন। কোথাকার বরাত কোথায় বাঁধা? ছিলেম কোন্ দেশে, এলেম কোন্ দেশে? কি করতে এলেম, কি হ'ল? কোথায় গাছের তলায় প'ড়ে না খেয়ে চিঁ চিঁ করব, না কোথায় আঙ্গুর,

পেস্তা, বাদাম, বেদানা, ক্ষীর, মাখনে পেট আই-ঢাই। কোথায় গুহার মধ্যে মুখ লুকিয়ে চার ধারে ধুতুরাফুল দেখব, না কোথায় ঢলঢলে চাঁদপানা মুখ! কোথায় সেই অন্ধকারে গুহার ভেতরে কোন ভয়ঙ্কর নিশাচরের জ্বলন্ত চোখ দেখে পেটের পিলে চম্‌কে যাবে, না টলটলে ফেলফেলে এমন এমন লোচন-কটাক্ষে বুক গুর্‌গুর্। সখা ফেলে পালিয়ে গেল, আবার ঘুরে ঘুরে আমারই কাছে উপস্থিত হ'ল। আর কি যেমন তেমন আসা? শান্তি শান্তি ক'রে পাগল, সেই শান্তি তার কপালে নাচছে। ভুবন-মোহনী মূর্ত্তি ধ'রে শান্তি তারে বরণ করবে—আমি হব তার ঘটক, আমার মুক্তি হবে তার ঘটকী। উঃ! মুক্তি আমায় কি ভালবাসে। ভয়ঙ্কর ভালবাসা—ভয়ঙ্কর ভালবাসা। যেমন দেখেছে অমনি ভালবেসেছে—পাছে বোঝা ঘাড়ে করলে আমি শান্তি পাই, এই ভয়ে আমাকে ভুলিয়ে এনেছে। মুক্তি যেমন দেখলে, অমনি প্রাণে প্রাণে জড়িয়ে গেল; জড়িয়ে মড়িয়ে তাল পাকিয়ে প্রাণটা আমার ভেবা-চ্যাকা মেরে গেল। কি করলেম কিছুই বুঝতে পারলেম না। তা না হ'লে আমি কখন বোঝা ফেলে আসবার পাত্র? এই বোঝা কি আমি সখাকে ঘাড়ে করতে দিতেম! যা কিছু মনুষ্যত্বের গলদ, সে শুধু ঐ মুক্তির জন্য। মুক্তি মুক্তি! ভয়ঙ্কর ভালবাসা—ভয়ঙ্কর ভালবাসা। যায় যায় ফিরে চায়—থাকে থাকে দেখে যায়। কিন্তু আমি মুক্তিকে জব্দ করব। সে তরল কটাক্ষে আমার মনুষ্যত্ব ভাসিয়ে দিয়েছে। মুক্তিকে ভয় দেখাব, তারে ফেলে চ'লে যাবার ছলা করব। ঐ আসছে—আহা মুক্তি আমায় কি ভালবাসে—আয় মুক্তি আয়—আজ তোকে—

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কিগো বন্ধু! দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

রঞ্জন। এই তোমার জন্য অপেক্ষা করছি; দেখ, আমি চ'লে যাব। অনেকক্ষণ এসেছি, আর থাকব না।

মুক্তি। তা আমার জন্য অপেক্ষা করছ কেন, আমি কি পথ দেখিয়ে দেব? তা হ'লে এস।

রঞ্জন। (স্বগত) সর্ব্বনাশ। বলে কি? তবে কি মুক্তি আমায় ভালবাসে না? এ কথা শুনে মুক্তির বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো না—হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে রইল। আবার আমায় পথ দেখায়!

মুক্তি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চল না।

রঞ্জন। এই যে চল না। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! একি হ'ল! তবে কি মুক্তি মায়াবিনী, মায়ামুগ্ধ ক'রে এতক্ষণ আমায় ভুলিয়ে রেখেছিল! কি হ'ল? এ কি হ'ল? এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

মুক্তি। তবে কি দাঁড়িয়েই থাকবে?

রঞ্জন। দাঁড়াব কেন, দাঁড়াব কেন। (স্বগত) দর্পহারী মধুসূদন! এ যে আমি নিজে জব্দ হচ্ছি; আমি শুধু জব্দ নই, আমি যে যাই!

মুক্তি। ও কি গো, অমন করছ কেন? কোন্ দিকে যাও—নাও আমার হাত ধর, আমি তোমায় আশ্রমের বাইরে রেখে আসছি। হাঁ গা, তুমি কি রাতকাণা?

রঞ্জন। য়্যাঁ—আমি—আমি—(স্বগত) কি করলেম? কেন যাবার কথা মুখে আনলেম? য়্যাঁ কোথায় যাব, মুক্তিকে ছেড়ে কোথায় যাব?

মুক্তি। বুঝতে পেরেছি (হস্ত ধরিয়া) নাও এস! আমি বেশীক্ষণ দেরী করতে পারব না; নূতন এক জন অতিথি এসেছে, এখনই গিয়ে আবার তার পরিচর্য্যা করতে হবে। মা'র কাছে শুনলেম, সে আজ তিন দিন নিরাহার। সেই অবস্থাতেই সে ঘাসের বোঝা মাথায় ক'রে এনেছে। নাও শীগ্‌গির চল, আমি আর একটুও অপেক্ষা করতে পারব না। ওকি, হেলে পড়লে যে?

রঞ্জন। য়্যাঁ—আমি—আমি—

মুক্তি। হাঁ হাঁ তুমি—তুমি—যেতে যেতে থমকে দাঁড়াচ্ছ কেন?

রঞ্জন। আমি—আমি—

মুক্তি। হাঁ হাঁ তুমি—চলতে চলতে হেলে পড়ছ।

রঞ্জন। আমি—আমি—

মুক্তি। ওকি আবার বসলে কেন?

রঞ্জন। আমি একা যাব।

মুক্তি। একা যাবে, চিনতে পারবে?

রঞ্জন। পারি না পারি তোমার কি?

মুক্তি। তা হ'লে এই পথ ধ'রে বরাবর উত্তর মুখে যাও, কিছু দূর গেলেই কুসুমের ক্ষেত দেখতে পাবে, সেই ক্ষেত বাঁয়ে রেখে বরাবর আরও উত্তরে চ'লে যাবে, বুঝেছ? তা হ'লে আসি বন্ধু!—

রঞ্জন। না, আমি বরাবর দক্ষিণ মুখেই যাব যতক্ষণ না চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানায় পড়ি, ততক্ষণই যাব। তুমি আমাকে বন্ধু ব'ল্লে যে?

মুক্তি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমাদের ত্যাগ করবে ব'লে—বন্ধুত্ব পাতিয়ে ত্যাগ করাই না তোমাদের ব্যবসা।

রঞ্জন। আমি ত তারে ত্যাগ করি নি, সেই বরং আমায় ত্যাগ করেছে।

মুক্তি। কে কারে ত্যাগ করেছে, সে তুমি নিজেই জান।—আমি চল্লেম।

রঞ্জন। দেখ, তুমি আমাকে তার বহন করতে বাধা দিয়েছ।

মুক্তি। তুমি শুনলে কেন?

রঞ্জন। তুমি নিষেধ না করলে আমি ঘাসের বোঝা মাথায় ক'রে আনতেম।

মুক্তি। আনতে, শাস্তি লাভ হ'ত। সে দুঃখ এখন করলে ত আর চলবে না। আমি দাঁড়াতে পারি না বন্ধু—

রঞ্জন। যথার্থই আমি কপট মিত্র—কিন্তু মুক্তি—

মুক্তি। কি বন্ধু?

রঞ্জন। দেখ মুক্তি!

মুক্তি। কি দেখব বন্ধু?

রঞ্জন। শোন মুক্তি!

মুক্তি। কি শুনব বন্ধু?

রঞ্জন। দেখ, আমি শাস্তি চাই না।

মুক্তি। বেশ, তবে পথে পথে বেড়াওগে আর হায় হায় করগে। আসি তবে, নমস্কার বন্ধু।

রঞ্জন। দেখ আমায় বন্ধু বন্ধু ক'রো না।

মুক্তি। তবে কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর করব?

রঞ্জন। কেন আমি কি তোর প্রাণেশ্বর নই?

মুক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ—এ পাগল নাকি? এ তামাসার কথা কারে বলি গা! এখানে যে কেউ নেই। হাঃ হাঃ হাঃ! ও প্রিয়ঙ্গুলতা! ও ভাই শোন, এ পাগল বলে কি শোন, এ আমার প্রাণেশ্বর। সহকার-সোহাগিনী মাধবি! শোন্ ভাই শোন্—একটা পাগল আমার প্রাণেশ্বর! মালতি মালতি! আপনার মনে সমীরণ-সঙ্গে কি বলাবলি করছিস? একটা মজার কথা বলি শোন্, একটা পাগল আমার প্রাণেশ্বর! দূর হ'ক ছাই, আর কেউ নেই, আর কারে এ কথা বলি; যাই দেশে যাই, যারে পাই তারে এই কথা বলিগে—

রঞ্জন। যাবি কোথায়, তিন লতাকে সাক্ষী ক'রে ত্রিসত্য ক'রে বল্লি, এই মিত্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তোর প্রাণেশ্বর, এখন আমার হুকুম না নিয়ে যাবি কোথায়? মুক্তি, চরণে ধরি আমায় ক্ষমা কর্—আমি আর যাবার কথা মুখে আনব না।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। বলি ও মুক্তি! তোকে বল্লেম কি—বল্লেম না রঞ্জনকে সঙ্গে ক'রে যত শীগ্‌গির পারিস চ'লে আয়।—দেখ বাছা, তোমার সখাকে তোমার খাতিরে এখানে আনলেম, কিন্তু তার বিষম আবদার—সে কিছুতেই মানুষের মুখ দেখ্‌বে না। আমার আশ্রমে মানুষের মধ্যে তুমি। একে অতিথি, তায় ক্ষুধার্ত্ত। ছাড়ি কেমন ক'রে? কাজেই তোমাকে ভূত হয়ে তোমার সখার অভ্যর্থনা করতে হবে। আর বিলম্ব ক'রো না, শীগ্‌গির যাও—আমি চল্লেম। তোমার সখা পাগলের পাগল—তিন দিন অনাহারে বনে বনে ঘুরেছে, সেই অবস্থায় আমার বোঝা ঘাড়ে ক'রে এনেছে, আমাকে কিছু বুঝতে দেয় নি। তার মতলব ভাল নয়, আর একটু হ'লেই আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে নর-হত্যার পাপভাগিনী করত। যাও, তারে উপযুক্ত শাস্তি দাও। সে আর মানুষের উপর ঘৃণা না করে, এমন উপায় কর। এ আশ্রমের যে যেখানে আছ, সবাইকে ছদ্মবেশে থাকতে আদেশ দাও। তুমি হও ভূতের রাজা, আর এই বেটী হ'ক পেত্নীর রাণী। যাও, বিলম্ব করো না, শীগ্‌গির যাও। এই নাও, এই পেত্নী নাও। এই পেত্নী নিয়ে তোমার দুষ্ট সখাকে উচিত মত শিক্ষা দাও।

[প্রস্থান।

রঞ্জন। অতঃপর?

মুক্তি। অতঃপর আবার কি?

রঞ্জন। এইবার—

মুক্তি। কি? এইবার কি?

রঞ্জন। এইবার কি হয়?

মুক্তি। কি হবে?

রঞ্জন। এই দেখ না।

গীত।

রঞ্জন।— আমি এই চললুম,
মুক্তি।— আমি এই ধরলুম,

রঞ্জন।— ছি ছি ছি করলি কি লো সর্ব্বনাশী।
যুক্তি।—যেতে হয় যাও না চ'লে,
আমি ত তাই ভালবাসি॥
রঞ্জন।— তা হ'লে বামন ব'লে
এই বাড়ালুম পা,
যুক্তি।—আমারও শয়নকালে পদ্মনাভ
মাটী মাটী গা।
রঞ্জন।— আহাহা পড়ে যাবে,
যুক্তি।— ছুট না হোঁচট খাবে,
আলায় কে মরবে জলে বল দেখি তা?
রঞ্জন।—তাইতে ত পা চলে না, মন সরে না,
বল না হয় ফিরে আসি।
যুক্তি।—কি বলব বুঝতে নারি, কাজ কি
আঁখিজলে ভাসি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অধিত্যকা।

চঞ্চলা ও শান্তি।

(দূরে অধিত্যকা-শিখরে প্রমোদ আসীন)

চঞ্চলা। আমি উঠতে বল্লে উঠ্‌বি, বসতে বল্লে বসবি!

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। আর কারও কথা শুনবি নি।

শান্তি। না।

চঞ্চলা। আমি যে কথা বলতে বলব, সেই কথা বলবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। যে গান গাইতে বলব, সেই গান গাইবি।

শান্তি। আচ্ছা।

চঞ্চলা। তা হ'লে এই শিলার উপরে ব'স। (শান্তির উপবেশন) চারিদিকে চেয়ে দেখ, কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

শান্তি। কিছু না।

চঞ্চলা। উপরে?

শান্তি। চাঁদ।

চঞ্চলা। তার পাশে?

শান্তি। চিত্রা।

চঞ্চলা। তার পাশে?

শান্তি। মেঘ।

চঞ্চলা। তার পাশে?

শান্তি। আবার মেঘ।

চঞ্চলা। দেখতে কেমন?

শান্তি। যেন পদ্মফুল!

চঞ্চলা। তার উপর—

শান্তি। ঠিক যেন আমি।

চঞ্চলা। তার পাশে—

শান্তি। কই! আহা ওকি—কি সুন্দর! ও কোন্ দেবতার মূর্ত্তি?

চঞ্চলা। ওটি মর্ত্ত্যস্থ কোন আনন্দময় পুরুষের ছবি। শুনেছি তার নাম প্রমোদকুমার। মেঘের গায় তার প্রতিবিম্ব পড়েছে।

শান্তি। তাহা, সে আনন্দময় পুরুষ কোথায় চঞ্চলা?

চঞ্চলা। চুপ কর্, গোল করিস্ নি। অপেক্ষা কর, তাকে দেখ্‌তে পাবি। নে পায়ের উপর পা দে, পদ্মফুল নে, ঘোরা, নাকে ধর, ঐ ছবির পানে চেয়ে থাক্। আমি যাব আর আসব—সাবধান, আর কারও কথা শুনিস নি!

[প্রস্থান।

শান্তি। আহা! কোন্ মনোমোহন পুরুষের এ সুন্দর ছবি! ও ছবির পাশে ঠিক যেন আমি। ওখানে যদি আমি, তবে এখানে আমি রই কেন?

(চঞ্চলের প্রবেশ)

চঞ্চল। সর্ব্বনাশী চঞ্চলা রূপ দিয়ে মানুষ ভোলাতে এসেছে। অপমোহিনী মূর্ত্তিতে শান্তিকে সাজিয়েছে! রূপে ভোলে না কে? স্বয়ং যোগিরাজ মহেশ্বর মোহিনী মূর্ত্তি দেখে উন্মাদের মত তার পাছু পাছু ত্রিভুবন ছুটে বেড়িয়েছিলেন! ভয়ঙ্করী অসিতবরণা খড়্গধরা নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি দেখিয়ে যদি তারে ভোলাতে পারিস, তবে না তার পরীক্ষা! (শান্তির নিকটে গিয়া) এই ওঠ্!

শান্তি। য়্যাঁ, উঠব কেন?

চঞ্চল। আমি জবাব দিতে আসি নি।

শান্তি। চঞ্চলা আমায় যে উঠ্‌তে বারণ ক'রে গেছে।

চঞ্চল। চোপ্! (হাত ধরিয়া) উঠে পড়, উঠে পড়, নে ফুল ফেলে দে। খাঁড়া ধর; বেশ, জিব বার কর্।

শান্তি। কেন?

চঞ্চল। দেখ, কথা কাটাচ্ছিস, জিব টেনে বার করব। (শান্তির তথাকরণ) ওকি জিব? ও যে নোলা! যাক্, ঐ যথেষ্ট। থাক্‌ছিস থাক্‌ছিস আকাশ পানে চাচ্ছিস কি? ও ত ছায়া, দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ'লে যাবে—নীচে দেখ্। দেখ দেখি কে ব'সে আছে।

শান্তি। য়্যাঁ! ওকি দেখলুম! চঞ্চল—চঞ্চল আমায় ধর—আমার গা কাঁপছে।

চঞ্চল। আর ধ'রতে হবে না—পালা।

[শান্তির প্রস্থান।

ও নীচের চাঁদের পানে চাওয়া বঁধু, হ্রদের দিকে আর দেখছ কি? ও দিকে আর কিছু নেই, একবার এ দিক পানে চেয়ে দেখ। (মুখ বিকৃত করণ ও প্রমোদের অন্তর্দ্ধান) যা বাবা! বঁধু ভাগলো।

[প্রস্থান।

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন! তার মুণ্ডুপাত করব, তবে ছাড়ব!—তবে রে হতভাগা, আমার এত চেষ্টা পণ্ড ক'রে দিলি।

চঞ্চল। য়্যাঁ—কেও চঞ্চলা।

চঞ্চলা। তোমার যম।

চঞ্চল। চঞ্চলা, বড়—কষ্ট!

চঞ্চলা। আবার কষ্ট কি?

চঞ্চল। চঞ্চলে—চঞ্চলে! আমি মরি!

চঞ্চলা। সে কি! ওকি কথা! ওকি চঞ্চল! কি হ'ল চঞ্চল!

চঞ্চল। এই দেখ আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে। এই দেখ মাথায় হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—আগুন!

চঞ্চল। এই দেখ পেটে হাত দিয়ে।

চঞ্চলা। উঃ—ঠাণ্ডা—

চঞ্চল। এই দেখ গালে হাত দিয়ে!

চঞ্চলা। উঃ—কিছু ঠাওর করতে পারছি না!

চঞ্চল। তবে এই দেখ গালের ভেতর।

চঞ্চলা। উঃ—জল জল! (চঞ্চল কর্ত্তৃক অঙ্গুলিদংশন) উহু উহু!—আমার আঙ্গুল কেটে নিলি!

চঞ্চল। এই দেখ্, তোকে এক দণ্ড না দেখে আমার ঘাড় লটকে পড়েছে।

চঞ্চলা। তবে রে পোড়ারমুখো, আমাকে তামাসা!

চঞ্চল। তবে রে পোড়ারমুখী, আমার ঠাণ্ডা মাথা তোমার হাতে আগুন ঠেকল!

চঞ্চলা। বল্ কি করলি।

চঞ্চল। তোর একার কাজ নয়—আমায় সঙ্গে নে।

চঞ্চলা। তুই আমার কাজ পণ্ড করলি কেন?

চঞ্চল। রূপে ভুলে প্রমোদকুমার কেন, জন্তু-কুমার আসে। আর কোনও রকমে পারিস্ ত আন্। নইলে এনে কাজ নেই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান।

চঞ্চলা ও শান্তি।

শান্তি। ও বাবা এত বড় নাক—না ভাই, আমি কিছুতেই মুখস পরতে পারব না।

চঞ্চলা। আরে পাগল! পেত্নী না সাজলে ভূত বশ হবে কি ক'রে।

শান্তি। সে আপন মনে স্বাধীন ভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারে বশ করবার প্রয়োজন কি?

চঞ্চলা। সহজেই যে জন্তুটা পোষ মানে, আর পোষমানলেই যদি গেরস্তর উপকার হয়, তবে তারে বুনো রাখবারই বা দরকার কি? নে আয়, অমন একটা জন্তু বশ করতে পারলে অনেক কাজ দেখবে।

শান্তি। আমি যাব না, যা।

চঞ্চলা। তবে যা, ঘরে ব'সে থাক্‌গে। দেখিস যেন সে ভূতের নজরে পড়িস নি—তা হ'লে একেবারে হাড়গোড় চিবিয়ে খাবে।

শান্তি। না বেরুব না—আমি যাই—

[প্রস্থান।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

চঞ্চলা। কি গো—কি হ'ল? কি কর্‌ছে? দেখলে?

রঞ্জন। তড়াগ দেখে তার শোভার নেশায় সখা বোঁদ হয়ে ব'সে আছে—একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। তার সুমুখ দে পাঁচবার যাতায়াত করলেম, দেখ্‌তে পেলে না। মাথায় এককাঁড়ি ফুল ফেলে দিলেম, সাড় হ'ল না। তারে উঠিয়ে আনবার কি হবে?

চঞ্চলা। তোমায় যখন সে দেখতেই পারে না ভাই, তখন তুমি গেলে হবে কি—এই দেখ আমি তারে তুলে আনি।

রঞ্জন। তাই আন—আর বিলম্ব ক'র না—আমিও সেজে-গুজে ঠিক হয়ে থাকিগে।

[প্রস্থান।

শান্তি। বটে, তোমরা তাকে কষ্ট দেবার ব্যবস্থা করছ! তবে র'স, তাকে আগে থাকতে সাবধান ক'রে তোমাদের সব কাজ পণ্ড ক'রে দিই।

গীত।

ভাল যদি বাস হে সখা!
দূরে থাক স'রে স'রে দিও না দেখা॥
দূর হ'তে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছে হাসি ভুবন আলো,
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রওহে রওহে দূরে, এ ভাল দেখিবে তারে,
কাছে পেলে চাঁদ সুধা নয়—
প্রেম কি প্রমোদ সখা সকল সময়?
নিকটে তরঙ্গ, দূরে রজত-রেখা॥

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। ও বাঁদর মেয়ে বর্‌লি কি? পালা পালা, ঐ দেখ্‌ এই দিকেই ছুটে আস্‌ছে।

শান্তি। য়্যাঁ কই—কই সখি!

মুক্তি। ঐ যে সখি, প্রাণ ভ'রে দেখছ, তবু দেখছ কি না দেখছ বুঝতে পারছ না?

শান্তি। সখি! তোমার হাতে ধরি, আর কষ্ট দিও না।

মুক্তি। কাকে? তোমাকে, না দুরন্ত পথিককে? আরে দুর, কথা কইতে কইতে এসে পড়ল যে! পালা পালা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রমোদের প্রবেশ)

প্রমোদ। আহা কি শুনলেম! কে গাইলে? এই যে শুনলেম, কই গান—কোথা গান? আহা কি সুন্দর। চ'লে যায়, ও কি সুন্দর! আহা! এ কি? না না—তাই কি? (চক্ষু মুছিয়া) না—না; ও কি?—ও কি মূর্ত্তি! ও বাবা, এ কি ভয়ানক মূর্ত্তি! এ যে 'আহা' নয় গো! এ যে 'বাবা গো মা গো'! ওরে বাবা রে, এই দেখ্‌তে ছুটে এলেম—এর চেয়ে যে মৃত্যু সুন্দর! এই দিকেই আসে যে—এল যে—কোথায় যাই। ও বাবা, কোথায় লুকোবো। (অন্তরালে গমন)

(প্রেতিনী মূর্ত্তি ধরিয়া গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

হিলি হিলি হিলি কিলি কিলি কিলি
হাঁই হাঁই হাঁই।
ক্ষিদেয় যাই ক্ষিদেয় হাই॥
ওয়াক হেউ ওয়াক হেউ,
মানুষ ধ'রে আন্‌না কেউ,
পেট করে চোঁ চোঁ, কান করে ভোঁ ভোঁ,
প্রাণ করে আইঢাই॥
হাঁউ মাউ খাঁউ,
মানুষের গন্ধ পাঁউ,
চুড় বুড় চাঁই, চুড়্‌ বুড়্‌ চাঁই,
চারে এসে মারবে ঘাই,
আয় আয় আয় আয় ধ'রে খাই।

[প্রস্থান।

প্রমোদ। ওরে বাবা! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! সর্ব্বনাশ! এ কোথায় এলেম? মানুষের উপর রাগ ক'রে ভূতের দেশে এসে পড়লেম! এখন যাই কোথা—করি কি? এমনি ক'রে ঠকঠক ক'রে কাঁপব? কাঁপলে ত সুবিধে হবে না—কাঁপলে ও প্রাণ বাঁচাতে পারব না। আসবে, আর অমনি পুঁটিমাছটির মতন ধ'রে নিয়ে যাবে—শালার ভূতেরা একটা কামড়ও মারতে পারব না! তা হবে না—তা

হচ্ছে না, শালার ভূতের সঙ্গে লড়াই দিতে হবে। কেঁপে কি করব।—ভূতের দেশ এত সুন্দর! কি চমৎকার! কি সুন্দর!—গোলাপের পাশে বেলা, বেলার পাশে অতসী, আর সবাইকে জড়িয়ে অপরাজিতা! কি সাজানই সাজিয়েছে! বাবা ও আবার কি রে। ও যে পদ্মফুলের ঝাড় রে! বলি হাঁ কমলিনি! পুকুরে যখন থাক, তখন তোমার নেকামি দেখে হাড় জ্বরজর হয়ে যায়। চাঁদের যদি একটু হাওয়া লাগল ত অমনি সান্নিপাতিক ধরল, কাছে গিয়ে যদি একটু গাভাসান দিই ত কেঁপে অস্থির, আর ঝাঁপাই ঝুড়ি ত অমনি অভিমানে আছড়াপিছড়ি। আর এই ভূতের দেশে, এই ডাইনীবেটীর বাড়ী পাথর ফুঁড়ে বেরিয়েছো—কাঁড়ি কাঁড়ি হিম খাচ্ছ, চাঁদের কিরণে মাখামাখি হ'চ্ছো, আর আমাকে দেখে দুলছ আর হাসছ! আরে ছি কমলিনি! আরে ভাই নলিনি, এ আবার কি—ভ্রমরকে না দেখে যে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছ। গিরি-শিখরশোভিনি ফুলরাণি, কাঁদ কেন ভাই—কান্না দেখলে যে আমার মন কেমন করে ভাই—ওরে বাবা রে! এ কি রে! এ যে পদ্মগোখরোর ঝাড় রে। ও বাবা কি কুলোপানা চক্র! খেয়েছিল আর কি?—আরে ছি ছি কমলিনি, দূর থেকে ধপধপ আর কাছে গেলেই কোঁস। তোর কোমল প্রাণের কাঁথায় আগুন। (অগ্রসর)

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। হাঁ হাঁ করছ কি, সাপের মুখে যাচ্ছ কেন? এখনি যে খেয়ে ফেলেছিল।

প্রমোদ। হাঁ হাঁ করলে কি, করলে কি? শুভকর্ম্মে যাচ্ছিলেম; পিছু ডাকলে কেন?

জয়ন্তী। সাপের কাছে শুভকর্ম্ম কি—তুমি পাগল না কি?

প্রমোদ। কাজেই—যে কাজটা লোককে লুকাতে বড় সুবিধে হয় না, সেটা করলেই লোকে পাগল বলে। বলি, যার হোক একজনের পেটে যেতে হবে। তবে তোমার পেটে গেলে বৃন্দাবন ওয়ার ফল, ওদের পেটে ব্যাসকাশী, তফাতের এই। তোমার পেটে ঢুকলে চতুর্ভুজ, আর বেলায় চতুষ্পদ, এক জায়গায় পাঞ্চজন্য শাঁক পো, আর এক জায়গায় গাধার ডাক গাঁ। তা হাঁ ডাইনী মাসী, এমন ক'রে হেসে খেলে বেড়াব কতক্ষণ? যা হ'ক একটা গতি কর না।

জয়ন্তী। অত তাড়াতাড়ি করলে চলবে কেন বাছা। সকল কাজের সময় অসময় ত আছে।

প্রমোদ। খেতে যদি চাস ত এমন সময় আর পাবি না। রক্ত ত দেখতে দেখতে জল হ'ল ব'লে। দেহের মাংস থাকে না থাকে হয়েছে। শেষে যে ফোগলা দাঁতে দু একখানা হাড় চিবিয়ে ডাইনী-জীবন ধন্য করবি, তাও হচ্ছে না। সহচরের কথা ছেড়ে দে, তোর সহচরীরে আর একবার দেখা দিলেই—সে হজমিগুলি রূপের ঝাঁঝে আমি কায়-মনোবাক্যে উপে যাব। শেষে তুইও হায় হায় ক'রে মরবি, আমিও লজ্জায় ম'রে যাব।—ভাল কথা ডাইনী মাসী, তোর মেয়েটাকে একবার দেখতে পেলেম না?

জয়ন্তী। তা হ'লে একটু ব'সো, দাঁড়িয়েই রইলে যে।

প্রমোদ। যে কচি কচি ঘাস এনে দিয়েছি, তাই খুব খাচ্ছে আর জাবর কাটছে, না? একবার যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, তার সাবকাশ পাচ্ছে না।

জয়ন্তী। আর দেখবে কি বাছা, সে বড় কুৎসিত। তুমি এমন সুন্দর, তোমার কাছে লজ্জায় সে আসতে পারছে না।

প্রমোদ। ডাইনীর মেয়ের লজ্জা আছে?

জয়ন্তী। সে বড় লজ্জাশীলা।

প্রমোদ। আ সর্ব্বনাশ! কবিরাজ দেখা, কবিরাজ দেখা—ডাইনীর লজ্জা ভয়ানক রোগ—বাঁচিয়ে রাখা ভার হবে। শীগ্‌গির একটা পাচক ওষুধ খাইয়ে দিগে যা, যাতে লজ্জাটা হজম হয়ে যায়।

জয়ন্তী। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি তারে ধ'রে নিয়ে আসছি। কিন্তু পাছে বাছা তুমি তারে দেখে ঘেন্না কর—আমি মা, আমার যে প্রাণে ব্যথা লাগবে।

প্রমোদ। তবে কাজ নেই মাসী!—কি জানি আলগা প্রাণ মেয়ের মুখ দেখে যদি খুলে যায়, তা হ'লে অনর্গল কতকগুলো কি ব'লে ফেলব—কি হয় ত প্রাণটা বেরিয়ে যাবে—না কাজ নেই, দিন কতক যাক—আমার চুল কটা পাকা, আর দাঁত কটা পড়া

পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, ততদিনে আমি চিত্তসংযমটা শিক্ষা ক'রে নিই।

জয়ন্তী। তবে আমি তাকে আসতে বারণ ক'রে আসি।

প্রমোদ। আচ্ছা, আন্ আন্, একবার চোখ কান বুজে দেখে নিই। তার লজ্জা আছে, ঠিক জানিস্ ত?

জয়ন্তী। মিছে কথা ক'য়ে লাভ কি বাছা!

প্রমোদ। তবে আন্। কি রকম লজ্জা বল্ দেখি, আমার মাথাটা খেতে একটু ইতস্তত: করবে কি বলতে পারিস?

জয়ন্তী। ভাল, আমি আগে আনি, তার পর নিজেই দেখো।

[জয়ন্তীর প্রস্থান।

প্রমোদ। লজ্জাশীলা! ডাইনীর মেয়ে লজ্জাশীলা! না বাবা এ আমাকে না দেখিয়ে ছাড়লে না। লজ্জাটা এমনি জিনিস—ডাইনী তারেই যেন বোধ হচ্ছে একটা কি সুন্দর আবরণে ঘেরে রেখেছে। নারী যদি লজ্জাহীনা হয়, তা সে অপ্সরা হ'ক না কেন, সে রাক্ষসীর আবুই মা, পুরুষের বাবা—তার মাথায় মার ঝাড়ু! তার চেয়ে লজ্জাশীলা কুৎসিতা কদাকারা ডাকিনী শত গুণে ভাল। তবে আয় ডাইনীর মেয়ে, তোরে আমি প্রাণ খুলে দেখব, বুক ধড়ধড় ক'রে যদি ম'রেও যাই, তবু তোরে দেখতে ছাড়ব না। ঐ আস্‌ছে নাকি? ও বাবা—ঐ নাকি! না—না—ওটা ভূতের মূর্ত্তি না। আরে কে ও সখা যে? রঞ্জন!—রঞ্জন!

রঞ্জন। এখনও বুঝতে পারলে না, আমি রঞ্জন নই—রঞ্জনের ভূত।

প্রমোদ। রঞ্জনের ভূত! তবে কি রঞ্জন নেই?

রঞ্জন। নেই,—সে তার নিঠুর সখার শোকে আত্মহারা হয়ে চারিধারে ঘুরছিল, পথে তারে ডাইনীতে খেয়েছে।

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ! সখা আমার নেই! না ভাই মিথ্যা কথা, ছলনা, আমার সখা আত্মহারা হবে! মিথ্যা কথা,—তুই সখা, সখা—সখা!

রঞ্জন। সখা নই—সখার ভূত।

প্রমোদ। তা হ'ক, আয় তোরে আলিঙ্গন করি। সখার ভূত, আর ত কারও ভূত ন'স, শীগ্‌গির আয়—ওকি যাস যে?

যুক্তি। হি হি আদর আর ধরে না। উনি সখাকে পরিত্যাগ ক'রে ভূতকে আলিঙ্গন করলেন, আদর আর ধরে না।

প্রমোদ। ও বাবা, এ আবার কে রে! ওরে যাস্ নি যাস্ নি, শোন্ ও সখা সখা! ওরে সখার ভূত! ভাই তুই চ'লে গেলে আমার উপায় কি হবে?

রঞ্জন। আমারও যা উপায়, তোমারও তাই। আমাকে একটা পেত্নী গছিয়ে দিয়েছে, তোমাকেও খাবে, আর একটা পেত্নী গছিয়ে দেবে।

প্রমোদ। চল্লি, একান্তই চল্লি? তবে দূর হ'য়ে যা। বলি আর একটা কথা শুনবি?

যুক্তি। না, শুনবো না, ও তোমার কথা শুনবে কেন? আবার ওকে মানুষ করতে চাও নাকি?

প্রমোদ। ওরে বাবা রে, তুই কে রে?—দূর হ' দূর হ'। ওরে বাবা, কি কদাকার মূর্ত্তি রে!—যা সখার ভূত, তুইও দূর হয়ে যা। যে আত্মহারা হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করে, সে আমার সখা নয়, পরম শত্রু—যা আর আমি তোরে মনে আনব না। নরাধম! সামান্য অপদার্থ আমার জন্য আত্মহত্যা কল্লি, সুন্দর জীবনটাকে ভূতের মুখে সঁপে দিলি! যা আর তোর নামও মুখে আনব না।—তা যা হ'ক এখন করি কি? সখার ভূত ব'লে অমনি অমনি ছেড়ে দিলে, কিছু বল্লে না। তার পর—এইবারে যখন আবাগের বেটা ভূত আসবে—সে যে ধরবে আর লপ ক'রে গালে দেবে! শুধু কি তাই—খাবে, আর একটা পেত্নী গছিয়ে দেবে।—ও বাবা! ভাবতে গেলেই যে গন্ধ ছাড়ে গো।

(নেপথ্যে) ও ভূত, কমনে গেলি?—ও ভূত!

প্রমোদ। না বাবা এইবারেই মাটী করেছে! একে শূন্য দশ, দশে শূন্য শ, শটকে সাদ্দ হ'।

(ছদ্মবেশে গিরিবালিকাগণের প্রবেশ)

১ম, বা। ও ভূত, কমনে গেলি?

প্রমোদ। ও বাবা, এ যে আবার বিষম বেয়াড়া রে।

২য়, বা। কই গো, ভূত কই গো, আমরা যে তার বিরহে মার গো! (অগ্রসর)

প্রমোদ। এই—এই—আবার এগোয়!

২য়, বা। ওগো তুমি কে গো!

প্রমোদ। আমি তোমার বাবার বাবা তস্ত বাবা—বাবার চতুর্ব্বর্গ গো!

৩য়, বা। তবে কাছে যাব নাকি গো! (অগ্রসর)

প্রমোদ। দেখ্ বেটী পেত্নী, তামাসা করছি না—স্ত্রীলোক ব'লে মানব না—কাছে এলেই এক ঘুষো!

৪র্থ, বা। ঘুষো! সেটা কি গো?

প্রমোদ। সেটা চিরেতার সন্দেশ গো!

সকলে। ওগো তবে আমরা খাব গো।

প্রমোদ। এই—এই—ছুঁস নি।

সকলে। ওগো আমরা তোমাকে ধরব গো!

প্রমোদ। আয় তবে দেখি—তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।

"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥"

জম্ভলা, জম্ভলা, জম্ভলা।

[প্রস্থান।

সকলে। ধর্ ধর্ ধর্।

[প্রস্থান।

(বেশপরিবর্ত্তন।)

গীত।

ভালবাসার নিদানে।
পালিয়ে যাওয়া বিধান বঁধু লেখা কোন্‌খানে।
মুখ চেয়ে সে ব'সে ব'সে বছর করে পার,
একটিবার দেখতে প্রিয়ার চাঁদমুখের বাহার,
মাথায় তার ঝড় ব'য়ে যায়,
(তবু) ঢেউ খেলে প্রাণে প্রাণে॥
হ'কগে না সে চেরণদাঁতী, হ'কগে না সে খাঁদা,
হ'কগে না তার গলগণ্ড, হ'কগে না পেট নাদা,
তবু প্রাণ হেঁকচ পেঁকচ তার টানে।
বঁধু শুধু বসতে শিখেছে,
দাঁড়িয়ে ওঠা, এক পা হাঁটা, ভুলে গিয়েছে,
মরণ সে তুচ্ছ করে, ভয় কি আছে তার মনে॥

তৃতীয় অঙ্ক

—:•:—

প্রথম দৃশ্য

উপত্যকা।

প্রমোদকুমার।

প্রমোদ। বলি হাঁ উপত্যকা! এত সুন্দরী তুমি, তোমার প্রাণ এমন কেন? তোমার সুমুখে কুলকুল, কানে সোনার দুল, মাথায় রূপোর চুল—তুমি পাথর কেন? তোমার মাথার উপর সোনার ফুল তোলা নীল চন্দ্রাতপ, তার বুকে ঐ সোনার চাঁদ, তার আশ পাশে সমীরসাগরে ভেসে ভেসে উধাও যাওয়া তুলার রাশ,—সুরধুনী রজত-তরঙ্গে নেচে নেচে সোনার কিরণে মাখামাখি—শৈলপাদমূলের প্রকৃতিসুন্দরী নীলাম্বরী—উপত্যকা! তুই এত সুন্দর, তোর প্রাণে কোমলতা নেই কেন, বুকে আঁধার কেন? অতুল সৌন্দর্য্যময়ি! তোর বুকে বাঘ, ঘাড়ে ভূত, তোর বিশাল কোলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরি এমন স্থান কই?

(নেপথ্যে গীত।)

ব'সেছিল বঁধু তটিনী-কূলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগনে,
রেখেছিল দুটি নয়ন তুলে॥

প্রমোদ। আহা কে রে! এ চাঁদের কিরণে আবার গান মাখায় কে রে! আহা কি সুধাস্বর-বর্ষণ! ঐ সুধা-তরঙ্গিণীর কূলে যাই। আর ভয় পাই কেন? আরে পেত্নী! এমন গাইতে শিখলি কেন—গাইতেই শিখলি যদি ত পেত্নী হ'লি কেন?—আর যে থাকতে পারি না গা! এ যে আমাকে হড়হড় ক'রে টানতে লাগল!

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

প্রমোদ। আরে মর্! বাতাসে গাইছে নাকি রে! ছুটোছুটী ক'রে গানের পিছন পিছন এলেম, কিন্তু কই, কে কোথায়? আর দেখবই বা কাকে? কানের কাছে বোঁ বোঁ করছে, আর যেই ছাই চোখ মেলে দেখতে যাব, অমনি পেটের পীলে চমকে যাবে। না—না—এ বার তা বুঝি

হবে না। বলি ওগো! তোমরা কে গো! একবার ফের না—বলি, একবার মুখখানা কি দেখতে পাই না। যে মুখে এমন মিষ্টি গান, সে মুখ না জানি কেমন? বলি ভাই, একবার চাঁদমুখখানা দেখাও, আমার চোখ রাহু নয় রে ভাই, দেখলে ক্ষ'য়ে যাবে না। (নেপথ্যে হাস্য) ও বাবা ও বাবা! না গো ফিরে কাজ নেই। হয়েছে হয়েছে! (নেপথ্যে পুনঃ হাস্য) ওরে বাবা! বুকের একখানা পাঁজরা খ'সে গেল যে, আরে ম'ল ঘুরে ঘুরে এ কোথায় এলেম। ঐ না সেই ডাইনী বেটীর বাড়ী! আরে গেল, তাই ত—ঐ যে সেই তড়াগ—ঐ যে সেই আঙ্গুর-লতার কুঞ্জ, ঐ যে কুঙ্কুমের মাঠ! না বাবা, মানুষের উপর রাগ ক'রে অনন্ত দুর্দ্দশা। মানুষ বিধাতার চমৎকার সৃষ্টি, তার উপর রাগ করা নয় ত বিধাতার অপমান করা! বিধাতা ঠাকুর, এই বারটা মাপ কর বাবা—মানে মানে আমায় দেশে পাঠিয়ে দাও। অন্ততঃ তোমার খাতিরে না হয় এ বার থেকে মানুষকে ভালবাসব। ও বাবা! একখানা মুখ যে—ফের যে—আবার ফের যে! আরে বাপ—এ যে খান খান মুখ বেরুতে সুরু করলে। দেখ্ শালীরা—এ বারে এমন দৌড় মেরে পালাব যে, দৌড় দেখে হেসে হেসে ম'রে যাবি। না, হ'ল না—এরা বড়ই বাড়াবাড়ি করলে। তবে রোস শালীরা, তোদের বুজরুকি ভাঙছি। (চক্ষুবন্ধন) নাও বাপ সকল! এ বারে কত বিধুবদন দেখাবে দেখাও দেখি!

(শান্তি, মুক্তি ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

বসেছিলে বঁধু তটিনীকূলে।
উদাস পরাণে সুনীল গগনে,
রেখেছিলে দুটি নয়ন তুলে॥
শাখে শাখে পাখী ধরেছে গান,
প্রাণের বঁধুয়া করেছে মান,
সমীর লতায় ব'লে ব'লে যায়,
সর সর বঁধু পড়িবে চ'লে।

না বাবা, এইবারেই মাটী করেছে, ভূতে যা করতে পারলে না, ক'টা পেত্নীতে প'ড়ে তাই করলে। আমায় না চলিয়ে আর ছাড়লে না। গানের ধাক্কায় মাথাটা যেন বন্‌বন্ ক'রে ঘুরতে লাগল। হ'ল না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছাড় খাওয়াটা বড় সুবিধে হবে না। পেত্নী যখন চারে এসে ঘাঁই মারছেন, তখন ভূত নিশ্চয় অগম জলে আছেন। আছাড়টি যেমনি খাব, অমনি বেটারা খপ ক'রে এসে ঘাড়টি ধরবে। উঁ হুঁ, হ'ল না, বসি। (উপবেশন)

সখীগণ। কি গো নাগর! চোখ খোল না!

প্রমোদ। মাপ কর বাপধন, চোখ খুলতে হবে না। কাপড় ছিঁড়ে চোখের পরদা কেটে ফুঁড়ে তোমাদের রূপের গিটকিরি ব্রহ্মরন্ধ্রে ঢুকেছে, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি!

মুক্তি। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, আমাকে দেখতে কেমন বল দেখি?

প্রমোদ। আহা, চমৎকার চমৎকার!

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি কক্ষে ভাঙ্গা নড়ি, বাম কক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধুলো উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥

মুক্তি। কি বল্লে?

প্রমোদ। এই যে বল্লেম তোমরা মহামায়ার জাত, তোমাদের রূপ, ও বড় দেখে ঠাওর হয় না। এই কি রকম জানলে—এই মনে করনা কেন—এই গণেশ ঠাকুরটি। "গণেশং খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র-বদনং লম্বোদরম্" কিন্তু বাবা এত কাণ্ডকারখানার পর হ'ল কি না "সুন্দরম্"—ও দেখে শুনে কোন শালা কখন বুঝতে পারে নি। যাও ঝাপধন সকল যাও, তোমরা সবাই সুন্দরী—বুড়ী, ছুড়ী, খেঁদী, কাণী, ঘোড়ামুখী, সবাই সুন্দরী—যাও, হয়েছে ত, আমায় ভয় দেখান কাজ সারা হ'ল, ঘরে যাও, আমি দু'দণ্ড হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

মুক্তি। হাঁ গা! তুমি কি আমাদের সত্যি সত্যি দেখ্‌তে পাচ্ছ?

প্রমোদ। আরে ভাই, চোখের মাথাই না হয় খেয়েছি—মনটা ত আছে, তোমাদের রূপ মনে একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে, এত চেষ্টা করছি, কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না রে ভাই।

শান্তি। হাঁ গা! তা হ'লে আমায় দেখতে কেমন বল দেখি।

প্রমোদ। আহা এ কি! কানের ভেতর দিয়ে যে মিছরির চোটা ঢেলে দিলে রে। না বাবা, এইবারে শেষ, এতক্ষণ কোন রকমে প্রাণটা ধ'রে

ধ'রে রাখ্‌ছিলেম, এইবারেই দেখছি গুড়ের মাছি করলে।

শান্তি। কি ভাই, চুপ ক'রে রইলে যে—বল্লে না?

প্রমোদ। কি বল্লে?

শান্তি। আমি কেমন দেখতে ভাই?

প্রমোদ। বা বা, তুমি যে আরও বেশ গো! তোমার পটলচেরা চোখ, পাণপানা মুখ, রাঙা রাঙা ঠোঁট, গালভরা হাসি, গলাভরা কাসি—তুমি অতি সুন্দর।

মুক্তি। দেখ ভাই, তুমি ঠিক বলেছ, ও অতি সুন্দর, এমন সুন্দর ভুবনে আর নেই। তুমি ওকে বে করবে?

প্রমোদ। ওরাক্—

মুক্তি। ওকি গো। উকি তোল কেন?

প্রমোদ। ও কিছু নয়, বালক কাল থেকে হঠযোগটা অভ্যাস করেছি, জানলে? তাইতে পেটের নাড়ী উগ্‌রে সময়ে সময়ে ধৌতি ক্রিয়া করতে হয়, উকি তোলা তার একটা প্রক্রিয়া। দেখ ভাই আগে-কথা-কওয়া সুন্দরি, তুমি রাগ ক'র না।

শান্তি। রাগ কার উপর করব ভাই, আর ক'রেই বা কি লাভ ভাই?

প্রমোদ। দেখ ভাই পেত্নী, তামাসা করছি না, তোর কথাগুলি বড় মিষ্টি।

মুক্তি। বল কি, আমার চেয়ে?

প্রমোদ। আরে ভাই তোমার ও ত সাদা গলা! তবে কি জান ভাই, তোমার ও গলার মর্ম্ম কালোয়াত না হ'লে ভাল বুঝতে পারবে না। আমার হয়েছে কি জান, সঙ্গীত-শাস্ত্রটা ভাল জানা নেই, তাই তোমার ঐ বাজখাঁই শুনলে পাঁচজনের দেখা দেখি বাহবা দিতে হয়।

মুক্তি। দেখ, সাবধান হ'য়ে কথা ব'লো। জান, তুমি কোথায় আছ?

প্রমোদ। হাঁগা পেত্নী ঠান্‌দি, আমি তা হ'লে শ্মশানও আছি? কই গো, তুমি কোথা গেলে? আমি যে তোমার একটা আধটা কথা শুন্‌ব ব'লে শ্মশানও আছি।

১ম বা। কার কথা বল্‌ছ গা?

প্রমোদ। এই যে একটু আগে কইলে।

২য় বা। কি গা, আমার কথা বল্‌ছ?

প্রমোদ। তোমার কথা ত আগে বলা উচিত, কিন্তু কি কর্‌ব ভাই, এখন ত কোনমতেই পার্‌লেম না।

৩য় বা। তবে কি আমার কথা?

প্রমোদ। কি ভাগ্যি ক'রে এসেছি যে, তোমার কথা আগে কইব।

৪র্থ বা। তা হ'লে নিশ্চয় আমার কথা?

৫ম বা। কখন নয়, আমার।

৬ষ্ঠ বা। হাঁ ওর বইকি, আমার—কেমন, নয় গা?

প্রমোদ। আরে ম'ল, এ ত ভারী জ্বালাতন কর্‌লে—কই গো তুমি কোথা? তোমার জন্য যে পাঁচজনে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে।

শান্তি। ভাই, আমার কথা বল্‌ছ?

প্রমোদ। হাঁ ভাই! আহা ভাই, তুই কি গলাই পেয়েছিস্? কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই—

মুক্তি। কেন ভাই, তোমার কি মন কেমন করছে?

প্রমোদ। তুই থাম্, আর জ্যাঠাম করিস্ নি, হাঁ ভাই মিষ্টিকথা, তুই কত বয়সে মরেছিলি?

মুক্তি। এই যেটের কোলে নিরেনব্বইয়ে পা না দিতে দিতে পোড়া যমের বুক অমনি চড়চড়িয়ে উঠল, একশ পোঁছুতে দিলে না।

প্রমোদ। আহাহা বল্লে কি! দাঁত কটা ফিরে উঠতে সময় দিলে না, একেবারে নাবালক অবস্থাতেই মেরে ফেল্লে। পেত্নী ঠান্‌দি, তুমি কোন্ রাগ ক'রে যমের মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছিলে, তোমার সে সময় ত বড় বড় দাঁত ছিল।

মুক্তি। কি! আমাকে এমন কথা, এতবড় আস্পর্দ্ধা!

প্রমোদ। আস্পর্দ্ধা যে তোমরাই বাড়িয়ে দিলে ধনমণি! পেটে পূরলে এতক্ষণ আমি কোন্ কালে কোন্ রাজার ঘরে জন্মাতেম, কত সমারোহ হ'ত, কত গরীব-দুঃখী অন্ন পেত। তা ত আর কর্‌তে দিলে না। কেবল কাণার উপর চোখ রাঙিয়ে তোমরাও চোখের মাথা খেলে, আমাকেও ষাঁড়ের গোবর ক'রে রেখে দিলে। কি বল গো মিষ্টিকথা, চুপ কর্‌লে কেন?

শান্তি। আমি আর কি বল্‌ব ভাই!

প্রমোদ। না হয় বারকতক 'কি বল্‌ব', 'কি বলব'ই বল না ভাই! এ প্রেমের চোল্‌কপাটী খেলায় আগ্ দাও কেন?

মুক্তি। দেখ ভাই, তুমি নিজ-মুখেই স্বীকার কল্লে, এ আমাদের প্রেমের খেলা। আমরাও এ কথা স্বীকার ক'রে নিলেম। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

প্রমোদ। সেথা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা। বুঝেছ ঠান্‌দি, আমার প্রাণটা অনেকক্ষণ থেকেই যাব যাব কর্‌ছে, তবে নাকি এটা টিক্‌টিকির প্রাণ, তাই যেতে যেতে যাচ্ছে না, ল্যাজে খেল্‌ছে।

মুক্তি। নাও চল, আমি আর তোমার জন্য সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না। (সাঁড়াশী দিয়া হস্ত-ধারণ)

প্রমোদ। ও বাবা, সহসা আমার হাতে এটা কিসের আবির্ভাব হ'ল!

মুক্তি। ওটা আমার হাত রে মিন্‌সে!

প্রমোদ। বা—বা কি নরম, কি নরম। তা এমন তুলতুলে হাতটি কোথায় পেলে ঠান্‌দি!

মুক্তি। বিধাতা দিয়েছে, হাত আবার কে দেয়!

প্রমোদ। বিধাতা যখন এই হাতখানা গ'ড়েছিল, তখন যদি ভাই তার গালে একটা ঠোনা মার্‌তিস, তা হ'লে সে বেটা এমন সুন্দরী সৃষ্টির বেয়াদবী কর্‌ত না। উঃ! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বড় সুড়সুড়ি লাগ্‌ছে।

শান্তি। হাঁ ভাই, আমাদের সঙ্গে চল না।

প্রমোদ। যাব ভাই, তবে এখনও আমার কাঁচা বয়েস, আর সংসারের কোন কাজ কর্‌তে পারি নি।

মুক্তি। বটে, কেবল তামাসা!

প্রমোদ। হাঁ হাঁ, করিস্ কি, করিস্ কি, ছাড়, ওরে চোখ বাঁধা, হোঁচট খেয়ে ঘাড়ে পড়ব। আরে আরে, তোর এ কোমল হাতে ব্যথা লাগ্‌বে, বলি ও লোহার চাঁদ! ছাড়, ও ইস্পাতের চাঁদ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন।

(রঞ্জন ও জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি গো বাবা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক'চ্ছ কি?

রঞ্জন। হাঁ মা, সখাকে আমার আর কষ্ট দিচ্ছ কেন?

জয়ন্তী। দেখ বাপ রঞ্জন, পরোপকারার্থ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, আর পরের ভার বহন করেছে ব'লে, মনে করেছিলেম, তোমার সখা মানুষ। বড় ভুল বুঝেছি বাপ, বড় ভুল বুঝেছি; দেখলেম, তোমার সখার মনুষ্যত্বই নেই। রঞ্জন, বাপধন! কেবল পণ্ডশ্রম হ'ল, আর বুঝি শান্তিকে পাত্রস্থা কর্‌তে পাল্লেম না।

রঞ্জন। সে কি মা! আমার সখা যে দেবতা। পথিক মরুভূমে সখার কৃপায় জল পায়, পথভ্রান্ত গভীর নিশীথে স্থল পায়। দুর্ভিক্ষে সখা অন্ন, অনাবৃষ্টিতে জল, অতিবৃষ্টিতে স্থল। সখা পুত্র-শোকাতুরের পুত্র, পিতৃহারার পিতা, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। পরের জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে সখা বনে এল, এমন সখা মনুষ্যত্বহীন! বল কি মা?

জয়ন্তী। তোমার সখা জীবকে ঘৃণা করে। জীবের উপর, বিশেষতঃ মানুষের উপর যার ঘৃণা, সে কি মানুষ?

রঞ্জন। মানুষ অনিষ্ট ক'রে তার উপকারের পুরস্কার দিয়েছে।

জয়ন্তী। ঘৃণাই যদি কর্‌বে, তবে তাকে মানুষের উপকার কে কর্‌তে বলেছিল। এ সংসারে সকলেই কি পরের সাহায্য পায়? কত লোক যে তোমার আমার অসাক্ষাতে নিত্য কত মহা মহা-বিপদে পড়ছে, তুমি আমি কি করছি? শেষে ঘৃণা কর্‌ব ব'লেই কি খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার ক'রে আস্‌ব।

রঞ্জন। এটা দোষ বটে। তুমি দেবী, তুমি সখাকে যে চক্ষে ইচ্ছা দেখ্‌তে পার। আমি মানুষ, আমি কেন মা চাঁদের কোথা একটু কলঙ্ক আছে দেখ্‌তে সারা রাত জেগে দেখার সুখ নষ্ট কর্‌ব!

জয়ন্তী। তোমার সখার শতেক দোষ, একটা কি; তোমার সখা পরোপকারপ্রত্যাশী, ঘোর স্বার্থপর! মানুষে তাকে ভক্তি কর্‌বে, শ্রদ্ধা কর্‌বে, মুক্তকণ্ঠে দশজনের কাছে সুখ্যাতি কর্‌বে, অসময়ে উল্টে তাকে সাহায্য কর্‌বে—এই সব ভেবে না তোমার সখা লোকের উপকার করেছে!

রঞ্জন। না মা! তুমি যত ভাবছ, সখা তত স্বার্থপর নয়।

জয়ন্তী। তবে সে বনে এল কেন? বলি, তোমার সখা যে দিন হ'তে লোকালয় ত্যাগ করেছে,

সে দিন হ'তে কি দেশ থেকে দারিদ্র্য, রোগ, শোক, বিপদ, সব উঠে গেছে? আর কি ছেলের মা-বাপ মরে না, আর কি কুলবধূ অভিভাবকহীনা হয়ে উদরান্নের জন্য পথের ভিখারিণী হয় না? সকল পা... কি বিদেশে গেলেই স্থান পায়? সকল রোগীই কি ঔষধ পায়? আর কি কারও অভাব নেই? দেশে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ সকলই ত আছে, কিন্তু তোমার সখা কই?

রঞ্জন। এখন যে সখার আর কিছু নেই, কি দিয়ে লোকের উপকার করবে?

জয়ন্তী। অর্থ নেই, তোমার সখার দেহ আছে। কেন, যা আছে তাতে কি মানুষের কাজ হয় না? দেহে কি একটা জলমগ্নের প্রাণরক্ষা হয় না, একটা ভূপতিত বালকও ওঠে না? নেই কি, তোমার সখার সব আছে, কেবল ইচ্ছা নেই—উপকারের শক্তি আছে, প্রাণ নেই।

(প্রমোদকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ)

আর একটা মহৎ দোষ, তোমার সখা উপকার ক'রে, না ব'লে থাকতে পারে না।

মুক্তি। চল্‌তে চল্‌তে আবার থমকে দাঁড়ালে কেন?

প্রমোদ। চুপ কর না—চেঁচাও কেন?

মুক্তি। আমি কি তোমার জন্য—

প্রমোদ। আবার?

মুক্তি। তুমি কি আমাকে চাকরাণী—

প্রমোদ। আবার—চেঁচাও কেন? কথা কইবে, মনে মনে কওনা।

জয়ন্তী। পথে আস্‌তে আস্‌তে "বেটী তোর এত করলুম, বেটী তোর এত করলুম" ব'লে সমস্ত পথটা ধমকেছে। কি বলব বাবা, তোমার সখা ...র তুমি নাকি বড় ভাল ছেলে, তাই তারে কিছু ...লেম না, নইলে এই পুকুরের পাঁকে তারে পুঁতে ...খে দিতেম।

প্রমোদ। নে পেত্নী, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে ...।

জয়ন্তী। কি গো বাছা! আসছ?

প্রমোদ। আর বাছাবাছি কাজ কি—এই না ...কে পাঁকে পুঁতে রাখছিলি? দে বেটী চোখ ...দে, আমি চ'লে যাই। ওরে সখার ভূত! ...র সঙ্গে যাস্ যদি আয়। আমি তোকে একটা ঝাঁকড়া বেলগাছ দেব। তোর পেত্নী থাকে ত সঙ্গে নে, আমি তাকে ভাল দেখে একটা পাঁদাড় দেব।

মুক্তি। ওগো সে কোথায় গো!

প্রমোদ। তুই, সখার পেত্নী?

মুক্তি। তোমার সখার ভূত আমাকে ঐ কথাই ত বলে।

গীত।

রূপের গরবে গরবিনী।
(ছিনু) নিজ মান ল'য়ে মানিনী॥
আঁখির পালট উলটিয়া দেছে
দেখেছে আমারে প্রেতিনী॥
আছিনু মত্ত আপন গানে,
ফিরে দেখি নাই কারো পানে,
পর-আঁখি-পরে রূপ নিরন্তর কে জানে!
আমার ভেঙ্গেছে দম্ভ টুটেছে মান,
তার গেছে ছিঁড়ে নীরব গান,
কুরূপায় যে জন রেখেছে পায়,
আমি তার চির অধীনী॥

প্রমোদ। বটে? তাই ত ভাবছি, তোকে গালাগালি দিতে আমার এত আমোদ হচ্ছিল কেন! তুই আমার সখার পেত্নী? তবে চল্, আমার সঙ্গে চল্। চল্, এ ডাইনা বেটীর বাড়ী থাকিস নি।

জয়ন্তী কেন বাছা, হঠাৎ এমন রাগ হ'ল কেন?

প্রমোদ। রাগ হবে না? সখার ভূতের কাছে আমার নিন্দে করছিস্, রাগ হবে না? বেটী তোর এত করলেম, তা আবার বলছিস কি? উপকার করি নি? উপকার ত করেইছি—একটা হাতীর বোঝা ঘাড়ে করেছি। সমস্ত দিন পথে ব'সে মানুষ মানুষ ক'রে চেঁচিয়ে মরলি, কই কোন্ বেটা এল? বেটীর মেয়ের ফাড় বোজাতে এককাঁড়ি ঘাস আনলেম, এখন নিন্দে করা হচ্ছে।

মুক্তি। বলি হাঁ সখা, তুমি যে লোকের উপকার কর, সেটা তোমার মনে থাকে?

প্রমোদ। বিলক্ষণ মনে থাকে। থাকে ব'লে থাকে! পেত্নী সখী, তোরে আর কি বলব, সে-গুলো আবার লোকের আচরণে বুকে উঠে কামড়ায়।

রঞ্জন। হাঁ রঞ্জনের সখা, তুমি সে গুলো ভুল্‌তে পার না?

প্রমোদ। তুমি যে সবার ভূত, এতদিন পরে তা বিশ্বাস হ'ল।

রঞ্জন। কেন, ভুল্‌তে চেষ্টা করলে কি ভোলা যায় না?

প্রমোদ। আরে পাগলা ভূত, আমি নিজেই যদি ভুলতে পারব, তা হ'লে চোরের উপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাব কেন? তা হ'লে দেশের মানুষ দেশে থাকতেম; মানুষের জন্ত যে দেহধারণ, সে দেহ মানুষের কাজেই লাগিয়ে রাখতেম; দস্যু, চোর, নরঘাতক সবার দাসত্ব করতেম। আমার কি করলে না করলে দেখতেম? কি বলিস্ ডাইনি মাসি! মনে মনে উপকার জ্ঞান যদি নাই হবে, তা হ'লে তোর ঘরে এসে আমার এত লাঞ্ছনা! বোঝা ঘাড়ে করিয়ে এনে কি পুরস্কার দিলি? নিষ্ঠুরতায় মানুষকে হারালি, পাহাড়ে তুল্লি, এত বড়—এত বড় হাঁ দেখালি, এমন এমন দাঁত দেখালি, এই উটের কুঁজের মতন নাক, এই ভাটার মতন চোখ, এই জালার মতন পেট, বাকী রাখলি কি? যেমন আসা, অমনি মুহূর্ত্তের জন্ত না দাঁড়িয়ে যদি এ স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতেম, তা হ'লে এ অতিথি-সৎকার কেমন ক'রে করতিস্ রাক্ষসি? কি রে বেটী, বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল না কি?

জয়ন্তী। সমস্তার কথা বটে!

প্রমোদ। কেন, সমস্তা কেন? তুই বেটী অঘটন ঘটাতে পারিস, ভূত নাচাতে পারিস, আর আমাকে ভুলিয়ে দিতে পারিস্ না? দে না বেটী আমাকে ভুলিয়ে। আমি মানুষের উপকার করি, আমার মনে হয় কেন? আমি তার দাস—ঋণী, এ জ্ঞান আমার হয় না কেন? ডাইনি মাসি, ভুলিয়ে দে, খাবার সময় মানুষের সঙ্গে তার স্মৃতি তোর উদর-সাগরে ডুবিয়ে দে। ইচ্ছা ক'রে পুত্রশোক কোন্ বেটা মনে রাখতে চায় বেটী? আমার কি সাধ, আমি পথে পথে বেড়াই? আমার সকল ছিল—চারিধারে সোনার রাজত্ব ছিল, আশে পাশে আত্মীয় ছিল, বুকে সখা ছিল, সে সব ফেলে কেন আমি পথে পথে, বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, তোর এই ডাইনীর ঘরে চোখ বাঁধা বলদের মত নিষ্ফল পরিশ্রমে ঘুরে বেড়াই? দে বেটী দে, আবার উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে বলি, দে বেটী দে; তোর ঘাসের বোঝা ব'য়ে এনেছি, হাত ধ'রে তোরে পাহাড়ে তুলেছি, আবার বোঝা বইব, তোর দাসত্ব করব; দে বেটী দে, আমায় ভুলিয়ে দে।

জয়ন্তী। ভাল, নিয়ে আয় দেখি বাছাকে, দেখি ভুলুতে পারি কি না।

প্রমোদ। রহস্ত করছি না, আমি তোর পাগলা ছেলে, আমার একটা গতি কর। আমার একটা উপায় না হ'লে এই যেমন আছি তেমনি রইলেম, আর চোখ খুলে চারি দিকে দুরাশার বিভীষিকা দেখব না।

জয়ন্তী। তবে এস আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভাগীরথী-তীরস্থ প্রমোদ-কানন।

শান্তি ও সখীগণ।

ফুটেছে পারুল চাঁপা চামেলী জাতি।
ফুটেছে গোলাপ বেলা যুঁথি মালতি॥
আজিকে ফুলের সনে পাতিয়ে সই ফিরি বনে,
ফুলের সনে আপন মনে যাপিব রাতি॥
সে ত সই চায়না কারো প্রাণ,
সবাই হেসে প্রাণ ঢালে সে চায়না প্রতিদান,
তারে না ক'রে সাধী, সে ফুলে মালা গাঁথি,
ছি ছি গো আমোদে মাতি;
য'দিন রয় রাখতে সুখে, রাখব ফুল লতার বুকে,
নয়নে নয়নে করি প্রেমের আরতি॥

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। ও ভাই, এখানে তোরা কোন্ ঠাকুরের আরতি করছিস?

শান্তি। ঠাকুর আবার কোন্ কি, ঠাকুর ত এক।

সখী। তা ত বুঝেছি; কিন্তু ঠাকুর পালায় যে—ঠাকুর বলে আমি পেত্নী পুরুতনীর পূজা খাব না!

শান্তি। (সহাস্তে) হাঁ ভাই, সত্যি!—আমার পূজা খাবে না, পালাবে! হাঁ ভাই, সর্ব্বব্যাপী ঠাকুর, চৌদ্দভুবনে যার বিরাট অঙ্গ কুলিয়ে উঠে না, সে কোথায় পালিয়ে যাবে বলতে পারিস? পৃথিবীর নদী সাগরে যায়, সাগর কোথায় যায়? আমার

ঠাকুরের কি পালাবার যো আছে, সে আপনার জালে আপনি বাঁধা।

সখী। তামাসা করছি না, সত্যি কথা! ঠাকুরটি মানুষের যা করেছে, ভুলতে মার কাছে ওষুধ চেয়েছিল। মা যা ওষুধ ব্যবস্থা করেছিল, বুঝতেই ত পেরেছ। ঠাকুরটি ওষুধের কথা শুনেই নাকে কাপড় দিয়ে বল্লেন, থাক্ আর কাজ নেই, যেমন আছি তেমনি ভাল, ও ওষুধ আমার পেটে সইবে না। এই কথা ব'লেই চোখবাঁধা অবস্থাতেই ছুট্।

শান্তি। সর্ব্বনাশ! প'ড়ে গেলেন না ত?

সখী। চতুর্দ্দশভুবনব্যাপী ঠাকুর আবার প'ড়ে যাবে কোথায় ভাই?

শান্তি। সত্যি, তার পর কি হ'ল বল ভাই।

সখী। যেমন তোমার নাম করা—

শান্তি। তা ত বুঝলেম, তার পর কি?

সখী। তারপর ছুট্—কেবল ছুট্—উর্দ্ধশ্বাসে ছুট—উঠতে পড়তে ছুট—

শান্তি। তোর পায়ে পড়ি, বল ভাই, তার পর কি হ'ল!

সখী। তার পর কি হ'ল আমিও বড় বুঝতে পারলেম না। রঞ্জন কাঁদতে লাগল, মুক্তি আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল, মা আর একটা মানুষ খুঁজতে চ'লে গেলেন। কি সখি, তুমিও যে চল্লে, মানুষ খুঁজতে নাকি?

শান্তি। মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? যমকে খুঁজতে।

সখী। তবে দাঁড়াও ভাই, আমিও যাব; আমারও সংসারের ব্যাপার দেখে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

[সকলের প্রস্থান।

(প্রমোদকুমারকে লইয়া মুক্তির প্রবেশ।)

প্রমোদ। বেটীর কাছে ভুলতে চাইলুম, বেটী ক না পেত্নী গছিয়ে দিয়ে আমায় ভুলাতে এলো! ত বড় আস্পর্দ্ধা, বলে মেয়ে বে কর।

মুক্তি। তাই ত, মার ঐটে বড় অন্যায়। দেখ ভাই, আমরা মাকে কত বুঝিয়েছি, যে মেয়ে ভূতে করতে চায় না, সে মেয়ে কি মানুষ বে করে? কিছুতেই শুনবে না, কেবল মানুষ মানুষ ক'রে দিয়ে মরবে। তুমি বেশ করেছ, তুমি যে আর বেটীর সঙ্গে কথা না ক'য়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে এসেছ, তাতে বেটী অন্ধ হয়েছে। এখন কতক কতক বুঝেছে যে, সে মেয়ে কেউ নেবে না। দেখলে না, আর একটি কথা কইতে পারলে না।

প্রমোদ। কথা কইতে পারলে না, তার মানে আছে। প্রাণে বিষম আঘাত লাগল কি না! মা কি আর সন্তানকে কুৎসিত দেখে। আচ্ছা সখি, মেয়েটা কি বড় কুৎসিত?

মুক্তি। এমন কুৎসিত কেউ কখনও দেখে নি। আমরা পেত্নী, আমাদের উপর সে আবার পান্না-মারা পেত্নী।

প্রমোদ। বোঝ দেখি ভাই, তারে আমি কেমন ক'রে বে করি; আমার চেহারাখানা দেখছিস ত?

মুক্তি। দেখছি না? খুব দেখছি, দেখে দেখে সাধ মিটে না—দেখছি না?

প্রমোদ। বোঝ দেখি ভাই।

মুক্তি। বেশ করেছ, আমরা খুব খুসী হয়েছি! দেখ ভাই, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কেউ সে মেয়েটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তুমি যে দিন থেকে এসেছ, সেই দিন থেকে অহঙ্কারে মাটীতে তার পা পড়ছিল না। আমি তার চেয়ে কিছু কম নয়, আমার সঙ্গে নাক তুলে কথা। বেশ করেছ ভাই, তার যে তেজ ভেঙ্গেছ, আমাদের ভারী আনন্দ হয়েছে। মা যখন তোমাকে মেয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন, তখন সে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

প্রমোদ। দেখছিল! বলিস কি, পেত্নী সেখানে ছিল?

মুক্তি। হাঁ ক'রে দেখছিল—নড়ন চড়ন ছিল না। যেমনি শুনলে যে তুমি তারে নেবে না, অমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব'সে পড়ল।

প্রমোদ। ব'সে পড়ল!

মুক্তি। অভিমানে আঘাত লাগল কিনা, তাই ব'সে পড়ল। চোখ দেখতে দেখতে জলে ভ'রে গেল। অধোবদনে ব'সে নখ দিয়ে মাটী তুলতে তুলতে অভিমানিনী কাঁদতে লাগল। নীরব নিস্পন্দ, গল্‌গল্ ক'রে চক্ষের জল তার বুক ভাসিয়ে দিলে।

প্রমোদ। পেত্নীর চক্ষে জল আছে?

মুক্তি। সে কি সখা, তুমি জ্ঞানী হয়ে এমন কথা কইলে? পেত্নী হাসতে জানে, কথা কয়,

সুখ-দুঃখের মর্ম্ম বুঝে, আর কাঁদতে জানে না? জল—জল—সরোবরে কত জল, নদীতে কত জল? পেত্নী চক্ষে সাগর বেঁধে আজীবন সংসারচক্রে ঘুরছে। পেত্নী কাঁদে, সে ক্রন্দনে সহস্র সহস্র তীব্রগতি স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি হয়।

প্রমোদ। না, মানুষের উপর রাগ ক'রে কি কাল হিমালয়েই পদার্পণ করেছিলেম—ডাইনী বেটী আমার সর্ব্বনাশ করলে।

মুক্তি। কি ভাই, মাথা গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আর একটু চল না, তোমায় গণ্ডী পার ক'রে আসি।

প্রমোদ। সর্ব্বনাশই বা কেন? ডাইনী যদি উন্মত্তা হয়, আমিও কি তাদের সঙ্গে উন্মত্ত হব! চাতক মেঘ দেখে কাঁদে, বালক চাঁদ ধরতে পারে না ব'লে কাঁদে, আমিও কি তাদের দেখাদেখি কাঁদব! না না, সে কাজ আমি করব না।

মুক্তি। বলি কি গো, এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে?

প্রমোদ। পেত্নী বে করব? যা কেউ কখন করে নি, তাই করব?

মুক্তি। তুমি, যাবে কি না যাবে বল।

প্রমোদ। ঝরঝর ক'রে জল ঝরছে—পা ছড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে, সখীরা চারি ধারে নীরব,—কারও মুখে কথা নেই, সান্ত্বনা দেবার শক্তি নেই! আরে পেত্নী, তুই কাঁদলি? শোক-তরঙ্গ-তাড়িত সংসার ত্যাগ ক'রে হতভাগিনী মরণের পরও বিষাদিনী? শোক বুকে ধরলি, কাঁদলি? যার হস্তে নিস্তার পাবার জন্য লোকে মরণ কামনা করে, মরণের পরও ছাই তাই—সেই অশান্তি, সেই তীব্র জীবনযন্ত্রণা?

মুক্তি। না বাপু এমন মজার লোক ত কখন দেখি নি। বলি, লাঠী ধরবে ত ধর—আমি কি এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব?

প্রমোদ। যা, দূর হ—তোর সঙ্গে আমি যাব না—

মুক্তি। তাই বল, তবে মিছিমিছি দাঁড় করিয়ে রাখ্‌ছলে কেন?

প্রমোদ। হাঁ ভাই, তুই দয়া ক'রে আমার মাথায় সজোরে একটা লাঠী মারতে পারিস্?

মুক্তি। না ভাই তা পারব না, আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি দয়া করতে পারব না।

প্রমোদ। সে কাঁদছিল, তুই ঠিক দেখেছিস?

মুক্তি। দেখেছি, তোমার তাতে কি?

প্রমোদ। আমার কি? সর্ব্বনাশ! দেখ ভাই, আমার মাথায় লাঠী মার, আমি অপঘাতে মরি, ভূত হই, জীবন্তে পাল্লেম না, প্রাণ থাক্‌তে পারব না—আপাততঃ আমায় একটু জল দিতে পারিস—বড় পিপাসা—

মুক্তি। সুমুখেই মা সুরধুনী, তার জল খাবে?

প্রমোদ। সুরধুনী? কই সুরধুনী?

মুক্তি। চোখ খুলে দেব?

প্রমোদ। না—আর নয়, আর আমি দেখব না—আমার দর্শনের সাধ মিটেছে, সুরধুনীর কাছে আমায় নিয়ে চল।

মুক্তি। এস। (অগ্রসর)

প্রমোদ। তুই লাঠী মারতে পারবি নি?

মুক্তি। না, পারব না—নাও লাঠী ছাড়, আঁজলা পুরে জল খাও! বাটহাজার সগর-সন্তানের শোকে অধীরা, বিষ্ণুপাদমূলস্থা একটা পেত্নীর নয়ন-জলে এই সর্ব্বনাশী জন্মেছিল, এই জল খাও, এ জলে সকল জ্বালা নিবারণ হবে।

প্রমোদ। দেখ পেত্নী, আমায় তোরা ক্ষমা কর, আমি পাল্লেম না, আমি জীবন্তে সুখী করতে পাল্লেম না, তাই আমার এ যন্ত্রণা, এই হৃদয়ভেদী তৃষ্ণা মৃত্যু-পিপাসা। মা জাহ্নবি! আমার এ তৃষ্ণা নিবারণ কর। আমি হতভাগা, মন বুঝতে পারলেম না। বিষ্ণুপাদোদ্ভবে পতিতপাবনি! আমি মুক্তি চাই না। ভক্তবৎসলে! তোর এই পবিত্র সলিলস্পর্শের ফল একদণ্ডের জন্য লুকিয়ে রাখ, আমি মুক্তির ভিখারী নই।

মুক্তি। ওগো ও কি বলছ? ও সখা—সখা—

প্রমোদ। আমায় আত্মহত্যার ফল দে। প্রেত কর, জীবন্তে পেত্নী বিবাহ করতে পারলেম না—আমায় প্রেত কর—

মুক্তি ও সখা। সখা—ও কি বলছ, না ভাই, তুমি ফিরে এস, এস তোমায় শান্তি দিই।

প্রমোদ। শান্তি, শান্তি, কই শান্তি, কোথা শান্তি! গঙ্গে গঙ্গে! আত্মহত্যায় যদি শান্তি থাকে, তাই দে, মুক্তি চাই না, শান্তি দে, জাহ্নবি, জাহ্নবি! (নদীতে পতন)

(রঞ্জনের প্রবেশ)

রঞ্জন। কি হ'ল, কি হ'ল, সখা আমার চেঁচিয়ে উঠল, তারপর কি হ'ল।

মুক্তি। ঝুপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

রঞ্জন। শব্দ হ'ল কি!

মুক্তি। প'ড়ে গেল, তোমার সখা নদীগর্ভে প'ড়ে গেল। তাড়কা রাক্ষসীর মুখ দেখে মজবে, ভুবনমোহিনী সুন্দরী দেখা সইবে কেন? দেখবার সময় হয়েছে, আর পড়েছে।

রঞ্জন। তার পর?

মুক্তি। তার পর? পড়েছে, ডুবে গেছে। শেষে সাগরে গিয়ে উঠবে, সেখানে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচবে, প্রেম করার মজাটা টের পাবে। নাও চল, লীলা সাঙ্গ হ'ল, আর কেন, ঘরে চল।

রঞ্জন। কি বল্লি?

মুক্তি। এই যে বল্লেম, পরের কথা ভেবে আর কি হবে? কোন উপকার ত হবে না? চল আমরা ঘরে যাই।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশি, নরহত্যা করবার জন্যই কি তোরা প্রেম করিস?

মুক্তি। তবে আর কিসের জন্য করে? মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করতেই ত প্রেমের সৃষ্টি। শুধু সখাটি আর তুমি থাকতে, তা হ'লে সে প'ড়ে গেল দেখে, তুমি মজা ক'রে আমাকে তিরস্কার করতে পারতে, অমনি না সখার সঙ্গে ঝাঁপ খেতে! আমি প্রেম করেছি ব'লে ত পারলে না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা নিয়ে মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, কিন্তু গরীব আয়ানের জন্য কখন কি কাহাকেও এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলতে দেখেছ? মানুষ যে দিন প্রেম চিনেছে, সেই দিনেই তার মনুষ্যত্ব ঘুচেছে।

রঞ্জন। তুমি কি মনে কর, আমি সখার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত?

মুক্তি। প্রেমবিসর্জ্জনের তুলনায় প্রাণবিসর্জ্জন অতি তুচ্ছ। সখার জন্য প্রাণ দিতে কাতর নও, কিন্তু তার জন্য আমাকে ত ত্যাগ করতে পারলে না। তা যদি পারতে, তা হ'লে তোমার বীরত্ব, মনুষ্যত্ব সব বোঝা যেত। প্রাণ দিলে যদি প্রজা-পালন হ'ত, তা হইলে কি রঘুরাজ পতিপ্রাণা গর্ভবতী রঘুকুললক্ষ্মীকে জন্মের মতন বনে দেন? প্রাণ দেওয়া যায়—প্রেম দেওয়া যায় না। শুধু ভগবান রাজীবলোচন দিয়েছিলেন, মানুষে কি পারে?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। কি গো তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিস কি? চল না—বাছা যে জল থেকে উঠে শীতে হি হি করছে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

প্রমোদ।

প্রমোদ। সুরধুনি, তুই শাঁকচুন্নী—পেত্নার অধম। প্রেত করতে পারবি না ব'লে আমাকে তরঙ্গ-করে কোলে থেকে ঠেলে দিলি! মুক্তি ভিন্ন যখন অন্য কিছু দেবার তোর শক্তি নেই, তখন তোর মুখে ছাই। আর তোরে কি বলব হিমাচল, অগ্নিগর্ভ, তুষারচূড়—তুই কপটের শিরোমণি! প্রাণসমা-নন্দিনী প্রকৃতিরাণীকে অম্লানবদনে ভূতেশ্বর ভাঙড়ের হাতে সঁপে দিলি; আমি ত পর, আমাকে পেত্নী লেলিয়ে দিবি, বিচিত্র কি!—তোর এই বক্ষর বক্ষে দৃষ্টিহীন হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, আমার পতন নেই, মৃত্যু নেই? মরণ যখন হ'ল না, তখন একটু বসি।

(শান্তির প্রবেশ ও পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

প্রমোদ। একি বাবা! পায়ে আমার ফুল ঢাললে কে!—এ চাটুপটু পার্ব্বতীয়া প্রকৃতি, তুই পাগলিনী—এ ফুল তুই কারে দিলি? এই অচল শিলাস্তূপেরও প্রাণ আছে—আমি প্রাণহীন। পাষাণেরও প্রাণ আছে; সেই প্রাণ-ধারা সেচনে ধরণী ফুল-ফল-শোভিনী—আমাতে কিছু নেই।—আমার নয়নানলে সাগর শুকায়—শস্যশ্যামলা ধরণী মরুভূমি হয়! (পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি) আবার—আবার—দূর হ'ক তবে তোরও মুখ দেখব না। আবার, ফুল! দূর হ'ক, এ স্থানে বসবও না। (উঠিয়া) পেত্নী বে করব—কে কবে করেছে? এমন স্বার্থত্যাগ কে কবে দেখিয়েছে? তা হ'লে পেত্নী, এ জন্মে তোর বে হ'ল না, আমি চল্লেম। ডাকিনীনন্দিনী, আমায় ক্ষমা কর।

(মুক্তির প্রবেশ)

মুক্তি। কি হ'ল সখি!

শান্তি। সখি, পারিস যদি আমায় পেত্নী কর্। আমি ঐ হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্থান ভিখারিণী, কিন্তু পেত্নী তার সমস্ত হৃদয়টা জুড়ে ব'সেছে, পেত্নী আমার সতিনী হ'য়ে সব কেড়ে নিয়েছে। ভাই, আমি কি আর স্থান পাব? আমার রূপের অহঙ্কার গুঁড়িয়ে গেছে, আমায় পেত্নী কর্।

মুক্তি। যতক্ষণ অন্ধকার ততক্ষণ পেত্নীর অধিকার, যেই হৃদয়ে আলো খেল্‌বে, অমনি পেত্নী দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে; ভুবনমোহিনী দুয়োরাণী, তখন সেই হৃদয়ে তোমারই যে একাধিপত্য! ঐ দেখ্, আবার ফির্‌ল। আমি চল্লেম, দেখিস ভাই। আগে হ'তে যেন কোন মতে আত্মপ্রকাশ করিস নি।

[প্রস্থান।

(প্রমোদের পুনঃ প্রবেশ)

প্রমোদ। কিন্তু হতভাগিনী রূপহীনা ব'লে কি তার বে হবে না, তার মুখপানে কেউ চাইবে না! তার প্রাণের উদারতা, হৃদয়ের কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভালবাসা, ভক্তি, সকল থাক্‌তে রূপ নেই ব'লে কি সে আদর পাবে না। আমাকে দেখে মেয়েটার প্রাণে কত আশাই না জেগেছিল, সেই আশা তার ভঙ্গ হ'ল! হয় ত মনে মনে আমাকে স্বামিত্বে বরণ ক'রে, আমার অনাদরে ভগ্নমনে তুষানলের বেড়ায় আপনাকে ঘেরেছে। মানুষী নয়—মৃত্যু নেই, অনন্তকাল পুড়বে তবু মর্‌বে না। দূর হ'ক, এ চোখের বাঁধন খুল্লো না, দ্বিগুণ জড়িয়ে গেল। কাঁদছে—অভিমানে, লজ্জায়, ঘৃণায়, অভাগিনী চক্ষুজলে সহস্র নদীর সৃষ্টি কর্‌ছে। পেত্নী পেত্নী! উপায় নেই। সুন্দরের সঙ্গে প্রেম, ভগবান্ এ লীলা তোমায় কে দেখাতে বলেছিল? রাসেশ্বরী তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! একটা রূপহীনা, প্রাণহীনা ডাইনী-মাসীর মেয়ের মত পেত্নীর সঙ্গে প্রেম কর্‌তে পার্‌তে, তবে না তোমার বিদ্যে বোঝা যেত! তুমি যখন পার্‌লে না, তুমি যখন 'নবজলধর-বিজলীরেখা হরিণীহীন হিমধামা' বৃন্দাবন-বিলাসিনীকে দেখে মজলে, তখন আমি কেন একটা পেত্নীর পিরীতের পাকে জীবনটাকে নাটাপাটা খাওয়াব? কখন কর্‌ব না, আমি কখন পেত্নী বে কর্‌তে পার্‌ব না। সেই দূরে শিলাতলে কল্পনাদিনী সুরধুনী-তীরে, অনন্ত শূন্যে প্রাণ ছড়িয়ে ব'সে আছে ও কে রে! মধুরতাময়ি, অনন্ত প্রাণময়ি, মদিরকটাক্ষে! আমায় পাগল কর্‌তে একবার উঠে এস। উঠে এলি, আমার কামনাকর্ষণে কাছে এলি?—একি, পায়ে ফুল দিলি? দেখ্ দেখ্ প্রেমসুধায় আমার প্রাণ পূরে গেল? পেত্নী পেত্নী—হৃদয়মন্দির-শোভাকরী, তুই কি যথার্থই সুন্দরী? আয়, বুকের ধন বুকে আয়—না কই, শান্তি কই? এ যে তুষারকণাবাহী সমীরণ!

শান্তি। হাঁ ভাই! বে-ই না হয় নাই কর্‌লে, ডাইনীর মেয়ের মুখও না হয় নাই দেখলে, আসবার সময় তার সঙ্গে একটা কথা ক'য়ে আসতেও কি দোষ ছিল?

প্রমোদ। য়্যাঁ য়্যাঁ তুমি, মিষ্টিকথা? তুমি এখানে কেন ভাই?

শান্তি। এই তোমাকে শেষ দেখতে ভাই।

প্রমোদ। কেন, আমি কি মর্‌তে যাচ্ছি ভাই!

শান্তি। বালাই, তোমার মরণ শত্রুও যে কামনা করে না ভাই, আমাদের উপকার করেছ, আমরা কি—

প্রমোদ। উপকারের কথা তুলো না, তুই ডাইনী-মাসীর কে?

শান্তি। আমি ডাইনী-মাসীর মেয়ে।

প্রমোদ। কি সর্ব্বনাশ, তুই-ই ডাইনী-মাসীর মেয়ে! তা এ কথা আমায় আগে বলিস্ নি কেন?

শান্তি। তা হ'লে কি হ'ত?

প্রমোদ। তা হ'লে নিশ্চয় গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌তেম। তোর নাম কি ভাই?

শান্তি। শুম্মী ভাই!

প্রমোদ। (নাকে কাপড় দিয়া) তা হ'লে একটু দূরে দূরে স'রে থাক ভাই, স্নান ক'রে উঠেছি, এখন যেন আর হাওয়াটা গায়ে না লাগে।

শান্তি। আর দূরে সরা কেন, আমি চ'লে যাই। আসি ভাই, নমস্কার।

প্রমোদ। এস ভাই, নমস্কার নমস্কার।

শান্তি। নারী জ্ঞানহীনা, বিশেষতঃ আমার মা ভালমন্দ কিছুই বোঝে না। ক্ষমাবান্! তুমি মায়ের উপর অভিমান ত্যাগ কর, মাকে ক্ষমা কর।

প্রমোদ। আরে এ কোথাকার পাগল। তোর মা কি করেছে, এই জনহীন দেশে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে! আমি তারে কি ক্ষমা কর্‌ব, তোরা আমায় ক্ষমা কর। তবে কি জানিস্, আমার পেটে এক কথা মুখে এক কথা নেই, আমি তোদের ঘৃণা করি। ঘৃণায় যদি প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়, তা হ'লে না হয় বল দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি।

শান্তি। ঘৃণা কর। ছি ছি তা হলে এতক্ষণ তোমায় কষ্ট দিলেম। ভাই চল্লেম।

প্রমোদ। ছি ছি, দিন দিন আমি হ'লেম কি। একটা সরলা বালিকাকে কটুকথা ক'য়ে দূর ক'রে দিলেম। বে-ই না হয় নাই কর্‌লেম, মিষ্টি কথা কইতে কি দোষ ছিল। ওগো গেলে নাকি, বলি, রাগ ক'রে গেলে নাকি? বলি ও, ও—ও গুঁয়ী!

শান্তি। আবার পেছু ডাক কেন?

প্রমোদ। বাধা পড়েছে শোন্।

শান্তি। যাও, কি বলবে বল।

প্রমোদ। তুই কি বড়ই কুৎসিত?

শান্তি। বড় কুৎসিত। এখন ত আমি মরেছি, যখন জীয়ন্ত ছিলেম তখনও লোকে আমায় পেত্নী বল্‌ত। আমি উনুনমুখী, চেরণদাঁতী, কটাচোখী, খেবড়ানাকী, নাদাপেটী—

প্রমোদ। থাম্ থাম্, আমার গা বিড়িয়ে আস্‌ছে।

শান্তি। আমার চোখে পিঁচুটী, নাকে শিক্‌নি, কানে পুঁজ—

প্রমোদ। হয়েছে, বুঝতে পেরেছি।

শান্তি। পায়ে গোদ, তাতে বড় বড় গেঁজ, তা থেকে ঝর্‌ঝর ক'রে রস।

প্রমোদ। (গমনোদ্যোগ) ওরে বাবা, যাইরে—

শান্তি। আরও বলব?

প্রমোদ। আমার ঘাট হয়েছে, বুঝতে না পেরে ভাই ভিমরুলের চাকে কাটী দিয়েছি? তুই কত বয়সে মরেছিলি?

শান্তি। আইবুড় বয়সে।

প্রমোদ। একেবারে খাঁটী আইবুড়, একটা বাপটা সম্বন্ধও জোটে নি?

শান্তি। জুটবে কোথা থেকে ভাই, আমার নাম শুনে ঘটক দেশ ছেড়ে পালাত।

প্রমোদ। স্বপ্নেও কি কখন সম্বন্ধ হয় নি?

শান্তি। সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই, শেষে কি পেত্নী হয়েও পাগল হব। স্বপ্নে আমার এক জনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল। সে বড় সুন্দর। তার নাম সুন্দর, কথা সুন্দর, রূপ সুন্দর, গুণ সুন্দর। সে মহাপ্রাণ, সে পরের দুঃখে গ'লে যায়, পরের হ'য়ে দাসত্ব করে, পরকে যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রে ভিখারী। পর তার প্রাণ, পরের জন্যই তার জীবনধারণ।

প্রমোদ। সে খুব বড়লোক, তারপর কি বল।

শান্তি। তার গুণ শুনে বড় আশা হ'ল। ভাবলেম একবার যাই, একবার গিয়ে পায়ে ধ'রে প্রেমভিক্ষা চাই।

প্রমোদ। গেলি?—ওকি—থামলি যে?

শান্তি। এই যে ভাই, গলায় আমার একটু সর্দ্দি জমেছে। যে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে আজ তোমার সঙ্গে কথা কইছি—

প্রমোদ। আরে আমি ত ঘরের লোক, আমাকে বলতে লজ্জা কি, ব'লে যা না।

শান্তি। মার কাছে শুনেছিলেম, যে বিশ্ব-প্রেমিক তার চক্ষে সকলি সুন্দর। মাতৃবাক্যে সাহসিনী আমি নির্লজ্জা অভিসারিকার বেশে স্বপ্নে তার কাছে গেলেম।

প্রমোদ। তার পর?

শান্তি। গিয়ে দেখলেম সেই সুন্দর আমার কল্পনার নায়ক স্বপ্নরাজ্যের একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে শিলাতলে আকাশ পানে চেয়ে ব'সে আছে। ভয়ে ভয়ে কাছে গেলেম, গিয়ে বল্লেম ওগো প্রেমিক ঠাকুর! আমায় বে করবে? প্রেমিক ঠাকুর আমাকে না দেখেই বল্লেন, অমিয়ভাষিণি তুমি কে? সকলে আমায় কর্কশা বল্‌ত।

প্রমোদ। যারা বল্‌ত তারা বিশ্বনিন্দুক। তুই যথার্থ অমিয়ভাষিণী। তার পর ব'লে যা।

শান্তি। আমার বরের সেই কথা শুনে প্রাণে একটা বড় সাহস হ'ল। সেই সাহসে বল্লেম এক বার ফিরে দেখ না।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে?

শান্তি। বলছি শোন না।

প্রমোদ। শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল না।

শান্তি। বল্লেম, ওগো দয়া ক'রে আমাকে একবার ফিরে দেখ না।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে?

শান্তি। সেই বলাই আমার কাল হ'ল।

প্রমোদ। ফিরে দেখলে না।

শান্তি। দেখলে, পদ্মপলাশলোচন দিয়ে এক বার আমার পানে চাইল। দেখে যে মুখ ফেরালে সে মুখ আর ফিরল না। বঁধু আমার উধাও হয়ে চ'লে গেল। অন্যে কটু কথা ক'য়ে দূর দূর করত তা আমার সইত কিন্তু তার মুখ ফেরান সইল না। আমি স্বপ্নেই পাগল হলেম, সে মত্ততা আর সারল না! স্বপ্নেই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ খেলেম, ম'রে পেত্নী হলেম।

প্রমোদ। ফিরল না? সে বিশ্বপ্রেমিক? সে ভণ্ড, চোর, পাষণ্ড, পিশাচ, সে শালার ঘরের শালা! ফিরল না, আর একটা কথাও কইলে না! সে শালার নাম কি? আচ্ছা, তারে এখন দেখলে চিনতে পারিস?

শান্তি। আহা তার সেই চক্ষু, সেই পদ্মপলাশ-লোচন! তার মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার আঁখি, সেই খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি।

প্রমোদ। ও কি, কাঁদিস কেন? বালিকে, বালিকে!

শান্তি। সে যে একবার আমার পানে চেয়েছিল, আমায় কুরূপা দেখে ফিরিয়ে নিলে। আঁখি! ইচ্ছা করে আর একবার দেখি। না একবার কেন, বার বার দেখি, শতবার দেখি, জীবনে দেখি, মরণে দেখি, সেই আঁখি—

প্রমোদ। কি কর্‌লি পেত্নী, আবার কি তুই পাগলিনী? এমন নিষ্ঠুর? সে শালা এমন নিষ্ঠুর? আর ফিরল না! আরে পাগলী, এমন নিষ্ঠুর শালাকে স্বপ্নে দেখতে গেলি কেন? ভাল, বল সে শালার নাম কি? বল সে শালার বাড়ী কোথায়? দেখ্‌ উন্মাদিনি! এই আমার বাহু-যুগল, এই বাহুবলে মত্তমাতঙ্গ বিধ্বস্ত হয়। এই বাহু এতকাল আমি মানুষের সাহায্যে রেখেছিলেম, তোর জন্যে মানুষের বিরুদ্ধে সেই বাহু আবার তুল্লেম। সে শালার নাম আমাকে বল। বল সে কোথায় থাকে, আমি তারে ধ'রে এনে তোর দাস করি।

শান্তি। ভাই, আমি চল্লেম।

প্রমোদ। না না পেত্নী যাস নি, আমি তোরে অভয় দিলেম, আমাকে সকল কথা খুলে বল।

শান্তি। তার বাড়ী অবন্তীপুর।

প্রমোদ। অবন্তীপুর? নাম কি?

শান্তি। প্রমোদকুমার।

প্রমোদ। প্রমোদকুমার? দেখতে কেমন?

শান্তি। তা ভাই আমি বলব না!

প্রমোদ। আরে মর বল না, এই যে তোরে অভয় দিলেম, নিঃশঙ্কচিত্তে বল না।

শান্তি। ঠিক তোমার মতন।

প্রমোদ। আমি শালা নই ত?

শান্তি। তা কেমন ক'রে বলব, সে বহুদিনের কথা।

প্রমোদ। তুই কি বড় কুৎসিৎ?

শান্তি। বড় কুৎসিৎ, আরশিতে নিজের মুখ দেখতেই আমার ঘৃণা করে।

প্রমোদ। আরে পেত্নী! তুই কুৎসিৎ হলি কেন? তোর গলা এত মিষ্টি, তুই কুৎসিৎ হলি কেন?

শান্তি। নরবর! তুমি সুন্দর হ'লে কেন? তুমি নিজে কুৎসিৎ হ'লে তো আমাকে ঘৃণা করতে না।

প্রমোদ। হয়েছে হয়েছে, আচ্ছা তুই আমার চোখ খুলে দে, আমি তোকে একবার দেখি।

শান্তি। না ভাই তোমার পায়ে পড়ি ভাই।

প্রমোদ। দেখ্‌ আমায় যদি দেখে থাকিস্‌ ত বল, বলবার এমন সময় আর পাবি নি।

শান্তি। মূর্খচূড়ামণি! মানুষের উপর রাগে বুদ্ধি-শুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিয়েছ? পেত্নী ব'লে কি আমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, আমি কি সতী নই, আমি কি পরপুরুষের কাছে উপযাচিকা। আমি তোমাকেই স্বপ্নে আত্মদান করেছিলেম, তুমিই আমার স্বামী! এখন তুমি যথেচ্ছা গমন করতে পার, আমি চল্লেম।

প্রমোদ। যাবি কোথায়? স্বামীর অনুমতি না নিয়ে যাবি কোথায়? কুৎসিতে! তুই-ও আমার স্ত্রী, তুই-ও আমার হৃদয়েশ্বরী! মা শঙ্করি, চোখ দাও, আমি আমার ধর্ম্মপত্নীকে স্বর্ণচক্ষে দেখি। দে পেত্নী তোর হাত দে, (হস্তধারণ) কুসুমকোমল কর যার, এমন সুমিষ্ট স্বর যার, সে কি পেত্নী?

শান্তি। আর আমায় পেত্নী বলে কে? আমি এখন নরের গৃহিণী নারী, সুন্দরের মনোমোহিনী সুন্দরী!

প্রমোদ। আজ আমি শান্তি পেলেম, আজীবন যে-ভার হৃদয়ে বহন ক'রে আসছি, যে জ্বালায় জ্বলে মরছি, পেত্নী, তোরে পেয়ে আমার সে সকল যন্ত্রণা দূর হ'ল। পেত্নী, তুই আমার শান্তিদায়িনী। দে আমার চোখ খুলে দে।

শান্তি। না না, তা ক'র না। দেখলে যদি কষ্ট পাও।

প্রমোদ। আর তা ক'র না। যা থাকে অদৃষ্টে, আমি একবার তোকে দেখবো। বাঁধা চোখে আমি তোরে সুরধুনীতীরে দেখেছি, সে তুই বড় সুন্দর। একবার খোলা-চোখে তোরে দেখব।

শান্তি। কর কি, কর কি, তা হ'লে আমি পালাব!

প্রমোদ। সে তুই যা খুসী তাই কর, জয় দুর্গে। (চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন)

শান্তি। তবে আমি চল্লেম। (অন্তরালে পলায়ন)

প্রমোদ। আহা কি সুন্দর। চ'লে যায় ও কি সুন্দর! এই আমার পেত্নীর রূপ! যায় যে, গেল যে, উধাও হয়ে চ'লে গেল যে! রাক্ষসী, স্বামিঘাতিনী, মনোমোহিনী, নিষ্ঠুরে—

শান্তি।—

গীত।

আজু রজনি হাম ভাগ্যে পোহায়নু,
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরানন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোরে অনুকুল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
কোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ লাখ হউ
মলয় পবন বহ মন্দা॥

পটপরিবর্ত্তন

হিমালয়শৃঙ্গ।

চঞ্চল, চঞ্চলা, জয়ন্তী, মুক্তি, রঞ্জন ও সখীগণ।

গীত।

আহা কি মধুর নিশি, দশদিশি হাসি হাসি
এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
গগন পাঠায়ে দেছে তারার কিরণমালা
শশী দেছে ঢেলে সুধাধার॥
শিখরিণী দেছে তার শীকর-তরঙ্গ,
অনিল দিয়াছে মধু-সঙ্গ,
জলদ দিয়াছে ফল মধুমাখা আঁখিজল,
চপলা দিয়াছে লীলাহার॥
ধর হে ধর হে প্রিয় হে বঁধু হে, সকল হিয়ার বিধু-সার
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের মধু,
তুমি সকলের শুধু, সকলি তোমার॥

যবনিকা-পতন